অনুবাদকের নিবেদন

বিক্রমোর্ব্বশীর এই বঙ্গানুবাদে আমি মুখ্যতঃ বোম্বাই প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ শঙ্কর-পণ্ডিত-কর্ত্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থের অনুসরণ করিয়াছি। তিনি অনেকগুলি পুঁথি পরস্পরের সহিত মিলাইয়া, সম্যক্ বিচারপূর্ব্বক যে পাঠান্তরগুলি বিশুদ্ধ বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহাই এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে যে গ্রন্থ প্রচলিত, তাহার সহিত অনেক স্থলেই এই সকল পাঠ-সম্বন্ধে অনৈক্য দেখা যায়।

শঙ্কর-পণ্ডিতের প্রকাশিত গ্রন্থের আর একটি বিশেষত্ব এই, ইহাতে বঙ্গদেশ-প্রচলিত গ্রন্থের চতুর্থ অঙ্কের প্রাকৃত-গানগুলি একেবারে বর্জ্জিত হইয়াছে। তিনি এই প্রাকৃত শ্লোকগুলি মূল গ্রন্থের মধ্যে যথাস্থানে না দিয়া পরিশিষ্টে পৃথকরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি তাঁর ভূমিকায় এই সম্বন্ধে কৈফিয়ৎও দিয়াছেন। তিনি বলেন :—

তিনি যে ৮ খানি পুঁথি মিলাইয়া দেখিয়াছেন তন্মধ্যে ৬টি উৎকৃষ্ট পুঁথিতে এই প্রাকৃত শ্লোকগুলির অস্তিত্ব মাত্র নাই। ভাষ্যকার "কাতবেম"ও ওই প্রাকৃত শ্লোকগুলি-সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করেন নাই।

তা ছাড়া, এই প্রাকৃত-শ্লোকগুলি রাজার অবৃত্তি করিবার কথা। পরন্তু, শাস্ত্রমতে উত্তম পাত্রের প্রাকৃত ভাষায় কথা কওয়া কিম্বা কোন আবৃত্তি করা একেবারে নিষিদ্ধ।

দ্বিতীয় আপত্তি এই :—যে যে স্থলে রাজার মুখে এই প্রাকৃত শ্লোক বসান হইয়াছে, তাহারই ছায়া রাজার উক্তি-অনুবাদ।

প্রাকৃত শ্লোকগুলি সংস্কৃতে

তৃতীয় আপত্তি এই :—এই প্রাকৃত শ্লোকগুলি রাজার উক্তি হইলেও উহার কোন কোন স্থলে তৃতীয় ব্যক্তির অবস্থা অপ্রাসঙ্গিকরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এবং এরূপ শ্লোকও আছে যাহা আবৃত্তি করা রাজার পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত, অথচ সেগুলি কাহার আবৃত্তির বিষয় তাহাও স্পষ্টরূপে বুঝা যায় না।

চতুর্থ আপত্তি এবং এইটি গুরুতর আপত্তি :—এই প্রাকৃত শ্লোকগুলি যে যে স্থলে সন্নিবেশিত হইয়াছে সেই সেই স্থলে তাহার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। বরং উহার দ্বারা সংস্কৃত শ্লোকগুলির স্বাভাবিক প্রবাহে বাধা দিয়া সময়ে সময়ে অনর্থক রসভঙ্গ করা হয়।

সে যাহা হউক, প্রাকৃত গানগুলি প্রক্ষিপ্ত কি না সে বিষয়ে মতান্তর থাকিতে পারে। এক্ষণে, যাঁহারা এই প্রাকৃত গানগুলি পাঠ করিবার জন্য কুতূহলী তাঁহারা পূজনীয় মদগ্রজ * ৺ গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বঙ্গদেশ-প্রচলিত বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের অবিকল বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়া তাঁহাদের [কৌতূ]হল চরিতার্থ করিতে পারেন।

* প্রায় ৩০ বৎসর অতীত হইল তিনি এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁহার পূ[র্ব্বে] সংস্কৃত নাটকের যথাযথ অনুবাদ (গদ্যে পদ্যে) প্রকাশ করিতে কেহ চেষ্টা করেন [ন]াই। তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থের সমস্ত খণ্ড নিঃশেষিত হওয়ায় উহা সম্প্রতি আবার [মুদ্রিত হইতেছে]—শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। তৎকালীন সংবাদপত্রাদিতে এই ব[...]

পাত্রগণ।

পুরুষবর্গ।

সূত্রধার।

পরিপার্শ্বক।—সূত্রধারের সহকারী নট

পুরুরবা।—প্রতিষ্ঠানের রাজা।

আয়ুঃ।—পুরুরবার পুত্র।

মানবক।—(বিদূষক) রাজার বয়স্য।

চিত্ররথ।—গন্ধর্ব্ব-রাজ।

নারদ।—দেবর্ষি।

পল্লব }
গালব } —ভরত মুনির শিষ্যদ্বয়।

লাতব্য।—কঞ্চুকী।

রক্ষক, বৈতালিক ইত্যাদি।

স্ত্রীবর্গ।

উর্ব্বশী।—একজন অপ্সরা।

চিত্রলেখা।—(অপ্সরা) উর্ব্বশীর সখী।

সহজন্যা }
রম্ভা } —অপ্সরাগণ।
মেনকা }

দেবী ঔশীনরী।—(কাশীরাজ-দুহিতা) পুরুরবার মাহিষী

নিপুণিকা।—মহিষীর পরিচারিকা।

বৌদ্ধ-পরিব্রাজিকা, তাপসী, কিরাতী, যবনী ইত্যাদি।

বিক্রমোর্ব্বশী।

নান্দী।

বেদান্ত যে পুরুষেরে —ভূলোক-দ্যুলোক-ব্যাপী—
এক বলি' করেন বর্ণন,
অন্য শব্দে অনির্ব্বাচ্য ঈশ্বর শব্দই যাঁতে
সার্থকতা করেছে অর্জ্জন,
প্রাণাদি সংযম করি' মুমুক্ষু জনেরা যাঁরে
আত্মা-মাঝে করেন সন্ধান,
ভকতি-সুলভ সেই মহাদেব তোমাদের
করুন গো মুকতি প্রদান॥

নান্দ্যন্তে সূত্রধার।

সূত্র।—(নেপথ্যের দিকে অবলোকন করিয়া)
মারিষ! এই দিকে এস তো একবার।

পারিপার্শ্বিকের প্রবেশ।

পারি।—মহাশয়! কি আজ্ঞা করচেন?

—দেখ মারিষ! এই পরিষদ-মণ্ডলী, পূর্ব্ব-কবিগণের শৃঙ্গারাদি সম্পূর্ণ অনেক নাটকের অভিনয় তো দেখেছেন। আজ আমি এই চিত্র ...ভায় কালিদাস-রচিত একটি নূতন নাটকের অভিনয় করব।
...মি পাত্রবর্গকে বল, তারা যেন স্ব স্ব কার্য্যে অবহিত হয়ে ঊর্দ্ধ...

নট।—(প্রবেশ করিয়া) যে আজ্ঞে।

সূত্র।—আমি এখন এই সভাস্থ বহুতত্ত্বজ্ঞ কলাবিৎ পণ্ডিতগণের নি· অবনত-মস্তকে এই নিবেদন করচি :—(প্রণিপাত করিয়া)

সুহৃদজনের প্রতি আনুকুল্য করিয়া বিধান
কিম্বা সদ্‌বস্তু-প্রতি প্রদর্শিয়া উচিত সম্মান
কাব্য-এ কালীদাসের শোনো সবে করি' অবধান॥

নেপথ্যে।—আমাদের রক্ষা করুন, রক্ষা করুন!

সূত্র।—ওহে! আকাশে কুররীদের ন্যায় একটা করুণ-ধ্বনি শোনা যাচ্চে ন? (চিন্তা করিয়া) হাঁ, বুঝতে পেরেচি।—তাই বটে।

নারায়ণ-উরূদ্ভবা সুরাঙ্গনা উর্ব্বশী
কুবের-আলয়ে গিয়া আসিছিল ফিরি
হেন কালে অর্দ্ধ পথে দেবের অরাতি—সেই
দৈত্যগণ, করিল গো বন্দী তারে ঘিরি।
তাই যত অপসরা যাচিয়া শরণ
করিতেছে দেখ এবে করুণ ক্রন্দন॥

(প্রস্থান)

ইতি প্রস্তাবনা।

দৃশ্য।—আকাশ-পথ।

অপ্সরাগণের প্রবেশ!

অপ্সরাগণ।—যাঁরা দেবগণের পক্ষপাতী, আর যাঁদের আকাশে গতি-বিধি আছে, তাঁরা আমাদের রক্ষা করুন—রক্ষা করুন।

রথারূঢ় রাজা ও সারথীর প্রবেশ।

—তোমরা আর ক্রন্দন কোরোনা। আমি পুরুরবা, সূর্য্য-

উন্মীলিত কর তবে
ও বিশাল পঙ্কজ-নয়ান
যামিনীর অবসানে
প্রস্ফুটিতা নলিনী-সমান ॥

চিত্র।—ও মা কি হবে! প্রাণটা আছে, কেবল নিঃশ্বাসেই জানা যাচ্চে—কিন্তু এখনও চৈতন্য হয় নি।

রাজা।—তোমাদের সখী অত্যন্ত ভয় পেয়েচেন। দেখনা কেন :—

বিকচ কুসুম-প্রায় কোমল-বন্ধন হৃদি
এখনো তো ত্যজেনি কম্পন,
হরি-চন্দনেতে মাখা স্তন-মধ্য উচ্ছাসিয়া
ওই দেখ করিছে জ্ঞাপন ॥

চিত্র।—ওলো! তুই আপনাকে প্রকৃতিস্থ কর্। তোকে যে আর অপ্সরা বলেই মনে হচ্চে না।

(উর্ব্বশীর চৈতন্য লাভ)

রাজা।— এই যে, তোমার সখী এখন প্রকৃতিস্থা হয়েচেন। দেখ :—

বরতনু ভায় এবে মোহ-মুক্ত হয়ে
তমোমুক্ত রাত্রি যথা শশাঙ্ক-উদয়ে ;
কিম্বা নৈশ অগ্নি-শিখা
হয় যথা প্রায় ধূম-হীন,
গঙ্গা পুন স্বচ্ছ যথা
তট-ভঙ্গে হইয়া মলিন ॥

চিত্র।—সখি! এখন নিশ্চিন্ত হ। সেই দেবশত্রু দানবেরা নিশ্চয়ই পরাভূত হয়েচে।

উর্ব্ব।—(চক্ষু উন্মীলন করিয়া) ধ্যান-প্রভাবে দেখ্‌তে পেয়ে মহেন্দ্র কি তাদের পরাভব কর্‌লেন ?

চিত্র।—মহেন্দ্র নয়—মহেন্দ্র-সদৃশ মহানুভব এই রাজর্ষি।

উর্ব্ব।—(রাজাকে দেখিয়া স্বগত) দানবেরা তবে তো আমার উপকারই করেচে।

রাজা।—(উর্ব্বশীকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া স্বগত) সমুদয় অপ্সরাগণ নারায়ণ-ঋষিকে প্রলোভন দেখাতে গিয়ে উরু-সম্ভবা এই উর্ব্বশীকে দেখে যে লজ্জিত হয়েছিল, তাতে আর বিচিত্র কি। কিন্তু এঁকে তো তপস্বীর সৃষ্টি বলে' মনেই হয় না। আচ্ছা তবে :—

কান্তিপ্রদ শশাঙ্ক কি এঁর জনয়িতা ?
আদি-রস-একাশ্রয় স্মর কিগো পিতা ?
কুসুম-আকর যেগো মধু চৈত্রমাস,
তাঁহা হতে ইনি কিগো হলেন প্রকাশ ?
বেদাভ্যাসে জড়মতি—বিষয় হইতে যাঁর
প্রত্যাহৃত সকল কামনা
পুরাণ সে ব্রহ্মামুনি, সৃজিতে পারেন কিগো
অপূর্ব্ব এ রূপসী ললনা ?

উর্ব্ব।—ওলো! সখিরা কোথায় ?

চিত্র।—অভয়দাতা মহারাজই জানেন।

রাজা।—(উর্ব্বশীকে দেখিয়া) তোমার সখিরা অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে আছেন। তা হবারই কথা।

দৈব-বশে যেই জন, নেত্র-পথ-মাঝে তব
পড়ে একবার,
সুন্দরি! তাহারো হৃদি, হয় যদি উৎকণ্ঠিত
বিরহে তোমার,
সখ্য-রসে আর্দ্র যেগো সখীজন, না জানি কি
হয় গো তাহার॥

উর্ব্ব।—(চুপি চুপি) এঁর কথাগুলি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মত। এতে আশ্চর্য্যই বা কি, চাঁদ থেকেই তো অমৃত ক্ষরণ হয়। (প্রকাশ্যে) এইজন্যই আমার হৃদয় সখীকে দেখ্‌বার জন্য এত উৎসুক হয়েছে।

রাজা।—(হস্ত দ্বারা প্রদর্শন) সুন্দরি! ঐ দেখ :—

রাহু-গ্রাস হতে মুক্ত, চন্দ্রে যথা দেখে লোকে
উৎসুক নয়ানে,
সেইরূপ হেমকূটে, সখীজন চেয়ে আছে
তব মুখ পানে॥

চিত্র।—ওলো দ্যাখ্।

উর্ব্ব—(রাজাকে সস্পৃহ নয়নে দেখিতে দেখিতে) ব্যথার ব্যথী হয়ে আমাকে যেন নয়ন ভোরে' পান কর্‌চে।

চিত্র।—ওলো! কে সে?

উর্ব্ব।—সখীজন।

রম্ভা।—চিত্রা ও বিশাখার সহিত ভগবান চন্দ্রের মত, চিত্রলেখা ও উর্ব্বশীর সহিত ঐ দেখ সেই রাজর্ষি এখানে এসে উপস্থিত।

মেনকা।—(নিরীক্ষণ করিয়া) দুইটিই সুখের ঘটনা উপস্থিত। একটি—সখীকে আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছে; আর একটি—রাজর্ষির শরীর অক্ষত দেখা যাচ্চে।

সহজন্যা।—ঠিক্ বলেচ, দানবেরা যে দুর্দ্দান্ত।

রাজা।—সারথি! এই সেই শৈল-শিখর। এই খানে রথ নামাও।

সারথি।—যে আজ্ঞে। (তথা করণ)

রাজা।—(রথের ঝাঁকানি অনুভব করিয়া স্বগত) আহা! কি সৌভাগ্য! এই বিষম স্থানে অবতরণ করে' আমার মনোমত ফল লাভ হ'ল।

রথ-আন্দোলনে এই, স্কন্ধে স্কন্ধে পরস্পর
হয়ে ঘরষণ
কণ্টকিত হল তনু, মদন করিল যেন
অঙ্কুর রোপণ॥

উর্ব্ব।—(সলজ্জ ভাবে) ওলো! একটু সরে' বোস্।

চিত্র।—(সস্মিতা) না আমি তা পারব না।

রম্ভা।—এসো আমরা রাজর্ষিকে অভ্যর্থনা করি। (সকলে অগ্রসর)

রাজা।—সারথি! এইখানে রথ রেখে দেও:—

যাবৎ না সুনয়নী অতি উৎকণ্ঠিত
উৎকণ্ঠিত সখীসনে না হন মিলিত
—যেমতি বসন্ত-লক্ষ্মী লতার সহিত॥

সারথী।—যে আজ্ঞা। (রথ স্থাপন)

অপ্সরাগণ।—সৌভাগ্যক্রমে মহারাজের জয়লাভ হয়েচে।

রাজা।—তোমাদেরও সখীর সঙ্গে মিলন হ'ল।

উর্ব্ব।—(চিত্রলেখা-দত্ত হস্ত অবলম্বন করিয়া রথ হইতে অবতরণ) ওলো! আয় তোরা, আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন কর্—আবার যে আমি সখীদের দেখ্‌ব এরূপ আশা ছিল না।

(সখীদের সত্বর আলিঙ্গন)

রম্ভা।—(আগ্রহের সহিত) মহারাজ! আপনি শত যুগ ধরে' পৃথিবী পালন করুন!

সারথী।—মহারাজ! পূর্ব্বদিক হ'তে মহাবেগে যেন একটা রথ আস্‌চে এইরূপ শব্দ হচ্চে।

গগন হইতে দেখ—তপত-কনক-বালা
হস্তে বিভূষিত—
নামিছেন কোন জন শৈলাগ্রে, জলদ যেন
তাড়িত-জড়িত॥

অপ্সরাগণ।—(দেখিতে দেখিতে) ওমা! একি! চিত্ররথ যে!

চিত্ররথের প্রবেশ।

চিত্ররথ।—(রাজাকে দেখিয়া বহুমান সহকারে) আমাদের কি সৌভাগ্য! আপনি নিজ বিক্রম-প্রভাবে আমাদের প্রভুর মহোপকার সাধন করেছেন।

রাজা।—একি! গন্ধর্ব্বরাজ যে! (রথ হইতে নামিয়া) এসো সখা এসো। (পরস্পর করস্পর্শ করিয়া)

চিত্র।—দেখ সখা! কেশি দৈত্য উর্ব্বশীকে হরণ করেছে নারদের মুখে শুনে ইন্দ্র তাকে ফিরিয়েআনবার জন্য গন্ধর্ব্বসেনাকে আদেশ করেন। তার পর বিমানচারীদের মুখে :—

জয়-বার্ত্তা শুনি' তব, রাজন হয়েছি আমি
হেথা উপস্থিত।
উঁহারে লইয়া সঙ্গে ইন্দ্র-সাথে দেখা করা
তোমার উচিত।

বাস্তবিক, আপনি ইন্দ্রের মহোপকার সাধন করেছেন। দেখুন--

পূর্ব্বে নারায়ণ মুনি, ইন্দ্রতরে উর্ব্বশীরে
করেন সৃজন।
উদ্ধারিয়া দৈত্য হতে, আপনি হলেন তার
সুহৃদ্ এখন॥

রাজা।—না সখা, তা নয়। দেখ :—

ইন্দ্র-অনুগত লোক
শত্রুরে যে করে পরাভব
ইন্দ্রেরি মহিমা সেতো
—সেতো সখা তাঁহারি গৌরব।

ভূধর-কন্দর হতে
সিংহের যে উঠে প্রতিধ্বনি
তাই শুধু শুনি' গজ
প্রাণভয়ে পলায় অমনি ॥

চিত্ররথ।—ঠিক কথা। বিনয়ই বিক্রমের অলঙ্কার।

রাজা।—সখা! ইন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করবার এ উপযুক্ত সময় নয়। অতএব তুমিই উর্ব্বশীকে সঙ্গে করে' প্রভুর নিকটে নিয়ে যাও।

চিত্র।—সখা! তোমার যা অভিপ্রায়। আপনারা এই দিক দিয়ে আসুন, এই দিক দিয়ে।

(অপ্সরাগণের প্রস্থান)

উর্ব্ব।—(জনান্তিকে) ওলো চিত্রলেখা! আমাদের উপকারী এই রাজর্ষির সঙ্গে আমি কথা কইতে পারচিনে, তা সখি তুই আমার মুখপাত্র হ'।

চিত্রলেখা।—(রাজার নিকটে গিয়া) মহারাজ! আমার সখী উর্ব্বশী বলচেন ঃ—যদি মহারাজের অনুমতি হয়, তাহলে ওঁর ইচ্ছা, প্রিয়তমা সখীর মত আপনার বিজয়-কীর্ত্তিকে সঙ্গে নিয়ে উনি এখন সুরলোকে যাত্রা করেন।

রাজা।—আচ্ছা উনি যান, কিন্তু আবার যেন দর্শন পাই।

(সকলে গন্ধর্ব্বগণেয় সহিত আকাশে উত্থান)

উর্ব্ব।—(ঊর্দ্ধ গমনে বাধা পাইয়া) ওমা! আমার একাবলী হারটি লতা-গাছের ডালে জড়িয়ে গেছে। (ফিরিয়া আসিয়া) ছাড়িয়ে দে তো সখি।

চিত্র।—(সস্মিতা) হাঁ, তাই তো, এযে ভারি এঁটে জড়িয়ে গেছে। মনে হচ্চে তো ছাড়ানো যাবে না—আচ্ছা তবু একবার দেখি ছাড়াতে পারি কিনা।

উর্ব্ব।—প্রিয়সখি! তোর এই কথাটা যেন মনে থাকে।

রাজা।—(লতার বন্ধন মোচন)

লতা! বড় উপকার করিলি আমার
ক্ষণকাল বাধা দিয়া গমনে উহার।
অপাঙ্গ-নয়নী তাই, অর্দ্ধেক বদন
ফিরাইয়া মোরে আজি করিল দর্শন॥

সারথি।—দেখুন মহারাজ ঃ—

ইন্দ্র-শত্রু দৈত্যদের, নিম্নে নিঃক্ষেপ করি'
লবণ-সাগরে
তূণে তব বায়বাস্ত্র, পশে যেন মহোরগ
আপন বিবরে॥

রাজা—আচ্ছা তবে, রথ আমার পাশে নিয়ে এসো—আমি উঠি।

সারথি।—(তথা করণ)

রাজা।—(আরোহণ)

উর্ব্ব।—(সস্পৃহভাবে রাজাকে দেখিতে দেখিতে সনিঃশ্বাসে সখীর সহিত প্রস্থান)

চিত্ররথ।—(প্রস্থান)

রাজা।—(উর্ব্বশীর পথ-পানে উর্দ্ধমুখ হইয়া) কি আশ্চার্য্য! মদন দুর্লভজনেরই অভিলাষী।

বিষ্ণুপদ-মধ্যাকাশে, ওই দেখ সুরঙ্গনা
করিল গমন।

রাজ-হংসী ছিন্ন-মুখ মৃণালের স্থত্র যথা
করে আকর্ষণ
তেমনি অপ্সরা-বালা দেহ হতে মন মোর
করিল হরণ॥
(সকলের প্রস্থান)

ইতি প্রথম অঙ্ক !

দ্বিতীয় অঙ্ক।

বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূ।—নিমন্ত্রণিক যেমন গরম পরমান্ন মুখে ধরে' রাখ্‌তে পারে না, তেমনি আমি এত লোকের মাঝে রাজ-রহস্যটা জিবের উপর ধরে রাখ্‌তে পারচিনে—টগ্‌বগ্‌ করে' যেন ফুট্‌চে। তা, যতক্ষণ মহারাজা ধর্ম্মাসন হতে না ওঠেন ততক্ষণ আমি "দেবচ্ছন্ন"-প্রাসাদে একটা নির্জ্জন স্থানে গিয়ে বসে থাকি গে।

(পরিক্রমণ করিয়া অবস্থান)

দাসীর প্রবেশ।

দাসী।—কাশীরাজ-কন্যা দেবী আমাকে বল্লেন "দেখ্‌ নিপুনিকে! মহারাজা সূর্য্যদেবের ওখান থেকে ফিরে আস্‌বার পর থেকে তাঁকে ভারি অন্যমনস্ক দেখ্‌চি। তা, তুই মানবক-ঠাকুরের কাছ থেকে রাজার এই উৎকণ্ঠার কারণটা জেনে আয় দিকি"। এখন কি করে সেই বিট্‌লে বাওনাটার কাছ থেকে কথা বের করে'নি? কিন্তু আমার মনে হয়, পাত্‌লা ঘাসের উপর যেমন শিশিরের জল বেশিক্ষণ থাকে না, রাজার লুকোনো কথাটাও তার পেটে বেশিক্ষণ থাক্‌বে না। এখন তবে একবার খুঁজে দেখি সে কোথায় আছে। এই যে, একটা চিত্রিত বানরের মত মানবক-ঠাকুর দেখনা কেমন চুপ্‌টি করে' বসে আছে। এখন তবে ওর কাছে এগিয়ে যাই। (নিকটে গিয়া) ঠাকুর! প্রণাম।

বিদূ।—কল্যাণ হোক্‌! (স্বগত) এই দুষ্ট দাসী বেটিকে দেখে সেই রাজ-রহস্যটা যেন আমার হৃদয় ভেদ করে' বেরুবার উপক্রম

করচে। ওগো নিপুনিকে! সঙ্গীত-কার্য্য ছেড়ে এখন কোথায় যাওয়া হচ্চে?

দাসী।—দেবীর আজ্ঞায় আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি।

বিদূ।—দেবী কি আজ্ঞা করেছেন?

দাসী।—দেবী বল্লেন, "ঠাকুর চিরকাল আমার পক্ষপাতী, আমার দুঃখ-কষ্ট হলে কখন তিনি উপেক্ষা করেন নি।"

বিদূ।—নিপুনিকে! সখা কি দেবীর প্রতি কোন বিরুদ্ধ আচরণ করেছেন?

দাসী।—যে স্ত্রীলোকটির জন্য মহারাজ আন-মনা হয়ে আছেন, তার নাম ধরে' মহারাজ দেবীকে কখন কখন ডাকেন।

বিদূ।—(স্বগত) কি?—মহারাজ নিজেই রহস্য ভেদ করেছেন? তবে আমি কেন মিছে আমার জিবটাকে আট্‌কে রেখে কষ্ট পাই? (প্রকাশ্যে) হাঁ, উর্ব্বশী নামে কে একজন অপ্সরা আছে, তাকে দেখে উন্মত্ত হয়ে শুধু যে তাঁরই কষ্ট হচ্চে তা নয়, আমোদ-প্রমোদে ব্যাঘাত হওয়ায় আমারও যারপর নাই কষ্ট হচ্চে।

দাসী।—(স্বগত) এইবার মহারাজের রহস্য-দুর্গ ভেদ করা গেছে। এখন তবে দেবীকে গিয়ে বলিগে।

বিদূ।—নিপুনিকে! আমার নাম করে' কাশীরাজ-কন্যাকে এই কথা বলগে:—"আচ্ছা, আমি সেই মৃগতৃষ্ণা হতে সখাকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টায় চল্লেম—পরে এসে দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।"

দাসী।—যে আজ্ঞে, তাই বল্‌ব।

(প্রস্থান)

(নেপথ্যে।)

বৈতালিক।—

প্রজাগণ পক্ষে দেখ সূর্য্য ও তোমার কাজ
উভয়ি সমান।

সবিতার আলোকেতে ত্রিলোকের অন্ধকার
হয় অন্তর্ধান,
তোমারো দর্শন-লাভে দুঃখ নাশে প্রজাদের
হরষিত-প্রাণ।
গ্রহপতি সূর্য্যদেব ব্যোম-মধ্যে ক্ষণ তাঁর
হয় অবস্থান,
দিবসের ষষ্ঠভাগে তুমিও তো একবার
করগো বিশ্রাম॥

বিদূ।—(কাণ পাতিয়া শ্রবণ) এইবার মহারাজ ধর্ম্মাসন থেকে উঠে এই দিকে আস্‌চেন—এইবার তবে ওঁর কাছে যাই।

(প্রস্থান)

ইতি প্রবেশক।

দৃশ্য। প্রয়াগ-প্রদেশে পুরুরবাদিগের প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যান।

উৎকণ্ঠিত রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ।

রাজা।—

মদন অবার্থ শরে, এ মোর হৃদয় মাঝে
রাখে পথ করি',
দরশন মাত্রে তাই, পশে মোর হৃদে সেই
ত্রিদিব-সুন্দরী॥

বিদূ।—(স্বগত) বেচারী কাশীরাজ-কন্যার নিশ্চয়ই কষ্ট হয়েচে।

রাজা।—তোমাকে যে গোপনীয় কথাটি বলে ছিলেম তা তো কাউকে বলনি?

বিদূ।—(চিন্তিত হইয়া স্বগত) সেই নিপুনিকা দাসী বেটি নিশ্চয়ই আমাকে ঠকিয়েচে—নৈলে মহারাজ এ কথা জিজ্ঞাসা করবেন কেন?

রাজা।—তুমি যে চুপ্ করে' আছ?

বিদূ।—দেখুন মহারাজ! আমার জিব্‌টাকে এরূপ সংযত করে' রেখেছি যে আপনার কথারও প্রত্যুত্তর আমি সহসা দিচ্চি নে।

রাজা।—এই ঠিক্। এখন কি করে' সময় কাটাই বল দিকি?

বিদূ।—চলুন, পাক-শালায় যাওয়া যাক্।

রাজা।—সেখানে কি হবে?

বিদূ।—সেখানে পাঁচ রকম আহারের আয়োজন হচ্চে দেখে উৎকণ্ঠা দূর হবে।

রাজা।—(সস্মিত) তুমি যা চাও তা সেখানে নিকটে দেখ্‌তে পেয়ে তোমার সুখ হবে বটে কিন্তু আমি যা চাই সে যে অতি দুর্ল্লভ বস্তু—আমার সময় কি করে' কাট্‌বে?

বিদূ।—উর্ব্বশী তো আপনাকে দেখেচেন্?

রাজা।—তাতে কি?

বিদূ।—তাহলে আমার তো মনে হয়, আপনি যা চান তা দুর্ল্লভ হবে না।

রাজা।—ও: রূপের পক্ষপাতী হলেই বা কি হবে?—তিনি যে অলৌকিক।

বিদূ।—আপনার কথা শুনে আমার কৌতূহল বৃদ্ধি হচ্চে। আচ্ছা মহারাজ! আমি যেমন বিরূপে অদ্বিতীয়, তিনি কি সেই রকম রূপে অদ্বিতীয়?

রাজা।—দেখ মানবক, তাঁর প্রতি অঙ্গের বর্ণনা করা অসম্ভব, তাই আমি সংক্ষেপে বল্‌চি শোনো।

বিদূ।—বলুন—আমি খুব মনোযোগ দিয়ে শুন্‌চি।

রাজা—দেখ সখা।

এমন সে তনুখানি—অলঙ্কার তারো যেন
হয় অলঙ্কার,
বেশ ভূষা প্রসাধন তারো যেন প্রসাধন
বিশেষ প্রকার,
উপমার স্থল যাহা তারো যেন একমাত্র
উপমা-আধার॥

বিদূ।—আপনি দেখ্‌চি তবে দিব্য-রসাভিলাষী হয়ে চাতক-বৃত্তি অবলম্বন করেচেন।

রাজা।—দেখ সখা! বিজন প্রদেশ ছাড়া উৎকণ্ঠিত ব্যক্তির আর কোন আশ্রয়-স্থান নাই। আমাকে তবে এখন প্রমদবনের পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।

বিদূ।—(স্বগত) এর আর উপায় কি। (প্রকাশ্যে) এই দিকে মহারাজ এই দিকে। (পরিক্রমণ করিয়া)। প্রমদবনের সীমার মধ্যে যে আমরা এসেচি, তা এই দক্ষিণের বাতাসেই জানা যাচ্চে।

রাজা।—হাঁ, এযে দক্ষিণ-বায়ু, তা বেশ বুঝ্‌তে পারা যাচ্চে। এই দক্ষিণের বাতাস—

মাধবীরে ভিজাইয়া, কুন্দলতা নাচাইয়া,
প্রেম ও দাক্ষিণ্য—দুই করে বিতরণ।
দেখি এই ভাব ওর, হেন মনে হয় মোর
—ব্যবহারে অবিকল যেন কামীজন॥

বিদূ।—মহারাজ! আপনারও ঠিক্ এইভাব। (পরিক্রমণ) এই প্রমদবনের দ্বার, এইবার প্রবেশ করুন।

রাজা।—সখা! তুমি আগে যাও।

উভয়ে।—(প্রবেশ)।

রাজা।—(সম্মুখে দেখিয়া) সখা! আমি মনে করেছিলেম, প্রমদ-

বনে প্রবেশ করলেই আমার কষ্ট দূর হবে; কিন্তু কৈ, তা তো হচ্চে না—বরং তার বিপরীতই দেখা যাচ্চে।

পশি' এ উদ্যান মাঝে, কোথা শান্তি? মনে এবে
হতেছে আমার
—স্রোতোবেগে নীয়মান জন যথা, প্রতিকূলে
দেয় গো সাঁতার॥

বিদূ।—কেন বলুন দিকি?

রাজা।— দুর্লভ বস্তুর আশে
দুর্নিবার বাসনা পুষিয়া
পঞ্চবাণ পূর্ব্ব হতে
উৎকণ্ঠিত করিল এ হিয়া।
তার পর দেখি যবে, উন্মূলিয়া পাণ্ডুপত্র
মলয় পবন
উপবন-সহকারে নবীন অঙ্কুর তার
করে উৎপাদন,
তখন ভাবিয়া দেখ, প্রাণ মোর আরো কত
হয় উচাটন॥

বিদূ।—মহারাজ দুঃখ করবেন না। অনঙ্গ সহায় হয়ে শীঘ্রই আপনার মনস্কামনা পূর্ণ করবেন।

রাজা।—ব্রাহ্মণের বাক্য শিরোধার্য্য। (পরিক্রমণ)

বিদূ।—দেখুন দেখুন মহারাজ! বসন্তের আবির্ভাবে প্রমদ-বনের কি রমণীয় শোভা হয়েচে।

রাজা।—হাঁ, প্রত্যেক বৃক্ষেই আমি তা দেখ্‌তে পাচ্চি।

মধুশ্রী দেখগো এবে, বাল্য ও যৌবন-দশা
—এ দুয়ের মধ্যে অবস্থিত।

কুরুবক-অগ্রভাগ, স্ত্রীনিখের ন্যায় স্বল্প
পাটল বরণে সুরঞ্জিত,
শ্যামল বরণ আব
ধরে তার দুই পার্শ্ব ভাগ।
বালাশোক ভেদোন্মুখ,
ধরে চারু গূঢ় রক্তরাগ।
চূতের মঞ্জরী নব
—অপুষ্ট তাহার রজ-কণা—
অগ্রভাগে এবে তাই
দেখ কিবা কপিশ-বরণা॥

বিদূ।—দেখুন, এই মাধবীলতা-মণ্ডপে প্রস্ফুটিত কুসুমে ভ্রমরেরা বিচরণ করচে, তাদের পদ-ভরে কুসুমগুলি ঝরে' পড়চে—আর মণি-শিলার মঞ্চ-সকল স্থানে স্থানে পাতা রয়েছে। তা, দেখুন এই লতা মণ্ডপটি এই সকল পূজার সামগ্রী নিয়ে আপনার প্রতীক্ষা কর্‌চে—আপনি এখন আতিথ্য-গ্রহণে ওকে অনুগৃহীত করুন।

রাজা।—তোমার যা অভিরুচি। (পরিক্রমণ করিয়া উভয়ের উপবেশন)

বিদূ।—এইখানে এখন একটু আরামে বোসে, ললিত লতার শোভা দেখে উর্ব্বশীর ভাবনাটা মন থেকে দুর করুন।

রাজা।—(নিঃশ্বাস ফেলিয়া)

হউক গো বন-লতা বহু-কুসুমিতা,
রমণীয় শাখাপত্রে হোক আনমিতা,
তবু এ চঞ্চল নেত্র
তাহে বদ্ধ থাকিতে না পারে
যে অবধি হেরিয়াছে
রূপসী সে উর্ব্বশী বালারে॥

এখন তবে কিসে আমার প্রার্থনা সফল হয় তারই একটা উপায় চিন্তা কর।

বিদূ।—(হাসিয়া) দেখুন, অহল্যাসক্ত ইন্দ্রের বৈদ্য, আর উর্ব্বশী-আসক্ত আপনার বৈদ্য আমি—আমরা তুজনেই এই ব্যাপারে একবারে উন্মত্ত।

রাজা।—অত্যন্ত স্নেহ বশতঃ সুহৃদেরাই এই সব স্থলে উপায় চিন্তা করে।

বিদূ।—(চিন্তা করিতে করিতে) আচ্ছা রসুন, আমি চিন্তা করে' দেখি। কিন্তু আপনি বিলাপ করে' আমার ধ্যান ভঙ্গ করবেন না।

রাজা।—(শুভ চিহ্নের সূচনায় স্বগত)

দুর্ল্লভ যদিও সেই পূর্ণচন্দ্রাননা,
বৃথায় মদন-চেষ্টা—তাহার ভাবনা,
তবু যেন ইষ্টসিদ্ধি হবে ফলোন্মুখী
এ বিশ্বাসে হৃদি মোর সহসা গো সুখী॥

(আশান্বিত হইয়া অবস্থান)

দৃশ্য।—আকাশ।

আকাশ-পথে উর্ব্বশী ও চিত্রলেখার প্রবেশ।

চিত্র।—সখি উর্ব্বশী! কোন্ অনির্দ্দিষ্ট কারণে কোথায় যাচ্চ বল দিকি?

উর্ব্ব।—সখি! তোমার কি মনে নেই, হেমকূট-শিখরে লতার ডালে আমার সেই গলার হারটি জড়িয়ে যাওয়ায় তোমাকে তা ছাড়িয়ে দিতে বলি; তখন তুমি উপহাস ক'রে বলেছিলে, এত এঁটে জড়িয়ে গেছে যে তুমি আর ছাড়াতে পারচে না। তবে এখন আবার জিজ্ঞেসো করচ কেন, কোন্ অনির্দ্দিষ্ট কারণে যাচ্চি?

চিত্র।—তবে কি সেই রাজর্ষি পুরুরবার কাছেই যাচ্চ?

উর্ব্ব।—হাঁ, সখি এ কার্য্যে আর আমার লজ্জা নেই।

চিত্র।—আচ্ছা সখি! তুমি কাকে আগে পাঠিয়েছ বল দিকি?

উর্ব্ব।—হৃদয়কে।

চিত্র।—কিন্তু তুমি আপনি এ বিষয় একটু ভাল করে' ভেবে দেখ।

উর্ব্ব।—আমি যে এখন মদনের নিয়োগেই চলেচি—এ বিষয়ে আমার আর কি ভাব্‌বার আছে বল?

চিত্র।—এর পর, আমার আর উত্তর নেই।

উর্ব্ব।—এখন তবে কোন্ পথ দিয়ে যেতে হবে দেখিয়ে দেও—যেন যাবার সময় পথে আবার কোন বিঘ্ন না ঘটে।

চিত্র।—সখি! নিশ্চিন্ত হও—ভগবান দেবগুরু বৃহস্পতি অপরাজিতা নামে শিখাবন্ধনী-বিদ্যা আমাদের শিখিয়েছেন—তাতে দেবদ্বেষী অসুরেরা আর আমাদের অনিষ্ট করতে পারবে না।

উর্ব্ব।—ওহো! আমি তা ভুলে গিয়েছিলেম।

(সিদ্ধ-মার্গে আসিয়া)

চিত্র।—সখি দেখ দেখ! আমরা রাজর্ষির ভবনে এসে পড়েচি। মনে হচ্চে যেন ভবনটি এই গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমের পুণ্য জলে আপনার মুখ দেখছে। আহা! এটি যেন প্রতিষ্ঠান রাজধানীর মাথার মুকুট।

উর্ব্ব।—(অবলোকন করিয়া) কি আর বলব—আমার মনে হয় স্বর্গ যেন এখানে স্থানান্তরিত হয়েচে। সখি! সেই বিপন্ন জনের বন্ধু না জানি এখন কোথায়?

চিত্র।—ইন্দ্রের নন্দন-বনের একাংশের মত ঐ যে প্রমদ-বনটি দেখা যাচ্চে, এসো ঐখানে নেবে সমস্ত জানা যাক্।

(উভয়ের অবতরণ)

চিত্র।—(দেখিয়া সহর্ষে) সখি! প্রথমোদিত চন্দ্র যেমন জ্যোৎস্নার অপেক্ষায় থাকেন, তেমনি মহারাজ দেখ তোমার জন্য প্রতীক্ষা করচেন।

উর্ব্ব।—(দেখিয়া) ওলো! মহারাজকে প্রথমে যেমনটি দেখেছিলেন, এখন যেন ওঁকে আরো প্রিয়দর্শন বলে মনে হচ্চে।

চিত্র।—ঠিক্ কথা। তা, এসো এখন নিকটে যাওয়া যাক্।

উর্ব্ব।—তিরস্করিণী-বিদ্যা-প্রভাবে মহারাজের পাশে প্রচ্ছন্ন থেকে এসো আমরা শুনি মহারাজ প্রিয়বয়স্যের সঙ্গে নির্জ্জনে কি আলাপ করচেন।

চিত্র।—সখি! তোমার যেমন ইচ্ছে।

(উভয়ের তথা করণ)

বিদূ।—দেখুন মহারাজ! আপনার সেই দুর্ল্লভ প্রণয়িনীর সঙ্গে কি প্রকারে মিলন হতে পারে, তার একটা উপায় ঠাওরেচি।

রাজা।—(তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থান)

উর্ব্ব।—না জানি সে স্ত্রীলোকটি কে যে মহারাজের প্রার্থনাসত্ত্বেও নিজেকে ধরা দিচ্চে না?

চিত্র।—সখি! তুমি যে মানুষের মত কথা বলচ। কেন, তুমি কি ধ্যানে জান্‌তে পার না?

উর্ব্ব।—সহসা ধ্যান-প্রভাবে জান্‌তে ভয় হয়।

বিদূ।—আমি আপনাকে নিশ্চয় করে' বলচি, একটা উপায় ঠাওরেচি।

রাজা।—আচ্ছা বল, সে উপায়টা কি।

বিদূ।—নিদ্রার সেবা করুন, তাহলে স্বপ্নে তাঁর সঙ্গে মিলন হতে পারবে। অথবা সেই উর্ব্বশীর ছবি চিত্র-ফলকে এঁকে তাই দেখে প্রাণ ঠাণ্ডা করুন।

উর্ব্ব।—(সহর্ষে) দুর্ব্বল ভীরু হৃদয়! আশ্বস্ত হ। আশ্বস্ত হ।

রাজা।—এ দুটোর মধ্যে কোনটাই যুক্তিসিদ্ধ নয়। কেননা:—

পঞ্চবাণ নিজ শরে

যে শেল বিঁধেছে এই মনে

স্বপ্ন-সমাগমকারী

নিদ্রা এবে সেবিব কেমনে ?

অথবা অঙ্কিত করি' চিত্রটি প্রিয়ার

কেমনে নিবারি বল অশ্রুবারি-ধার ?

চিত্র।—সখি! কথাটা শুন্‌লে তো ?

উর্ব্ব।—শুনলেম—কিন্তু হৃদয়ের পক্ষে যথেষ্ট হল না।

বিদূ।—মহারাজ! এই টুকুই আমার বুদ্ধির দৌড়। আর তো কোন উপায় ভেবে পাচ্চিনে।

রাজা।—(নিশ্বাস ফেলিয়া)

যে না বোঝে মোর এই, নিতান্তই নিদারুণ

প্রাণের বেদনা ;

মানসী প্রভাবে কিম্বা, জেনেও সে যদি করে

প্রেমাবমাননা

—পঞ্চবাণ সুখী হোক, নিষ্ফল করিয়া মোর

মিলন-কামনা ॥

চিত্র।—শুন্‌লে সখি ?

উর্ব্ব।—(সখীরে দেখিয়া) হায় হায়! মহারাজ তা হলে আমাকে এই রূপই বুঝেছেন দেখ্‌চি। কিন্তু আমি তো এখন সম্মুখে গিয়ে মহারাজকে দেখা দিতে পারচিনে। এখন তবে করি কি ? আচ্ছা তবে, ধ্যান-প্রভাবে ভূর্জ্জপত্র নির্ম্মাণ করে', তাতে আমার বক্তব্য লিখে পত্রটা তাঁর সাম্‌নে ফেলে দি।

চিত্র।—হাঁ, সেই কথাই ভাল।

(উর্ব্বশী পত্র লিখিয়া নিঃক্ষেপ)

বিদূ।—(দখিয়া) বাবা রে! খেলেরে! মহারাজ এটা কি ? একটা সাপের খোলস আমাদের সামনে কে যেন ফেলে দিলে!

রাজা।—(দেখিয়া) এ সাপের খোলস নয়—এ ভূর্জ্জপত্র, এতে আবার কি লেখা আছে দেখ্‌চি।

বিদূ।—বোধ হয়, উর্ব্বশী আপনার বিলাপ শুনে, তুল্য অনুরাগ জানিয়ে প্রেমলিপি লিখে এখানে ফেলে দিয়েছেন।

রাজা।—তা হতেও পারে, মনোরথের গতি নাই কোথায়? (গ্রহণ ও পাঠ করিয়া সাহর্ষে) সখা! তুমি যা অনুমান করেছ তাই ঠিক্।

বিদূ।—এখন তবে আপনি অনুগ্রহ করে' পড়ে' শোনান্ ওতে কি লেখা আছে, আমার বড় শুন্‌তে ইচ্ছে হচ্চে।

উর্ব্ব।—ঠাকুর! বলি, তুমি যে একজন রসিক নাগর দেখ্‌চি।

রাজা।—শোন তবে। (পত্রপাঠ)

জানিয়াও তব প্রেম আমা-পরে স্বামি!
যা ভাবিচ তাই যদি হইতাম আমি,
তবে কেন বল দেখি
পারিজাতে হইয়া শয়ান
সে কোমল শয়নেও
কিছুমাত্র না পাই আরাম?
এমন শীতল স্নিগ্ধ
নন্দন-বনের বায়
তবু দহে তনু মোর
জ্বলন্ত অনল প্রায়॥

উর্ব্ব।—মহারাজ না জানি এখন কি বলেন।

চিত্র।—আর বল্‌বেন কি? কমল-নালের মত শরীরটি দেখে কি বুঝ্‌তে পার্‌চ না?

বিদূ।—ভাগ্যি এই ক্ষুধিত ব্রাহ্মণ মিষ্টান্ন-উপহারের মত সেই দ্রব্যটি দেখিয়েছিল তাই তো আপনার কতকটা সান্ত্বনা হল।

রাজা।—সখা! সান্ত্বনার কথা কি বল্চ?—দেখঃ—

ললিতার্থ বাক্য রচি', প্রকাশিয়া তুল্য অনুরাগ,
নিবেদিল প্রিয়া-মোর, পত্র-যোগে নিজ মনোভাব।
প্রত্যক্ষ যেন গো আমি, হেরি তারে মোর সন্নিহিত,
প্রিয়ার আননে যেন, এবে মোর আনন মিলিত॥

উর্ব্ব।—এই বিষয়ে আমাদের দুজনেরই মনের ভাব সমান।

রাজা।—সখা! আমার আঙ্গুলের ঘামে এই অক্ষর গুলি পুঁছে যাচ্চে, তুমি এই প্রিয়ার পত্রখানি ধর।

বিদূ।—(গ্রহণ করিয়া) আপনার বাসনার গাছে এখন ফুল ধরেছে দেখেও উর্ব্বশী কেন এখনও ফলের বিষয়ে সন্দেহ কর্‌চেন বলুন দিকি?

উর্ব্ব।—ওলো! মহারাজের কাছে যাবার জন্য আমার মন বড়ই অধীর হয়েচে—কিন্তু না, আমি ধৈর্য্য ধরে' এখানেই থাকি। সখি তুই ততক্ষণ ওঁকে দেখা দিয়ে, আমার হয়ে যা বল্‌বার তা বলে' আয়।

চিত্র।—আচ্ছা। (মায়া-আবরণ অপনয়ন করিয়া রাজার নিকট গিয়া) জয় মহারাজের জয়!

রাজা।—(সহর্ষে) এসো ভদ্রে এস্মো। দেখ

গঙ্গা-যমুনার মত দুইটি সখীরে হেরি'
পূর্ব্বে যে আনন্দ মোর হয়েছিল মনে,
এবে সখী-বিরহিতা তোমারে দেখিয়া একা
তেমন আনন্দ আর না পাই ললনে॥

চিত্র।—দেখুন, প্রথমে মেঘ দেখা যায়, তার পরে বিদ্যুল্লতা।

বিদূ।—(চুপি চুপি) উর্ব্বশী এলেন না কেন? ইনি বোধ হয় তাঁর সহচরী।

চিত্র।—উর্ব্বশী মহারাজকে নতশিরে প্রণাম করে' এই কথা নিবেদন করচেন—

রাজা।—কি আজ্ঞা করচেন ?

চিত্র।—"সেই দৈত্যের অত্যাচার-সময়ে মহারাজই আমার এক মাত্র সহায় ছিলেন, সম্প্রতি মহারাজকে দর্শন করে' অবধি মদন আমাকে বড়ই উৎপীড়ন করচে—তাই আবার আমি মহারাজের শরণাগত হলেম।"

রাজা।—দেখ ভদ্রে !

তুমি শুধু বলিতেছ উর্ব্বশীই সমুৎসুখ
মিলনের তরে।
তুমি তো গো দেখিছনা, তাঁর লাগি পুরূরবা
কি সহে অন্তরে।
এ প্রণয় উভয়েরি
সাধারণ ; তাই বলি, করহ যতন
তপ্ত লৌহ-সনে যাতে
তপত লৌহের হয় উচিত মিলন॥

চিত্র।—(উর্ব্বশীর নিকটে গিয়া) ওলো, এই দিকে আয়। তোর প্রিয়তমের মদনকে আরও যেন নিষ্ঠুর বলে' আমার মনে হল, তাই আবার তোর কাছে আমি দূতী হয়ে এলেম।

উর্ব্ব।—(মায়া-আবরণ অপনীত করিয়া) তুই সখি রাজার পক্ষ নিয়ে আমাকে সহসা ত্যাগ করলি ?

চিত্র।—(সস্মিত) এখনি জান্‌তে পারব কে কাকে ত্যাগ করে। এখন রাজাকে অভিবাদন কর্।

উর্ব্বশী।—(সলজ্জভাবে মহারাজের নিকটে আসিয়া) জয় ! মহারাজের জয় !

রাজা।—সুন্দরি !

আমারে জিনিয়া তুমি, মোর নামে করিতেছ
জয় উচ্চারণ,
—যে বিজয় শবদটি ইন্দ্র ছাড়া অন্য জনে
না করে গমন ॥

(হস্ত ধারণ পূর্ব্বক আসনে বসাইয়া)

বিদূ।—ওগো ঠাকরুণ ! রাজার প্রিয়বয়স্য ব্রাহ্মণকে প্রণাম করলে না ?

উর্ব্ব।—(মুচকি হাসিয়া) প্রণাম।

বিদূ।—কল্যাণ হোক।

নেপথ্যে দেবদূত।—চিত্রলেখা ! উর্ব্বশীকে তাড়া দেও।

যে অষ্ট রসের নাট্য রচিয়া ভরত মুনি
তব হস্তে করিলা অর্পণ
—তারি চারু অভিনয়, লোক-পালগণ-সাথে
ইন্দ্র চান করিতে দর্শন ॥

সকলে।—(কান পাতিয়া শ্রবণ)

উর্ব্বশী।—(বিষন্ন)

চিত্র।—দেবদূত যা বল্লেন তা শুনলে তো প্রিয়সখি ? এখন তবে মহারাজকে জানাও।

উর্ব্ব।—(নিশ্বাস ফেলিয়া) কি বল্‌ব ভেবে পাচ্চি নে।

চিত্র।—মহারাজ ! উর্ব্বশী বল্‌চেন, উনি পরাধীনা। অতএব মহারাজের যদি অনুমতি হয়, ওঁর ইচ্ছে, এখন দেবরাজের নিকটে গিয়ে উনি আপনাকে নিরপরাধী করেন।

রাজা।—(কোন প্রকারে বাক্য যোজনা করিয়া) তোমাদের প্রভুর নিয়োগে আমি ব্যাঘাত কর্‌তে চাই নে।—কিন্তু এ জনকেও যেন মনে থাকে।

(উর্ব্বশী বিরহ-কাতর হইয়া রাজাকে দেখিতে দেখিতে সখী-সহ প্রস্থান)

রাজা।—(নিশ্বাস ফেলিয়া) এখন আমার চক্ষুদুটি ব্যর্থ বলে' মনে হচ্চে।

বিদূ।—(পত্র দেখাইতে ইচ্ছুক হইয়া) এই ভূর্জ্জ—(অর্দ্ধোক্তি করিয়া স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! উর্ব্বশীকে দেখে এতদূর বিস্মিত হয়েছিলেম যে ভূর্জ্জপত্রখানি হাতথেকে কখন পড়ে গেছে আমি জান্‌তেও পারিনি।

রাজা।—কি বল্‌তে যাচ্ছিলে?

বিদূ।—মহারাজ! আমি বল্‌ছিলেম কি, নিরাশ হবেন না, উর্ব্বশীর অনুরাগ আপনাতে যেরূপ দৃঢ়বদ্ধ তাতে সে এখান থেকে চলে গেলেও সে বন্ধন কখন শিথিল হবে না।

রাজা।—আমারও তাই মনে হয়। কেননা প্রস্থান কালে;—

পরাধীন দেহ মাঝে, ছিল যে গো সে বালার
স্বাধীন হৃদয়
স্তনমালা-বিকম্পিত নিঃশ্বাস ফেলিয়া যেন
অর্পিল আমায়॥

বিদূ।—(স্বগত) আমার হৃদয় কাঁপ্‌চে। একটু পরেই তো মহারাজ সেই ভূর্জপত্রটি আমার কাছে চাইবেন।

রাজা।—সখা! এখন আর কি দেখে আমার চক্ষু জুড়োই বল? (স্মরণ করিয়া) সেই ভূর্জপত্রটা নিয়ে এসো দিকি।

বিদূ।—(চারিদিকে দেখিয়া সবিষাদে) কি আশ্চর্য্য! সেটা যে দেখ্‌তে পাচ্চি নে। বোধ হয়, যে পথে উর্ব্বশী গেছেন সে দিব্য ভূর্জপত্রটিও সেই পথে গেছে।

রাজা।—(অসূয়া সহকারে) মূর্খেরা দেখ্‌তে পাই সর্ব্বত্রই অসাবধান। না না—ভাল করে' খুঁজে দেখ।

বিদূ।—(উঠিয়া) এইখানে নিশ্চয়ই কোথাও আছে। বোধ হয় এই দিকে—নানা, এই দিকে। (অন্বেষণ)

কাশীরাজপুত্রী দেবী ঔশীনরী, চেটী ও অন্যান্য পরিজনের প্রবেশ।

ঔশী।—ওলো নিপুণিকে! মানবকের সঙ্গে মহারাজ লতাগৃহে বসে আছেন সত্যি কি তুই দেখেচিস্?

দাসী।—আমি কি কখন পূর্ব্বে দেবীর কাছে অলীক কথা বলেছি?

দেবী।—আচ্ছা আমি এই লতার আড়াল থেকে শুনি ওঁদের মধ্যে কি গোপনীয় কথাবার্ত্তা হচ্চে। আব তাহ'লে আমি জান্‌তে পারব তোব কথা সত্যি কি না।

দাসী।—যে আজ্ঞে।

ঔশী।—(পরিক্রমণ ও সম্মুখে অবলোকন) নিপুণিকে! নূতন ছেঁড়া-কাপড়ের মত দক্ষিণের বাতাসে কি ওটা এই দিকে উড়ে এল?

দাসী।—(চিন্তা করিয়া) এ নিশ্চয় একটা ভূর্জ্জপত্র। বাতাসে ওলট-পালট খাচ্চে, তাতে অক্ষরের মত কি যেন লেখা দেখা যাচ্চে। আমোলো! একি! দেবীর নূপুরে এসে ঠেক্‌ল যে। আচ্ছা পত্রটি পড়ে' দেখুন না।

দেবী।—আগে তুই পড়ে দেখ্ কি লেখা আছে—যদি কোন বিরুদ্ধ কথা না থাকে তো শুন্‌ব।

দাসী।—(তথা করিয়া) লোকে যা বলাবলি করে এ যে দেখ্‌চি তাই। বোধ হচ্চে এটা একটা কবিতার শ্লোক উর্ব্বশী রাজাকে লিখেছেন, মানবক ঠাকুরের অসাবধানতায় সেটা আমাদের হাতে এসে পড়েচে।

দেবী।—আচ্ছা, আমাকে তবে পড়ে শোনা দিকি।

দাসী।—(পত্র পাঠ)

দেবী।—ওলো! এই উপহারটি নিয়ে, চল্ সেই অপ্সরা-কামুকের সঙ্গে দেখা করিগে। (পরিজন সহিত লতা-গৃহে গমন)

বিদু।—দেখুন মহারাজ! সেই ভূর্জ্জপত্রটি এই প্রমদবনের নিকটস্থ ক্রীড়া পর্ব্বত-প্রান্তে কি দেখা যাচ্চে না?

রাজা।—(উঠিয়া) ভগবান বসন্তসখা মলয়ানিল!

সৌগন্ধের তরে তুমি, লতিকার সুরভিত
সঞ্চিত কুসুম-রেণু কর আহরণ।
কি কাজ হইবে তব, প্রিয়ার স্বহস্তে লেখা
স্নেহের এ লিপিখানি করিয়া হরণ?
এইরূপ শত শত, বিনোদন-উপায়ে যে
কামার্ত্ত পুরুষ করে জীবন ধারণ
—পুনর্মিলন-আশে—পারো কি তাহারে তুমি।
এরূপ নির্দ্দয়-ভাবে করিতে পীড়ন?

দাসী।—ঠাকরণ! দেখুন দেখুন, সেই ভূর্জ্জপত্রেরই খোঁজ হচ্চে।

ঔশী।—আচ্ছা এখন দেখা যাক্ কি করেন। তুই চুপ্ করে' থাক্।

বিদূষক।—দেখুন, এ আবার কি? একটা ম্লান-বর্ণ ময়ূরপুচ্ছ—আমি মনে করেছিলেম সেই ভূর্জ্জপত্র।

রাজা।—আমার কি সর্ব্বনাশই হল!

ঔশী।—(সহসা নিকটে আসিয়া) মহারাজ! কেন এত ব্যাকুল হয়েছ—এই সেই ভূর্জ্জপত্র।

রাজা।—(সসম্ভ্রমে স্বগত) একি! দেবী যে! (অপ্রতিভ হইয়া প্রকাশ্যে) এসো দেবি এসো!

বিদু।—(চুপি-চুপি) এখন না এলেই ভাল ছিল।

রাজা।—(জনান্তিকে) বয়স্য! এখন এর প্রতিবিধানের উপায় কি?

বিদূ।—(জনান্তিকে) বামাল শুদ্ধ চোর ধরা পড়েছে—এখন আর মুখের কথায় কিছু হবে না।

রাজা।—দেবি! এতো আমরা খুঁজছিলেম না—আমরা একটা স্পর্শমণি খুঁজছিলেম।

ঔশী।—হাঁ, নিজের সৌভাগ্য গোপন করাই উচিত বটে।

বিদূ।—দেখুন! শীঘ্র এঁর ভোজনের উদ্যোগ করুন—পিত্তদমন হলেই ইনি সুস্থ হবেন।

ঔশী।—নিপুণিকে! ব্রাহ্মণটি নিজ বয়স্যকে তো বেশ সান্ত্বনা দিচ্চেন।

বিদূ।—আপনি দেখুন না কেন, আহারটি ভাল রকম হলে পিশাচেরও প্রাণ ঠাণ্ডা হয়।

রাজা।—মুর্খ! আমাকে যে জোর করে' তুমি অপরাধী করে' দাঁড় করাচ্চ।

ঔশী।—মহারাজ তোমার কোন অপরাধ নেই। আমিই অপরাধী। আমিই সম্মুখে থেকে তোমাকে বিরক্ত করচি। আমি চল্লেম।

(অভিমান-ভরে প্রস্থানোদ্যত)

রাজা।—

আমি চির-অপরাধী, সুন্দরী প্রসন্ন হও,
—সম্বর' সম্বর' তব রোষ।
সেব্য জন যদি হয় কুপিতা সেবক প্রতি
—নির্দ্দোষী হলেও তার দোষ॥

(পদতলে পতন)

ঔশী।—কপট! আমি এরূপ লঘু-হৃদয় নই যে তোমার অনুনয়ে আমি ভুলে যাব। কিন্তু তোমার এই অনুনয়-বিনয় অগ্রাহ্য করলে পাছে পরে আবার অনুতাপ উপস্থিত হয়, আমার শুধু এখন সেই ভয়।

(রাজাকে ত্যাগ করিয়া পরিজনসহ প্রস্থান)

বিদূ।—বর্ষাকালের ঘোলা নদীর মত দেবী অপ্রসন্ন হয়ে চলে গেলেন। এখন তবে উঠুন মহারাজ।

রাজা।—(উঠিয়া) সখা! ওঁর এরূপ ব্যবহার অসঙ্গত নয়। দেখ :—

প্রেমরস-শূন্য হয়ে প্রিয় বচনেও যদি
প্রিয়জন অনুনয় করে
কিছুতেই জেনো সখা প্রবেশ করেনা তাহা
রমণীর হৃদি-অভ্যন্তরে!
মণি-বেত্তা-কাছে যথা মণির কৃত্রিম রাগ
দেখিবা মাত্রই ধরা পড়ে॥

বিদূ।—আপনার পক্ষে ভালই হ'ল। চক্ষুরোগগ্রস্ত ব্যক্তির সম্মুখে দীপশিখা কখনই সহ্য হয় না।

রাজা।—ওকথা বোলো না। যদিও আমার উর্ব্বশীগত প্রাণ, তবু দেবী আমার বহুমানের সামগ্রী। কিন্তু আমি পায়ে পড়্লেও যখন তিনি আমার মান রাখ্লেন না, তখন আমিও আর তাঁর সাধ্য-সাধনা করচি নে; ধৈর্য্য ধরে' থাকি, দেখি তিনি কি করেন।

বিদূ।—রেখে দিন আপনার ধৈর্য্য। এই ক্ষুধিত ব্রাহ্মণকে এখন বাঁচান। এদিকে স্নান ভোজনের সময় হয়ে গেল।

রাজা।—(উর্দ্ধদিকে অবলোকন করিয়া) তাইতো, দিবসের অর্দ্ধভাগ যে গত হয়ে গেছে।

তরুতল-সুশীতল আলবাল-পরে
গ্রীষ্মতাপে তপ্ত হয়ে শিখী বাস করে।
কর্ণিকার পুষ্প ভেদি' যটপদগণ
তাহার অন্তরে গিয়া করিছে শয়ন।

জলের কুক্কুট ত্যজি' তপ্ত জলাশয়
তীরস্থিত নলিনীরে করয়ে আশ্রয়।
ক্রীড়াগৃহ-নিবাসী সে পিঞ্জরস্থ শুক
জল যাচে হয়ে অতি ক্লান্ত শুষ্ক-মুখ।

সকলের প্রস্থান)

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক

তৃতীয় অঙ্ক।

দৃশ্য :—ভরতমুনির আশ্রম।

দুইজন ভরতশিষ্য নটের প্রবেশ।

প্রথম।—ওহে ভাই পল্লব! এই অগ্নি-গৃহ হতে গুরুদেব যখন ইন্দ্র-ভবনে যান, তখন তুমি তো তাঁর আসন নিয়ে সঙ্গে গিয়েছিলে, আর আমি অগ্নি-গৃহ রক্ষার জন্য এখানেই নিযুক্ত ছিলেম। তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করচি, গুরুদেব কি নাটকাভিনয় করে' দেবসভার মনোরঞ্জন করতে পারলেন?

দ্বিতীয়।—দেখ গালব, কতদূর তাঁরা তুষ্ট হয়েচেন বল্‌তে পারি নে। সেই সরস্বতী-কৃত লক্ষ্মীস্বয়ম্বর নাটকের অভিনয়-কালে উর্ব্বশী তো বিবিধ নাট্য-রসে একেবারে তন্ময় হয়ে অভিনয় করেছিলেন কিন্তু—

প্রথম।—তুমি যে রকম করে' কথা শেষ করলে তাতে যেন বোধ হয় তার মধ্যে কি-একটা দোষ ঘটেছিল।

দ্বি।—হাঁ, তিনি ভুলে আর একটা কথা বলে' ফেলেছিলেন।

প্র।—সে কিরূপ?

দ্বি।—সেই নাটকে উর্ব্বশী, লক্ষ্মীর ভূমিকায়—আর মেনকা, বারুণীর ভূমিকায় ছিলেন। তা, মেনকা যখন জিজ্ঞাসা করলেন "ত্রিলোকের সুপুরুষ লোকপালেরা কেশবের সহিত এখানে সমাগত হয়েছন. তা এঁদের মধ্যে তোমার কাকে ভাল লাগে?"

প্র।—তার পর—তার পর?

দ্বি।—তা, কোথায় বলবে "পুরুষোত্তম," না উর্ব্বশীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল "পুরূরবা"।

প্র।—আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় ভবিতব্যকেই অনুসরণ করে। আচ্ছা, তাতে গুরুদেব তাঁর উপর রাগ করলেন না?

দ্বি।—হাঁ, গুরুদেব তাঁকে অভিশাপ দিলেন, কিন্তু কিভাগ্যি তাঁর উপর ইন্দ্রের অনুগ্রহ হ'ল।

প্র।—সে কিরূপ?

দ্বি।—গুরুদেব এই বলে' শাপ দিলেন "তুই যেমন আমার উপদেশ লঙ্ঘন করলি, স্বর্গে তোর আর স্থান হবে না"। আবার ইন্দ্র, অভিনয় দেখা শেষ হলে, লজ্জাবনত-মুখী উর্ব্বশীকে এই কথা বল্লেন, "তুমি যার প্রেমে বদ্ধ, সেই রাজর্ষি যুদ্ধের সময় আমার অনেক সাহায্য করেন, তাঁর উপকার করা আমার উচিত। অতএব যতদিন তোমাদের সন্তান না হয়, ততদিন তুমি মনের সাধে পুরুরবার সহিত একত্র বাস কর"।

প্র।—এ তাঁরই উপযুক্ত কথা হয়েছে। দেবরাজ অন্যের মনের ভাব বিলক্ষণ বোঝেন।

দ্বি।—(সূর্য্যকে দেখিয়া) কথা-প্রসঙ্গে স্নানের সময় উত্তীর্ণ হয়ে-গেছে। আবার আমাদেরও না অপরাধী হতে হয়—চল গুরুদেবের কাছে এই বেলা যাওয়া যাক্।

(উভয়ের প্রস্থান।)

ইতি মিশ্র-বিষ্কম্ভক।

দৃশ্য—রাজ-প্রাসাদের উদ্যান।

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চু।—

সকল গৃহস্থজন অর্থের সম্ভোগ তরে
যুবাকালে করয়ে যতন।

পশ্চাৎ বার্দ্ধক্য এলে পুত্র-পরে দিয়া ভার
বিশ্রামের করে আয়োজন।
সেবায় মোদের কিন্তু দিন দিন দেহ-ক্ষয়,
—কারাগারে যেন পরিণত।
অন্তঃপুরের এই মহিলা-রক্ষণ-কাজে
আমাদের কষ্ট অবিরত॥

(পরিক্রমণ করিয়া)

কাশী-রাজকন্যা এখন একটা ব্রত পালন করচেন। তিনি আমাকে বল্লেন "আমি মান বিসর্জ্জন দিয়ে নিপুণিকার মুখ দিয়ে তাঁকে পূর্ব্বেই সেধেচি। এখন আমার নাম করে' বল, মহারাজের সন্ধ্যা-উপাসনাদি শেষ হলে তাঁকে যেন একবার দেখ্‌তে পাই"। (পরিক্রমণ ও অবলোকন) রাজভবনে দিবাবসানের ব্যাপারটা বড়ই

বাস-যষ্টি-পরে দেখ, নিশানিদ্রালসা শিখী
রহিয়াছে যেন খোদা চিত্রের মতন।
গবাক্ষের জাল হতে নিঃসৃত ধূপের ধূম,
বলভীস্থ পারাবত বলি' হয় ভ্রম।
শুদ্ধান্তের শুদ্ধাচারী যত সব বৃদ্ধজন
পুষ্পবলি বিকীরণ করি' স্থানে স্থানে
যতনে রাখিছে দেখ প্রজ্জ্বলিত অগ্নি-শিখা
মঙ্গল-সন্ধ্যার দীপ উচিত বিধানে॥

(নেপথ্যাভিমুখে দেখিয়া) এই যে! এই দিক্ দিয়েই মহারাজ গিয়েছেন।

দীপ হস্তে পরিজন-নারী চারিধার,
তার মাঝে শোভে নৃপ অতি চমৎকার।

পক্ষ-নাশ-পূর্ব্বে যথা গতিমান গিরি,
—কুসুমিত কর্ণিকার থাকে যারে ঘিরি'॥

মহারাজের এই দর্শন-পথে থেকে আমি ততক্ষণ একটু অপেক্ষা করি।

পরিজন-পরিবেষ্টিত রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ।

রাজা।—(স্বগত)

কার্য্যান্তরে থাকি' ব্যস্ত, অতিকষ্টে কাটাইনু
দিন কোন ক্রমে,
এখন কেমনে বল, যাপিব এ দীর্ঘ রাত্রি
বিনা বিনোদনে?

কঞ্চুকী।—(নিকটে আসিয়া) জয় মহারাজের জয়! দেবী মহারাজকে এই কথা নিবেদন করচেন "মণি-প্রাসাদের ছাদে সুন্দর চন্দ্রোদয় হয়েছে। মহারাজের পাশে বসে আমি দেখ্‌ব কতক্ষণে চন্দ্র-রোহিণীর যোগ আরম্ভ হয়"।

রাজা।—দেখ লাতব্য! দেবীকে বল, তাঁর যা ইচ্ছা।

কঞ্চুকী।—যে আজ্ঞে মহারাজ। (প্রস্থান)

রাজা।—বয়স্য! দেবী কি সত্য সত্যই ব্রতের জন্য এইরূপ উদ্যোগ করচেন?

বিদূ।—আমার মনে হয়, আপনার সপ্রণিপাত অনুনয় অগ্রাহ্য করায় এখন অনুতাপ হয়েচে, তাই ব্রতের ছল করে' এখন সেই অপরাধ ক্ষালনের চেষ্টা করচেন।

রাজা।—তুমি ঠিক্ বলেছ।

মনস্বিনী নারীগণ
প্রণিপাত-অনুনয় করি' হতাদর
পরে করে অনুতাপ,
মনে মনে থাকি' সদা লজ্জায় কাতর॥

আচ্ছা এখন আমাকে মণি-প্রাসাদের ছাদে নিয়ে চল।

বিদূ।—এই দিক দিয়ে মহারাজ, এই দিক দিয়ে। এই গঙ্গা-তরঙ্গের ন্যায় সুন্দর স্ফটিক-মণি-সোপানে আরোহণ করুন। এই প্রদোষ-সময়ে মণিপ্রাসাদটি বড়ই রমণীয়।

রাজা।—তুমি আগে ওঠো। (সকলের আরোহণ)

বিদূ।—(দেখিয়া) এইবার বোধ হয় চাঁদ উঠ্‌বে। অন্ধকার চলে গেছে—পূর্ব্বদিকে সুন্দর আলো দেখা যাচ্চে।

রাজা।—তুমি ঠিক্ বলেছ।

শশাঙ্ক, উদয়াচলে গূঢ় অবস্থিত,
তাহার কিরণ জালে তম অপসৃত।
পূর্ব্বদিক্, মুখ হ'তে আলকের গুচ্ছ যেন
নিল সরাইয়া
আহা কি সুন্দর শোভা! নয়ন-যুগল মোর
লইল হরিয়া॥

বিদূ।—হি হি হি! ওগো ঐ যে, খাঁড়ের লাড়ুটির মত দ্বিজরাজ উদয় হয়েছেন!

রাজা।—(সস্মিত) কি আশ্চর্য্য! পেটুকেরা আহারের সামগ্রীই সর্ব্বত্র দেখ্‌তে পায়।

(কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণিপাত পুরঃসর)

ভগবান্ নিশানাথ!

সাধুদের ক্রিয়া তরে রবির দেহেতে তুমি
করগো প্রবেশ।
দেবগণ পিতৃগণ তাহাদের তৃপ্তিদান,
করহ বিশেষ।

হনন করহ তুমি নিশাব্যাপ্ত তম
হর-শিরে বাস তব, তোমায় গো নমঃ ॥
(উত্থান)

বিদূ।—দেখুন, আপনার পিতামহ চন্দ্র এই ব্রাহ্মণের মুখ দিয়ে অনুমতি দিচ্চেন "আপনি বসুন"—তাহ'লে আমিও একটু আরাম করে' বস্‌তে পাই।

রাজা।—(বিদূষকের কথায় উপবেশন ও পরিজনের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিয়া) এখন জ্যোৎস্না উঠেছে—এখন দীপের আলো বাহুল্য-মাত্র। যাও, তোমরা বিশ্রাম করগে।

পরিজন।—যে আজ্ঞে মহারাজ। (প্রস্থান)

রাজা।—(চন্দ্রমাকে দেখিয়া) বয়স্য! একটু পরেই দেবী আস্‌বেন। এই বেলা নির্জ্জনে আমার মনের অবস্থা তোমাকে খুলে বলি।

বিদূ।—সে তো দেখ্‌তেই পাচ্চি, কিন্তু তাঁর যেরূপ আপনার প্রতি অনুরাগ তা দেখে মনে হয়, আশার বন্ধনে এখনও আপনি প্রাণকে বেঁধে রাখ্‌তে পারেন।

রাজা।—সে কথা সত্য। কিন্তু আমার মনের উদ্বেগ যে অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেচে।

নদীর প্রবাহ যথা বিষম শিলার প্রতিঘাতে
বহু স্রোতে হয় প্রবাহিত,
সেইরূপ প্রেম মোর বাধা পেয়ে মিলনের সুখে
শত গুণে হয় গো বর্দ্ধিত ॥

বিদূ।—আপনার শরীর যদিও ক্ষীণ হয়ে গেছে—তবু যেন এতে আপ-নাকে আরো ভাল দেখাচ্চে। তাতেই বোধ হয়, আপনার শীঘ্রই প্রিয়-সমাগম লাভ হবে।

রাজা।—(শুভ সূচনা) বয়স্য!

আশাপ্রদ বাক্যে তুমি, আশ্বাসিলে ব্যথিত এ জনে
আশ্বাস লভিনু আরো, এ দক্ষিণ বাহুর স্পন্দনে॥

বিদূ।—ব্রাহ্মণের বাক্য কখন অন্যথা হয় না।

(রাজা আশান্বিত হইয়া অবস্থান)

আকাশ-পথে অভিসারিকা-বেশে সজ্জিতা
উর্ব্বশী ও চিত্রলেখার প্রবেশ।

উর্ব্ব।—(আপনাকে দেখিয়া) ওলো চিত্রলেখা! মুক্তাভরণ-ভূষিত অভিসারিকার এই নীলাম্বর বেশটি কি তোর পছন্দ হয়েচে ?

চিত্র।—এত ভাল লেগেছে যে কি বলে' প্রশংসা করব ভেবে পাচ্চি নে। আমার শুধু এই মনে হচ্চে, আমি যদি পুরুরবা হতেম তাহলে না জানি কি হ'ত।

উর্ব্ব।—সখি! দেখ, মদন তোমাকে আজ্ঞা করচেন, শীঘ্র আমাকে সেই সুপুরুষটির গৃহে নিয়ে চল।

চিত্র।—এই দেখ, তোমার প্রিয়তমের ভবনে এসেছি। আহা! দেখে মনে হয়, কৈলাস-শিখর যেন স্থানান্তরিত হয়েছে।

উর্ব্ব।—এখন ধ্যান-প্রভাবে জানো দিকি, আমার হৃদয়-চোর এখন কোথায় আছেন, আর কি করচেন।

চিত্র।—(ধ্যান করিয়া স্বগত) আচ্ছা, এর সঙ্গে একটু রঙ্গ করা যাক্। (প্রকাশ্যে) ওলো! তিনি এখন প্রিয়সমাগম-সুখ লাভ করে' উপভোগের জন্য প্রস্তুত।

উর্ব্ব।—(বিষণ্ণ ভাব)

চিত্র।—দূর বোকা, এও বুঝিস্ নে? তিনি আবার কোন্ প্রিয় জনের চিন্তা করবেন ?

উর্ব্ব।—(নিঃশ্বাস ফেলিয়া) আমার হৃদয় অতি অনুদার, তাই সন্দেহ করচে।

চিত্র।—(দেখিয়া) এই যে, মণি-ভবনের উপর রাজর্ষি, আর, সঙ্গে তাঁর বয়স্য। চল, আমরা নিকটে যাই।

(উভয়ের অবতরণ)

রাজা—দেখ সখা, রাত্রি হলেই প্রিয়জনের জন্য কেমন হৃদয়টা ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

উর্ব্ব।—এই অস্পষ্ট কথায় আমার হৃদয় যেন কেঁপে উঠ্‌চে। আড়াল থেকে এঁদের বিশ্রম্ভালাপ শোনা যাক্—দেখি, তাতে যদি আমাদের সন্দেহ ভঞ্জন হয়।

চিত্র।—সখি, সেই কথাই ভাল।

বিদূ।—মহারাজ! এই অমৃতময় চাঁদের কিরণ তো এখন উপভোগ করুন।

রাজা।—এ-সবে এ রোগ সারবার নয়। দেখ :—

নব পুষ্প-শয্যা কিম্বা চাঁদের কিরণ,
মণিময় হার কিম্বা সর্ব্বাঙ্গে চন্দন,
কিছুতে যাবার নয় এ মদন-ব্যথা।
সেই দিব্যাঙ্গনা শুধু, আর—

উর্ব্ব।—না জানি আবার কে!

রাজা।— আর তারি কথা
গোপনে যা শোনা যায়, তাহাই এখন
লাঘবিতে পারে এই হৃদয়-বেদন॥

উর্ব্ব।—হৃদয়! তুই আমাকে ছেড়ে যে ওঁতে আসক্ত হয়েছিস তারই এই উচিত ফল পেলি।

বিদূ।—আমিও যখন মিষ্ট হরিণের মাংস ভোজন করতে না পাই, তখন তার কথা কয়েই নিজেকে আশ্বস্ত করি।

রাজা।—কিন্তু তুমি তো তা পেয়ে থাকো।

বিদূ।—আপনিও শীঘ্র পাবেন।

রাজা।—সখা! আমার তাই মনে হচ্ছে।

চিত্র।—ওলো অসন্তুষ্টে! শোন্‌লো শোন্‌।

বিদূ।—কি মনে হচ্ছে?

রাজা।— রথ-কম্পে নিপীড়িত
স্কন্ধ মোর স্কন্ধেতে তাহার।
এ অঙ্গই শুধু কৃতী,
অন্য অঙ্গ ধরণীর ভার॥

চিত্র।—তবে আর এখন বিলম্ব করচ কেন?

উর্ব্ব।—(সহসা নিকটে আসিয়া) ওলো! এই দ্যাখ্‌, আমি সম্মুখে এসেছি, তবুও মহারাজ উদাসীন।

চিত্র।—(সস্মিত) অতি ব্যস্ততার দরুণ তোর মায়া-আচ্ছাদনটি এখনও যে ছাড়িস্‌নি।

নেপথ্যে।—এই দিকে ঠাকুরাণি, এই দিকে!

সকলে।—(কর্ণপাত)

উর্ব্ব।—(সখির সহিত বিষণ্ণ)

বিদূ।—কি সর্ব্বনাশ! দেবী এসে উপস্থিত। এখন আপনি চুপ করে থাকুন—কথা কবেন না।

রাজা।—তুমিও দেখো, তোমার আকার-ইঙ্গিতে কিছু যেন প্রকাশ না হয়।

উর্ব্ব।—এখন কি করা যায়?

চিত্র।—ভাবনা কিসের? আমরা তো এখন অদৃশ্য। রাজমহিষীও দেখ্‌ছি ব্রত-বেশে আছেন—তাই মনে হচ্ছে, এখানে অধিকক্ষণ থাক্‌বেন না।

দেবী ও তাঁহার সহিত উপহার-হস্তে পরিজনের প্রবেশ।

দেবী।—(পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) দেখ্ নিপুণিকে! রোহিণীর সঙ্গে মিলন হয়ে ভগবান চন্দ্রের আরও কত শোভা হয়েছে।

দাসী—মহারাজের সহিত মিলন হলে দেবীকেও আরও সুন্দর দেখাবে।

বিদূ।—(দেখিয়া) দেখুন মহারাজ, আমি বুঝ্‌তে পারচি নে, উনি স্বস্তি-উপহার দিতে এসেছেন—না এখন কোপের শান্তি হওয়ায় ব্রতের ছল করে' সেই প্রণিপাত লঙ্ঘনের দোষটা কাটাবার জন্য এসেছেন। যাই হোক, দেবীকে আজ সুপ্রসন্না দেখ্‌চি।

রাজা।—(সস্মিত) উভয়ের জন্যই এসেছেন। তবে, তুমি শেষে যেটা বল্লে, সেইটিই আমার ঠিক বলে মনে হয়!

শুভ্র বাস পরিধান মঙ্গল-ভূষণ মাত্র
করেন ধারণ।
পবিত্র দূর্ব্বাঙ্কুরে লাঞ্ছিত অলক-গুচ্ছ
ব্রতের কারণ।
গর্ব্ব-ভাব নাহি আর, প্রসন্ন আমার পরে
দেখিগো এখন॥

দেবী।—(নিকটে আসিয়া) জয় হোক্ আর্য্যপুত্রের!

পরিজন।—জয় মহারাজের জয়!

বিদূ।—কল্যাণ হোক্!

রাজা।—এসো দেবি এসো! (হাত ধরিয়া বসাইয়া)

উর্ব্ব।—ওলো! ইনি দেবী নামেরই যোগ্য। তেজস্বিতায় শচী অপেক্ষা কিছু মাত্র হীন নন।

চিত্র।—সখি! তুমি যে ওঁকে ঈর্ষার ভাবে না দেখে ওঁর প্রশংসা করচ, এতে তোমাকে সাবাস বলি।

দেবী।—মহারাজ! তোমাকে সম্মুখে রেখে আমার কোন একটা ব্রতের অনুষ্ঠান করতে হবে। তা, একটুখানির জন্য কষ্ট করে' আমার এই উপরোধটি রক্ষা কর।

রাজা।—সে কি কথা? এ তো উপরোধ নয়—এ তো অনুগ্রহ।

বিদূ।—এইরূপ স্বস্তিবাচনের উপরোধটা যেন সর্ব্বদাই করা হয়।

রাজা।—দেবি! এ ব্রতটির নাম কি?

দেবী।—(নিপুণিকার প্রতি দৃষ্টিপাত)

নিপু।—মহারাজ! এ ব্রতের নাম:—"প্রিয়-প্রসাদন"।

রাজা।—(দেবীর প্রতি চাহিয়া) তাই যদি হয় তবে—

ব্রত করি' হে কল্যাণি, মৃণাল-কোমল-গাত্রে
কেন ক্লেশ দেও অকারণ?
যে তব প্রসাদ তরে উৎসুক রয়েছে সদা
সে দাসে কিসের প্রসাদন?

উর্ব্ব।—রাজা দেবীকে দেখ্‌চি খুব মান্য করেন।

চিত্র।—সখি তুই দেখ্‌চি ভারি হাবা—এও বুঝিস্‌নে? যে সকল নাগর পরস্ত্রীতে আসক্ত, তাদের বাহ্যিক ভদ্রতা খুব বেশি।

দেবী।—(সস্মিত) তুমি যে মহারাজ এমন করে' আমাকে বল্‌চ এ আমার ব্রতেরই প্রভাব বল্‌তে হবে।

বিদূ।—এখন চুপ করে থাকুন। এমন ভাল কথার কোন প্রতিবাদ করবেন না।

দেবী।—ওলো এইখানে উপহার-গুলি নিয়ে আয়—ততক্ষণ আমি এই মণিভবনে যে চন্দ্রকিরণ পড়েচে তার অর্চ্চনা করি।

পরিজন।—এই গন্ধ পুষ্পাদি উপহার।

দেবী।—(গন্ধপুষ্পাদির দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া) ওলো! এই মোদক-উপহারগুলি মানবক-ঠাকুরকে দে।

পরিজন।—যে আজ্ঞে। ওগো মানবক-ঠাকুর! এইগুলি তোমার।

বিদূ।—(মোদকের সরা গ্রহণ করিয়া) কল্যাণ হোক! এই উপবাসে যেন তোমার বহুফল লাভ হয়।

দেবী।—মহারাজ! একবার এই দিকে এসো তো।

রাজা।—এই এসেচি।

দেবী।—(রাজাকে পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণিপাত) এই রোহিণী চন্দ্র দেবতাযুগলকে সাক্ষী করে', আর্য্যপুত্রকে আমি প্রসন্ন করচি। আজ হতে যে রমণীকে আর্য্যপুত্র প্রার্থনা করবেন এবং যে প্রণয়িনী আর্য্যপুত্রের সমাগম ইচ্ছা করবেন, আমি তার সহিত প্রীতিবন্ধনে অবস্থান করব।

উর্ব্ব।—ওমা এ কি কথা! না জানি কি ভাবে কথাটা বল্লেন। যা হোক এখন আমার সন্দেহ ভঞ্জন হয়ে হৃদয় পরিষ্কার হল।

চিত্র।—সখি! এই মহানুভব পতিব্রতার অনুমতি হয়েছে, এখন প্রিয়-জনের সহিত নির্ব্বিঘ্নে তোমার মিলন হতে পারবে।

বিদূ।—(চুপি চুপি) মাছ পালিয়ে গেলে ছিন্ন-হস্ত হতাশ ধীবর বলে—"যাক্, আমার ধর্ম্ম হবে"। (প্রকাশ্যে) মহারাজের প্রতি কি আপনার এইরূপ ভালবাসা?

দেবী।—মূর্খ! এও বুঝ্লে না? আমার নিজের সুখ বিসর্জ্জন করে' মহারাজকে আমি সুখী করতে চাই। তুমি কেবল এখন এইটুকু ভেবে দেখ, মহারাজের পক্ষে এটা ভাল হল কি না।

রাজা।—

অন্যরে বিলায়ে দেও, কিম্বা মোরে রাখ তব

ক্রীতদাস করে',

—সকলি করিতে পার, কিন্তু আমি নহি যাহা
ভাব তুমি মোরে ॥

দেবী।—তুমি তা হও বা না হও, আমি তো নিয়মমত আমার প্রিয়-প্রসাদন-ব্রত সম্পন্ন করলেম। (দাসীর প্রতি) এখন আয় বাছা, আমরা যাই।

(প্রস্থানোদ্যত)

রাজা।—প্রিয়ে! আমাকে যদি এখন ছেড়ে চলে' যাও, তা হলে আমাকে আর প্রসন্ন করা হল কৈ।

দেবী।—মহারাজ! আমি পূর্ব্বে কখন নিয়ম লঙ্ঘন করি নি। এখন এখানে থাক্‌লে আমার ব্রত পালনের ব্যাঘাত হবে।

(পরিজনের সহিত দেবীর প্রস্থান)

উর্ব্ব।—ওলো! রাজর্ষি দেখ্‌চি আপনার স্ত্রীকে ভালবাসেন। কিন্তু আমিত এখন মহারাজের নিকট হতে আমার হৃদয়কে ফিরিয়ে আন্‌তে পারচি নে।

চিত্র।—কিন্তু তুই নিরাশ হচ্চিস কেন—হৃদয়কে আবার ফেরাবি কেন বল্‌ দিকি?

রাজা।—(আসনের নিকটে আসিয়া) বয়সা! দেবী এখনও বোধ হয় বেশী দূরে যান নি।

বিদূ।—যা বলতে চান মন খুলে বলুন। বৈদ্য যেমন রোগীকে অসাধ্য বলে' ত্যাগ করে, উনি তেমনি আপনাকে স্বইচ্ছায় ত্যাগ করে গেছেন।

রাজা।—আর উর্ব্বশী?

উর্ব্ব।—আজ কৃতার্থ হবে।

রাজা।—এই সময়ে—

প্রচ্ছন্না সে রূপসীর মধুর নূপুর ধ্বনি,
যদি শ্রুতিপথে মোর হয় গো পতিত,

পশ্চাৎ হইতে আসি,' অতি ধীরে ধীরে যদি,
নেত্র মোর করাম্বুজে করেন আবৃত,
এই হর্ম্ম্যতলে নামি', লজ্জাভয় বশে যদি,
বিলম্বিত গতি হয়—না সরে চরণ,
সুচতুর সখী তাঁর প্রতিপদে জোর করি,'
যদি তাঁরে মোর কাছে করে আনয়ন—

উর্ব্ব।—ওলো! ওঁর এই ইচ্ছাটী তবে পূর্ণ করা যাক্

(পশ্চাৎ হইতে গিয়া চক্ষু আবৃত করণ)

চিত্র।—(বিদূষককে জ্ঞাপন)

রাজা।—(স্পর্শ-সুখ অনুভব করিয়া) সখা! এ নিশ্চয়ই উর্ব্বশীর করস্পর্শ।

বিদূ।—কি করে' আপনি জানলেন?

রাজা।—একি আর জান্‌তে বাকি থাকে?

অনঙ্গ-তাপিত অঙ্গ করে কি গো সুখবোধ
অন্য কোন হস্তের পরশে?
রবি-করে কভু কি গো কুমুদ প্রফুল্ল হয়?
—চন্দ্র-করে ফোটে সে হরষে॥

উর্ব্ব।—(চক্ষু হতে হস্ত সরাইয়া উত্থান এবং কিঞ্চিৎ নিকটে আসিয়া) জয় মহারাজের জয়!

রাজা।—এসো সুন্দরি এসো। (একাসনে উপবেশন করাইয়া)

চিত্র।—সখা! সুখে আছ তো?

রাজা।—এত দিনের পর আজ সুখলাভ হল।

উর্ব্ব।—ওলো! মহারাজকে দেবী আমায় দান করে গেছেন, তাই আমি প্রণয়িনীর মত ওঁর শরীর স্পর্শ করে' আছি; এ মনে কোরো না আমি উপরি-পড়া হয়ে এসেছি।

বিদূ।—এ কি! দুজনের সূর্য্যই যে এইখানে অস্ত গত হল।

রাজা।—(উর্ব্বশীকে দেখিয়া)

দেবী-দত্ত বলি' যদি এবে মোর দেহ তুমি
কর আলিঙ্গন,
পূর্ব্বে কার আজ্ঞা পেয়ে তুমি করেছিলে মোর
হৃদয় হরণ ?

চিত্র।—সখা! উনি নিরুত্তর। আচ্ছা এখন আমার একটি নিবেদন আছে—আপনার শুনতে হবে।

রাজা।—বল, মনোযোগ দিয়ে শুন্‌চি।

চিত্র।—বসন্তের পর গ্রীষ্মকাল এলে, সূর্য্যদেবের উপাসনা করতে আমার যেতে হবে। তা, আমার অবর্ত্তমানে যাতে আমার প্রিয়সখী স্বর্গের জন্য উৎকণ্ঠিতা না হন, এইটি আপনি করবেন।

বিদূ।—স্বর্গে এমন কি আছে যে সেখানকার কথা মনে পড়বে? সেখানে না পাওয়া যায় কিছু খেতে, না পাওয়া যায় কিছু পান করতে। কেবল, মৎস্যের মত অনিমিষ হয়ে চেয়ে থাক্‌তে হয়।

রাজা।—ভদ্রে!

স্বর্গ-সুখ অনির্দ্দেশ্য, কে বল ঘটাতে পারে
সে স্বরগ-সুখের বিস্মৃতি ?
এই মাত্র বলি আমি, অন্য নারী-সাধারণে
এ দাসের নাহি কোন প্রীতি॥

চিত্র।—এ কথা শুনে অনুগৃহীত হলেম। ওলো উর্ব্বশি! অকাতরে আমাকে এখন তবে বিদায় দে।

উর্ব্ব।—(চিত্রলেখাকে আলিঙ্গন করিয়া) সখি! আমাকে ভুলো না।

চিত্র।—(সস্মিত) সখার সঙ্গে তোমার মিলন হল—এ প্রার্থনা এখন আমিই করতে পারি।

(রাজাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান)

বিদূ।—আজ কি সৌভাগ্য—মহারাজের মনস্কামনা পূর্ণ হল। এখন খুব আনন্দ করুন।

রাজা।—এতে যে আমার কতটা আনন্দ হয়েছে তা আর কি বল্‌ব। দেখ :—

সামন্তগণ-মস্তক-মণির প্রভায়
রঞ্জিত এ পাদ-পীঠ সত্য,
একছত্র প্রভু আমি নিখিল ধরায়
—সরবত্র মোর আধিপত্য।
এ সমস্ত লভিয়াও দেখ ওগো সখা!
হই নাই তেমন কৃতার্থ
যেমন লভিয়া আজি ওই চরণের
রমণীয় মধুর দাসত্ব॥

উর্ব্ব।—এর পর, আমি আর কি বলতে পারি?

রাজা—(উর্ব্বশীর হস্ত ধরিয়া) কি আশ্চর্য্য! এই অভীষ্ট লাভের সঙ্গে সঙ্গে, আগে যা কষ্টদায়ক ছিল এখন তাই আবার অনুকূল ভাব ধারণ করেচে।

দেখ সুন্দরি!
গাত্রে মোর সুধা ঢালে শশাঙ্কের কর,
দিব্য অনুকূল এবে মদনের শর।
যাহা যাহা আগে হত রুক্ষ বিবেচনা
—তব সম্মিলনে এবে দেয় গো সান্ত্বনা॥

উর্ব্ব।—মহারাজের কাছে এ চির-দাসীর বিস্তর অপরাধ হয়েচে।

রাজা—না না—সে কি কথা?

দুঃখ যাহা শেষে হয় সুখে পরিণত
তাহাই অধিক স্বাদু হয় গো নিয়ত।

আতপের খর তাপে যেগো পায় ক্লেশ
তারি পক্ষে তরুচ্ছায়া আরাম বিশেষ ॥

বিদূ।—দেখুন, প্রদোষ-কালের রমণীয় চন্দ্র-কিরণ তো বেশ উপভোগ করা গেল। এখন ঘরে যাবার সময় হয়েচে।

রাজা।—আচ্ছা তুমি তবে তোমার সখীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।

বিদূ।—এই দিক দিয়ে আসুন, এই দিক দিয়ে।

রাজা।—সুন্দরি! আমার এখন এই প্রার্থনা :—

উর্ব্ব।—কি?—বলুন।

রাজা।—
যত দিন হয় নাই সিদ্ধ মনোরথ
—এক রাত্রি মনে হ'ত যেন রাত্রি শত।
এবে তব সমাগমে তাই যদি হয়
সুন্দরি কৃতার্থ আমি হইব্রো নিশ্চয় ॥

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ অঙ্ক

দৃশ্য।—গন্ধমাদন পর্ব্বত-প্রান্তে "অকলুষ"-অরণ্য।

বিমনস্ক-ভাবে চিত্রলেখা ও সহজন্যার প্রবেশ।

সহ।—(চিত্রলেখাকে দেখিয়া) সখি! ম্লান কমলিনীর মত তোমার মুখখানি শুকিয়ে গেছে, তাতে বেশ বোধ হচ্চে তোমার মনটা ভাল নেই। তা বলনা কি হয়েচে, তাহ'লে আমিও তোমার ব্যথার ব্যথী হতে পারি।

চিত্র।—উর্ব্বশীকে ছেড়ে, অপ্সরাদের পালা-অনুসারে আজ আমাকে সূর্য্যের চরণ-সেবা করতে হবে—তাই উর্ব্বশীর জন্য আমার ভাবনা হয়েচে।

সহ।—তোমাদের দুজনের মধ্যে যেরূপ ভালবাসা তা আমি জানি। —তার পর?

চিত্র।—তা, এখন সখী কি ভাবে আছেন ধ্যান করে' জান্‌লেম, তার এখন বিষম বিপদ উপস্থিত।

সহ।—(আবেগ-সহকারে) কিরূপ বিপদ?

চিত্র।—মন্ত্রীর উপর সমস্ত রাজ্যভার দিয়ে, উর্ব্বশী প্রেমাসক্ত রাজর্ষিকে নিয়ে গন্ধমাদন-বনে বিহার করতে গেছেন।

সহ।—তা, এইসব স্থানই তো প্রকৃত সম্ভোগের স্থান—তার পর?

চিত্র।—তার পর, মন্দাকিনী-তীরে উদয়বতী নামে একটি বিদ্যাধর-বালিকা বালুকা-পর্ব্বতের উপর খেলা করছিল, তাই রাজর্ষি তাকে চেয়ে-চেয়ে দেখ্‌ছিলেন, এতেই প্রিয়সখীর রাগ হল।

সহ।—তা হতে পারে। উর্ব্বশী নাকি রাজাকে অত্যন্ত ভালবাসেন, তাই তাঁর এ রকম একটুও সহ্য হয় না। তার পর—তার পর?

চিত্র।—তার পর, স্বামীর অনুনয় অগ্রাহ্য করে', গুরুর অভিশাপে দেবতাদের নিয়ম বিস্মৃত হয়ে, স্ত্রীজনের-প্রবেশ-নিষিদ্ধ সেই কুমার কার্ত্তিকেয়ের বনে উর্ব্বশী যেমন প্রবেশ করলেন অমনি তিনি একটি লতারূপে পরিণত হলেন।

সহ।—তাঁর অনুরাগ হতেই যখন এইরূপ অনর্থ সহসা ঘট্‌ল, তখন বল্‌তে হবে, বিধাতারও নিয়ম অলঙ্ঘনীয় নয়। আহা না জানি রাজর্ষির এখন কি অবস্থা হয়েচে!

চিত্র।—সেই কাননে প্রিয়তমার চিন্তাতেই তিনি এখন দিন রাত কাটাচ্চেন। আবার, এই যে মেঘ উঠেচে, এতে সুখীজনেরও মনে উৎকণ্ঠা জন্মে দেয়, তা এঁর পক্ষে না জানি আরও কত কষ্টদায়ক হবে।

সহ।—সখি! যাদের এমন সুন্দর আকৃতি তারা কখনই দীর্ঘকাল দুঃখভাগী হয় না। অবশ্যই দৈব-অনুগ্রহে পুনর্ম্মিলনের একটা কিছু কারণ শীঘ্রই ঘট্‌বে। ঐ সূর্য্যদেব উদয় হচ্চেন—এসো এখন আমরা ওঁর চরণ-সেবা করিগে

(প্রস্থান)

ইতি প্রবেশক

উন্মত্ত-বেশে রাজার প্রবেশ।

রাজা।—ওরে দুরাত্মা রাক্ষস! দাঁড়া—দাঁড়া—আমার প্রিয়তমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্চিস্? কি উৎপাত! আকাশে উঠে শৈল-শিখর হতে আমার উপর যে বাণ বর্ষণ করচে। (চিন্তা করিয়া)

নব জলধর এসে—নহে দৃপ্ত বর্ম্মাবৃত
রাক্ষস ভীষণ।

এযে দেখি দুরাকৃষ্ট ইন্দ্রধনু—এতো কভু
নহে শরাসন।
প্রবল এ বৃষ্টিপাত, এতো নহে রাক্ষসের
বাণ-পরম্পরা,
কনক-নিকষ-স্নিগ্ধ বিদ্যুৎ এ—এতো নহে
প্রেয়সী অপ্সরা॥

(চিন্তা করিয়া) তবে সে রম্ভোরু না জানি এখন কোথায়?

থাকিবে কি কোপ-বশে হইয়া প্রচ্ছন্ন-কায়
শক্তির প্রভাবে?
কিন্তু সে যে নাহি পারে থাকিতে গো বহুক্ষণ
মানিনীর ভাবে।
যদি স্বর্গে গিয়া থাকে— আমা প্রতি পুন তার
হবে আর্দ্র মন।
সম্মুখে থাকিতে আমি দৈত্যেরো কি সাধ্য তারে
করে গো হরণ।
তবে সে যে একেবারে • নেত্র-অগোচর হল
তাই বা কেমন?

(চারিদিকে চাহিয়া সনিশ্বাসে) হায়! হতভাগ্য জনের একটা দুঃখ যেন অন্যদুঃখের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা। কেননা:—

সহসা গো সুদুঃসহ প্রিয়ার বিচ্ছেদ-কষ্ট
এ সময়ে হল উপস্থিত।
নব জলধর যবে করিবে গো দিনগুলি
রমণীয় আতপ-রহিত॥

(হাসিয়া) কেন বৃথা এই মনস্তাপ আমি সহ্য করচি? মুনিরা তো বলেন—রাজাই কালের কারণ। আচ্ছা, তবে কি আমি এই

বর্ষাকাল স্থগিত রাখ্‌তে আজ্ঞা দেব? কিন্তু না, এই বর্ষার লক্ষণ গুলিই আমার রাজোপচার-স্বরূপ। এই দেখনা :—

বিদ্যুল্লেখাঙ্কিত অভ্র— সুবর্ণ-রঞ্জিত চারু
চন্দ্রাতপ যেন প্রসারিত,
এ নিচুল তরুগণ মঞ্জরী-চামর যেন
করে ধরি' করে সঞ্চালিত।
গ্রীষ্ম-অবসানে দেখ উচ্চৈঃস্বরে করে গান
বন্দী শিখী যত
বণিক জলদ-দল আনিতেছে সঙ্গে করি'
ধারা-হার কত॥

না হোক্—এই সব রাজ-বিভবের শ্লাঘা করে' আর কি হবে? আচ্ছা আমি তবে এখন এই কাননে আমার প্রিয়াকে অন্বেষণ করি। (দেখিয়া) হায়! প্রিয়ার অন্বেষণ করতে গিয়ে এইগুলি যে আরও আমার বিরহের উদ্দীপক হয়ে উঠ্‌ল।

নব কন্দলীর ফুল সলিল-গরভ, আর
আরক্ত বরণ;
—অভিমানে ছলছল প্রিয়ার সে আঁখি দেয়
করিয়া স্মরণ॥

যদি এই দিক দিয়ে গিয়ে থাকেন, কি করে' এখন তাঁর সন্ধান করি?

কেননা :—

বর্ষাসিক্ত বালুময় এই চারু বনভূমি
চরণ-পরশ তাঁর যদি গো লভিত,
সে গুরু নিতম্বভারে নত যে চরণ, তার
অলক্ত-রঞ্জিত পংক্তি হইত অঙ্কিত॥

(পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া সহর্ষে) যে পথ দিয়ে মানিনী চলে গেছেন, তার চিহ্ন এইবার দেখ্‌তে পেয়েছি। সেই নিম্ননাভি সুন্দরী—

বাধা ঠেলি' মান-ভরে করিয়া গমন
ফেলিয়া গিয়াছে তার স্তনের বসন।
সে বসন শ্যামবর্ণ শুকোদর-প্রায়,
অশ্রুসিক্ত ওষ্ঠরাগ অঙ্কিত তাহায়॥

(চিন্তা করিয়া) একি! এযে ইন্দ্রগোপ-কীটপূর্ণ একটি শ্যামল নব তৃণভূমি। এই নির্জ্জন বনে কি করে' প্রিয়ার সন্ধান পাই? (দেখিয়া) এই যে, বৃষ্টি-ধারায় উচ্ছসিত এই শৈল-ভূমির পাষাণ-স্তূপে প্রিয়া বুঝি আরোহণ করেছেন:—

ঊর্দ্ধে কণ্ঠ উত্তোলিয়া, কেকারবে পূরি দিক্
শিখীগণ নেহারিছে মেঘে,
নড়িছে শিখণ্ড-গুলি সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়ি
প্রবল সে সমীরণ-বেগে॥

(নিকটে আসিয়া) আচ্ছা ভাল ওকে জিজ্ঞাসা করি।

এ অরণ্যে কর বাস ধবল-অপাঙ্গ ওগো
নীলকণ্ঠ শিখি!
উৎকণ্ঠা-হেতু মোর দীর্ঘাপাঙ্গ প্রেয়সীরে
দেখনি তুমি কি?

একি! কোন উত্তর না দিয়ে নাচ্‌তে লাগ্‌ল যে! এর হর্ষের কারণ না জানি কি। (চিন্তা করিয়া) ওঃ! বুঝেচি।—

ঘন-শ্রী সুচারু পুচ্ছ ভিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছে
অনিল-পরশে,

নাহি মোর প্রিয়া তাই নিঃসপত্ন হয়ে শিখী
নাচিছে হরষে।
সুকেশীর কেশগুচ্ছ কুসুম-ভূষিত
রতিশ্রমে আহা কিবা হত আলুলিত!
—সে থাকিলে শিখী কারো মন কি হরিত?

আচ্ছা যাক্। পরদুঃখে যে সুখী তাকে আর জিজ্ঞাসা করব না। (পরিক্রমণ করিয়া) এই যে, গ্রীষ্মাবসানে উন্মত্ত কোকিল জাম-গাছের ডালে বসে আছে। বিহঙ্গ জাতির মধ্যে এরাই পণ্ডিত। ভাল, একেই জিজ্ঞাসা করে' দেখি।

কামী-জন যত সবে
বলে তোরে মদনের দূতি,
—মানের অমোঘ অস্ত্র
—মান ভাঙিবারে দক্ষ অতি।
কলভাষী পিক ওরে! মোর কাছে প্রেয়সীরে
কর আনয়ন।
কিম্বা মোরে ত্বরা করি নিয়ে যারে যেথা আছে
প্রেয়সী এখন॥

কি বল্লে?—আমার মত অনুরক্ত জনকে কেন সে ত্যাগ করে' চলে গেল?—শোনো তবে:—

করিয়াছে মান, নাহি মানের কারণ;
কিছু হেতু আছে বলি' না হয় স্মরণ।
রমণের কালে দেখ রমণী সবাই
প্রভুত্ব পুরুষ-পরে করে গো সদাই।
অকারণে মান করে তারা গো অবথা,
হোক্ বা না হোক্ কোন ভাবের অন্যথা॥

এ কি! আমার কথায় মনোযোগ না দিয়ে আপনার কাজেই মত্ত?

পরের মহৎ দুঃখ অন্যে নাহি দহে,
তাই তো অপরে তা' শীতল বলি' কহে।
বিপন্ন আমি যে, মোরে করি' হতাদর
পক্কজম্বু-রসপানে পিক্ সে তৎপর
—মদান্ধা কামিনী যথা পিয়ে গো অধর॥

আমার প্রিয়ার মত এই মৃদু-ভাষিনী কোকিলাও আমাকে যে ত্যাগ করে চলে গেল,—যাক্, আমি তাতে রাগ করচি নে। আচ্ছা তবে এখান থেকে যাওয়া যাক্। (পরিক্রমণ ও কাণ পাতিয়া শ্রবণ) এই যে! দক্ষিণ দিকে প্রিয়ার চরণের নূপুর-ধ্বনির মত কি যেন শোনা যাচ্চে না?—আচ্ছা তবে ঐ দিকেই যাই। (পরিক্রমণ করিয়া) হায়!

এ নহে নূপুর ধ্বনি, মানস গমন তরে
সমুৎসুক রাজহংস কুল।
শ্যাম-কান্তি মেঘোদয়ে নিরখিয়া দশদিশি
কূজিতেছে হইয়া আকুল॥

আচ্ছা ভাল, মানস-সরোবরে যাবার জন্য উৎসুক এই পাখীরা যতক্ষণ না সরোবর থেকে উড়ে যায় ততক্ষণ ওদের কাছে থেকে প্রিয়ার সন্ধান নেওয়া যাক্। (নিকটে গিয়া) ওগো! জলবিহঙ্গ রাজ!

ক্ষণ তরে ত্যজ এবে মৃণাল-পাথেয়,
মানসে যাইবে যদি পরে লয়ে যেয়ো।
প্রিয়ার বিরহ হতে, মোরে এবে কর গো উদ্ধার
স্বার্থ হতে গুরুতর, সাধুদের বন্ধু-উপকার॥

(পথের দিকে উন্মুখ হইয়া অবলোকন) "মানস-ঔৎসুক্যে আমি কিছুই লক্ষ্য করিনি"—এই কথা বল্‌চে।

সরোবর-তীরে, হংস ! যদি না দেখিয়া থাকো
সে নতভ্রূ প্রেয়সীরে মোর,
কেমনে এ মদ-গতি অবিকল তাঁহা হতে
গ্রহণ করিলে তুমি চোর ?
তুমিই তো গতি তাঁর করেছ হরণ,
এনে তুমি দেও মোরে প্রিয়ারে এখন।
চুরি-অভিযোগে যদি এক অংশ হৃত বলি'
হয় গো স্বীকৃত,
—সমস্ত ফিরিয়া দিতে বাধ্য সেই অপরাধী
জানিবে নিশ্চিত ॥

(হাসিয়া) রাজা চোরের শাসনকর্ত্তা এই ভেবে হংসটি দেখ্‌চি ভয় পেয়ে উড়ে গেল। (পরিক্রমণ করিয়া) এই যে, চক্রবাকীর সঙ্গে চক্রবাক্ এইখানে রয়েছে দেখ্‌চি—আচ্ছা, ওকেই তবে জিজ্ঞাসা করে দেখি।

রথাঙ্গ তোমার নাম ; রথচক্র-সম মোর
প্রেয়সী সে উর্ব্বশীর আয়ত নিতম্ব
—সেই রথে রথী আমি ; তাই জিজ্ঞাসি গো তোমা
হয়ে মনোরথাবৃত—হৃত-প্রিয়া-সঙ্গ ॥

এ কি ! এ যে শুধু "এ কে ? এ কে ?"—এই কথাই বল্‌চে। না—হল না। আমাকে নিশ্চয় চিন্তে পারি নি। আমি কে শুন্‌বে ?

পিতামহ শশধর,
মাতামহ মোর দিনমণি।
পতিত্বে বরেছে মোরে
উর্ব্বশী ও পৃথিবী আপনি ॥

একি ! চুপ্ করে' রইল যে, আচ্ছা তবে ওকে তিরস্কার করা যাক্।

পদ্মপত্রে দেহ ঢাকি' যদি তব সহচরী
থাকে সরোবরে,
দূরে ভাবি' তারে তুমি হইয়া উৎসুক অতি
ডাকো সকাতরে।
পত্নি-স্নেহবশে তুমি সতত করহ ভয়
বিচ্ছেদের দুখ,
এ বিধুর জনে তবে প্রিয়ার বারতা দিতে
কেন পরাঙ্মুখ?

আমাদের মত যারা হতভাগ্য তাদের এইরূপই ঘটে। আচ্ছা আমি তবে স্থানান্তরে যাই। এই যে!

পদ্ম-অভ্যন্তরে অলি করিয়া গুঞ্জন
আমার গমনে বাধা দেয় অনুক্ষণ।
অধর-দংশন কালে করিত শীৎকার
—মনে পড়ে মোর সেই আনন প্রিয়ার।

তা হোক্। এই কমলবাসী মধুকরকেও একবার জিজ্ঞাসা করি, এখান থেকে গিয়ে আবার না অনুতাপ করতে হয়।

মধুকর মদিরাক্ষি! প্রিয়া মোর কোথা বল শুনি,
বরতনু প্রেয়সীরে, কোথাও কি দেখ নাই তুমি?
সে মুখ-সুরভি-শ্বাস, তুমি যদি করিতে আঘ্রাণ
তা হলে কি এই পদ্মে মজিত গো তোমার পরাণ?

যাই, অন্যত্র গিয়ে অন্বেষণ করি। (পরিক্রমণ) এই যে, কদম্ব-তরু-স্কন্ধে ঠেস দিয়ে করিণীর সঙ্গে গজরাজ এইখানে আছেন। (দেখিয়া) থাক্, ওকে এখন ত্বরা দিয়ে কাজ নেই।

ভাঙ্গিয়া সল্লকী-তরু, করিণী সে শুণ্ডে করি'
আনিয়াছে অভিনব পল্লব তাহার।

তাহা হতে ঝরে ক্ষীর—সুরভি আসব-রস—
আগে তাহা গজরাজ, করুক আহার ॥

(ক্ষণকাল থাকিয়া) যাক্—এইবার আহার শেষ হয়েচে, এইবার জিজ্ঞাসা করি।

দেখেছ কি গজরাজ, বল না আমায়,
শশি-কলা সম কোন রূপসী বালায়?
সুচির-যৌবনা সেই প্রিয়-দরশনা
—যুথিকা-ভূষিত যার কেশের রচনা ॥

(সহর্ষে) এই যে, স্নিগ্ধমন্দ্র গর্জ্জনে আমাকে আশ্বাস দিচ্চে, আমি প্রিয়াকে আবার পাব। আমরা উভয়ে সমধর্ম্মী কি না, তাই গজরাজের উপর আমার এত অনুরাগ।

আমায় গো লোকে বলে পৃথ্বীরাজ-অধীশ্বর,
তুমিও তো নাগ-অধিরাজ।
তুমি কর মদ-দান অজস্র ধারায় সদা,
ধন-দান আমারো তো কাজ।
স্ত্রীরত্ন যত আছে
তার মাঝে সেরা সে উর্ব্বশী।
করিণীর মাঝে, তব
বশ্যা এই করিণী-রূপসী।
আমা-সম সব তব
কিছু মাত্র নাহিক অন্যথা।
শুধু নাহি আমা সম
প্রিয়া লাগি' বিরহজ ব্যথা ॥

তুমি সুখে থাকো। আমি অন্যত্র অন্বেষণ করিগে। (পার্শ্বে দৃষ্টি করিয়া) এই যে, সুরভি-কন্দর নামে অতি রমণীয় একটি পর্ব্বত দেখা

যাচ্চে। আপ্সরাদেরও এইটি প্রিয় স্থান। সেই সুন্দরীকে কি এরই উপত্যকায় পাওয়া যাবে? (পরিক্রমণ ও অবলোকন) কি আশ্চর্য্য! আমার অদৃষ্ট-ফলে মেঘও এখন বিদ্যুৎ-শূন্য। যা হোক্, আমি এই শৈল-রাজকে না জিজ্ঞাসা করে' ফিরব না।

হে পৃথুনিতম্ব গিরি! সুচারু নিতম্ববতী
পীনস্তনী—ক্ষীণ যার অঙ্গ-সন্ধিচয়—
সেই মোর উরবশী —রূপসী যে রতি সম—
তব কোন বনে কি গো লয়েছে আশ্রয়?

একি! চুপ করে' রইল যে! বোধ হয় দূরত্বপ্রযুক্ত শুন্‌তে পাই নি —আচ্ছা, কাছে গিয়ে আবার ওকে জিজ্ঞাসা করি। (পরিক্রমণ করিয়া)

ওহে পরবত-নাথ! জিজ্ঞাসি গো তোমা কাছে
দেখেছ কি কোন বামা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী
আমা-বিরহিত হয়ে তব রম্য বন-মাঝে
বিয়াকুলা ইতস্ততঃ ভ্রমে হা হা করি'?

(শুনিয়া সহর্ষে) তাই তো, ও যে বল্‌চে "ঠিক ঐরূপ আপনার প্রিয়াকে দেখেচি।" আরও বলচে,—"আপনি যা বল্লেন তা অপেক্ষাও প্রিয়তর একটা কথা বলি শুনুন।"—তবে আমার প্রিয়তমা কোথায়? (নেপথ্যে তাহাই শুনিয়া) হা ধিক্—এ যে আমারই কন্দর-মুখ-নির্গত প্রতিশব্দ। (বিষাদের অভিনয়) আমি শ্রান্ত হয়ে পড়েচি। এই গিরি-নদীতীরের তরঙ্গ-বায়ু একটু সেবন করা যাক্। এই স্রোতস্বতী নব জলে কলুষিতা হলেও, একে দেখ্‌তে আমার বড় ভাল লাগচে।

তরঙ্গ ভ্রুভঙ্গ যেন, ক্ষুভিত বিহঙ্গ-রাজি
—রশনা উহার।
সম্ভ্রম-শিথিল বাস ফেনরাশি-রূপে যেন
করিছে বিস্তার।

চলিছে স্খলিত-গতি চিন্তি' অপরাধ মম
মনে অবিরত,
না পারি' সহিতে আর নিশ্চয় সে হইয়াছে
নদী-পরিণত॥

আচ্ছা, আমি একবার জিজ্ঞাসা করে দেখি। (অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া)

তোমাতে আসক্তি মম বদ্ধ গাঢ়তর,
তাই প্রিয়বাক্য তোমা কহি নিরন্তর।
হয় নি প্রণয়-ভঙ্গে
বিমুখ এ চিত তব প্রতি,
দেখিয়াছ কভু কি গো
অপরাধ মোর একরতি ?
তবে কেন মানিনি লো !
দাসজনে ত্যজিলে এমতি ?

অথবা ইহা প্রকৃতই নদী, উর্ব্বশী নয় ; তা না হলে, পুরুরবাকে ত্যাগ করে' সমুদ্রের প্রতি কেন অভিসারিনী হবে। অচ্ছা তাই ভাল। বিলাপ করে'কোন ফল নেই। আচ্ছা আমি এখন তবে সেই স্থানে গমন করি যেখান থেকে সেই সুনয়না আমার নয়ন হতে তিরোহিত হয়েছিলেন।(পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এই যে, পথে তাঁর পদচিহ্ন দেখা যাচ্চে।

রকত কদম্ব ফুল—গ্রীষ্ম-অবসান যাহা
করে গো সূচিত
—এখনও হয় নি তার সমগ্র কেশরগুলি
পূর্ণ বিকসিত।
তবু যেন প্রিয়া মোর, চূড়া-আভরণ-রূপে
করেছেন ধৃত॥

(দেখিয়া) ঐ যে হরিণটি বসে আছে—আচ্ছা ওকেই প্রিয়ার সংবাদ জিজ্ঞাসা করি।

ঐ যেগো কৃষ্ণশার, বসিয়া রয়েছে হোথা
সমুজ্জ্বল বিচিত্র-বরণ,
আহা যেন কানন-শ্রী করিয়া কটাক্ষপাত
বন-শোভা করে নিরীক্ষণ॥

(দেখিয়া) আমাকে যেন অবজ্ঞা করে' অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। (দেখিয়া)

স্তনপায়ী শিশুসঙ্গে
মৃগী যবে আইল সমীপে
গ্রীবাভঙ্গ করি কিবা
মৃগ তারে দেখে অনিমিখে।

ওহে যূথপতি !

প্রিয়ারে দেখেছ কিগো তব এই বনে ?
তাহার লক্ষণ বলি শোনো গো শ্রবণে॥
আয়ত-লোচনা যথা তব সহচরী
আমার প্রেয়সী সেও এমনি সুন্দরী॥

কি ? আমার কথায় অনাদর করে' ওর স্ত্রীর কাছেই রইল। বোঝা গেছে। দশা-বিপর্য্যয় হলেই অপমানের পাত্র হতে হয়। এখান থেকে তবে যাওয়া যাক্।—(পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া)

কাটা পাষাণের ভিতর থেকে কি একটা দেখা যাচ্চে না ?

কেশরী যে গজরাজে করিয়াছে হত
একি সেই প্রভাময় মাংস-খণ্ড তার ?
অথবা হবে কি ইহা অগ্নির স্ফুলিঙ্গ
কিম্বা বরষিল নভ জলদ-আসার॥

(বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া)

একি ! এযে মণি হেরি—অশোক গুচ্ছের মত
রক্তিম-বরণ,
লইতে উহারে যেন, সূর্য্যদেব করিছেন
কর প্রসারণ॥

মণিটি অতি মনোহর। আচ্ছা ওটিকে আমি তবে নি। অথবা :—

অর্পণের যোগ্য এযে প্রিয়ার মাথায়
—মন্দার-কুসুম-বাসে যাহা সুবভিত।
কিন্তু সেই প্রিয়া মোর এখন কোথায় ?
কেন তবে করি ইহা অশ্রুতে সিঞ্চিত ?

নেপথ্যে।—লও বৎস লও।

এই "সঙ্গমন"-মণি, গৌরী-পাদপদ্ম-রাগ
হতে উৎপাদিত,
যে করে ধারণ ইহা, প্রিয়জন-সহ শীঘ্র
হয় সম্মিলিত॥

রাজা।—(কান পাতিয়া শ্রবণ)—নাজানি কে আমাকে এই কথা বল্‌চে। (চারিদিক দেখিয়া) এই যে! আমার প্রতি একজন মৃগচারী মুনির দয়া হয়েচে। ভগবন্‌! আপনার এই উপদেশে আমি অনুগৃহীত হলেম। (মণি গ্রহণ করিয়া) ওহে সঙ্গমন-মণি !

বিযুক্ত রয়েছি এবে
ক্ষীণ-মধ্য প্রেয়সী হইতে,
মিলন করিয়া দিতে
যদি পার তাহার সহিতে
—হর যথা ইন্দু-কলা
চূড়াদেশে করেন ধারণ

মণি! তোরে সযতনে

শিরে মোর করিব স্থাপন॥

(পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এই কুসুম-হীন লতাটিকে দেখে জন্য আমার ওর উপর এত ভাল বাসা হচ্চে ?—অথবা, ভাল বাস্‌বার উপযুক্ত কোন কারণ আছে—কেননা :—

মেঘ-জলে আর্দ্র দেখি পল্লব লতার
—অশ্রুজলে ধৌত যেন অধর প্রিয়ার।
লতাটি কুসুম-হীন
গেছে কাল পুষ্প ফুটিবার,
প্রিয়াও ভূষণ-হীন
না পরেন কোন অলঙ্কার।
তাঁহার চরণে পড়ি'
কত আমি চাহিলাম মাপ,
তখন অগ্রাহ্য করি'
এবে চণ্ডী করে অনুতাপ॥

প্রিয়ার অনুকারিণী এই লতাটিকে তবে প্রণয়ীভাবে আলিঙ্গন করি। লতাকে আলিঙ্গন)

(উর্ব্বশীর প্রবেশ)

জা।—(নিমীলিতাক্ষ হইয়া স্পর্শসুখের অভিনয়) একি! উর্ব্বশীর গাত্রস্পর্শের মত যে আমার শরীরে অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব হচ্চে। তবু এখনও বিশ্বাস নেই। কেন না :—

প্রথমেতে প্রিয়া বলি'
যারে যারে করি নির্দ্ধারিত

—মুহূর্ত্তে হইল তারা
অন্যরূপে রূপান্তরিত।
এমোর নয়ন দুটি
উন্মীলিত করিব না আর,
স্পর্শি' যারে প্রিয়া ভাবি
—পাছে প্রিয়া না হয় আবার॥

(ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিয়া) একি! সত্যই যে প্রিয়তমা।

উর্ব্ব।—(অশ্রু মোচন করিয়া) মহারাজের জয় হোক্।

রাজা।—

তোমার বিরহে প্রিয়ে, তমো-মাঝে ছিলাম মগন,
ভাগ্যবশে পেয়ে পুন, মৃত যেন পাইল চেতন॥

উর্ব্ব।—অন্তরেন্দ্রিয়ের দ্বারা আমি সমস্ত বৃত্তান্ত মহারাজ প্রত্য করেছি।

রাজা।—অন্তরেন্দ্রিয়?—এ কথার অর্থ আমি বুঝতে পারলেম না।

উর্ব্ব।—আমি তা পরে বল্‌চি। আপাতত, আমি যে রাগ করে চলে গিয়ে আপনাকে এই অবস্থায় ফেলেছিলেম, সেজন্য প্রসন্ন হয়ে আমাকে মার্জ্জনা করুন।

রাজা।—কল্যাণি! আমাকে আবার প্রসন্ন করতে হবে কেন? তোমার দর্শনেই বাহ্য-অন্তঃকরণ, অন্তরাত্মা, সমস্তই আমার প্রসন্ন হয়েছে। বল দিকি, আমাকে ছেড়ে কি করে' এত দিন ছিলে?

উর্ব্ব।—শুনুন মহারাজ! ভগবান কার্ত্তিকেয়, শাশ্বত কুমার ব্রত গ্রহণ করে' অকলুষ নামে গন্ধমাদনের এই প্রান্তদেশে এসে বাস করেন। এবং সেই সময়, এই নিয়ম স্থাপন করেন:—যে কোন স্ত্রীলোক এ প্রদেশে অমনি সে লতারূপে পরিণতহবে—গৌরীচরণ-

প্রসূত মণি-বিনা আর তার উদ্ধার হবে না। আমি গুরুদেবের শাপ-প্রভাবে বিমূঢ়-চিত্ত হয়ে, দেবতার নিয়ম বিস্মৃত হয়ে, আপনার প্রণতি-অনুনয় অগ্রাহ্য করে' কুমার-বনে প্রবেশ করি। প্রবেশ করবামাত্রই আমি বসন্তলতায় পরিণত হই।

রাজা।—এখন সব বুঝতে পারলেম।

শয্যাপরে সুপ্ত হলে সুরত-আয়াসে,
আশঙ্কা করিতে তুমি—গিয়াছি প্রবাসে।
সেই তুমি বল প্রিয়ে কেমন করিয়া
সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ-দুঃখ রহিলে সহিয়া?

একজন মুনির সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁর উপদেশে—তুমি যার কথা বল্‌ছিলে—সেই মণি লাভ করে', সেই মণির প্রভাবেই দেখ তোমাকে আবার পেলেম। (মণি প্রদর্শন)

উর্ব্ব।—অহো! এই সেই "সংগমনীয়" মণি? তাই, মহারাজ আমাকে যেমনি আলিঙ্গন করলেন অমনি আমি প্রকৃতিস্থ হলেম। (মণি লইয়া মস্তকে ধারণ)

রাজা।—এই ভাবে খানিক ক্ষণ দাঁড়াও দিকি।

ললাটের মণি-রাগে, দীপ্ত তব বদন-মণ্ডল
—ধরিয়াছে শোভা যেন, বালাতপে রকত কমল॥

—বহু কাল হল, প্রতিষ্ঠান নগর ছেড়ে আপনি চলে এসেচেন। এর জন্য প্রজারা নিশ্চই আমার উপর রাগ করচে। চলুন এখন আমরা ফিরে যাই।

রাজা।—তোমার আদেশ শিরোধার্য্য।

উর্ব্ব।—মহারাজ! কি রকম করে' এখন যেতে ইচ্ছা করেন?

।—দেখ প্রিয়ে!

সৌদামিনী-বিলসিত যাহার পতাকা,
গাত্রে যার নবচিত্র ইন্দ্রধনু আঁকা,
হেন নবমেঘ-রথে ওলো লীলা-গতি !
লয়ে যাও তুমি মোরে আমার বসতি ॥

ইতি চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত ।

পঞ্চম অঙ্ক

পরিতুষ্ট হইয়া বিদূষকের প্রবেশ।

দূ।—আ! বাঁচা গেল, রাজা উর্ব্বশীকে সঙ্গে নিয়ে নন্দন-বন প্রভৃতি প্রদেশে বিহার করে' ভাগ্যে ভাগ্যে ফিরে এসেছেন। এখন আবার সৎকার-উপচারের দ্বারা প্রজারঞ্জন করে' রাজ্য করচেন। এখন কেবল তাঁর সন্তানেরই অভাব, এ ছাড়া আর কোন অভাব নেই। আজ একটী বিশেষ শুভ তিথি, তাই মহারাজ গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে দেবীদের সহিত কৃত-স্নান হয়ে এই মাত্র বাস-গৃহে প্রবেশ করেছেন। এখন সেখানে তিনি অনুলেপন মাল্যাদির দ্বারা অলঙ্কৃত হচ্চেন—এইবেলা সেইখানে গিয়ে আমিই প্রথমে তার ভাগ নিইগে। (পরিক্রমণ)

নেপথ্যে।—যে মণিটি মহারাজের হৃদয়-বিলাসিনী প্রেয়সীর মাথার চূড়ামণি, সেই মণিটি একটি তাল-পাতার ঠোঙ্গায় লাল রেশমি কাপড়ে ঢেকে নিয়ে যাচ্ছিলেম, এমন সময়ে একটা শকুনী আমিষ-খণ্ড মনে করে' সেটি ছোঁ মেরে নিয়ে গেল।

দূ।—(কান পাতিয়া) কি উৎপাৎ! সেই সঙ্গমনীয়-চূড়ামণিটি মহারাজের যে বিশেষ আদরের সামগ্রী। এই যে, বেশভূষা শেষ না হতেই মহারাজ আসন থেকে উঠে এই দিকে আসৃচেন। আমি এইবার তবে নিকটে যাই।

উদ্বিগ্ন পরিজনের সহিত রাজার প্রবেশ।

রা।—
নিজের মরণ নিজে করি' আহরণ
কোথায় গেল গো সেই চোর-বিহঙ্গম
—রক্ষকেরি ঘরে চুরি করিয়া প্রথম?

কিরাত।—এই যে পাখিটার মুখে মণির স্বর্ণ-সূত্রটা লেগে আছে—আর

সেইটে মুখে করে' মণ্ডলাকারে যেমন উড়ে উড়ে বেড়াচ্চে আর অমনি যেন আকাশে তার এক-একটা রেখা পড়চে।

রাজা।— মুখে ধরি' হেম-সূত্র
মনিটিরে করিয়া গ্রহণ,
অঙ্গার-চক্রের মত
চক্রাকারে ঘোরে বিহঙ্গম।
ত্বরিত ভ্রমণে তার
নভ-পট-মাঝে যায় দেখা
বলয়-আকারে যেন
মণিটির রক্ত-রাগ-রেখা॥

—এখন কি কর্ত্তব্য?

বিদূ°—(নিকটে আসিয়া) মহারাজ! দয়া করে' কি হবে?—অপরাধীকে শাসন করাই কর্ত্তব্য।

রাজা।—তুমি ঠিক্ বলেচ। ধনু—ধনু।

(ধনুর্ধারিণী যবনীর প্রস্থান)

রাজা।—কৈ বয়স্য! পাখিটাকে তো দেখা যাচ্চে না?

বিদূ।—শব-ভোজী সেই দুষ্ট পাখীটা এখান থেকে দক্ষিণ দিকে উড়ে গেছে।

রাজা।—(ফিরিয়া আসিয়া অবলোকন) এইবার দেখ্‌তে পেয়েচি।

এই সে মণিটি আনি' দিক-বিধু-মুখখানি
অলঙ্কৃত করেছে বিহগ।
অশোক-স্তবক শোভে ঘেরা প্রভা-পল্লবে
—এমনি গো হয় অনুভব॥

ধনু হস্তে যবনীর প্রবেশ।

যবনী।—মহারাজ! এই হস্তাবরণ, আর এই ধনু!

রাজা।—এখন আর ধনুতে কি হবে? গৃধ্রটি এখন বাণ-পথের অতীত। দেখনা কেন:—

বিহঙ্গম-নীত মণি দূরে এবে ভায়,
গাঢ় মেঘাচ্ছন্ন রাত্রে মঙ্গলের প্রায়॥

(কঞ্চুকিকে দেখিয়া) দেখ লাতব্য, আমার নাম করে' নগর-রক্ষীকে বল, সেই বিহঙ্গ-দস্যু কোন্ বৃক্ষ-আবাসে আশ্রয় নিয়েচে বিশেষ করে' অনুসন্ধান করে।

কঞ্চুকী।—যে আজ্ঞে মহারাজ।

।—এখন আপনি বসুন। সেই রত্ন-চোর যেখানেই যাক্, আপনার শাসন কিছুতেই অতিক্রম করতে পারবে না।

।—(বিদূষকের সহিত উপবেশন করিয়া)

যে মণিটি বিহঙ্গম গিয়াছে লইয়া
প্রিয় শুধু নহে উহা সুমণি বলিয়া।
প্রিয়া সহ ঘটায়েছে আমার মিলন
—তাই সঙ্গমনী-মণি মোর প্রিয় ধন॥

শর-সমেত মণি লইয়া কঞ্চুকীর প্রবেশ।

বিদু।—এ কথা আপনি আমাকে পূর্ব্বে একবার বলেছিলেন বটে।

কঞ্চু।—মহারাজের জয়!

অপরাধী বধ্য পাখী
গিয়াছিল গৃহান্তরে উড়ি,
প্রবল প্রতাপ তব
সু-তীখন বাণরূপ ধরি'
বিঁধিল তাহার দেহ;
ওই দেখ মণির সহিতে

হইয়া বিদীর্ণ তনু

পড়ে ভূমে আকাশ হইতে॥

(সকলের বিস্ময়)

কঞ্চু।—মণিটিকে জলে ধোয়া গেছে—এখন কারও হাতে দেওয়া হোক্।

রাজা।—দেখ কিরাতি, এটিকে অগ্নিশুদ্ধ করে' পেট্‌রার ভিতর রেখে দেও।

কিরাতী।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

(মণি লইয়া প্রস্থান)

রাজা।—লাতব্য! তুমি কি জান এ বাণটি কার?

কঞ্চু।—নাম লেখা আছে দেখা যাচ্চে, কিন্তু আমার এ ক্ষীণ দৃষ্টিতে অক্ষর ঠাওরাতে পারচিনে।

রাজা।—আচ্ছা, শরটি আমার কাছে নিয়ে এসো।

কঞ্চু।—(তথা করণ)

রাজা।—(নামাক্ষর পাঠ করিয়া অপত্য-লাভের হর্ষ)

কঞ্চু।—আমি তবে আমার কাজে যাই।

(প্রস্থান)

বিদূ।—আপনি কি ভাবছেন?

রাজা।—পক্ষী-হন্তার নামাক্ষরগুলি শোনো। (পাঠ)

উর্ব্বশীর গর্ভজাত,

ইলা-সুত পুরুরবা রাজার কুমার

—রিপুদল-আয়ূহর্ত্তা

"আয়ু"-নামে ধনুর্ধারী—এ বাণ তাহার॥

বিদূ।—(সপরিতোষে) কি সৌভাগ্য! আপনার দেখ্‌চি তা হলে সন্তান লাভ হল।

রাজা।—সখা! এ কি করে’ হল? নৈমেষেয়-যজ্ঞ-উপলক্ষে যাওয়া ছাড়া, তাঁর সঙ্গে আমার তো আর কখন ছাড়াছাড়ি হয়নি। তাঁর গর্ভলক্ষণও আমি কখন দেখি নি। তবে সন্তান হল কি করে’? কিন্তু :—

কিছু দিন হতে আমি, দেখেছিনু বটে তাঁর
অলস নয়ন,
কুচাগ্র ঈষৎ নীল, লবলীর ফল সম
পাণ্ডুর আনন॥

বিদূ।—সমস্ত মানুষী ধর্ম্ম যে দেবতাতেও থাক্‌বে এ কথা আপনি মনে করবেন না। তাঁদের সমস্ত কার্যাই তাঁদের নিজের প্রভাব-বলে গুপ্ত থাকে।

রাজা।—তুমি যা বল্‌চ তাই যেন হয়। কিন্তু পুত্র গোপন করে’ রাখবার তাঁর অভিপ্রায় কি?

বিদূ।—দেবতার রহস্য কে বুঝতে পারে বলুন?

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু।—মহারাজের জয়! চ্যবন ঋষির আশ্রম হতে একটি কুমারকে নিয়ে একজন তাপসী এসেচেন—তিনি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।

রাজা।—দুজনকেই শীঘ্র নিয়ে এসো।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞে মহারাজ।

প্রস্থান করিয়া ধনুর্ধারী কুমার ও
তাপসীকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ।

কঞ্চু।—এই দিক দিয়ে ভগবতি এইদিক দিয়ে। (সকলের পরিক্রমণ)

বিদূ।—(দেখিয়া) ইনিই কি সেই ক্ষত্রিয় কুমার যাঁর নামাঙ্কিত বাণে গৃধ্রটি লক্ষ্যবিদ্ধ হয়?

রাজা।—তাই সম্ভব। কেননা :—

ওর পরে দৃষ্টি মোর হয়ে নিপতিত
এ মোর নয়ন দুটি বাষ্পেতে পূরিত।
হৃদয় হতেছে বদ্ধ বাৎসল্য-বন্ধনে,
কি অপূর্ব্ব প্রসন্নতা সমুদিত মনে।
হইতেছে ধৈর্য্য লোপ—দেহের কম্পন,
ইচ্ছা করে দিই ওরে গাঢ় আলিঙ্গন॥

কঞ্চু।—ভগবতি! ঐ খানেই থাকুন।

(তাপসী ও কুমারের তথা অবস্থান)

রাজা।—মাতঃ! প্রণাম।

তাপসী।—মহাভাগ! চন্দ্রবংশের বিস্তারকারী হও। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! না বোলে দিলেও, রাজর্ষির সঙ্গে যে এর ঔরস-সম্বন্ধ আছে তা বেশ বোঝা যায়। (প্রকাশ্যে) জাদু! তোমার পিতাকে প্রণাম কর।

কুমার। (ধনু-সমেত কৃতাঞ্জলি হইয়া)

রাজা।—দীর্ঘায়ু হও।

কুমার।—(স্বগত)

স্নেহ-বাণী শুনি' যদি, মনে হয় ইনি পিতা
—ইঁহারি ঔরস-পুত্র আমি,
উৎসঙ্গে বর্দ্ধিত যারা তাহাদের ভালবাসা
পিতা-পরে কতই না জানি॥

রাজা।—ভগবতী! কি প্রয়োজনে আসা হয়েচে?

তাপ।—মহারাজ! শুনুন তবে।

এই দীর্ঘায়ু বৎস "আয়ু" জন্মাবা মাত্রেই কোন কারণে উর্ব্বশী

একে আমার কাছে রেখে দিয়ে যান্। ক্ষত্রিয় কুমারের জাত-কর্ম্মের যেরূপ বিধান আছে তৎসমস্তই ভগবান চ্যবন-ঋষি সম্পাদন করে-ছেন। আর, কুমার সমস্ত বিদ্যা-শিক্ষা করে' ধনুর্ব্বেদেও সুশিক্ষিত হয়েছেন।

রাজা।—তবে তো এটির অভিভাবকও আছে দেখ্চি।

তাপ।—আজ ঋষিকুমারদের সঙ্গে এ পুষ্প-সমিৎ আহরণ করতে গিয়ে একটি আশ্রম-বিরুদ্ধ কাজ করেচে।

বিদূ।—(আবেগ-সহকারে) সে কিরূপ ?

তাপ।—শুন্লেম, এক খণ্ড আমিষ নিয়ে একটা গৃধ্র বৃক্ষশাখায় বসে ছিল—এ তাকে লক্ষ্য করে' বাণ-বিদ্ধ করে।

বিদূ।—(রাজাকে অবলোকন)

রাজা।—তারপর তারপর ?

রাজা।—তারপর,ভগবান চ্যবন এই বৃত্তান্ত জান্তে পেরে আমাকে আদেশ করলেন, "এই ন্যস্ত বালককে যথা স্থানে প্রত্যর্পণ করে' এসো—তাই আমি দেবী উর্ব্বশীর সহিত সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছা করি।

রাজা।—আচ্ছা, ভগবতি তবে আসন গ্রহণ করুন।

তাপ।—(উপনীত আসনে উপবেশন)

রাজা।—লাতব্য ! উর্ব্বশীকে আহ্বান কর।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

(প্রস্থান)

রাজা।—(কুমারকে অবলোকন করিয়া) এসো বৎস এসো।

সুত-স্পর্শ-সুখ নাকি সর্ব্বাঙ্গ-শরীর-ব্যাপী
আমি শুধু এই কথা লোক-মুখে শুনি।
তাই কাছে আসি' ওরে ! হরষিত কর্ মোরে
চন্দ্রকর-স্পর্শে যথা চন্দ্রকান্ত-মণি॥

তাপ।—জাত্! তোমার পিতাকে সুখী কর।

কুমার।—(রাজার নিকটে গিয়া পাদগ্রহণ)

রাজা।—(কুমারকে আলিঙ্গন করিয়া পাদপীঠে বসাইয়া) বৎস! এই দিকে তোমার পিতার প্রিয়সখা ব্রাহ্মণকে নির্ভয়ে প্রণাম কর।

বিদূ।—আমাকে দেখে আবার ভয় কিসের? অশ্রমে তো অনেক বানর দেখেছ?

কুমার।—(সস্মিত) তাত! প্রণাম করি।

বিদূ।—কল্যাণ হোক্!

(উর্ব্বশী ও কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু।—এইদিকে দেবি এই দিকে।

উর্ব্ব।—(কুমারকে দেখিয়া স্বগত) কে ওটি পাদ-পীঠে বসে আছে, আর স্বয়ং মহারাজ ওর শিখা বন্ধন করে' দিচ্চেন? (তাপসীকে দেখিয়া স্বগত) ওমা! এ যে সত্যবতী—তাতেই মনে হচ্চে, ওটি আমার পুত্র আয়ু।—বেশ বড় হয়েছে তো!

(পরিক্রমণ)

রাজা।—(উর্ব্বশীকে দেখিয়া)

ওই যে জননী তব
—দৃষ্টি ওঁর তোমা পানে স্থির।
স্তনাংশুক ভেদি' দেখ
স্নেহরস হতেচে বাহির॥

তাপ —জাত্! মায়ের কাছে এগিয়ে এসো।

কুমার।—(উর্ব্বশীর নিকটে আগমন)

উর্ব্ব।—ভগবতীর চরণে প্রণাম করি।

তাপ।—বৎসে! পতির আদরিণী হও।

কুমা।—জননি! প্রণাম করি।

উর্ব্ব।—(কুমারের মুখ তুলিয়া ধরিয়া চুম্বন) বৎস! পিতৃ-ভক্ত হও। (রাজার নিকটে আসিয়া) মহারাজের জয় হোক্।

—এসো পুত্রবতি, কাছে এসো। এইখানে বোসো। (অৰ্দ্ধাসন প্রদান)

াপ।—সমস্ত বিদ্যাশিক্ষা করে' কুমার এখন কবচধারী হয়েচে। যাকে তুমি আমার হাতে সমর্পণ করেছিলে, তাকে তোমার পতির সমক্ষেই দেখ আবার ফিরিয়ে দিলেম। তা, এখন বিদায় নিতে ইচ্ছা করি, আমার আশ্রম-ধর্ম্মের ব্যাঘাৎ হচ্চে।

উর্ব্ব।—অনেক দিনের পর দেখা হওয়ায় দর্শন-তৃষ্ণা আমার যেন দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয়েচে। ছাড়তেও পারচি নে, আবার আশ্রমের ব্যাঘাত করাটাও অন্যায় মনে হচ্চে। আচ্ছা যান তবে অর্য্যে! কিন্তু আবার যেন দেখা হয়।

তাপ।—আচ্ছা সেই ভাল।

কুমা।—আপনি সত্যি ফিরে যাচ্চেন?—তবে আমাকেও আশ্রমে নিয়ে যান্।

রা।—দেখ বৎস! প্রথম-আশ্রমে তুমি তো বাস করে' এসেচ; এখন তোমার দ্বিতীয় আশ্রমে থাকবার এই সময়।

তাপ।—যাহু! তোমার পিতা যা বলচেন তাই কর।

কুমা।—আচ্ছা তবে ঃ—

"মণিকণ্ঠ" যে শিখীর
চূড়াটি দিতাম চুলকায়ে
আর অম্নি কোলে মোর
অকাতরে পড়িত ঘুমায়ে,
পুচ্ছটি উঠিলে তার
হেথা তারে দিও গো পাঠায়ে॥

তাপ।—(হাসিয়া) আচ্ছা তাই হবে। তোমাদের কল্যাণ হোক্।

(প্রস্থান)

রাজা।—কল্যাণি।

এ তব সুপুত্র পেয়ে পুত্রবান্‌দের মাঝে
আজি আমি হনু অগ্রগণ্য।
পৌলোমী-সম্ভব পুত্র জয়ন্তিরে লভি যথা
পুরন্দর হইলেন ধন্য॥

উর্ব্ব।—(স্মরণ হওয়ায় রোদন)

বিদূ।—একি! হঠাৎ অশ্রুমুখী হলেম কেন?

রাজা।—

কেন বা সুন্দরি তুমি কাঁদিছ এখন?
বংশধর পেয়ে যে গো আমি হৃষ্ট-মন।
পীনস্তন-পরে প্রিয়ে ফেলি' অশ্রুধার
রচিলে যে দ্বিতীয় এ মুকুতার হার॥

(অশ্রু বিসর্জ্জন)

উর্ব্ব।—শোন মহারাজ! অনেক দিনের পর পুত্রটিকে আবার দেখ্‌তে পেয়ে তখন একটা কথা বল্‌তে ভুলে গিয়েছিলেম। মহেন্দ্রের নাম করায় তাঁর সেই নিয়মটার কথা আমার মনে পড়ল—আর তাতেই আমার হৃদয়ে এখন কষ্ট উপস্থিত হয়েছে।

রাজা।—বল—সে নিয়মটি কি?

উর্ব্ব।—পূর্ব্বে মহারাজের প্রতি আমার হৃদয় যখন আসক্ত হয়, তখন মহেন্দ্র আজ্ঞা করেছিলেন—

রাজা।—কিরূপ আজ্ঞা?

উর্ব্ব।—"যখন আমার প্রিয়সখা রাজর্ষি, তোমার গর্ভ-সম্ভূত পুত্রমুখ দর্শন করবেন, তখন অবার আমার নিকটে তোমার আস্‌তে হবে।"

তাই পাছে মহারাজের সহিত আমার বিচ্ছেদ ঘটে, এই ভয়ে আমি পুত্র জন্মাবা মাত্রই বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্তে চ্যবনের আশ্রমে আর্য্যা সত্যবতীর হস্তে পুত্রটিকে প্রকাশ্যে সমর্পণ করেছিলেম। এখন আমার পুত্রটি পিতৃ-সেবায় সমর্থ হয়েছে মনে করে' তিনি আমাকে প্রত্যর্পণ করেচেন। তাই মহারাজের সহিত একত্র বাস করা আজ হতে আমার শেষ হল।

(সকলের বিষাদ)

রাজা।—অহো! সুখসম্ভোগে দৈবের কি প্রতিকূলতা! (নিশ্বাস ছাড়িয়া)

পুত্র লাভে আশ্বাসিত হইনু যেমনি
বিচ্ছেদ তোমার সনে ঘটিল অমনি।
তাপ-ক্লিষ্ট তরু যথা প্রথমে শীতল হয়
নবমেঘ-বরিষণে
কিন্তু গো সহসা যথা পড়ে ঘোর বজ্রানল
তদুপরি পরক্ষণে॥

বিদু।—একি! এই অর্থ হতেই যে আবার অনর্থ উপস্থিত হল! এখন আমার মনে হয়, বল্কল ধারণ করে' আপনার তপোবনে যাওয়াই কর্ত্তব্য।

উর্ব্ব।—হায় আমি কি হতভাগিনী! না জানি এখন মহারাজ আমাকে কি মনে করচেন। হয়তো মনে করচেন,—আমার পুত্রলাভ হয়েচে, পুত্র কৃতবিদ্য হয়েচে, আমার সমস্ত কাজ শেষ হয়েচে, আর অমনি আপনাকে ছেড়ে আমি এখন স্বর্গারোহণ করচি।

রাজা।—না না—আমি তা মনে করচি নে।

পরাধীন জন যে গো, বিচ্ছেদ সুলভ তার,
সাধিতে পারে না সে যে, যাহা প্রিয় আপনার।

অতএব যাও তুমি,

থাকো গিয়া পতির শাসনে।

আমিও পুত্রেরে দিয়া

রাজ্য-ভার, যাই তপোবনে

—চরে যেথা মৃগকুল

ইতস্ততঃ আনন্দিত মনে॥

কুমা।—তাতঃ! মহাবৃষের ভার দুর্ব্বল বৎসতরের উপর দেবেন না।

রাজা।—দেখ বৎস!

শিশু হইলেও গজ

হয় যদি "মদগন্ধ"-জাতি

সহজে শাসন করে

অন্য গজে সেই শিশু-হাতী।

হলেও ভুজঙ্গ শিশু

অতি উগ্র বিষ হয় তার,

বাল্য-দশাতেও নৃপ

বহিতে পারে গো পৃথ্বী-ভার॥

দেখ লাতব্য! আমার নাম করে' অমাত্য-পরিষদ্‌কে বল, আয়ুর রাজ্যাভিষেকের আয়োজন যেন এখনি করা হয়।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞে মহারাজ।

(সকলের দৃষ্টিরোধ)

রাজা।—(আকাশের দিকে অবলোকন করিয়া) এ কি! বিনা মেঘে যে বিদ্যুৎ প্রকাশ!

উর্ব্ব।—(দেখিয়া) ওমা! ভগবান নারদ যে!

রাজা—তাই তো! ভগবান নারদ যে!

সুপিঙ্গল জটাজুট — গোরোচনা-রেখা যথা
নিকষ-প্রস্তরে,
যজ্ঞ-উপবীত শোভে — যেন শুভ্র শশি-কলা
বক্ষের উপরে।
মুক্তাহার-বিবর্জ্জিত — এই ভূষণের শোভা
অতি অনুপমা
— চলন্ত কল্পতরু — তাহা হতে নারে যেন
কাঞ্চন নমনা॥

ওঁকে অর্ঘ্য দেও—অর্ঘ্য দেও।

।—(অর্ঘ্য আনিয়া) এই ভগবানের অর্ঘ্য।

রাজা।—(উর্ব্বশীর হস্ত হইতে লইয়া অর্ঘ্যাঞ্জলি প্রদান) ভগবন্! অভিবাদন করি।

র্ব্ব।—ভগবন্! প্রণাম করি।

নার।—বিরহ-শূন্য দম্পতী হও।

রাজা।—(স্বগত) তাই যেন হয়। (কুমারকে আলিঙ্গন করিয়া প্রকাশ্যে) বৎস! ভগবানকে প্রণাম কর।

কুমা।—ভগবন্! উর্ব্বশী-পুত্রের প্রণাম গ্রহণ করুন।

নার।—দীর্ঘায়ু হও।

রাজা।—অনুগ্রহ করে' এই আসনে উপবেশন করুন।

নার।—(উপবিষ্ট)

(নারদ বসিলে সকলের উপবেশন)

নার।—মহেন্দ্রের আদেশ শ্রবণ করুন।

রাজ।—বলুন, আমি অবহিত হয়ে শুনচি।

নার।—প্রভাবদর্শী ভগবান ইন্দ্র আপনাকে বন গমনে কৃতনিশ্চয় জেনে আপনাকে এই আদেশ করচেন—

রাজা।—কি আদেশ ?

নার।—ত্রিকাল-দর্শী মুনিগণ ভবিষ্যদ্‌বাণী করেচেন, দেবাসুর-সংগ্রাম আসন্ন। আপনিও দেব-সংগ্রামে অমরদের সহায়; অতএব এ সময় আপনার শস্ত্র ত্যাগ করা উচিত হয় না। আর, এই উর্ব্বশী যাবজ্জীবন আপনারই সহধর্ম্মচারিণী হয়ে থাকুন।

উর্ব্ব।—(চুপি চুপি) মাগো! হৃদয় থেকে যেন একটা শেল চলে গেল।

রাজা।—আমি তো দেবরাজেরই আজ্ঞাধীন।

নার।—ঠিক্।

তব কার্য্য করিবেন বাসব সাধন,
তুমিও করিবে তাঁর ইষ্ট আচরণ।
বর্দ্ধন করেন সূর্য্য দেখ হুতাশনে,
অগ্নিও স্বকীয় তেজে বাড়ান তপনে॥

(আকাশের দিকে অবলোকন করিয়া) ওগো রম্ভা! কুমার আয়ুর যৌবরাজ্যের অভিষেকার্থ স্বয়ং মহেন্দ্র যে সকল সামগ্রী সংগ্রহ করেছেন, শীঘ্র সে সমস্ত নিয়ে এসো।

অভিষেকের সামগ্রী লইয়া রম্ভার প্রবেশ।

রম্ভা।—ভগবন্! এই অভিষেকের সামগ্রী!

নার।—আয়ুষ্মান্! এই মঙ্গল-পীঠে উপবেশন কর।

রম্ভা।—এই দিকে বৎস। (কুমারকে বসাইয়া)

নার।—(কুমারের মস্তকে কলসের জল ঢালিয়া) রম্ভে! এইবার শেষ অনুষ্ঠান সম্পন্ন কর।।

রম্ভা।—(তথা করণ) বৎস! ভগবানকে প্রণাম কর।

কুমা।—(যথাক্রমে প্রণাম)।

নার।—কল্যাণ হোক!

রাজা।—কুল-ধুরন্ধর হও।

ঊর্ব্ব।—পিতার সেবক হও।

(নেপথ্যে বৈতালিকদ্বয়)

প্রথম।— দেব-মুনি অত্রি যথা
ব্রহ্মা-সম গুণের নিধান,
অত্রি-সম শশধর,
শশধর বুধের সমান,
বুধের সমান যথা
গুণ ধরে আমাদের ভূপ,
লোক-কান্তগুণে তথা
তুমি হও পিতৃ-অনুরূপ।
কি করিব আশীর্ব্বাদ ?
—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুল তব
পূর্ব্ব হতে সেই কুলে
আশীষ সমাপ্ত সব॥

দ্বিতীয়।— উচ্চদেরো অগ্রগণ্য
স্থিতিমান যথা হিমাচল
আছিলা তোমার পিতা;
লক্ষ্মী তাই তাঁহাতে অচল।
অসীম তোমারো ধৈর্য্য
তাই লক্ষ্মী তোমাদের মাঝে
বিভক্ত হইয়া যেন
আরো কত শোভায় বিরাজে
—গঙ্গা যথা, রত্নাকর আর হিমাচল
উভয়েরে বিভাগিয়া দেন তাঁর জল॥

রম্ভা।—(উর্ব্বশীর নিকটে আসিয়া) সখি! ভাগ্যবলে আজ তুমি পুত্রের যৌবরাজ্য-অভিষেক দেখলে—আবার পতির সঙ্গেও তোমার আর বিচ্ছেদ ঘটল না।

উর্ব্ব।—এ সৌভাগ্য আমাদের উভয়েরই সাধারণ।

(কুমারের হস্তধারণ করিয়া) এসো বৎস, তোমার জ্যেষ্ঠ-মাতাকে অভিবাদন করসে।

কুমা।—স্থিরভাবে অবস্থান।

নার।—এখন ঐখানেই থাকো। সময় হলে ওঁর নিকটে যেও।

তব পুত্র আয়ুষের যৌবরাজ্যে অভিষেক
দেখি' মোর মনে পড়ে আজ
—যবে সেই কার্ত্তিকেরে করিলেন অভিষেক
সেনাপতি-পদে দেবরাজ॥

রাজা —ভগবন্! আপনার যখন এতটা অনুগ্রহ, তখন কেন না সে যোগ্য হবে?

নারদ।—দেবরাজ তোমার আর কি প্রিয় কার্য্য করবেন বল।

রাজা।—দেবরাজ যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তাই যথেষ্ট,—তা অপেক্ষা প্রিয় আর আমার কি হতে পারে? তথাপি এই প্রার্থনা—

পরস্পর-বিসম্বাদী লক্ষ্মী সরস্বতী
—একাধারে সম্মিলন সুদুর্ল্লভ অতি
সাধুসজ্জনের যেন মঙ্গলের তরে
তাঁহাদের সম্মিলন ঘটে পরস্পরে।

সম্পূর্ণ।

মালবিকাগ্নিমিত্র।



শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
অনুবাদিত।



কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের দ্বারা মুদ্রিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।



১ আষাঢ়, ১৩০৮ সাল।

মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

ভূমিকা।

মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রস্তাবনা পাঠ করিয়া মনে হয়, এইটি কালীদাসের প্রথম নাটক-রচনা। উইল্‌সান সাহেবের বিশ্বাস, এই নাটকটি অভিজ্ঞান-শকুন্তলার রচয়িতা কালীদাসের নহে—ইহা অন্য কোন কালীদাসের রচনা। কিন্তু জর্ম্মাণ-দেশীয় পণ্ডিত ওএ-বার এ কথা স্বীকার করেন না। ওএবার সাহেবেরই মত আমার সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। এই মতের পরিপোষক আভ্যন্তরিক প্রমা-ণও যথেষ্ট আছে। বর্ণনার ধরণ-ধারণে, শব্দ-প্রয়োগের বিশেষত্বে, শ্লোকের ভাবার্থে, ইহা খ্যাতনামা কালীদাসেরই রচনা বলিয়া স্পষ্ট-রূপে উপলব্ধি হয়। কোন কবিরই সকল রচনা সমান উৎকৃষ্ট হয় না; কোন রচনা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বলিয়া উহা যে সেই কবির রচনা নহে, এ কথা বলা আদৌ যুক্তি-সঙ্গত নহে।

এই নাটকের ছায়া রত্নাবলী-নাটিকায় স্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়। উভয়েরই আখ্যান-বস্তু প্রায় একরূপ।

বিক্রমোর্ব্বশীর ন্যায় ইহারও অনুবাদে আমি মুখ্যরূপে বোম্বাই-অঞ্চলের শঙ্কর-পণ্ডিত-কর্ত্তৃক-প্রকাশিত মূল-গ্রন্থের অনুসরণ করি-য়াছি।

পাত্রগণ।

পুরুষবর্গ।

অগ্নিমিত্র	...	বিদিশার রাজা।
গোতম	...	রাজার বয়স্য—বিদূষক।
হরদত্ত গণদাস	...	নাট্যাচার্য্যদ্বয়।
সারস	...	মহিষীর পরিচারক। (বামন)
মৌদ্‌গল্য	...	রাজার কঞ্চুকী।

স্ত্রীবর্গ।

দেবী ধারিণী	...	মহিষী।
ইরাবতী	...	দ্বিতীয় রাণী।
মালবিকা	...	মহিষীর পরিচারিকা।
কৌশিকী	...	বৌদ্ধ-পরিব্রাজিকা।
বকুলাবলিকা	...	মালবিকার সখী ও মহিষীর পরিচারিকা।
জয়সেনা	...	প্রতীহারী।
মধুকরিকা	...	উদ্যান-পালিকা। (মালিনী)
নিপুণিকা চন্দ্রিকা	...	ইরাবতীর পরিচারিকা।
জ্যোৎস্নিকা রমণীয়া	.	সঙ্গীত-নিপুণা পরিচারিকা।

মালবিকাগ্নিমিত্র।

প্রথম অঙ্ক।

নান্দী।

প্রণত ভকতে যিনি
বহু ফল করেন প্রদান,
একেশ্বর, তবু যাঁর
ব্যাঘ্র-চর্ম্ম সদা পরিধান,
কান্তাসনে যাঁর দেহ
থাকিলেও সতত মিশ্রিত,
তবু যিনি যতি-শ্রেষ্ঠ
বিষয়েতে অনাসক্ত-চিত,
অষ্ট মূরতিতে যিনি, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড একা
করেন ধারণ,
অথচ তাহাতে যাঁর, লেশমাত্র অভিমান
নাহি কদাচন,
সেই দেব মহেশ্বর
সৎমার্গ করি' প্রদর্শন
অন্তরের অন্ধকার
তোমাদের করুন হরণ॥

নান্দীর পর সূত্রধারের প্রবেশ।

সূত্রধার।—(নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও গো মারিষ! এই দিকে একবার এসোতো।

(পারিপার্শ্বিক নটের প্রবেশ)

পারি।—মহাশয়! আমি এসেছি। কি আজ্ঞা হয়?

সূত্র।—উপস্থিত সভ্যমণ্ডলী শ্রীকালিদাস-বিরচিত "মালবিকাগ্নিমিত্র" নামক নাটক এই বসন্তোৎসবে অভিনয় করতে আমাকে বল্‌চেন। অতএব, তোমরা এখনি সঙ্গীত আরম্ভ করে' দেও।

পারি।—না, তা হতে পারে না। ভাস ও সৌমিল্য প্রভৃতি খ্যাত-নামা কবিদের রচনা-সকল অতিক্রম করে', বর্ত্তমান কবি কালিদাসের রচনাকে সভ্যমণ্ডলী এত অধিক আদর করচেন কি বলে'?

সূত্র।—এ যে তোমার নিতান্ত অবিবেচনার কথা হল। দেখ:—

শুধু পুরাতন বলি', কোন কাব্য নহে মাননীয়,
অথবা নূতন বলি', নহে দূষ্য ইহাও জানিও।
পরীক্ষিয়া দোষগুণ সাধু সুধীগণ
তার মধ্যে একটিরে করেন বরণ।
পর-বুদ্ধি-অনুযায়ী যার মতি-গতি
বিবেচনা-শক্তিহীন সেগো মূঢ় অতি॥

পারি।—তার সন্দেহ কি, এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা যা বলেন তাই প্রমাণ বলে' ধর্ত্তব্য।

সূত্র।—তবে আর বিলম্ব কেন?—শীঘ্র কার্য্য আরম্ভ করে' দেও।

সভার আদেশ যাহা, সর্ব্বাগ্রে লইব উহা
করিয়া মাথায়,
ধারিণীর দাসী-সম, সেবায় নিপুণা যে গো
ওই দেখা যায়॥

(সকলের প্রস্থান)

ইতি প্রস্তাবনা।

দৃশ্য।—রাজপথ।

দাসীর প্রবেশ।

দাসী।—সম্প্রতি মালবিকা শিক্ষকের নিকট দীক্ষিত হওয়ায়, "চলিত" নামক নৃত্তের অভিনয়ে তাঁর কতদূর শিক্ষা হল জান্‌বার জন্য দেবী ধারিণী, নাট্যাচার্য্য গণদাসকে জিজ্ঞাসা করতে আমাকে আজ্ঞা করলেন। তা, এখন তবে আমি সঙ্গীত-শালায় যাই।

আভরণ হস্তে দ্বিতীয় দাসীর প্রবেশ।

প্রথমা।—(দ্বিতীয়াকে দেখিয়া) ও লো কৌমুদিকে! এমন ধীর-গম্ভীর ভাব তোর কোথেকে হ'ল বল্ দিকি? আমি কাছ দিয়ে যাচ্চি তবু আমার দিকে কি একবার তাকিয়েও দেখ্‌তে নেই?

দ্বিতীয়া।—ওমা! এ কি! বকুলা যে! দেখ্ সখি! এই ছাপ্-মোহর-ওয়ালা, নাগ-মণি-বসানো, চক্‌চকে, দেবীর এই আংটিটি কারিগরের ওখান থেকে আন্‌বার সময় একদৃষ্টে দেখ্‌তে দেখ্‌তে আস্‌ছিলেম—তাই তো তোর কাছে এই তিরস্কার খেতে হল।

প্রথমা।—(দর্শন করিয়া) তা, যোগ্য বস্তুতেই তোর দৃষ্টি পড়েছে। এই আংটি থেকে যে কিরণের ছটা বেরুচ্চে, মনে হচ্চে যেন

ফুল থেকে ফুলের রেণু চারিদিকে ছড়িয়ে পড়চে—আর তোর হাতে যেন দিব্যি একটি ফুল ফুটে আছে।

দ্বিতীয়।—তুই কোথায় যাচ্চিস্ লা?

প্রথমা।—দেবীর কথা মত, নাট্যাচার্য্য গণদাসকে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্চি, মালবিকার কত দূর শিক্ষা হল।

দ্বিতীয়া।—সখি, তিনি যেখানে থেকে শিক্ষা করেন, সেতো বড় নিকটে নয়, তবে কি করে' মহারাজ তাঁকে দেখ্‌তে পেলেন?

প্রথমা।—দেবীর চিত্রের পাশে যে চিত্রটি আছে, সেই চিত্রেতে তিনি তাঁকে দেখেচেন।

দ্বিতীয়া।—কেমন করে'?

প্রথমা।—শোন্ তবে বলি। দেবী যে সময়ে চিত্রশালায় গিয়ে আচার্য্যের টাট্‌কা-রং-করা চিত্রখানি দেখ্‌ছিলেন, সেই সময় সেইখানে মহারাজ এসে উপস্থিত হলেন।

দ্বিতীয়া।—তার পর—তার পর?

প্রথমা।—অভ্যার্থনাদির পর, তাঁরা একাসনে দুজনে বস্‌লেন। তার পর, চিত্র-লিখিত দেবী-মূর্ত্তির পাশে যে সেকল পরিচারিকাদের চিত্র ছিল, তার মধ্যে মালবিকাকে দেখ্‌তে পেয়ে মহারাজ দেবীকে জিজ্ঞাসা করলেন।

দ্বিতীয়া।—কি জিজ্ঞাসা করলেন?

প্রথমা।—দেবীর পাশে এই যে অপূর্ব্ব কন্যাটিকে চিত্র করা হয়েছে, এর নাম কি?—এই কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

দ্বিতীয়া।—রূপের আদর দেখ্‌ছি সর্ব্বত্রই। তার পর—তার পর?

প্রথমা।—দেবী তাঁর কথায় উত্তর না দেওয়ায়, রাজার সন্দেহ উপস্থিত হল, তখন আরও তিনি পুনঃ পুনঃ আগ্রহের সহিত

জিজ্ঞাসা করতে লাগ্‌লেন। কুমারী বসুলক্ষ্মী উত্তর করলেন, "মহারাজ! এর নাম মালবিকা"।

দ্বিতীয়া।—(সস্মিত) কথাটা বালিকার মতই হয়েছে—তার পর কি হল শুনি?

প্রথমা।—আর কি হবে, সে যাতে মহারাজের দৃষ্টি-পথে না পড়ে এখন বিধিমতে সেই চেষ্টাই হচ্চে।

দ্বিতীয়া।—ওলো, এখন তবে দেবী যা বলে' দিয়েছেন, তাই তুই কর্‌গে। আমিও এই আংটিটি নিয়ে দেবীর কাছে যাই।

(প্রস্থান)

দৃশ্য।—নাট্যশালার দ্বার-দেশ।

প্রথমা।—(পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এই যে, নাট্যাচার্য্য গণদাস সঙ্গীত-শালা থেকে বেরুচ্চেন। এই সময়েই তবে ওঁর সঙ্গে দেখা করি।

গণদাসের প্রবেশ।

গণ।—সকলের কাছেই আপন-আপন কুলবিদ্যা আদরের সামগ্রী। তাই, নাট্যকলার প্রকৃত গৌরব আমরাই বুঝি। দেখ, নাটক :—

দেবের বাঞ্ছিত অতি, নেত্র-তৃপ্তিকর যজ্ঞ
বলে মুণিগণ।
রুদ্র এয়ে নিজ অঙ্গে, হর-গৌরী দুইভাগে
করেন স্থাপন।
ত্রৈগুণ্য-সমুদ্ভব, নানা-রস-সমন্বিত, লোকের চরিত কত
ইথে প্রদর্শিত।

বহুবিধ প্রকারের, ভিন্নরুচি মানবের, সবারি সমান প্রিয়
—সর্ব্ব-আরাধিত ॥

বকুলা।—(নিকটে আসিয়া) আচার্য্য মহাশয়! প্রণাম।

গণদাস।—ভদ্রে! চিরজীবী হও।

বকুলা।—আচার্য্য মহাশয়কে দেবী এই কথা জিজ্ঞাসা করচেন, মালবিকার শিখ্‌তে বেশি ক্লেশ হচ্চে না তো?

গণ।—ভদ্রে! দেবীকে বোলো, মালবিকা শিক্ষায় বিলক্ষণ নিপুণা ও মেধাবিনী। অধিক আর কি বল্‌ব,—

অভিনয়ে ভাব-শিক্ষা
আমি যাহা দিই গো বালারে
তাহতে অধিক করি'
প্রতি-শিক্ষা দেয় সে আমারে ॥

বকুলা।—(স্বগত) ইনি দেখ্‌চি ইরাবতীকেও ছাড়িয়ে উঠেচেন। (প্রকাশ্যে) কৃতার্থ আপনার শিষ্য যাঁর প্রতি গুরুজন এরূপ তুষ্ট।

গণ।—ভদ্রে! অমন বস্তু এ সংসারে অতি দুর্লভ। তাই জিজ্ঞাসা করচি, কোথা হতে দেবী এমন যোগ্য পাত্রটিকে পেলেন?

বকুলা।—দেবীর বীরসেন নামে বর্ণতঃ নিকৃষ্ট এক ভ্রাতা আছেন। মহারাজ তাঁকে নর্ম্মদা-তীরে সীমান্ত-প্রদেশের দুর্গ-রক্ষণে নিযুক্ত করেছেন। তিনিই, এই কন্যাটিকে শিল্প-কলায় যোগ্যা মনে করে'—নিজ ভগিনী—দেবীর নিকট উপহার-স্বরূপ পাঠিয়েছেন।

গণ।—(স্বগত) এঁর অসাধারণ রূপ দেখে মনে হয় ইনি কুলশীলে আদৌ নিকৃষ্ট নন। ভদ্রে! আমার মনে হয়, ওঁকে শিক্ষা দিয়ে আমি যশস্বী হব। যেহেতুঃ—

শিক্ষকের শিল্প-শিক্ষা, সুপাত্রে হইলে ন্যস্ত
ধরে গুণ কত।
সাগর-শুক্তিতে যথা, মেঘ-জল মুক্তারূপে
হয় পরিণত॥

বকুলা।—আচ্ছা, আপনার শিষ্য এখন কোথায়?

গণ।—এই মাত্র আমি পঞ্চাঙ্গাদি অভিনয় সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে, তাঁকে একটু বিশ্রাম করতে বলায় তিনি এখন "দীর্ঘিকাবলোকন" গবাক্ষে গিয়ে বায়ু সেবন করচেন।

বকুলা।—আচার্য্য মহাশয়! আমাকে অনুমতি করুন, আপনি তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, এই কথা বলে' তাঁর উৎসাহ বর্দ্ধন করি।

গণ।—আচ্ছা যাও, তোমার সখীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করগে। আমি এখন একটু অবসর পেয়েছি—এই বেলা আমিও গৃহে যাই।

(প্রস্থান)

ইতি মিশ্র-বিষ্কম্ভক।

দৃশ্য।—রাজ-প্রাসাদ।

রাজা আসীন—মন্ত্রী পত্র-হস্তে পশ্চাতে বসিয়া—
এবং পরিজন একান্তে অবস্থিত।

রাজা।—(মন্ত্রী পত্র পাঠ করিয়াছেন অবলোকন করিয়া) বাহতক! বৈদর্ভের অভিপ্রায় কি?

অমাত্য।—মহারাজ! অভিপ্রায়—আত্ম-বিনাশ।

রাজা।—এখন তিনি কি লিখ্‌ছেন, বল দেখি।

অমা।—প্রত্যুত্তরে তিনি এইরূপ লিখেছেন;—"মহারাজ! আপনি আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে:—"তোমার পিতৃব্যপুত্র কুমার

মাধবসেন, বৈবাহিক সম্বন্ধ বন্ধন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া আমার সমীপে আসিতেছিল। পথি মধ্যে তোমার সীমান্ত-প্রদেশ-রক্ষক অন্তপাল তাহাকে অবরোধ-পূর্ব্বক ধৃত করিয়াছে। আমার অনুরোধে তাহাকে এবং তাহার স্ত্রী ও ভগিনীকে তোমার মোচন করিতে হইবে"। এতৎ সম্বন্ধে আমার নিবেদন এই, তুল্য-কুলোৎপন্ন রাজাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতে হয়, আপনার তাহা বিদিত নাই। অতএব, এস্থলে কাহারও পক্ষ গ্রহণ না করিয়া আপনার উদাসীন ভাব অবলম্বন করা বিধেয়। পুনশ্চ, মাধবসেনকে ধৃত করিবার সময়, সেই গোলযোগে, তাহার ভগিনী নিরুদ্দেশ হয়—তাহার অন্বেষণার্থ আমি চেষ্টা করিব। যদি মহারাজ আমাকে আদেশ করেন যে, মাধবসেনকে অবশ্যই তোমার মোচন করিতে হইবে, তাহা হইলে, এবিষয়ে আমার যা অভিপ্রায় তাহা শ্রবণ করুন।

মৌর্য্য-মন্ত্রী শ্যালা মোর, তাহার বন্ধন যদি
করেন মোচন,
আমিও করিব তবে, মাধবসেনেরে মুক্ত
শোনো গো রাজন্॥"

রাজা।—কি?—আমার সঙ্গে সেই মূঢ়ের কার্য্য-বিনিময়ের ব্যবহার? বাহতক! সেই বৈদর্ভ আমার স্বভাব-শত্রু ও প্রতিকূলচারী। অতএব, আমাদের শত্রু-পক্ষ সেই বিদর্ভ-রাজের পূর্ব্ব-সঙ্কল্প সমূলে উন্মূলন করবার জন্য, বীরসেন-প্রমুখ সৈন্য-মণ্ডলীকে এখনি আদেশ কর।

অমা।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

রাজা।—তোমারই বা এ সম্বন্ধে অভিপ্রায় কি?

অমা।—মহারাজ শাস্ত্র-সঙ্গত কথাই বলেছেন। কেন না:—

যে অরাতি স্বল্পকাল রাজ্যে অধিষ্ঠিত
—বদ্ধমূল নহে প্রজাগণ,
শিথিল যেমতি বৃক্ষ—নূতন রোপিত,
সহজ তাহার উন্মূলন॥

রাজা।—শাস্ত্রকারদের কথা কখনই অন্যথা হয় না। অতএব তুমি এই উপলক্ষে সেনাপতিকে উদ্যোগ করতে বল।

অমা।—যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান)

পরিজন-বর্গ স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত
হইয়া রাজার চতুর্দ্দিকে
অবস্থান।

বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূ।—মহারাজ আমাকে আজ্ঞা করলেন, "দেখ গৌতম! আমি শুধু মালবিকার চিত্রই যখন ইচ্ছা দেখ্‌তে পাই, এখন যাতে প্রত্যক্ষ দর্শন হয়, তার একটা উপায় চিন্তা কর"। আমিও তো তাঁর আজ্ঞামত কাজ করেছি। এখন তবে সেই কথা মহারাজকে নিবেদন করি।

(পরিক্রমণ)

রাজা।—(বিদূষককে দেখিয়া) এই যে আমাদের অন্য কার্য্যের মন্ত্রী উপস্থিত।

বিদূ।—(নিকটে গিয়া) শ্রী-বৃদ্ধি হোক্!

রাজা।—(মাথা নাড়িয়া) এইখানে বোসো।

বিদূ।—(উপবেশন)

রাজা।—কোন উপায়ে কোন বাঞ্ছিত বস্তু দর্শনে তোমার প্রজ্ঞাচক্ষু এখন ব্যাপৃত আছে তো ?

বিদূ।—উপায়ের কথা কি বল্‌চেন, কার্য্য সিদ্ধির কথা জিজ্ঞাসা করুন।

রাজা।—সে কি রূপ ?

বিদূ।—(কর্ণে) এইরূপ (প্রকৃত ঘটনা নিবেদন করিল)

রাজা।—সাধু বয়স্য ! তুমি খুব নিপুণভাবে কার্য্যটা আরম্ভ করেছ যা হোক্। উপস্থিত বিষয়ের সিদ্ধিলাভ দুঃসাধ্য হলেও, যেরূপ ভাবে আরম্ভ করেছ তাতে কার্য্যসিদ্ধির আশা করা যেতে পারে। কেননা :—

প্রতিবন্ধ থাকিলেও, সাধনে সমর্থ হয়
জুটিলে সহায়।
চক্ষু থাকিলেও ঘ্যাখো, দীপ-বিনা অন্ধকারে
দেখা নাহি যায়॥

নেপথ্যে।—থাক্ থাক্ ঢের হয়েচে—আত্ম-গরিমায় আর কাজ নেই। আমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ কে নিকৃষ্ট রাজার কাছেই তার পরিচয় হবে।

রাজা।—(শুনিয়া) সখা ! তোমার সুনীতি-বৃক্ষের পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়েছে দেখ্‌চি।

বিদূ।—শুধু পুষ্প নয়, ফলও দেখ্‌তে পাবেন।

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চু।—মহারাজ ! অমাত্য নিবেদন কর্‌চেন, প্রভুর আদেশ মত

কাজ করা হয়েছে। আর, হরদত্ত ও গণদাস এঁরা দু জনেই এসেছেন।

নাট্যাচার্য্য উভয়েই, পরস্পরে জিনিবারে
বিষম আগ্রহ।
দেখিবারে মহারাজে, ভাব যেন আসে করি'
মূর্ত্তি পরিগ্রহ॥

রাজা।—দুজনকেই নিয়ে এসো।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

(প্রস্থান করিয়া তাহাদিগের সহিত পুনঃ প্রবেশ)

এই দিক দিয়ে আসুন, এই দিক্ দিয়ে আসুন।

হর।—(রাজাকে দেখিয়া) অহো! কি দুরধিগম্য রাজ-মহিমা!

নহে গো অপরিচিত—অপ্রিয়দর্শন
তবু ভীত হয়ে পার্শ্বে করি গো গমন।
সাগর-সলিল যথা হয় প্রতিক্ষণে,
মহারাজ নিত্য নব আমার নয়নে॥

গণ।—পুরুষাকারে আবির্ভূত এই জ্যোতির কি মাহাত্ম্য! দেখনা কেন:—

দ্বারীর নিকটে পেয়ে প্রবেশানুমতি
কঞ্চুকীর সাথে সাথে যেতেছি সম্প্রতি।
কিন্তু রাজ-দৃষ্টি-তেজে হেন হয় বোধ
—বিনা-বাক্যে যেন মোর গতি করে রোধ॥

কঞ্চুকী।—ঐ মহারাজ; আপনারা উভয়ে নিকটে অগ্রসর হোন্।

উভয়ে।—(নিকটে গিয়া) মহারাজের জয় হোক্!

রাজা।—আস্‌তে আজ্ঞা হোক্। (পরিজনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) আচার্য্য মহাশয়দের জন্য আসন।

উভয়ে।—(পরিজন-আনীত আসনে উপবেশন)

রাজা।—শিষ্যদের এই উপদেশ দেবার সময়ে, আপনারা উভয়ে একত্র কি জন্য এখানে উপস্থিত হলেন বলুন দিকি?

গণ।—মহারাজ শ্রবণ করুন। আমি সদ্‌গুরুর নিকটেই অভিনয় শিক্ষা করেছি। অভিনয়ের শিক্ষাও দিয়েচি। আর, মহারাজ ও দেবী দুজনেরই আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ।

রাজা।—হাঁ, সে বেশ জানি। তার পর কি?

গণ।—এই হরদত্ত, প্রধান পুরুষগণের সমক্ষে এই বলে' আমাকে অবমানিত করেছে—"এ ব্যক্তি আমার পদ-রজেরও তুল্য নয়।"

হর।—মহারাজ! এই গণদাসই প্রথমে আমার নিন্দা করেছে। ও বলে, আমাতে ওতে সমুদ্র-পল্বলের প্রভেদ। অতএব মহারাজ, শাস্ত্রে ও অভিনয়-বিষয়ে আমাদের উভয়ের পরীক্ষা গ্রহণ করুন। মহারাজই এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ, আপনিই প্রশ্ন করে' আমাদের বিবাদ মীমাংসা করুন।

বিদূ।—এ কথা যুক্তি-সঙ্গত।

গণ।—এ বেশ কথা। মহারাজ! তবে অবধান পূর্ব্বক শুন্‌তে আজ্ঞা হোক্।

রাজা।—আচ্ছা, একটু রোসো। দেবী এ বিষয়ে পক্ষপাত মনে করতে পারেন। অতএব, পণ্ডিত কৌশিকীর সহিত তাঁর সমক্ষেই এ বিষয়ের বিচার হওয়া ভাল।

বিদূ।—আপনি ঠিক্ বলেচেন।

আচার্য্যদ্বয়।—মহারাজের যেরূপ অভিরুচি।

রাজা।—দেখ মৌদগল্য! উপস্থিত প্রস্তাব নিবেদন করে', পণ্ডিতা কৌশিকীর সহিত দেবীকে এইখানে আহ্বান কর।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

(প্রস্থান করিয়া পরিব্রাজিকা ও দেবীর সহিত পুনঃ প্রবেশ)

এই দিকে দেবি এই দিকে।

ধারিণী।—(পরিব্রাজিকার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) ভগবতি! হরদত্ত ও গণদাস এই দু জনের বিবাদটা কিরূপ বুঝ্‌চেন?

পরি।—দেবি! স্বপক্ষের পরাজয় আশঙ্কা করবেন না। প্রতিবাদী হরদত্ত অপেক্ষা গণদাস কোন অংশেই হীন নন।

ধারিণী।—তা হলেও, হরদত্ত রাজার অনুগৃহীত, সুতরাং এস্থলে হরদত্তেরই প্রাধান্য হবে।

পরি।—ভেবে দেখুন, আপনিও তো রাজ্ঞী-শব্দের বাচ্য। দেখুন:—

ভানুর কৃপায় অগ্নি, অতিমাত্র উজ্জ্বলতা
করেন ধারণ।
নিশার সঙ্গম-গুণে, শশাঙ্কেরো হয় কত
মহিমা-বর্দ্ধন॥

বিদূ।—দেখুন দেখুন! দেবী ধারিণী, মহারাজেরই পৃষ্ঠ-পোষক পণ্ডিতা কৌশিকীকে নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন।

রাজা।—আমি দেবীকে কিরূপ ভাবে দেখ্‌চি জান?

যতি-বেশী কৌশিকীর সম্মিলনে, সুমঙ্গলে
অলঙ্কৃতা সতী।
অধ্যাত্ম-বিদ্যার সনে, শোভে যেন বেদ-বিদ্যা
হয়ে মূর্ত্তিমতী॥

পরি।—(নিকটে আসিয়া) মহারাজের জয় হোক্!

রাজা।—ভগবতি! প্রণাম।

পরি।— মহাসার-সমুদ্ভবা, সম ক্ষমাবতী উভে
দেবী ও পৃথিবী।
ধারিণী ধরণী এই উভয়ের পতি হয়ে
হও দীর্ঘজীবী॥

ধারি।—জয় হোক্ আর্য্যপুত্রের।

রাজা।—এসো দেবি এসো। (পরিব্রাজিকাকে অবলোকন করিয়া) ভগবতি! আসন গ্রহণ করুন।

(সকলের যথোচিত উপবেশন)

রাজা।—ভগবতি! এই মাননীয় হরদত্ত ও গণদাস এঁরা পরস্পর প্রয়োগ-বিদ্যা নয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এই বিবাদে আপনাকে মীমাংসা-কারীর পদ গ্রহণ করতে হবে।

পরি।—(সস্মিত) উপহাস করবেন না, নগর থাক্‌তে গ্রামে রত্ন-পরীক্ষা?

রাজা।—তা নয়। আপনি পণ্ডিতা কৌশিকী—আমি ও দেবী আমরা উভয়েই এক একজনের পক্ষপাতী।

আচার্য্য-দ্বয়।—মহারাজ ঠিক্ বলেছেন। ভগবতী অপক্ষপাতী মধ্যস্থা, ওঁরই মীমাংসা করা কর্ত্তব্য।

রাজা।—আচ্ছা, এখন বিবাদটা কি বল দিকি।

পরি।—দেখুন মহারাজ! নাট্যশাস্ত্র অভিনয়-প্রধান—এ বিষয়ে বাক্য ব্যবহারে কি ফল? এ বিষয়ে দেবীর মত কি?

দেবী।—যদি আমায় জিজ্ঞাসা করেন, এঁদের এই বিবাদটা আমার ভাল লাগ্‌চে না।

গণ।—দেখুন দেবি! অভিনয়-বিস্তায় ওঁর চেয়ে কিছুমাত্র হীন বলে' আমাকে মনে করবেন না।

বিদূ।—বেশ তো, ম্যাড়ার লড়াইটা দেখা যাক্ না। নৈলে এদের বৃথা বেতন দিয়ে ফল কি?

দেবী।—তুমি দেখ্‌চি নিতান্ত কলহ-প্রিয়।

বিদূ।—দেবি! রাগ করবেন না—আমার বল্‌বার অভিপ্রায় তা নয়। কিন্তু পরস্পর কলহপ্রিয় হস্তি-যূথের মধ্যে একপক্ষ পরাজিত না হলে শান্তির সম্ভাবনা কোথায়?

রাজা।—ভগবতী অবশ্যই দেখেছেন, উভয়েরই অভিনয়োপযোগী অঙ্গসৌষ্ঠব অতি চমৎকার।

পরি।—দেখেচি বৈ কি।

রাজা।—তবে এখন ওঁদের কি দেখে বুঝ্‌বেন, দুয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?

পরি।—তবে, আমি এইটুকু বল্‌তে ইচ্ছা করিঃ—

কোন শিক্ষকের ক্রিয়া বদ্ধ আপনাতে,
কেহ বা বিশেষ দক্ষ অন্যেরে শিখাতে।
দুয়েতেই নিপুণতা থাকে গো যাহায়
গুরু-মধ্যে অগ্রগণ্য লোকে বলে তায়॥

বিদূ।—আপনারা উভয়েই তো ভগবতীর কথা শুনলেন। উপদেশ দেখেই মীমাংসা হতে পারে—পণ্ডিতার কথায় এই তাৎপর্য্য।

হর।—এতে আমাদের খুব মত আছে।

গণ।—দেবি! এই কি স্থির হল?

দেবী।—কিন্তু যদি স্বল্পমেধা শিষ্যের দ্বারা উপদেশের কলঙ্ক হয়, তা হলে কি সে উপদেষ্টার দোষ?

রাজা।—দেবি! সে কথা ঠিক্।

গণ।—শিক্ষক যদি যোগ্যপাত্র নির্ব্বাচন না করতে পারে, তাতে শিক্ষকের বুদ্ধিহীনতাই প্রকাশ পায়।

দেবী।—(স্বগত) এখন কি করা যায়? আর্য্যপুত্রের মনোরথ পূর্ণ করলে ওঁর ঔৎসুক্য আরো বৃদ্ধি হবে—(প্রকাশ্যে) আপনি এই বিফল চেষ্টায় ক্ষান্ত হোন্।

বিদূ।—আপনি ঠিক্ বলেছেন। ওহে গণদাস! তুমি সঙ্গীতসেবা করে' সরস্বতীর প্রসাদ-স্বরূপ তাঁর প্রদত্ত সরস মোদক তো প্রতিদিনই আস্বাদন করে' থাকো, তোমার এই শুষ্ক বিবাদে প্রয়োজন কি?

গণ।—দেবীর কথাই সত্য। তবে, এই অবসরে একটা আমি কথা বলে' নি।

হয়েছি প্রতিষ্ঠাপন্ন এই ভাবি' মনে
যাহার বিবাদে ভয় অপরের সনে,
পর-পরিবাদ যে গো সহি' অকাতরে
শাস্ত্রচর্চ্চা করে শুধু জীবিকার তরে,
জ্ঞানের বিক্রেতা সে যে—জ্ঞানই তার পণ্য
—বণিক বলিয়া সে গো লোক-মাঝে গণ্য॥

দেবী।—আপনার শিষ্য অল্প দিন হল, শিক্ষা আরম্ভ করেচেন। যা উপদেশ পেয়েছেন তাতে এখনও পরিপক্ক হন নি—অতএব সকলের সমক্ষে তাঁর শিক্ষার পরিচয় দেওয়াটা এখন সঙ্গত বলে' মনে হয় না।

গণ।—সেই জন্যই তো আমার এত আগ্রহ।

দেবী।—আচ্ছা তবে আপনারা উভয়েই এই ভগবতী পরিব্রাজিকার নিকট আপনাদের উপদেশের পরিচয় দিন।

পরি।—দেবি! এ কথা ন্যায়-সঙ্গত নয়। সর্ব্বজ্ঞ হলেও, একাকী এরূপ বিষয়ের মীমাংসা করা দোষের বিষয়।

দেবী।—(স্বগত) মূর্খ! আমি জেগে আছি, ঘুমোই নি। জাগ্রত লোককে ঘুমন্ত বলে' মনে কোরো না। (অসূয়া-বশে মুখ ফিরাইয়া)

রাজা।—(দেবীর ঐরূপ ভাবভঙ্গী পরিব্রাজিকাকে ইঙ্গিতে প্রদর্শন)

পরি।—(দেখিয়া)

অকারণে চন্দ্রাননে! বল দেখি কেন হও
পরাঙ্মুখী মহারাজ প্রতি?
পতি থাকিলেও বশে, পতি-পরে অকারণে
কোপ নাহি করে কুলবতী॥

বিদূ।—ও গো! এর একটু কারণ আছে। দেখুন আত্ম-পক্ষ রক্ষা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। (গণদাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) ভাগ্যি দেবী কোপ করেছেন, তাই তো ছুতো করে' তুমি বেঁচে গেলে। সুশিক্ষিত হলেও, উপদেশ দেওয়া দেখেই সকলের গুণাগুণ নির্ণয় হয়।

গণ।—দেবি! লোকে এইরূপেই আত্মপক্ষ রক্ষা বটে। আমি তবে :—

এই বিবাদের স্থলে, শিষ্য আনি' করিব গো
শিক্ষা-প্রদর্শন।

আজ্ঞা যদি নাহি দেন, বুঝিলাম করিলেন
আমারে বর্জ্জন ॥
(আসন হইতে উত্থান)

দেবী।—(স্বগত) কি করা যায়—উপায় কি ?—(প্রকাশ্যে) শিষ্যের উপর শিক্ষকের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব আছে।

গণ।—পাছে আমি অপদস্থ হই, আমার বরাবর সেই আশঙ্কা ছিল। এখন সে আশঙ্কা দূর হল। (রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) দেবীর অনুমতি হয়েছে—এখন মহারাজ আজ্ঞা করুন, কোন্ অভিনয়-বস্তু অবলম্বন করে' উপদেশ দেওয়া যাবে।

রাজা —ভগবতী যা আদেশ করেন।

পরি।—দেবীর মনে মনে যেন কি একটা রয়েছে—তাই আমার শঙ্কা হচ্চে।

দেবী।—আপনি নির্ভয়ে বলুন—আমার পরিজনের আমিই তো প্রভু।

রাজা।—প্রিয়ে! তুমি আমারও তো প্রভু।

দেবী।—ভগবতি! এখন বলুন কি বিষয়ে উপদেশ দেওয়া যাবে।

পরি।—মহারাজ! চতুষ্পদীযুক্ত চলিত নামক এক প্রকার নাটক আছে। সেই একই নাটকের অভিনয় দুজনেই করুন, আমি দেখি। তাহলেই এঁদের মধ্যে উপদেশের তারতম্য বুঝ্‌তে পারা যাবে।

আচার্য্যদ্বয়।—যে আজ্ঞে ভগবতি।

বিদূ।—আচ্ছা তবে, দুজনেই এখন প্রেক্ষাগারে গিয়ে সঙ্গীতাদি রচনা করে', মহারাজের নিকট সংবাদ পাঠিয়ে দিন। অথবা

মৃদঙ্গ-শব্দ শুন্‌লেই আমরা বুঝ্‌ব সব প্রস্তুত—আমরা অমনি উঠে পড়্‌ব।

হরদত্ত।—সেই ভাল। (উত্থান)

গণদাস।—(ধারিণীকে অবলোকন)।

দেবী।—বিজয়ী হোন্। আমি আপনারই জয়-প্রার্থী।

(আচার্য্যদ্বয়ের প্রস্থান)

পরি।—আপনারা দুজনে এই দিকে একবার আসুন।

আচার্য্যদ্বয়।—(ফিরিয়া) কি বলুন।

পরি।—আমার উপর বিচারের ভার; তাই আপনাদের বল্‌চি, যাতে সর্ব্বাঙ্গের সৌন্দর্য্য ব্যক্ত হয় এইরূপ ভাবে পাত্রদের নিয়ে আস্‌বেন, বেশি বেশভূষায় সাজিয়ে আন্‌বেন না।

উভয়ে।—এ কথা আমাদের আর বল্‌তে হবে না। (প্রস্থান)

দেবী।—(রাজাকে দেখিয়া) মহারাজ! এরূপ নিপুণতা তোমার রাজকার্য্যে থাক্‌লে শোভা পেত।

রাজা।—অন্য কিছু ভাবিও না, ওগো মনস্বিনি!
বেশ জেনো, এ সমস্ত আমি ঘটাই নি।
সম-বিদ্যাশালী হয় যে সকল জন
পরস্পর-যশে ঈর্ষা করে সর্ব্বক্ষণ॥

(নেপথ্যে মৃদঙ্গ-ধ্বনি)

সকলে।—(কর্ণপাত)

পরি।—এই যে, সঙ্গীত আরম্ভ হয়েছে দেখ্‌চি। তাই:—
মেঘ-ধ্বনি অনুমান করিয়া অন্তরে
ময়ূর উদ্‌গ্রীব হয়ে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।

মিশি' সে ময়ূর-রবে—মধ্য-স্বরোত্থিত—
গম্ভীর মৃদঙ্গ-ধ্বনি হইয়া বর্দ্ধিত
সকলের চিত্ত এবে করে আনন্দিত ॥

রাজা।—দেবি! চল, আমরা সবাই মিলে সেইখানে যাই।

দেবী।—(স্বগত) ওঃ! মহারাজের কি অধীরতা!

(সকলের গাত্রোত্থান)

বিদূ।—(চুপি চুপি) একটু ধীরে ধীরে গমন করুন—ওরূপ ব্যস্ত ভাব দেখে দেবী ধারিণী না আবার বেঁকে বসেন।

রাজা।— যদিও ধৈরজ ধরি' আছে মোর চিত্ত
মৃদঙ্গের ধ্বনি তবু করে ত্বরান্বিত।
মনোরথ-শব্দ যেন শুনি গো উহাতে,
নাবে যেন দ্রুত-গতি মোর সিদ্ধিপথে ॥

(সকলের প্রস্থান)

ইতি প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দৃশ্য—সঙ্গীত-শালা।

অনন্তর সঙ্গীত রচনা হইলে, ধারিণী, পরিব্রাজিকা ও পরিজনবর্গ-পরিবৃত হইয়া বয়স্যের সহিত রাজার প্রবেশ ও উপবেশন।

রাজা।—ভগবতি! এই মাননীয় আচার্য্যদ্বয়ের মধ্যে প্রথমে কার অভিনয় দেখা যাবে বলুন।

পরি।—উভয়ের জ্ঞান সমান হলেও, বয়োধিক্যে গণদাস অগ্রগণ্য।

রাজা।—মৌদ্গল্য! তবে তুমি মাননীয় আচার্য্যদ্বয়কে এই কথা বলে' অভিনয় আরম্ভ করিয়ে দেও।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান)

গণদাসের প্রবেশ।

গণ।—শর্ম্মিষ্ঠার প্রণীত মধ্যলয় ও চতুষ্পদী-বিশিষ্ট চলিত নামক নাটকটি তবে একমনে শ্রবণ করুন মহারাজ।

রাজা।—দেখ আচার্য্য! এই নৃত্ত-নাটকটি আমার বড় প্রিয়; আমি অবশ্য মনোযোগ দিয়ে শুন্‌ব।

গণ।—(প্রস্থান)

রাজা।—(জনান্তিকে) দেখ সখা!

যবনিকা-অন্তরালে আছে যে যুবতী,
নয়ন দেখিতে তারে সমুৎসুক অতি।

হয়েছে আমার চিত্ত অধীর এমনি
ইচ্ছা হয় ছিন্ন করি তিরস্করিণী ॥

বিদু।—(চুপি চুপি) নয়নমধু সম্মুখে উপস্থিত, মক্ষিকাও নিকটে। এখন তবে অপ্রমত্ত হয়ে দর্শন করুন।

আচার্য্য-কর্ত্তৃক প্রত্যবেক্ষিত হইয়া অঙ্গসৌষ্ঠবা মালবিকার প্রবেশ।

বিদু।—(জনান্তিকে) মহারাজ দেখুন—অন্যের অধীনে থাক্‌লেও এঁর মাধুর্য্যের কিছুমাত্র হানি হয় নি।

রাজা।—(চুপি চুপি) সখা!

চিত্রেতে হেরিয়া এঁরে
হয়েছিল শঙ্কা এই মনে
—অমন লাবণ্য-কান্তি
মেলে কি না আসলের সনে।
এবে কিন্তু মনে হয়
—চিত্রকর চিত্র যে আঁকিল
পারে নি আঁকিতে ঠিক্
মনোযোগে হইয়া শিথিল ॥

গণ।—বৎসে! ভয়-ব্যাকুলতা ত্যাগ করে' প্রকৃতিস্থা হও।

রাজা।—(স্বগত) আহা! সকল অবস্থাতেই এঁর রূপটি অনিন্দনীয়।

সুদীর্ঘ নয়ন দুটি,
শরদিন্দু-কান্তি সম মনোহর মুখ,
নত-স্কন্ধ বাহুদ্বয়,
ঘন তুঙ্গ স্তনে ক্ষুদ্র হয়ে গেছে বুক।

পার্শ্ব যেন চাঁচা-মাজা,
মুষ্টিমেয় মধ্যদেশ, বিশাল জঘন,
কুটিল পদ-অঙ্গুলী,
মনে হয় নৃত্যাচার্য্য মনের মতন
মনে মনে সৃজিয়াছে উহার গঠন॥

মাল।—(প্রথমে রাগের আলাপ করিয়া চতুষ্পদযুক্ত গানারম্ভ)

দুর্লভ বল্লভ মোর,
ছাড়ো হৃদি! প্রত্যাশা তাঁহার।
নাচে যে গো বাম নেত্র
—তবে আশা কর পুনর্ব্বার।
বহুপূর্ব্বে দেখেছিনু
পুন যে গো সে মূর্ত্তি নেহারি।
পরাধিনী আমি নাথ,
তবু জেনো তৃষিতা তোমারি॥

(যথা-রস অভিনয়ারম্ভ)

বিদূ —(চুপি চুপি) দেখুন মহারাজ! এই চতুষ্পদী অবলম্বন করে'ই উনি আপনার হস্তে আত্মসমর্পণ করচেন।

রাজা।—সখা! এইরূপই আমাদের হৃদয়ের অবস্থা বটে। মাল-বিকা নিশ্চয়:—

"তৃষিতা তোমারি নাথ"—এই কথা গীত-মাঝে
করিয়া বিন্যাস
নিজ অঙ্গ-নিদর্শনে, করিলা মনের ভাব
বচনে প্রকাশ।

ধারিণীর সন্নিকটে

না দেখিয়া প্রেম-সম্ভাবনা

এইরূপ কথাচ্ছলে

জানাইলা ললিত প্রার্থনা ॥

(মালবিকা গীতান্তে প্রস্থানোদ্যত)

বিদূ।—ওগো একটু দাঁড়াও। তোমার একটা কাজে ভুল হয়ে গেছে। রোসো, ওঁকে একবার জিজ্ঞাসা করি।

গণ।—বৎসে! একটু দাঁড়াও, উপদেশ বিশুদ্ধ হয়েছে কি না জেনে তার পর যেও।

(মালবিকার অবস্থান)

রাজা।—(স্বগত) আহা! সকল অবস্থাতেই সুন্দরীর শোভা-সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয়।

ওই চারু বাম হস্ত—সুলগ্ন-কঙ্কণ—
করিয়াছে আহা কিবা নিতম্বে স্থাপন।
দক্ষিণ হস্তটি দেখ কিবা অবস্থিত
—মুক্ত-ভাবে "শ্যামা"-শাখা যেন বিলম্বিত।
পাদাঙ্গুষ্ঠ দিয়া পুষ্প আকর্ষণ করে,
দৃষ্টি নিপতিত সদা কুট্টিম-উপরে।
ঋজু ভাবে অবস্থিত নৃত্য ভঙ্গিমায়
দীর্ঘীকৃত অর্দ্ধ বপু কিবা শোভা পায় ॥

দেবী।—দেখ, গৌতম যা বলেন তাই মহারাজের মনে ধরে।

গণ।—দেবি! তা নয়। মহারাজের জ্ঞান-প্রভাবেই গৌতমের সূক্ষ্মদর্শিতা জন্মেছে।

পণ্ডিতের সঙসর্গে মন্দবুদ্ধি যে গো সেও
হয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি
"কতক" ফলের কষে আবিল জলের যথা
হয় পরিশুদ্ধি ॥

(বিদূষককে দেখিয়া) এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কি, শুনি।

বিদূ।—(গণদাসকে দেখিয়া) আগে কৌশিকীকে জিজ্ঞাসা করুন, তার পর, আমি কার্য্যের যা ব্যতিক্রম দেখেছি তা বল্‌ব।

গণ।—ভগবতি! যা দেখ্‌লেন তাতে দোষ গুণ কি আছে বলুন।

পরি।—যা দেখান হল, তা সমস্তই নির্দ্দোষ। কেন না :—

না বোলেও মুখে বাক্য, অঙ্গের বিক্ষেপে শুধু
গূঢ় অর্থ সম্যক্ সূচিত।
পদন্যাস লয়যুক্ত, যেখানে যে রস তাহে
তন্ময়তা হয়েছে সাধিত।
"শ্যাম"-শাখা হস্তভঙ্গি, মৃদুভাবে অভিনয়,
পাত্রদের ভাব-চেষ্টা যথাযথ করি' প্রদর্শন
তাহাতে এমনি মুগ্ধ, অপর বিষয় হতে
চিত্তরে সবলে যেন করে আকর্ষণ ॥

গণ।—মহারাজের অভিপ্রায় কি?

রাজা।—স্বপক্ষে এত দিন আমাদের যে অভিমান ছিল, আজ তা শিথিল হয়ে গেল।

গণ।—আজ থেকে আমি প্রকৃত নাট্যাচার্য্য হলেম।

সেই গুরু-উপদেশ, বিশুদ্ধ নির্দ্দোষ বলি'
একবাক্যে মানে সাধুগণ

অনলে কাঞ্চন-প্রায়, বিদ্বানের মাঝে যাহা
ম্লান নাহি হয় কদাচন ॥

দেবী।—আচার্য্য মহাশয়! পরীক্ষায় যেন আপনার যশোবৃদ্ধি হয়।

গণ।—দেবি!—আপনি যে আমাকে অনুগ্রহ করেন, এই আমার যথেষ্ট সৌভাগ্য। (বিদূষককে দেখিয়া) গৌতম! তোমার অভিপ্রায় কি বল।

বিদূ।—প্রথম উপদেশের সময় প্রথমেই তো ব্রাহ্মণ-পূজা কর্ত্তব্য—সেইটিই আপনার ভুল হয়ে গেছে।

পরি।—এ প্রশ্ন অভিনয়েরই অন্তর্গত বটে! (সকলের হাস্য—মালবিকারও মৃদু হাস্য)

রাজা।—(স্বগত) আমার যা দেখ্‌বার বস্তু তার সারটি এইবার চক্ষু দেখে নিলে।

আয়তাক্ষি-মুখে কিবা মৃদুমন্দ হাস,
দশনের শোভা তাহে ঈষৎ লক্ষিত।
সমগ্র কেশর যার না হয় প্রকাশ
—এ হেন পঙ্কজ যেন স্বল্প বিকশিত ॥

গণ।—ওগো মহাব্রাহ্মণ! এই আমার প্রথম অভিনয়-যজ্ঞ নয়, তা যদি হত তাহলে অবশ্যই দক্ষিণা দিয়ে সর্ব্বপ্রথমে আপনার পূজা কর্‌তেম।

বিদূ।—আমি দেখ্‌ছি জলের পিপাসায়, শুষ্ক-মেঘ-গর্জ্জিত আকাশে চাতকবৃত্তি অবলম্বন করেছি।

পরি।—তাই বটে।

বিদূ।—যারা আমার ন্যায় মুর্খ-শ্রেণীর অন্তর্গত, পণ্ডিতদের কথাতেই তাদের প্রত্যয় জন্মে। দেখ, ভগবতী ভাল বলেচেন, তাই আমি এঁকে এই পারিতোষিকটি দিচ্চি। (রাজার হস্ত হইতে বলয় আকর্ষণ)

দেবী।—একটু রোসো, অন্যের গুণপনা না জেনেই কি জন্য তুমি ওকে আভরণ দান করচ ?

বিদূ।—পরের জিনিস বলেই দান করচি।

দেবী।—(আচার্য্যকে দেখিয়া) গণদাস আচার্য্য-মহাশয় ! আপনার শিষ্যের শিক্ষা তো দেখান হয়েছে ?

গণ।—বৎসে ! এসো আমরা তবে এখন যাই।

(আচার্য্যের সহিত মালবিকার প্রস্থান)

বিদূ।—(জনান্তিকে) আমার বুদ্ধি-বলে আপনার জন্য এইটুকুই যা করতে পেরেচি।

রাজা।—এ বড় "এইটুকু" নয়।

সে বালার অন্তর্ধানে, নয়নের ভাগ্য মোর
হল অস্তমিত,
হৃদয়ের মহোৎসব, হৃদয় হইতে যেন
হল তিরোহিত,
ধৈরজের দ্বার মোর, চিরকাল তরে হায়
হইল আবৃত॥

বিদূ।—(জনান্তিকে) আপনি দেখ্‌চি দরিদ্র রোগীর মত বৈদ্যের কাছ থেকেই ঔষধ লাভ করতে চান। কিন্তু সে বড় দুর্ঘট।

হরদত্তের প্রবেশ।

হর।—মহারাজ! এইবার অনুগ্রহ করে' আমার অভিনয় দর্শন করুন।

রাজা।—(স্বগত) যে জন্য আমার অভিনয় দেখা, সে কাজ তো হয়ে গেছে। (প্রকাশ্যে) আমরা আপনার অভিনয় দেখ্‌বার জন্য উৎসুক হয়ে আছি।

হর।—অনুগৃহীত হলেম।

নেপথ্যে।—জয় হোক্ মহারাজের জয় হোক্! এখন মধ্যাহ্ন উপস্থিত।

দীর্ঘিকায় পদ্মিনীর পত্রচ্ছায়ে যত হংসকুল
নয়ন মুদিয়া আছে, খরতাপে হইয়া আকুল।
সৌধ-ছাদ—কপোতের পরিচিত যাহা গো বিশেষ
তাপের আধিক্য-হেতু, এবে তাহে তাদের বিদ্বেষ॥
ঘূর্ণমান বারিযন্ত্র, জলবিন্দু করে উচ্ছ্বসিত,
চারি ধারে শিখীগণ ভ্রমিতেছে হইয়া তৃষিত।
সর্ব্বগুণে গুণান্বিত তোমা-সম ওগো মহারাজ
কিরণে হইয়া পূর্ণ সূর্য্যদেব করেন বিরাজ॥

বিদূ।—আরে আরে! ব্রাহ্মণের ভোজনের বেলা হয়ে গেছে। চিকিৎসকেরা ভোজন-বেলা অতিক্রম করাটা অত্যন্ত দোষের বিষয় মনে করেন। এ বিষয়ে হরদত্ত মহাশয় আপনি কি বলেন?

হর।—এতে কি অন্যের কোন কথা বল্‌বার অবসর আছে?

রাজা।—(হরদত্তকে দেখিয়া) আচ্ছা, কাল আপনার অভিনয় দেখা যাবে। এখন আপনি বিশ্রাম করুন।

হর।—যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান)

দেবী।—মহারাজ! এখন স্নানাদি করগে।

বিদূ।—আপনিও এই বেলা ভোজনের তাড়া দিন।

পরি।—(গাত্রোত্থান করিয়া) মহারাজের কল্যাণ হোক্।

(দেবীর সহিত প্রস্থান)

বিদূ।—মহারাজ! মালবিকা শুধু রূপে নয়, শিল্পেও অদ্বিতীয়।

রাজা।—সখা!

স্বভাব-সুন্দরী সে যে, সে সৌন্দর্য্যে নাহি কোন ছলা।
তাহে পুনঃ সংযোজিত সুকুমার বিজ্ঞানের কলা।
নিশ্চয় বিধাতা তারে করিলা নির্ম্মাণ
সাক্ষাৎ কামের যেন বিষদিগ্ধ বাণ॥

অধিক আর কি বল্‌ব—এখন আমার কি উপায় করবে তাই চিন্তা কর।

বিদূ।—আপনিও আমার জন্য একটু চিন্তা করুন। দোকানে লোহার কড়া যেমন তেতে থাকে, ক্ষুধায় আমারও তেমনি অন্তর্দাহ হচ্চে।

রাজা।—হাঁ, তা বেশ বুঝ্‌চি। কিন্তু দেখ, তোমার সখার জন্য একটু তৎপর হয়ে চেষ্টা কোরো।

বিদূ।—সে কাজের ভারটা তো আমি নিয়েচি। কিন্তু মেঘাবৃত

জ্যোস্নার মত মালবিকা পরাধীনা—সকল সময়ে তার দর্শন পাওয়া তো বড় সহজ নয়। আর, বধ্যভূমিতে আমিষের লোভে ভীরু-স্বভাব শকুনিরা যেমন ছোঁ-ছোঁ করে' বেড়ায়, আপনিও দেখ্‌ছি সেইরূপ হয়ে অতি কাতর ভাবে কার্য্যসিদ্ধির জন্য আমার কাছে প্রার্থনা করচেন।

রাজা।—কাতর না হয়ে কি করি বল।

অন্তঃপুরে আছে যত বনিতা আমার
চিত্ত মোর তাহাদের করি' পরিহার
একমাত্র তাহাতেই করেছে আশ্রয়
—সেই সুলোচনা মোর কামনা-বিষয়॥

(সকলের প্রস্থান)

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক।

দৃশ্য—উদ্যান।

পরিব্রাজিকার পরিচারিকা সমাহিতার প্রবেশ।

সমা।—ভগবতী আজ্ঞা করেছেন, "দেখ সমাহিতিকে! মহারাজের বাগান থেকে একটা ডালিম নিয়ে এসো।" এখন তবে, প্রমদ-বনের মালিনী মধুকরিকা কোথায় আছে একবার অন্বেষণ করে' দেখি। এইযে, ঐখানে মধুকরিকা স্বর্ণ-অশোকের গাছটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌চে। আচ্ছা তবে ওর কাছে গিয়ে একটু আলাপ করা যাক্‌।

মালিনীর প্রবেশ।

সমা।—(নিকটে গিয়া) সখি! তোর বাগানের কাজ বেশ চল্‌চে তো?

মধু।—ওমা! এ কি! সমাহিতা যে! আয়লো সখি আয়।

সমা।—ওলো, ভগবতী আজ্ঞা করেছেন, আমার মত লোকের শূন্য হাতে মহারাজের সঙ্গে দেখা করাটা ভাল নয়। তাই মনে করচি, একটা ডালিম হাতে করে' দেখা করব।

মধু।—ডালিম তো তোর কাছেই আছে। সে যাক্, এখন জিজ্ঞাসা করি, যে দুই নাট্যাচার্য্যের মধ্যে ঝগড়া হচ্ছিল, তাদের উপদেশ দেওয়া দেখে ভগবতী কার প্রশংসা করলেন?

সমা।—উভয়েই শাস্ত্রবিৎ ও প্রয়োগ-নিপুণ। কিন্তু শিষ্যের উৎ-কৃষ্ট শিক্ষা দেখে গণদাসের উপদেশকেই ভাল বলা হল।

মধু।—আচ্ছা, মালবিকা-সংক্রান্ত একটা জনরব কি শুনেছিস্ ?

সমা।—শুনছি নাকি মালবিকার পরে মহারাজের খুবই মন পড়েচে। কেবল, দেবী ধারিণীর মন-রক্ষার জন্য আপনার ইচ্ছেমত কিছু করে' উঠ্‌তে পারচেন না। মালবিকাও মূর্চ্ছা যাবার মত হয়ে দিন দিন মালতীমালার মত শুকিয়ে যাচ্চে। এর বেশি আর আমি কিছু জানিনে—এখন আমাকে ছেড়েদে সখি।

মধু।—এই ডাল-সমেত ডালিম ফলটি তবে নিয়ে যা।

সমা।—(গ্রহণ করিয়া) ওলো, সাধুজনের সেবায় এর চেয়েও যেন তোর ভাল ফল লাভ হয়। (প্রস্থানোদ্যতা)

মধু।—সই, একসঙ্গেই যাব। এই কনক-অশোকের ফুল হতে বিলম্ব হচ্চে, তাই দেবীর কাছে গিয়ে এর ফুল ধরাবার ঔষধের কথাটা জানিয়ে আস্‌ব।

সমা।—বেশ কথা।—তোরই তো এই কাজ। (প্রস্থান)

ইতি প্রবেশক।

দৃশ্য—রাজ-প্রাসাদ।

বিদূষকের সহিত প্রেমাসক্ত রাজার প্রবেশ।

রাজা।—(আপনাকে দেখিয়া)

শরীর হতেছে কৃশ, না লভিয়া প্রিয়ার সে
সুখ-আলিঙ্গন।
নয়ন অশ্রুতে পূর্ণ, ক্ষণমাত্র নাহি হেরি'
সেই চন্দ্রানন।
কিন্তু সে মৃগাক্ষি-সনে, ঘটে নি মিলন—তবে
কিসের বিরহ ?

নিস্পৃহ ছিল এ হৃদি, এবে তবে পরিতাপ
কিসের তা' কহ ॥

বিদূ।—অধৈর্য্য হয়ে কেন বৃথা বিলাপ করচেন? মালবিকার প্রিয়সখী বকুলমালিকার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল—তাকে আপনার বক্তব্য বিষয় শুনিয়ে দিয়েছি।

রাজা।—তাতে সে কি বল্লে?

বিদূ।—বল্লে:—"এই কথা মহারাজকে নিবেদন কোরো—আমাকে যে এই কাজের ভার দিয়েছেন তাতে অনুগৃহীত হলেম। কিন্তু দেবী ধারিণী সেই বেচারী মালবিকাকে বিশেষ করে' আগ্‌লে রেখেছেন। আগ্‌লানো রত্ন তো সহজে পাওয়া যায় না, তবু আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব।"

রাজা।—ভগবন্ কামদেব! যাতে পদে পদে বাধাবিঘ্ন, এমন একটি বিষয়ে তুমি আমার মনকে আকৃষ্ট করে' এমনি বাণ প্রহার করচ যে আমার আর তিলার্দ্ধ কালবিলম্ব সহ্য হচ্চে না। (সবিস্ময়ে)

মর্ম্মান্তিক হৃদয়ের পীড়া বা কোথায়
—আর সে কোথায় তব সুবিশ্বস্ত বাণ?
মৃদু তীক্ষ্ণতর লোকে বলে যে তোমায়
সত্য দেখি তোমাতে সে গুণ বিগুমান ॥

বিদূ।—আমি বল্‌চি শুনুন, সেই কাজটা যাতে সিদ্ধ হয় তার উপায় আমি করেছি—আপনি এখন ধৈর্য্য অবলম্বন করুন।

রাজা।—আমার অঁভ্যস্ত উচিত রাজকর্ম্মে আর মন যাচ্চে না—এই দিবাবসানে কোথায় গিয়ে এখন সময় কাটাই?

বিদূ।—আজই ইরাবতী, নববসন্তাগমে সুন্দর রক্তাশোক-ফুল নূতন

ফুটেছে বলে' আপনাকে উপহার দিয়েচেন, আর নিপুনিকার মুখে এই কথা বলে পাঠিয়েছেন যে "আর্য্যপুত্রের সঙ্গে দোলায় চড়তে আমার আজ ইচ্ছা হয়েছে"—আপনিও তাতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন। অতএব চলুন এখন প্রমদ-বনেই যাওয়া যাক্।

রাজা।—এখন তো পারচিনে।

বিদূ।—কেন বলুন দিকি ?

রাজা।—দেখ সখা! স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃই চতুরা। আমি বাহ্যতঃ আদর যত্ন দেখালেও, তোমার সখী কি জানতে পারবেন না আমার হৃদয় অন্যের প্রতি আসক্ত ? তাই, আমার মনে হয় :—

বরঞ্চ উচিত করা প্রণয় খণ্ডন
—খণ্ডনের থাকে সদা অনেক কারণ।
কিন্তু মনস্বিনী-প্রতি, করিলেও পূর্ব্বাপেক্ষা
যতন অধিক
হয় যদি ভাব-শূন্য, সে শুধু ভদ্রতা মাত্র—
নহে তাহা ঠিক্॥

বিদূ।—কিন্তু অন্তঃপুর-রমণীদের প্রতি দাক্ষিণ্য সহসা পরিত্যাগ করা আপনার উচিত হয় না।

রাজা।—(চিন্তা করিয়া) আচ্ছা তবে প্রমদ-বনেই যাওয়া যাক্। পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।

বিদূ।—এই দিকে মহারাজ এই দিকে।

(উভয়ের পরিক্রমণ)

দৃশ্য—প্রমদ-বন*।

বিদূ।—এই তো প্রমদ-বন। বায়ু-ভরে গাছের পাতাগুলি নড়চে—মনে হচ্চে, যেন আঙ্গুল নেড়ে আপনাকে শীঘ্র আস্‌তে বল্‌চে।

রাজা।—(স্পর্শ অনুভব করিয়া) নিশ্চয়ই বসন্তের আবির্ভাব হয়েছে। সখা! দেখ :—

কোকিল উন্মত্ত হয়ে, করিতেছে আহা কিবা
মধুর কূজন।
বলে যেন দয়া করি', "হতেছে তো সহ্য তব
মদন-পীড়ন?"
চূত-পুষ্প-সুরভিত দক্ষিণ পবন
সুখদ পরশে অঙ্গ জুড়ায় কেমন!
মনে হয়, মধুঋতু যতন করিয়া
সুখস্পর্শ করতল দেয় বুলাইয়া॥

বিদূ।—এইখানে তবে আরাম উপভোগ করুন।

(উভয়ের প্রবেশ।)

বিদূ।—মহারাজ ভাল করে' একবার চেয়ে দেখুন। প্রমদ-বনলক্ষ্মী আপনাকে যেন প্রলোভিত করবার জন্যই এরূপ সুন্দর কুসুম-বেশ পরিধান করেছেন; এ বেশ দেখে যুবতীজনের বেশও লজ্জা পায়।

রাজা।—হাঁ, দেখে আমিও বিস্মিত হয়েছি।

রক্তাশোক-লতা যেন
বিম্বাধর-অলক্তকে করে তিরস্কার,
কৃষ্ণ-শ্বেত-রক্তবর্ণ
কুরুবক-কাছে পত্র-লেখা মানে হার।

তিলকেরে পরাভবে', তিলক-কুসুম-লগ্ন
ভ্রমর-অঞ্জন,
বসন্তশ্রী এইরূপে, তুচ্ছ করে বামাদের
মুখ-প্রসাধন ॥

(উভয়ের উদ্যান-শোভা নিরীক্ষণ।)

পর্য্যুৎসুকা মালবিকার প্রবেশ।

মাল।—মহারাজের হৃদয় না জেনেই আমি মহারাজের অভিলাষী হয়েছি, এতে আমি নিজেই লজ্জিতা। স্নেহময়ী সখীদের কাছেও এ কথা আমি বল্‌তে পার্‌চিনে। না জানি এই অসহ্য মদন-বেদনা আমাকে কত কাল ভোগ করতে হবে। এর তো কোন প্রতিকারও দেখি নে। (কিয়ৎ পদ অগ্রসর হইয়া) কিন্তু আমি যাচ্চি কোথায়? (চিন্তা করিয়া) হাঁ, দেবী আমাকে আজ্ঞা করেছিলেন:—"দেখ মালবিকে! গৌতমের নষ্টামিতে দোলা হতে পড়ে গিয়ে আমার পায়ে বড় ব্যথা হয়েচে। তাই আমি আজ পারচিনে, তুমি গিয়ে রক্ত-অশোকের সাধ দিয়ে এসো। যদি সে পাঁচ রাত্রির মধ্যে পুষ্প প্রসব করে, তাহলে তোমার (নিঃশ্বাস ফেলিয়া) অভিলাষ পূর্ণ করে' পুরস্কার দেওয়াব।" আমি সেই অশোক-তলায় যেতে না যেতেই দেখ্‌চি আমার পিছনে পিছনে নূপুর হাতে করে' বকুলাবলী এখনি এসে পড়বে। ততক্ষণ মুহূর্ত্তের জন্য মন খুলে বিলাপ করে' নি।

(পরিক্রমণ)

বিদূ।—(দেখিয়া) মহারাজ! ঐ দেখুন, আপনার মত্ততা-শান্তির মিছ্‌রি এসে উপস্থিত!

রাজা।—ওহে! সে আবার কি?

বিদূ।—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশ পরিধান করে', উৎকণ্ঠিতার ন্যায় ঐ দেখুন মালবিকা ঐখানে একাকিনী দাঁড়িয়ে আছেন।

রাজা।—(সহর্ষে) কি?—মালবিকা?

বিদূ।—হাঁ মহারাজ।

রাজা।—এখন তবে আমি জীবন ধারণ করতে সমর্থ হব।

সারসের কলনাদে, নদী অতি সন্নিকটে
জানিতে পারিয়া
সলিলার্থী পথিকের অভিভূত হৃদি যথা
উঠে উচ্ছ্বসিয়া,
সেইরূপ তব মুখে "আগত নিকটে প্রিয়া"
হইয়া বিদিত
অবসন্ন এ হৃদয় হইল আবার যেন
নূতন জীবিত॥

—কোথায় তিনি?

বিদূ।—ঐ দেখুন, উনি তরুরাজির মধ্য হতে বেরিয়ে এই দিকে ফিরলেন।

রাজা।—হাঁ দেখতে পাচ্চি বটে:—

বিপুল নিতম্বদেশ, ক্ষীণ মধ্যখান,
সমুন্নত পয়োধর, বিশাল নয়ান
—মালবিকা আবির্ভূতা হেথায় এখন
সাক্ষাৎ আমার যেন দ্বিতীয় জীবন॥

সখা! পূর্ব্বে এঁকে যেরূপ দেখেছিলেম, তা অপেক্ষা অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেচে দেখ্‌চি।

শর-পাণ্ডু গণ্ডস্থল, আভরণ অতি পরিমিত,
বসন্তে সুপক্ক পাতা, দু' চারিটি পুষ্প অবস্থিত
—হেন কুন্দলতা সম এবে গো লক্ষিত ॥

বিদূ।—ইনিও দেখ্‌চি আপনার ন্যায় মদন-ব্যাধিতে অভিভূতা।

রাজা।—সুহৃদের চক্ষে এইরূপই মনে হয় বটে।

মাল।—এই সেই রক্ত-অশোকটি আমার সাধ নেবার জন্য অপেক্ষা করে' আছে—ফুল-বেশ ত্যাগ করে' উৎকণ্ঠিত হয়ে আমার দুঃখেরই যেন অনুকরণ করচে। আমি ততক্ষণ এই অশোক-তরুর শীতল ছায়াতলে শিলা-মঞ্চের উপর বসে' সময় কাটাই।

বিদূ।—শুন্‌লেন?—উনি বল্‌চেন, ওঁর হৃদয় উৎকণ্ঠিত হয়েছে।

রাজা।—তোমার অনুমানটা ঠিক্ বলে' মনে হচ্চে না। কেন না:—

মন্দ মন্দ বহি' যবে মলয়-পবন
কুরুবক-পুষ্প-রেণু করিয়া বহন,
সলিল-শীকর আর লয়ে তার সঙ্গে
নবীন পল্লব-পুট ভেদ করে রঙ্গে,
তখন এমনি তো গো অতি অকারণ
চিত্ত-মাঝে উৎকণ্ঠা করে উৎপাদন ॥

মালবিকা।—(উপবিষ্টা)।

রাজা।—সখা! এসো এখান থেকে আমরা গিয়ে লতার আড়ালে যাই।

বিদূ।—মহারাজ! ইরাবতীর মত যেন কাকে একটু দূরে দেখ্‌তে পাচ্চি।

রাজা।—দেখ সখা, কমলিনীকে দেখে হস্তি কুম্ভীরের প্রতি দৃক্‌পাত করে না। (দাঁড়াইয়া দর্শন)

মাল।—দ্যাখ্ হৃদয়! যে অভিলাষের কোন অবলম্বন নেই—যে অভিলাষ উচিত সীমা পর্য্যন্ত লঙ্ঘন করেছে—সে অভিলাষ হতে তুই নিবৃত্ত হ। কেন আমাকে তুই বৃথা ক্লেশ দিচ্চিস্ বল্ দিকি?

বিদূ।—(রাজার মুখ নিরীক্ষণ)

রাজা।—(স্বগত) দেখ, প্রেমের কি প্রভাব!

ব্যক্ত করিছ না প্রিয়ে উৎকণ্ঠা-কারণ,
বিতর্কেও নাহি হয় তত্ত্ব-নিরূপণ,
তথাপি, হৃদয়ে ক্লেশ পাইছ নেহারি'
মনে হয় আমিই গো বিষয় তাহারি॥

বিদূ।—এখনি আপনার সকল সংশয় দূর হবে। যার কাছে গোপনে আপনার প্রণয়-প্রস্তাব পাঠিয়ে দিয়েছিলেম সেই বকুলবালিকা ঐ দেখুন এসে উপস্থিত।

রাজা।—আমাদের প্রার্থনার বিষয়টা কি তার মনে থাক্‌বে?

বিদূ।—এমন গুরুতর প্রার্থনা দাসীবেটি কি ভুলে যাবে?

নূপুর হস্তে বকুলাবলিকার প্রবেশ।

বকুলা।—সখি! ভাল আছ তো?

মাল।—ওমা! বকুলা যে! এসো সখি এসো। এইখানে বোসো।

বকুলা।—ওলো! দেবী তোকে যোগ্য মনে করেই এই কাজে নিযুক্ত করেছেন। এখন, তোর একটি পা বাড়িয়ে দে দিকি। আয়, প্রথমে আল্‌তা দিয়ে, তার পর নূপুর পরিয়ে দি।

মাল।—(স্বগত) হৃদয়! আর সুখে কাজ নেই। নূপুর নিয়ে

ও তো এখানে এসে উপস্থিত—এখন কেমন করে’ ছাড়ান্ পাই ?—আচ্ছা, এই তবে আমার মৃত্যু-ভূষণ হোক্।

বকুলা।—কি ভাবচিস্ বল্ দিকি ? কবে এই রক্ত-অশোকের ফুল ফুট্‌বে তার জন্য দেবী যে ভারি উৎসুক হয়ে আছেন।

রাজা।—কি ! অশোকের সাধ দেবার জন্য এই উদ্যোগ ?

বিদূ।—আপনি কি জানেন না ? দেবী কি বিনা কারণেই ওঁকে অন্তঃপুর-বেশ পরিধান করিয়েচেন ?

মাল।—(পা বাড়াইয়া দিয়া) ও লো ! আমাকে মাপ্ করিস্।

বকুলা।—তায় দোষ কি ? তোতে আমাতে তো এক-শরীর বল্লেই হয়। (চরণ-সংস্কার আরম্ভ)

রাজা।—দেখ সখা :—

প্রিয়া-পদ-প্রান্ত-ভাগে, অলক্তক-সুরঞ্জিত
রক্তিম ও-লেখা,
হর-দগ্ধ-কাম-তরু—তাহারি পল্লব নব
যেন যায় দেখা॥

বিদূ।—মহারাজ ! ওঁর যেরূপ সুন্দর পা দুখানি, এ তারই উপযুক্ত অলঙ্কার।

রাজা।—তুমি ঠিক্ বলেছ।

কিশলয়-আরক্তিম, আর যাহে প্রস্ফুরিত
নখের কিরণ
—হেন আর্দ্র পদ দিয়া দুটিরে প্রহার করা
অতীব শোভনঃ—

অশোক দোহদ-কামী পুষ্প-বিরহিত,
আর, অপরাধী কান্ত মস্তক-নমিত ॥

বিদূ।—আর কিছু দিন পরে নিশ্চয়ই আপনি এঁর কাছে অপরাধী হতে পারবেন।

রাজা।—সিদ্ধিদর্শী ব্রাহ্মণের বাক্য শিরোধার্য্য করলেম।

দাসীর সহিত প্রমত্তা ইরাবতীর প্রবেশ।

ইরা।—ওলো নিপুণিকে! অনেকের কাছে শুনেছি মদটা স্ত্রীজাতির বিশেষ অলঙ্কার। লোকের এই কথাটা কি সত্য?

নিপু।—প্রথমে ওটা লোকের কথামাত্র ছিল—এখন দেখ্‌চি সত্যি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইরা।—অত ভালবাসা দেখিয়ে আমার আর গুণকীর্ত্তন করতে হবে না। কোত্থেকে জান্‌লি মহারাজ প্রথমে এসেই দোলা-ঘরে গেছেন?

নিপু।—ঠাকরুণকে ছাড়া মহারাজ তো আর কাউকে ভালবাসেন না—তাই মনে হল তিনি আগেই গেছেন।

ইরা।—আমার দাসী বলে' মনযুগিয়ে কথা বলিস্ নে। একজন অপর লোকের মত ঠিক্ কথা বল্।

নিপু।—বসন্ত-উৎসবের উপহার-লোভী গৌতম ঠাকুর এই কথা আমাকে বলেছেন। এখন একটু তাড়াতাড়ি চলুন।

ইরা।—(অবস্থা-সদৃশ পরিক্রমণ) ওলো! মহারাজকে দেখ্‌বার জন্য হৃদয় ব্যস্ত হয়েছে কিন্তু চরণ যে চল্‌চে না।

নিপু।—এই যে আমরা দোলা ঘরে এসেছি।

ইরা।—নিপুণিকে! কৈ—মহারাজকে তো এখানে দেখ্‌তে পাচ্চি নে।

নিপু।—ঠাকরণ ভাল করে’ দেখুন। বোধ হয় মহারাজ রঙ্গ করে’ কোথাও লুকিয়ে আছেন। আসুন আমরা ঐ প্রিয়ঙ্গু-লতায়-ঢাকা পাথর-বাঁধানো অশোক-তলায় যাই।

ইরা।—(তথা করণ)।

নিপু।—(পরিক্রমণ পূর্ব্বক দেখিয়া) দেখুন ঠাকরুণ, চূতাঙ্কুর পাড়তে গিয়ে আমাদের দুজনকেই পিঁপড়ে কাম্‌ড়েচে।

ইরা।—ওখানে কি হচ্চে?

নিপু।—বকুলাবলিকা অশোক গাছের ছায়ায় মালবিকার পায়ে অলঙ্কার পরাচ্চে।

ইরা।—(শঙ্কিত হইয়া) কি?—ঐ মালবিকার পায়ে? এতে তোর কি মনে হয়?

নিপু।—আমার মনে হয়, দোলা থেকে পড়ে গিয়ে, দেবী ধারিণীর পায়ে বেদনা হয়েছে, তাই বোধ হয় মালবিকাকে দেবী অশোকের সাধ দিতে বলেছেন। নৈলে যে নূপুর দেবী স্বয়ং পরেন তা কেমন করে’ দাসীকে পরতে বল্‌বেন?

ইরা।—ওর তো খুব মান বেড়েছে দেখ্‌চি।

নিপু।—ঠাকরণ! মহারাজকে অন্বেষণ করচেন না কেন?

ইরা।—ওলো! আমার আর অন্য দিকে পা সরচে না। আমি যে আশঙ্কা কর্‌চি তার শেষ দেখে আমার যেতে হবে। আমি কেবল এখন তাই ভাব্‌চি (মালবিকাকে নিরীক্ষণ করিয়া স্বগত) আমার হৃদয় যে কাতর হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি?—এই তার উপযুক্ত ক্ষেত্র বটে।

বকুলা।—(চরণ প্রদর্শন করিয়া) ঠাকরুণ, আল্‌তা-পরানোটা কি তোমার মনে ধরেছে ?

মাল।—নিজের পা বলে' প্রশংসা করতে আমার লজ্জা হচ্চে। যা হোক্—কে তোমাকে সখি এ বিদ্যেটা শেখালে ?

বকুলা।—এ বিষয়ে আমি মহারাজের শিষ্য।

বিদূ।—এখন তবে একটু সত্বর হয়ে গুরুদক্ষিণাটা দিয়ে ফ্যালো।

মাল।—কি ভাগ্যি, তোমার এতে কোন গর্ব্ব নেই।

বকুলা।—গুরুর উপদেশে এই চরণ লাভ করেছি, এখন আমি গর্ব্ব করতে পারি বটে। (স্বগত) এইবার আমার দূতিগিরি সফল হল। (পায়ের রং দেখিয়া প্রকাশ্যে) তোমার এক পায়ের আল্‌তা পরানো হয়েছে—এখন কেবল মুখের ফুঁ দেওয়া বাকি, তা হলেই সব শেষ হয়। আর, তারও দরকার নেই—এখানে বেশ বাতাস আছে।

রাজা।—সখা ! দেখ দেখ।

আর্দ্র অলক্তক এঁর, শুখাইতে পারি যদি
মুখের বাতাসে,
প্রথম সেবার কাজ নিষ্পন্ন হবে গো মোর
এই অবকাশে॥

বিদূ।—আর এখন আপ্‌শোসে দরকার কি ?—শীঘ্রই এ সেবার কষ্ট চিরকাল আপনার ভোগ করতে হবে।

বকুলা।—সখি ! তোমার রাঙ্গা পা-দুখানি এখন রক্ত-পদ্মের মত টুক্‌টুকে হয়েচে। এইবার মহারাজের কোলে গিয়ে বোসোগে যাও।

ইরা।—(নিপুণিকার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ)

রাজা।—আমার পক্ষে এই আশীর্ব্বাদ।

মাল।—ও কি অকথ্য কথা বলচ সখি?

বকুলা।—যা হক্ কথা তাই বল্‌চি।

মাল।—তুমি আমাকে ভালবাস কি না তাই—

বকুলা।—শুধু আমি যে ভালবাসি তা নয়।

মাল।—আবার কে ভালবাস্‌বে?

বকুলা।—গুণগ্রাহী মহারাজও তোমাকে ভালবাসেন।

মাল।—ও অলীক কথা কেন বল্‌চ সখি?—আমাতে কোন গুণ নেই।

বকুলা।—তোমাতে কোন গুণ নেই বটে। তাইতো মহারাজের শরীর দিন দিন এরূপ পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হয়ে যাচ্চে।

নিপু।—আমোলো! পূর্ব্ব হতেই যেন উত্তরগুল ঠিক্ করে' রেখেচে।

বকুলা।—দেখ, ভালবাসা দিয়েই ভালবাসার পরীক্ষা হয়—এই সুজনের বাক্যটা এখন সখি তুমি প্রমাণ করে' দেও দিকি।

মাল।—তুমি আপনার ইচ্ছামত যা-তা কি বল্‌চ?

বকুলা।—না সখি না। এই ভালবাসার মৃদুমধুর কথাগুলি অবিকল মহারাজেরই মুখের কথা।

মাল।—ওলো! দেবীকে মনে করে' এ কথাগুল আমার হৃদয় বিশ্বাস করতে পারচে না।

বকুলা।—ওলো সরলে! ভ্রমরের বাধা আছে বলে' কি বসন্তকালের নব চূত-মুকুলকে অঙ্গের ভূষণ করবে না?

মাল।—তুমি তবে নষ্ট লোকের সহায়তা করগে যাও।

বকুলা।—দেখ, আমাকে যতই কটু কথা বল না কেন, আমি বকুলা-

বলি—বিমর্দ্দ-সুরভি।—যতই আমাকে রগ্‌ড়াবে ততই আমার সৌরভ বেরোবে।

রাজা।—বাঃ! বকুলাবলী বেশ বল্‌চে।

চিত্ত-ভাব পরীক্ষিয়া
তার পর করিল প্রস্তাব,
অগ্রাহ্য হইল দেখি'
দিল কি বা ত্বরিত জবাব।
চতুর বচন-ন্যাসে
নিদেশ পালনে ও যে রতা।
কামীজন-প্রাণ সদা
দূতীর অধীন—সত্য কথা॥

ইরা।—ওলো দেখ্‌! বকুলাবলীকে দিয়ে মালবিকাতো আপনার কাজ বেশ গুছিয়ে নিচ্চে।

নিপু।—ঠাকরুণ! যেরূপ ওর উপদেশ দেবার রকমখানা তাতে নির্ব্বিকার ব্যক্তিরও মনে ঔৎসুক্য জন্মিয়ে দেয়।

ইরা।—আমার হৃদয় যা আশঙ্কা করেছিল, তা দেখ্‌চি অকারণ নয়। সমস্তই বোঝা গেছে। এখন কি কর্ত্তব্য ভেবে দেখি।

বকুলা।—এই তোর দুই পায়েরই আল্‌তা-পরানো শেষ হল। (নূপুর পরাইয়া) ওলো! এইবার উঠে, দেবীর অশোক গাছের ফুল-ফোটানো কাজটা শেষ কর্‌। (উভয়ের গাত্রোত্থান)

ইরা।—দেবীর কি কাজ, শুন্‌লি? আচ্ছা, আপাতত কাজটা তো হয়ে যাক্‌।

বকুলা।—অনুরাগ-ভরে উপভোগের প্রত্যাশায় দ্যাখ্ কে তোর সাম্‌নে উপস্থিত।

মাল।—(সহর্ষে) কি ?—মহারাজ ?

বকুলা।—(সস্মিত) না লো না, মহারাজ নয়—অশোকের শাখা হতে যে পল্লব-গুচ্ছ ঝুলে আছে তার কথা বল্‌চি। সখি! এখন ফুল ফুটিয়ে ওকে অলঙ্কৃত কর্।

বিদ্।—কথাগুল আপনি কি শুনেছেন ?

রাজা।—যা শুনেচি কামীজনের পক্ষে তাই যথেষ্ট।

এক পক্ষে থাকে যদি উদাসীন ভাব,
অন্য পক্ষে সোৎকণ্ঠ গাঢ় অনুরাগ,

এ বিরুদ্ধ স্থলে যদি
কোন রূপে ঘটে সম্মিলন,
সে সঙ্গম-সুখে কভু
তৃপ্ত নাহি হয় মোর মন।
সম-অনুরাগী হয়ে
পরস্পরে যদিও না পায়
কায়া নাশ হইলেও
তবু আমি ভাল বলি তায়॥

মাল।—(পল্লব-ভূষণ পরিধান করিয়া লীলা-সহকারে অশোকের প্রতি পাদ-প্রয়োগ)

রাজা।—সখা! দেখ :—

অশোকের কিশলয় করিয়া গ্রহণ
করিলেন ইনি নিজ কর্ণের ভূষণ

অশোকও লভিল ওঁর চরণ-পল্লব
—পরস্পরে বিনিময় সদৃশ বিভব।
এই ব্যবহারে কিন্তু আমি গো চিন্তিত
মনে হয়, আমি বুঝি হলেম বঞ্চিত॥

বকুলা।—সখি! এই অশোকটি তোমার চরণ-সৎকার লাভ করেও যদি কুসুম প্রসব না করে, তা হলে বল্‌তে হবে ও নিজেই নির্গুণ, তোমার কোন দোষ নেই।

রাজা।—শোনোগো অশোক-তরু! ক্ষীণ-মধ্য মালবিকা
—কোমল চরণ যার পঙ্কজ-নব-কলিকা—
চলিতে চলিতে করি' মুখর নূপুর রব,
পরশিল তব অঙ্গ বাড়াইয়া গউরব।
এখন তাতেও যদি
নাহি ধর কুসুম-সম্পদ
বৃথা অঙ্গ-সাধারণ
আর যত কামিনী-দোহদ॥

সখা! এইবার ওঁদের কথার অবসর বুঝে আমি ঐখানে প্রবেশ করব মনে করচি।

বিদূ।—আসুন, আমি গিয়ে ওঁর সঙ্গে একটু পরিহাস করি।

উভয়ের প্রবেশ।

নিপু।—ঠাকরণ! ঠাকরণ! মহারাজ এখানে আস্‌চেন।

ইরা।—আমার, হৃদয় এ কথা প্রথমেই জান্‌তে পেরেছিল।

বিদূ।—(নিকটে গিয়া) ওগো! প্রিয়বয়স্য অশোকটিকে বাঁ পায়ে লাথি মারাটা তোমার কি উচিত কাজ হয়েছে?

উভয়ে।—(সসম্ভ্রমে) ও মা মহারাজ যে!

বিদূ।—বকুলাবলিকে! তুমি তো সব জান, তবে কেন ওঁর এই ধৃষ্টতা নিবারণ কর নি বল দিকি?

মাল।—(ভয়-গ্রস্তা)

নিপু।—ঠাকরুণ, গৌতম-ঠাকুর কি করচেন দেখুন।

ইরা।—এরূপ না করলে, ও বিট্‌লে বাওনের জীবিকা নির্ব্বাহ হবে কি করে'?

বকুলা।—ঠাকুর! ইনি দেবী ধারিণীর আজ্ঞামত কাজ করেচেন। তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘন করা তো ওঁর সাধ্য নয়। তাই বল্‌চি, মহারাজ যেন রাগ না করেন।

(মালবিকার সহিত একত্রে বকুলাবলিকার প্রণিপাত)

রাজা।—তা যদি হয়, তা হলে তোমার কোন অপরাধ নেই। ওঠো ভদ্রে! (হাত ধরিয়া উত্থাপন)

বিদূ।—ঠিক্ কথা, এ বিষয়ে দেবী ধারিণীর সম্মান রক্ষা করাই কর্ত্তব্য।

রাজা।—(হাসিয়া)

শোনো ওগো বিলাসিনি!
কিশলয়-সুকুমার ও-বাম চরণ
ব্যথিত হয় নি কি গো
সুকঠোর তরুস্কন্ধে করিয়া অর্পণ?

মাল।—(লজ্জিতা)

ইরা।—(অসূয়া-সহকারে) ওঃ! মহারাজের কি ধৃষ্টতা!

মাল।—বকুলা! দেবী যে কাজের ভার দিয়েছিলেন তা তো হয়ে গেছে—এখন তাঁকে জানিয়ে আসি গে চল্।

বকুলা।—মহারাজের কাছে এখন তবে বিদায় নেও।

রাজা।—ভদ্রে!—যাচ্চ? এই অবসরে আমার প্রার্থনাটি তবে শোনো।

বকুলা।—(মালবিকার প্রতি) সখি! মনোযোগ দিয়ে শোনো। (রাজার প্রতি) কি আজ্ঞা হয় বলুন।

রাজা।—বহুকাল হতে দেখ, এজনেরো হয় নাই

আশা-বৃক্ষে কুসুম-উদ্‌গম।

অনন্ত-রুচি যে আমি—স্পর্শামৃত দিয়ে তব

সাধ মোর করগো পূরণ ॥

ইরা।—(সহসা নিকটে আসিয়া) সাধ পূরণ কর গো, সাধ পূরণ কর। অশোকে ফুল ধরচে না—ওতে ফুল ফল দুই ধরবে।

সকলে।—(ইরাবতীকে দেখিয়া ভয়ে শশব্যস্ত)

রাজা।—(জনান্তিকে) এখন উপায় কি?

বিদূ।—আর এখন উপায় কি—জঙ্ঘা-বলই এখন একমাত্র উপায়।

ইরা।—সাবাশ্ বকুলাবলিকা! বেশ গুছিয়ে আরম্ভটা তো করেছ, এখন মহারাজের প্রার্থনাটা সফল কর।

উভয়ে।—ঠাকরুণ! প্রসন্ন হোন্—রাগ করবেন না। মহারাজের ভালবাসা পাব আমাদের এমন কি যোগ্যতা?

(উভয়ের প্রস্থান)

ইরা।—পুরুষেরা কি অবিশ্বাসী! আমি জান্‌তেম না, ব্যাধের গানে মুগ্ধ বিশ্বস্ত হরিণীর মত মহারাজের বাক্যে এইরূপ প্রতারিত হব।

বিদূ।—(জনান্তিকে) এখন কি উত্তর দেবেন স্থির করুন। দেখুন, চৌর্য্য-কার্য্যে ধরা পড়লে, চোরের বল্‌তে হয়,

"আমি চুরি করতে আসি নি, সিঁধ-কাটা অভ্যাস করতে এসেছি"—

রাজা।—সুন্দরি! আমি মালবিকার জন্য এখানে আসি নি। তবে, তোমার আস্‌তে বিলম্ব দেখে, কোন প্রকারে সময় কাটানো যাচ্ছিল এইমাত্র।

ইরা।—তুমি যত বিশ্বাসী তা আমি জানি। আমি জান্‌তেম না, মহারাজ সময় কাটাবার এমন সরেশ জিনিস্ পেয়েছেন। তা যদি জানতেম, তা হলে এত কষ্ট করে' এখানে আস্‌তেম না।

বিদূ।—দেখুন, আপনি মহারাজের শিষ্টাচারে বাধা দেবেন না। উনি একজন পরিচারিকাকে হঠাৎ এখানে দেখ্‌তে পেয়ে ওর সঙ্গে একটু কথা কচ্ছিলেন, এতে যদি আপনি অপরাধ মনে করেন তা হলে নাচার।

ইরা।—তা বেশ তো, কথাবার্ত্তা চলুক না—আমার এখানে কষ্ট পাবার দরকার কি। (রুষ্ট হইয়া প্রস্থান)

রাজা।—(অনুসরণ-পূর্ব্বক) প্রিয়ে! রাগ কোরো না, রাগ কোরো না।

ইরা।—(মেখলাবদ্ধ চরণে গমন)

রাজা।—দেখ সুন্দরি! প্রণয়িজনে উদাসীন ভাব শোভা পায় না।

ইরা।—শঠ! তোমাকে আর বিশ্বাস নেই।

রাজা।—চির-পরিচিত প্রিয়ে আমি গো তোমার,

শঠ বলি' যত ইচ্ছা কর তিরস্কার।

কিন্তু ও রশনা-দাম চরণে পতিত হয়ে

যাচে যে তোমায়

ওরূপ নির্দ্দয়-ভাবে কেন তুমি পরিত্যাগ
কর গো তাহায় ?

ইরা।—এই দেখ, আমার এই হতাশ রশনা তোমার পিঠের দিকেই যাচ্চে। (রশনা গ্রহণ পূর্ব্বক রাজাকে প্রহার করিতে উদ্যত)

রাজা।—সখা !

দেখ অলক্ষিত ভাবে নিতম্ব ত্যজিয়া
স্বর্ণ-কাঞ্চি ওঁর যাহা পড়েছে খসিয়া,
তা দিয়া উদ্যত চণ্ডী করিতে প্রহার,
নেত্র হতে পড়ে ঝরি' অশ্রুবারি-ধার।
হেরি' হয় অনুমান, যেন মেঘ-রাজি
বিন্ধ্যেরে তাড়না করে বিদ্যুদ্দামে সাজি' ॥

ইরা।—ওসব কথা বলে', আবার কেন তুমি আমাকে অপরাধে প্রবৃত্ত করচ বল দিকি ?

(রশনা-সমেত উদ্যত হস্ত নামাইয়া)

রাজা।—কোপান্বিতা হইয়াও, অপরাধী দাস-প্রতি
করিলে উদ্যত দণ্ড এবে সংহরণ,
বিলাস-সুখের আশা নিরাশ হৃদয়ে পুন
কুটিল-কুন্তলে ওগো করিলে বর্দ্ধন ॥

(স্বগত) এইবার পায়ে পড়বার ঠিক্ সময়।

(চরণে পতন)

ইরা।—এ মালবিকার চরণ নয় যে অশোকের মত তোমার সাধ পূর্ণ করবে। (দাসীর সহিত প্রস্থান)

বিদূ।—উঠুন মহারাজ উঠুন। দেবী তো দেখ্‌চি খুব্‌ই প্রসন্ন হয়েচেন।

রাজা।—(উঠিয়া ইরাবতীকে দেখিতে না পাইয়া) কি ?—দেবী চলে গেছেন ?

বিদূ।—মহারাজ ! উনি যে রাগ করে' চলে গেছেন সে আপনার পক্ষে ভালই হয়েচে। বিমুখী মঙ্গলগ্রহ আবার না আমাদের অভিমুখী হন,আসুন আমরা এই বেলা সরে পড়ি।

রাজা।—ওঃ ! মদনের কি বিসদৃশ ব্যবহার !

মালবিকা প্রিয়া-মোর
করিল এ-হৃদয় হরণ,
মার্জ্জনা যাচিয়া তাই
ধরিনু গো দেবীর চরণ।
অগ্রাহ্য করিয়া তিনি
রোষ-ভরে করিলা গমন,
"শাপে বর" মনে হয়
দেবীর এ রুষ্ট আচরণ।
এখন মিটাব সাধ
হৃদে সদা আছে যাহা জেগে,
প্রণয়-কুপিতা দেবী
উপেক্ষিতে পারিবেন এবে॥

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ অঙ্ক।

দৃশ্য—রাজ-প্রাসাদ।

নিতান্ত উৎসুক রাজা ও প্রতীহারীর প্রবেশ।

রাজা।—(স্বগত)

প্রেম-তরু বদ্ধমূল, সুমধুর বাক্য তার
শুনিয়া শ্রবণে।
পরে দেখা দিল তাহে, বাসনা-পল্লব নব
সাক্ষাৎ দর্শনে।
হস্তের পরশে তার, কুসুম ফুটিল যেন
রোমোদ্গমচ্ছলে,
আস্বাদ করিব এবে সে তরুর সুমধুর
মনোহর ফলে॥

(প্রকাশ্যে) সখা গৌতম!

প্রতী।—মহারাজের জয়! গৌতম নিকটে নেই।

রাজা।—(স্বগত) ও! মালবিকার বৃত্তান্ত জান্বার জন্য যে তাকে পাঠিয়েছি।

বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূ।—জয় হোক্ মহারাজের!

রাজা।—জয়সেনা! দেবী ধারিণীর চরণে আঘাত লাগায়, এখন তিনি কোথায় কি ভাবে সময় কাটাচ্চেন জেনে এসো তো।

প্রতী।—যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান)

রাজা।—সখা! তোমার সখী মালবিকার বৃত্তান্ত কি বল দেখি।

বিদূ।—বেড়ালে কোকিল ধর্‌লে যেরূপ হয়, এখন তাঁর সেই দশা।

রাজা।—(সবিষাদে) সে কিরূপ?

বিদূ।—মালবিকা-বেচারাকে সেই পিঙ্গলাক্ষী দেবী রত্নভাণ্ডারের পাতাল-ঘরে বদ্ধ করে রেখেছেন।

রাজা।—আমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েচে নিশ্চয় এই মনে করেই।

বিদূ।—তা নয় তো আর কি।

রাজা।—আমাদের প্রতি শত্রুতা করে' সেই চণ্ডীকে কে রাগিয়ে দিলে বল দিকি?

বিদূ।—শ্রবণ করুন। আমি পরিব্রাজিকার কাছে শুন্‌লেম, দেবীর চরণে আঘাত লেগেছিল, তাই, কেমন আছেন জিজ্ঞাসা কর্‌বার জন্য, রাণী ইরাবতী সেখানে গিয়েছিলেন।

রাজা।—তার পর, তার পর?

বিদূ।—তার পর দেবী, ইরাবতীকে জিজ্ঞাসা করলেন "বল্লভ-জনের সঙ্গে কি দেখা হয় নি?" তাতে ইরাবতী উত্তর করলেন "তুমি যে এ কথা জিজ্ঞাসা করচ—অহঙ্কারে মত্ত হয়ে, না বাহ্যিক ভদ্রতার খাতিরে? মহারাজ যে তোমার পরিচারিকারই প্রাণ-বল্লভ, এ কথা জেনেও আমাকে আবার জিজ্ঞাসা করচ কেন বল দিকি"?

রাজা।—স্পষ্ট নামোল্লেখ না করলেও,—বেশ বোঝা যাচ্চে—মালবিকাকে মনে করেই কথাটা বলা হয়েছে।

বিদূ।—তার পর, দেবী তাঁর এই ঔদাস্যের কারণ বারম্বার আগ্রহ-সহকারে জিজ্ঞাসা করায়, মহারাজের দুর্ব্যবহারই যে তার কারণ, তিনি এইরূপ দেবীকে শেষে বল্লেন।

রাজা।—ওঃ! তা হলে দেখ্‌চি এখনও ইরাবতী আমার পরে অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে আছেন। তার পর কি হল বল।

বিদূ।—আবার কি হবে—মালবিকা ও বকুলাবলিকা দুজনেই এখন পায়ে বেড়ি পরে' আছেন—একটু সূর্য্য-কিরণ দেখ্‌বার যো নেই—এই ভাবে নাগ-কন্যার মত পাতাল-বাস ভোগ করচেন।

রাজা।—ওঃ! কি কষ্ট! কি কষ্ট!

কোকিলা-মধুরভাষী, আর সে ভ্রমরী
—বিকসিত-সহকার-তরু-সহচরী—
প্রবল পূবের বায়ে, অকাল বর্ষণে,
পশিল কোটর-মাঝে এবে দুইজনে॥

আচ্ছা সখা, তাদের উদ্ধারের কি কোন উপায় আছে?

বিদূ।—তা কি করে' হবে? যেহেতু, দেবী রত্নভাণ্ডারের রক্ষিণী মাধবিকাকে আদেশ করেছেন, "আমার অঙ্গুলী-মুদ্রা না দেখ্‌তে পেলে তুমি হতভাগিনী মালবিকা ও বকুলাবলিকে কিছুতেই মোচন করবে না।"

রাজা।—(নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) সখা! এ বিষয়ে এখন তবে কর্ত্তব্য কি?

বিদূ।—(চিন্তা করিয়া) এর একটা উপায় আছে।

রাজা।—কিরূপ উপায়?

বিদূ।—(দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া) দেখুন, কোন ব্যক্তি আড়াল থেকে আমাদের কথা শুন্‌তে পারে। অতএব আসুন আপনার কানে-কানে বলি। (কর্ণের নিকটে আসিয়া) এইরূপ—

রাজা।—(সহর্ষে) বেশ উপায় ঠাওরেছ। কার্য্যসিদ্ধির জন্য যা যা আবশ্যক এখনি তা কর।

প্রতীহারীর প্রবেশ।

প্রতী।—মহারাজ! হাওয়া-ঘরে দেবী শুয়ে আছেন—পরিজনেরা রক্ত চন্দন-হস্তে তাঁর পদসেবা করচে—আর ভগবতীর সঙ্গে বাক্যালাপ করে' দেবী সময় কাটাচ্চেন।

রাজা।—এই তবে ঠিক্ আমাদের যাবার সময়।

বিদূ।—আপনি তবে যান—আমিও হাতে কিছু নিয়ে একটু পরে দেবীকে দর্শন করতে যাব—শূন্য-হস্তে তো যাওয়া যায় না।

রাজা।—আচ্ছা, জয়সেনাকে জানিয়ে যেও।

বিদূ।—(কানে-কানে) এইরূপ করব—

(প্রস্থান)

রাজা।—জয়সেনা! আমাকে এখন হাওয়া-ঘরে নিয়ে চল।

প্রতী।—এইদিকে মহারাজ এইদিকে।

দৃশ্য—শয়ন-গৃহ।

দেবী শয়ানা—পরিব্রাজিকা ও পরিজনবর্গ দেবীকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিত।

দেবী। ভগবতি! তোমার এই গল্পটি বড়ই সুন্দর। তার পর—তার পর?

পরি।—(সদৃষ্টিক্ষেপ) এর পরে আবার বল্‌ব। এখন ঐ দেখুন মহারাজ এসেছেন।

দেবী।—ও মা!—মহারাজ? (উত্থানোদ্যত)

রাজা।—থাক্ থাক্! আর শিষ্টাচারের কষ্ট করতে হবে না।

যে চারু চরণ তব, নূপুর-বিচ্ছেদ-কষ্ট
সহে নি কখন
এবে তা বেদনা-বশে স্বর্ণ-পীঠিকার পরে
করেছ স্থাপন।
তাই বলি সুভাষিণি! ব্যথিত কোরো না মোরে
ব্যথি' ও চরণ॥

পরিব্রা।—জয় হোক্ মহারাজের!

ধারিণী।—জয় হোক্ আর্য্যপুত্রের!

রাজা।—(পরিব্রাজিকাকে প্রণাম করিয়া উপবেশন) দেবি! বেদনাটা কি আরাম হয়েছে?

ধারি।—কিছু বিশেষ হয়েচে।

যজ্ঞোপবীত অঙ্গুষ্ঠে জড়াইয়া ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূ।—রক্ষা করুন—রক্ষা করুন—আমাকে সাপে কাম্‌ড়েচে।

(সকলে বিহ্বল)

রাজা।—আহা আহা! কোথায় তুমি বেড়াচ্ছিলে সখা?

বিদূ।—দেবীকে দর্শন করব বলে' দর্শনের প্রথা-মত পুষ্প সংগ্রহ করতে প্রমদ-বনে গিয়েছিলেম।

ধারি।—হায় হায়! আমার দরুণই ব্রাহ্মণের প্রাণ-সংশয় উপস্থিত?

বিদূ।—প্রমদ-বনে অশোক ফুল তুল্‌তে গিয়ে যেই আমি ডান হাতটা বাড়িয়েছি অমনি সাক্ষাৎ যমের মত একটা সাপ কোটর থেকে বেরিয়ে আমাকে দংশন করলে। দেখুন, এই দুই জায়গায় কাম্‌ড়েচে। (প্রদর্শন)

পরিব্রা।—শাস্ত্রে আছে, প্রথমেই দংশচ্ছেদ করা কর্ত্তব্য। অতএব এঁর তাই করা হোক্।

দষ্ট-স্থান করিবেক ছেদন, দহন।
ক্ষত-স্থান-রক্ত সব করিবে মোক্ষণ,
তা হলেই দষ্ট ব্যক্তি পাইবে জীবন॥

রাজা।—এর প্রতিকার করা এখন বিষ-বৈদ্যের কাজ। জয়সেনা! ধ্রুবসিদ্ধিকে শীঘ্র ডেকে আনো।

প্রতী।—যে আজ্ঞে মহারাজ। (প্রস্থান)

বিদূ।—হায় হায়! এইবার বুঝি আমার প্রাণটা গেল।

রাজা।—কাতর হয়ো না। কখন কখন দংশন নির্ব্বিষও হয়ে থাকে।

বিদূ।—কাতর না হয়ে কি করি বলুন। আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন ঝিম্ ঝিম্ করচে।

ধারি।—(নিকটে আসিয়া) ইস্! ভয়ানক কাম্‌ড়েচে যে। ওলো! এঁকে ধর্।

পরিজন।—(ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উহাকে ধারণ)

বিদূ।—(রাজাকে দেখিয়া) দেখুন, আমি বাল্যকাল হতে আপনার প্রিয় বয়স্য, এই মনে করে' আমার অপুত্র মাতার ভার আপনি গ্রহণ করুন।

রাজা।—ভয় নাই। শীঘ্রই বৈদ্য এসে তোমার চিকিৎসা করবে। স্থির হও।

জয়সেনার প্রবেশ।

জয়।—ধ্রুবসিদ্ধি মহারাজের আদেশ শুনে বল্লেন "গৌতমকে এই খানে নিয়ে এসো।"

রাজা।—আচ্ছা তবে কঞ্চুকী ওঁর হাত ধরে' তাঁর কাছে নিয়ে যাক্‌।

জয়।—যে আজ্ঞে।

বিদূ।—(দেবীকে দেখিয়া) দেবি! এ যাত্রা বাঁচি কি না বাঁচি। তা, মহারাজের সেবা করতে গিয়ে, আপনার নিকট যে অপরাধ করেছি, তা মার্জ্জনা করবেন।

ধারি।—দীর্ঘায়ু হও।

(বিদূষক ও প্রতীহারীর প্রস্থান)

রাজা।—গৌতম বেচারা স্বভাবতই ভীরু। সার্থকনামা ধ্রুবসিদ্ধি হতে সিদ্ধিলাভ হবে বলে' আমারও মনে হচ্চে।

জয়সেনার প্রবেশ।

জয়।—মহারাজের জয় হোক্‌! ধ্রুবসিদ্ধি বল্লেন:—"উদকুম্ভের বিধান-অনুসারে একটা সর্প-অঙ্গুরী-মুদ্রা সংগ্রহ করতে হবে— তাই এখন অন্বেষণ কর।"

ধারি।—আমার এই অঙ্গুরীটিতে সর্প-মুদ্রা আছে। এইটি এখন নিয়ে যাও—তার পর, আবার আমার হাতে এনে দিও।

রাজা।—জয়সেনা! কার্য্যসিদ্ধি হয়ে গেলে, আবার দেবীকে এনে দিও।

জয়।—যে আজ্ঞে মহারাজ। (প্রস্থান)

পরিব্রা।—আমার হৃদয় যেন বল্‌চে, গৌতম নির্ব্বিষ হবেন।

রাজা।—তাই যেন হয়।

জয়সেনার প্রবেশ।

জয়।—মহারাজের জয় হোক্! গৌতমের বিষ-বেগ নিবৃত্ত হয়ে তিনি এখন প্রকৃতিস্থ হয়েচেন।

ধারি।—আ বাঁচলেম—অপবাদ থেকে এখন মুক্ত হলেম।

প্রতী।—মহারাজ! বাহতক অমাত্য নিবেদন করচেন, "অনেক রাজকার্য্য-সম্বন্ধে পরামর্শ করবার আছে, তাই আমি মহারাজের দর্শন-লাভের অনুগ্রহ-প্রার্থনা করি।"

ধারি।—যাও মহারাজ, এখন তোমার কাজে যাও।

রাজা।—দেবি! এ ঘরে রদ্দুর আস্‌চে। যেরূপ বেদনা তাতে শৈত্যক্রিয়াই প্রশস্ত—অতএব তোমার শয্যা অন্যত্রে নিয়ে যাওয়া হোক্।

ধারি।—(পরিজনের প্রতি) দেখ্ বাছা, মহারাজ যা বল্‌চেন তাই কর্। (পরিজনের তদনুরূপ অনুষ্ঠান)

(দেবী পরিব্রাজিকা ও পরিজনের প্রস্থান)

রাজা।—দেখ জয়সেনা! গুপ্ত পথ দিয়ে আমাকে প্রমদ-বনে নিয়ে চল।

জয়।—এই দিকে মহারাজ এই দিকে।

রাজা।—জয়সেনা! গৌতমের কার্য্য সমাধা হয়েছে তো?

জয়।—আজ্ঞা হাঁ মহারাজ।

রাজা।— অভীষ্ট লাভের তরে
প্রযুক্ত উপায় যদি সুসাধ্য-ও হয়
তথাপি কাতর চিত্ত
কার্য্যসিদ্ধি-পক্ষে সদা করে গো সংশয়॥

বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূ।—জয় হোক্! আপনার মঙ্গল-কর্ম্ম সব সিদ্ধ হয়েছে।

রাজা।—জয়সেনা! তুমি এখন তোমার কাজে যেতে পার।

জয়।—যে আজ্ঞে মহারাজ! (প্রস্থান)

রাজা।—দেখ গৌতম! ক্ষুদ্র-বুদ্ধি মাধবিকা কিছুই ভেবে-চিন্তে দেখে নি।

বিদূ।—দেবীর অঙ্গুরী-মুদ্রা দেখে আর কি ভাব্‌তে পারে বলুন?

রাজা।—আমি মুদ্রার কথা বল্‌চিনে। তাদের দুজনকে কেনই বা ছেড়ে দেওয়া হল, তা ছাড়া দাসীদের ছেড়ে দেবী তোমার উপরেই এ কাজের ভার দিলেন কেন, এ সমস্ত তার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল।

বিদূ।—জিজ্ঞাসা করেছিল বৈ কি। কিন্তু আমি মূর্খ হলেও, সেই সময় উপস্থিত মত বেশ যুগিয়ে উত্তর দিয়েছিলেম।

রাজা।—কি বল্লে বল দিকি।

বিদূ।—আমি বল্লেম, দৈবজ্ঞ রাজাকে জানিয়েছে, "আপনার নক্ষত্রে ক্রূর গ্রহের উপদ্রব হয়েছে—তাই গ্রহশান্তির জন্য সমস্ত বন্দী-দের মোচন করা কর্ত্তব্য।

রাজা।—(সহর্ষে) তার পর, তার পর?

বিদূ।—"এই কথা শুনে দেবী ধারিণী ইরাবতীর মনরক্ষা করে' আমাকে বল্লেন "রাজাই মোচনের আদেশ দিয়েচেন"। তখন সে বল্লে "এ কথা সঙ্গত।"

রাজা।—(বিদূষককে আলিঙ্গন করিয়া) সখা! আমাকে দেখচি তুমি যথার্থই ভালবাসো।

সাফল্য না ঘটে শুধু
সুহৃদের বুদ্ধির প্রভাবে
কার্য্য-সিদ্ধি-সূক্ষ্ম-পথ
মেলে আরো স্নেহ-অনুরাগে ॥

বিদূ।—এখন শীঘ্র আসুন। সখীর সঙ্গে মালবিকাকে "সমুদ্র"-ভবনে রেখে আমি আপনাকে নিতে এসেছি।

রাজা।—আমি এখনি গিয়ে তাঁর অভ্যর্থনা করচি। তুমি আগে আগে চল।

বিদূ।—আসুন—আসুন। (পরিক্রমণ করিয়া)—এই "সমুদ্র"-ভবন।

দৃশ্য—"সমুদ্র"-ভবন।

রাজা।—(সভয়ে) সখা! তোমার সখী ইরাবতীর দাসী চন্দ্রিকা যে ফুল তুল্‌তে তুল্‌তে এইদিকে আস্‌চে। এসো আমরা দুজনে, এইখানে দেয়ালের আড়ালে লুকিয়ে থাকি।

বিদূ।—চোর ও প্রেমিক এদের উভয়েরই চন্দ্রিকা পরিহার করা কর্ত্তব্য বটে। (তথা অবস্থান)

রাজা।—তোমার সখী কি আমার জন্য প্রতীক্ষা করচেন? এসো এই গবাক্ষ দিয়ে দেখা যাক্।

বিদূ।—সেই ভাল। (উভয়ে দাঁড়াইয়া অবলোকন)

মালবিকা ও বকুলাবলিকার প্রবেশ।

বকুলা।—ওলো! মহারাজকে প্রণাম কর্।

রাজা।—বোধ হয়, আমার চিত্রকে দেখিয়ে এই কথা বল্‌চে।

মাল।—(সহর্ষে) প্রণাম। (দ্বার অবলোকন করিয়া সবিষাদে) ওলো! আমাকে ঠকাচ্চিস্?

রাজা।—ওঁর এই "হরিষে-বিষাদ" ভাবটা আমার বেশ লাগ্‌ল।

ভাস্করের উদয়াস্ত বিভিন্ন সময়
পদ্মের যে দুই ভাব সদা দৃষ্ট হয়
—সুবদনী-মুখ-মাঝে সেই দুই ভাব
একসঙ্গে ক্ষণমাত্রে হল আবির্ভাব॥

বকুল।—তাইতো, এ যে মহারাজের চিত্র।

উভয়ে।—(চিত্রকে প্রণাম করিয়া) মহারাজের জয় হোক্!

মালা।—ওলো! মহারাজের সাক্ষাতে মহারাজকে ভয়ে-ভয়ে ভাল করে তথন দেখ্‌তে পারি নি। আজ মহারাজের চিত্রে মহারাজকে সাধ মিটিয়ে দেখ্‌চি।

বিদূ।—শুন্‌লেন তো? চিত্রে আপনাকে আজ উনি যেরূপ দেখ্‌চেন, সাক্ষাতে তেমনটি দেখেন নি। তাহলে, সিন্দুকে-পোরা রত্ন-ভাণ্ডের মত বৃথাই আপনার যৌবন-গর্ব্ব!

রাজা।—সখা! কুতূহলী হলেও স্ত্রীজাতি স্বভাবতই লজ্জাবতী। দেখ:—

প্রথম মিলন-কালে, রমণী দেখিতে চায়
সমগ্র সে প্রিয়-জন-মুখ
কিন্তু শেষে সুলোচনা, ভাল করি' নাহি দেখে
হইয়া গো লজ্জায় বিমুখ॥

মাল।—আচ্ছা সখি! বল দিকি, মহারাজ মুখ ফিরিয়ে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে কাকে দেখ্‌চেন?

বকুলা।—ইরাবতী পাশে আছেন—তাঁকেই দেখ্‌চেন।

মাল।—সখি! মহারাজকে আমার বড় অশিষ্ট বলে' মনে হচ্চে। কেন না, উনি আর সব দেবীকে ছেড়ে, কেবল একজনকেই একদৃষ্টে দেখ্‌চেন।

বকুলা।—(স্বগত) মালবিকা দেখ্‌চি, মহারাজের চিত্রে মহারাজকে কল্পনা করে ঈর্ষা প্রকাশ কর্‌চে। আচ্ছা এর সঙ্গে তবে একটু রঙ্গ করা যাক্‌। (প্রকাশ্যে) মহারাজ ওঁকেই ভাল বাসেন।

মাল।—তবে আর আমি আপনাকে বৃথা কষ্ট দি কেন। (অসূয়া সহকারে মুখ ফিরাইয়া)

রাজা।—সখা! দেখ দেখ!—

ভ্রুভঙ্গে বিচ্ছিন্ন কিবা তিলকের রেখা,
ওষ্ঠাধর কম্পমান এবে যায় দেখা।
অভিমান-ভরে মুখ ফিরাইয়া লয়,
এই সব ভাব দেখি' হেন মনে হয়—
শিখেছে যে অভিনয় গুরুর সদন
তাহারি গো শিক্ষা যেন করে প্রদর্শন।
কুপিতা হইলে নারী কান্ত-আচরণে
কি ভাব করিতে হয় দেখায় এক্ষণে॥

বিদূ।—আপনি এখন তবে মান ভাঙাবার জন্য প্রস্তুত হোন্‌।

মাল।—গৌতম ঠাকুরও এইখানে ওঁর সেবা করচেন দেখ্‌চি (স্থানান্তরে যাইতে ইচ্ছুক)

বকু।—(মালবিকাকে আটকাইয়া) না না সখি যেওনা। বলি, রাগ করলে না কি?

মাল।—তুমি যদি আমাকে অভিমানী বলে'ই মনে করে থাক, আচ্ছা আমাকে ফের রাগাও দিকি দেখি।

রাজা।—(নিকটে আসিয়া)

চিত্রগত কার্য্য হেরি', কেন কোপ মোর পরে
কর অকারণে?
সাক্ষাৎ আইনু এবে, আমি গো তোমারি দাস
পঙ্কজ-নয়নে!

বকুলা।—জয় হোক্ মহারাজের।

মাল।—(স্বগত) কি, আমি কি তবে চিত্রিত মহারাজের উপর অভিমান করেছিলেম?

রাজা।—(মদন-কাতর)

বিদূ।—আপনাকে যে উদাসীনের মত দেখ্‌চি?

রাজা।—তোমার সখীকে আর বিশ্বাস করতে পারি নে—ভাই।

বিদূ।—এঁর প্রতি আপনার অবিশ্বাসের কারণ কি?

রাজা।—কারণ কি, শোনো।

নেত্র-পথে থেকে থেকে
ক্ষণে যান্ কোথায় চলিয়া,
বাহু-মধ্যে আসিয়াও
ক্ষণমাত্রে যান্ গো সরিয়া।
মদন-বেদনাতুর, আমার এই মন,
কেমনে গো হায়,
বিশ্বাস করিবে এবে, প্রতারিত হয়ে ওঁর
মিলন-মায়ায়॥

বকুলা।—সখি! তুমি অনেকবার মহারাজকে প্রতারিত করেছ, এখন যাতে উনি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারেন তাই কর।

মাল।—আমি অতি হতভাগিনী, তাই আমি স্বপ্নেও কখন প্রিয়-সমাগম লাভ করিনি।

বকুলা।—মহারাজ এর উত্তর দিন।

উত্তরে কি প্রয়োজন? এই দেখ সাক্ষী করি'
মদন-অনলে
করিতেছি আত্ম-দান; চাহি না গো সেবা—আমি
সেবিব বিরলে॥

বকুলা।—অনুগৃহীত হলেম।

বিদূ।—(ব্যস্তসমস্ত-ভাবে পরিক্রমণ পূর্ব্বক) দেখ বকুলাবলিকে! ঐ হরিণটা অশোক-পল্লবগুলি খেতে আস্‌চে—এসো ওকে নিবারণ করি।

বকুলা।—আচ্ছা চলুন। (গমন)

রাজা।—হাঁ, অশোক-পল্লবগুলিকে রক্ষা করা আমাদের উচিত বটে।

বিদূ।—গৌতমও তো তাই বল্‌চে।

বকুলা।—দেখ গৌতম ঠাকুর! আমি আড়ালে লুকিয়ে থাকি। তুমি দ্বার রক্ষা কর।

বিদূ।—হাঁ, সেই ভাল।

(বকুলাবলিকার গমন)

বিদূ।—এই স্ফটিক স্তম্ভটিকেই আশ্রয় করা যাক্‌। (তথা করিয়া) আহা! কোন কোন শিলা এমন সুখস্পর্শ! (নিদ্রা)

মাল।—(সাধ্বস-সহকারে অবস্থিতা)

রাজা।—

মিলনের লজ্জা-ভয় ত্যজ গো সুন্দরি,
তব প্রেমাকাঙ্ক্ষী আমি বহু দিন ধরি'।
আমি সহকার-রূপে হেথা অবস্থিত,
তুমি মাধবিকা হয়ে কর যা বিহিত॥

মাল।—দেবীর ভয়ে, আমার প্রাণের ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারচিনে।

রাজা।—ভয় কিসের?—কিছুমাত্র ভয় নেই।

মাল।—(তিরস্কার-সহকারে) আপনি ভয় করেন কি না, তাও আমি জানি—দেবীকে দেখে মহারাজেরও তখন এই অবস্থা হয়েছিল।

রাজা।—সুন্দরি!

প্রণয়ের শিষ্টাচার, নায়ক-জনের জেনো
চির-কুল-ব্রত,
কিন্তু এ পরাণ মম, তোমারি আশায় বদ্ধ
আছে গো সতত॥

তা দেখ, এখন তোমার চিরানুরক্ত এ জনের প্রতি একটু অনুগ্রহ কর। (আলিঙ্গন চেষ্টা)

মাল।—(আলিঙ্গন পরিহার)

রাজা।—নবাঙ্গনাদের প্রণয়-ব্যাপারটা কি রমণীয়!

এ মোর অঙ্গুলি যবে, ব্যগ্র হয়ে খোলে ওই
রশনা-বন্ধন,
কম্পমান হস্ত ওর, আটকিয়া মোর হস্ত
করে নিবারণ।

যেমনি আমি গো তারে
বলপূর্ব্ব—করি আলিঙ্গন
অমনি সে দুটি হাতে
স্তনদ্বয় করে আবরণ।
পক্ষ্মল-নয়নযুক্ত মুখটি তুলিয়া তার
চুম্বিতে গো হইলে উন্মুখ,
অমনি ফিরায়ে লয়, এইরূপ কত ছলে
পূর্ণ করে অভিলাষ-সুখ ॥

দৃশ্য—উদ্যানের পথ।

ইরাবতী ও নিপুণিকার প্রবেশ।

ইরা।—ওলো নিপুণিকে! সত্যই কি তুই চন্দ্রিকার কাছে শুনেছিস্, সমুদ্র-গৃহের অলিন্দে গৌতম ঠাকুরকে সে একা শুয়ে থাক্‌তে দেখেচে?

নিপু।—সত্যি না হলে আমি ঠাকরণকে কেন বল্‌ব?

ইরা।—আচ্ছা চল্ তবে প্রিয়সখা গৌতমের কাছে যাই—তাকে জিজ্ঞাসা করলেই সব সন্দেহ মিট্‌বে। তা ছাড়া—

নিপু।—ঠাকরণ, কথাটা যে শেষ করলেন না।

ইরা।—তা ছাড়া, চিত্রগত মহারাজকে প্রসন্ন করতে হবে।

নিপু।—সাক্ষাৎ মহারাজকেই প্রসন্ন করুন না কেন?

ইরা।—সরলে! চিত্রেতে যেরূপ দেখা যায়, ঠিক্ সেইরূপ তাঁর হৃদয় এখন অন্যেতে আসক্ত। আমি যে তখন শিষ্টাচারের সীমা

লঙ্ঘন করেছিলেম, এখন কেবল সেই অপরাধের জন্যই তাঁর কাছে মার্জ্জনা চাইতে যাচ্চি।

নিপু।—এই দিকে ঠাকরুণ।

(উভয়ের পরিক্রমণ)

দাসীর প্রবেশ।

জয় হোক্, রাণী-ঠাকরুণের জয় হোক্! ঠাকরুণ! দেবী আপনাকে এই কথা বল্‌তে বলেচেন :-"তোমার যাতে মান রক্ষা হয় আমি এখন তাই করব—তোমার উপর আমার ঈর্ষা করবার এ সময় নয়। মালবিকা ও তার সখীকে পায়ে বেড়ি দিয়ে বন্ধ করে' রাখা গেছে। এখন তোমার কি ইচ্ছে আমাকে বল। তা হলে তোমার হয়ে মহারাজকে আমি বল্‌তে পারি।"

ইরা।—দেখ্ নাগরিকে! দেবীকে এই কথা বলিস :—"দেবীর উপর কোন কাজের ভার দি আমার এমন কি ক্ষমতা? তিনি নিজের দাসীকে দণ্ড দিয়ে আমার উপর যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর অনুগ্রহ ভিন্ন আর কার অনুগ্রহে আমার মানরক্ষা হতে পারে?"

দাসী।—আচ্ছা, তাই বল্‌ব। (প্রস্থান)

দৃশ্য—সমুদ্র-ভবন।

নিপু।—(পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) দোকানের সাম্‌নে ষাঁড়েরা যেমন ঘুমোয়, এই সমুদ্র-ভবনের দরজায় বসে গৌতম-ঠাকুরও সেই রকম বসে-বসেই ঘুমচ্চে দেখ্‌চি।

ইরা।—প্রাণ-সংশয় না তো?—বিষ-বিকারের যেন শেষ অবস্থা বলে মনে হচ্চে।

নিপু।—মুখ-বর্ণ তো বেশ পরিষ্কার। তাতে ধ্রুবসিদ্ধি চিকিৎসা করেচেন। মৃত্যুর কোন আশঙ্কা নেই।

বিদূ।—(স্বপ্ন দেখিয়া) ও গো মালবিকে!

নিপু।—ঠাকরণ শুন্‌লেন? তা, কারই বা ও আত্মীয়? ও কৃতঘ্নের কেবল আহারের সঙ্গেই সম্বন্ধ। এর আগে সেই স্বস্তি-বচনের মোদক একপেট খেয়ে এখন মালবিকাকে স্বপ্ন দেখ্‌চে।

বিদূ।—আমার ইচ্ছে, তুমি ইরাবতীকেও ছাড়িয়ে ওঠো।

নিপু।—এই বুঝি মরেছে? রোস্! আমি থামের আড়ালে লুকিয়ে থেকে সর্পভীতু বিট্‌লে বাওনটাকে এই সাপের মত আমার বাঁকা লাঠি দিয়ে ভয় দেখাই।

ইরা।—ও কৃতঘ্নটা সর্পদংশনেরই যোগ্য বটে।

নিপু।—(বিদূষকের উপর কাষ্ঠদণ্ড নিঃক্ষেপ)

বিদূ।—(সহসা জাগিয়া) আরে আরে! কি সর্ব্বনাশ! আমার গায়ের উপর একটা সাপ এসে পড়ল।

রাজা।—(সহসা বাহির হইয়া) ভয় নেই—ভয় নেই।

মাল।—(রাজার অনুসরণ করিয়া) মহারাজ! হঠাৎ বেরোবেন না, শুন্‌চি নাকি ওখানে একটা সাপ আছে।

ইরা।—এ কি! মহারাজ যে এই দিকেই দৌড়ে আস্‌চেন।

বিদূ।—(হাসিয়া) আরে মোলো! এটা যে একটা লাঠি। আমি যে তখন গায়ে কেয়ার কাঁটা ফুটিয়ে সাপে কামড়েচে বলে' ঠকিয়েছিলেম, আমি ভাবলেম তারই বুঝি এই ফল।

তাড়াতাড়ি বকুলাবলিকার প্রবেশ।

বকুলা।—(ভয়-ব্যস্ত হইয়া) মহারাজ! ওখানে যাবেন না। ওখানে আঁকা-বাঁকা সাপের মত কি একটা দেখা যাচ্চে।

ইরা।—(সহসা রাজার নিকটে আসিয়া) দিনের বেলা সঙ্কেত-স্থানে এসে দুজনের মনোরথ নির্ব্বিঘ্নে পূর্ণ হয়েছে ত?

(ইরাবতীকে দেখিয়া সকলে ত্রস্ত-ব্যস্ত)

রাজা।—প্রিয়ে! এ যে তোমার অপূর্ব্ব অভিবাদন দেখ্‌চি!

ইরা।—বকুলাবলিকে! তোমার দূতিগিরি সফল হয়েচে তো?

বকুলা।—রাগ করবেন না রাণীঠাকরণ। আমি কি করেচি মহা-রাজকেই কেন জিজ্ঞাসা করুন না। ভেকের ডাক শুনে কি ইন্দ্র পৃথিবীতে জলবর্ষণে বিরত হন?

বিদূ।—তা নয়। দেখুন, আপনি যে তাঁর প্রণতি-অনুনয় অগ্রাহ্য করেছিলেন, মহারাজ আপনার দর্শনমাত্রে তাও বিস্মৃত হয়েছেন। কিন্তু দেবি আপনি তো এখনও প্রসন্ন হলেন না?

ইরা।—আমি রাগ করে'ই বা কি করব?

রাজা।—এই কথাই ঠিক্। অস্থানে রাগ করা তোমার উচিত নয়।

বিনা-হেতু বরতনু! কখন কি ক্ষণতরে
হয়েছ কুপিত?
পূর্ণিমা-রজনী ভিন্ন রাহু-গ্রাসে কভু হয়
শশাঙ্ক পতিত?

ইরা।—"অস্থানে" এ কথাটি ঠিক্ বলেছ। আমাদের ভাগ্য এখন

স্থানান্তরে গেছে। এখন যদি আমি রাগ করি, আমিই হাস্যাস্পদ হব।

রাজা।—তুমি অন্যরূপ ভাবচ, আমি কিন্তু সত্যই রাগের কোন হেতু দেখ্‌চি নে। কেন না ঃ—

অপরাধী হইলেও উৎসব-পার্ব্বণে
বদ্ধ রাখা অনুচিত কোন পরিজনে।
আমি তাই করিলে·গো তাদের মোচন,
প্রণাম করিতে মোরে আসিল দুজন॥

ইরা।—নিপুণিকে! তুই গিয়ে দেবীকে বল্, "আপনি যে পক্ষপাতী, আমার হৃদয়ে তা বিলক্ষণ ধারণা হয়েছে।"

নিপু।—আচ্ছা তাই বল্‌ব। (প্রস্থান)

বিদূ।—(স্বগত) কি বিপদ! ঘরের পোষা পায়রা বন্ধন·মুক্ত হয়ে শেষে কি না বিড়ালের সাম্‌নে এসে পড়ল?

নিপুণিকার প্রবেশ।

নিপু।—দেবি! হঠাৎ মাধবিকার সঙ্গে দেখা হওয়ায় সে বল্লে এই কারণে—(কর্ণে কথন)

ইরা।—(স্বগত) এখন সব বোঝা গেছে। বামুনের ফন্দী টের পাওয়া গেছে। (বিদূষককে দেখিয়া প্রকাশ্যে) কামশাস্ত্র-সচিব বামুনটারই এই নীতি·কৌশল।

বিদূ।—ওগো! যদি নীতিশাস্ত্রের এক অক্ষরও পাঠ করতে পারতেম, তা হলে আমি আর মহারাজের আশ্রয়ে আস্‌তেম না।

রাজা।—(চুপি চুপি) আঃ! এখন কি করে' এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়?

আবেগ-সহকারে জয়সেনার প্রবেশ।

জয়।—মহারাজ! কুমারী বসু-লক্ষ্মী খেল্‌তে খেল্‌তে গোলা ধরতে যাচ্ছিলেন, আর অমনি একটা বানর এসে তাঁকে তাড়া করে—তাতে তিনি বড়ই ভয় পেয়েছেন। দেবী কোলে নিয়েছেন, তবুও জ্ঞান হচ্চে না—নব পল্লব যেমন বাতাসে কাঁপ্‌তে থাকে—তেমনি থর্‌-থর্‌ করে' তিনি কাঁপচেন।

রাজা।—তা তো হতেই পারে। বালক বালিকারা সহজেই কাতর হয়ে পড়ে।

ইরা।—(আবেগ-সহকারে) মহারাজ! তুমি শীঘ্র গিয়ে তাকে সান্ত্বনা কর গে—ভয়-ত্রাসে তার পীড়া না বেড়ে ওঠে।

রাজা।—আমি এখনি গিয়ে তাকে সান্ত্বনা করচি। (সত্বর প্রস্থান)

বিদু।—সাবাস্‌ রে পিঙ্গল বানর সাবাস্‌! তোর স্বদলের লোক-টিকে তুই সময়-মত বেশ বাঁচিয়ে দিলি।

(রাজা বিদূষক ইরাবতী নিপুণিকা ও প্রতীহারীর প্রস্থান।)

মাল।—দেবীকে মনে করে' আমার হৃদয় কাঁপচে। এর পরে না জানি আমার ভাগ্যে কি আছে।

নেপথ্যে।—আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! সাধ দেবার পর পাঁচ রাত্রি যেতে না যেতেই রক্ত-অশোকে ফুল ধরেচে—যাই দেবীকে জানিয়ে আসি।

(শুনিয়া উভয়ের হর্ষ)

বকুলা।—সখী আশ্বস্ত হও। দেবী সত্য-প্রতিজ্ঞ—তাঁর প্রতিজ্ঞা কখনই লঙ্ঘন হবে না।

মাল।—আচ্ছা আমিও তবে প্রমদবনের মালিনীর পিছনে পিছনে সেইখানেই যাই।

(সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

পঞ্চম অঙ্ক।

দৃশ্য—রাজপথ।

মালিনী মধুকরিকার প্রবেশ।

মালি।—রক্ত-অশোককে সাধ দিয়ে তার গোড়ায় তো বেদী-কয় বাঁধা গেছে। দেবীর আদেশ-মত সব করা হয়েছে, এ কথা দেবীকে জানিয়ে আসি। মালবিকার উপর এখন দেখ্‌চি বিধাতার দয়া হয়েচে। মালবিকার উপর দেবীর রাগ হলেও, অশোকের এই সাধ দেবার কথা শুনে তিনি নিশ্চয়ই প্রসন্ন হবেন। না জানি এখন দেবী কোথায় আছেন। (দেখিয়া) দেবীর একজন কুব্জ ভৃত্য গালার-মোহর-দেওয়া পেটরা নিয়ে চতুঃশালা-ভবন থেকে বেরুচ্চে—আচ্ছা ওকেই জিজ্ঞাসা করা যাক্।

কুব্জের প্রবেশ।

মালিনী।—সারস! তুমি কোথায় যাচ্চ?

সার।—মধুকরিকে! ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের মাসিক নিত্য-দক্ষিণা পুরোহিত মহাশয়ের হাতে দিতে যাচ্চি।

মালি।—কিসের জন্য?

সার।—সেনাপতি যখন শুনলেন, মহারাজ-কুমার যজ্ঞের অশ্বরক্ষণে নিযুক্ত হয়েছেন, তখন কুমারের দীর্ঘায়ু কামনায় আট শত সুবর্ণের পরিমাণ দক্ষিণা ব্রাহ্মণদের দেবেন বোলে প্রতিশ্রুত হন।

মালি।—দেবী এখন কোথায়—কি করচেন?

সার।—দেবী মঙ্গল-গৃহে বোসে আছেন। বিদর্ভ দেশ হতে তাঁর ভ্রাতা বীরসেন যে পত্র পাঠিয়েছেন সেই পত্রখানি লিপিকর পড়চে আর তিনি শুনচেন।

মালি।—বিদর্ভ-রাজের বৃত্তান্ত কি ?

সার।—বীরসেন প্রভৃতি দণ্ডাধ্যক্ষেরা বিদর্ভ-রাজকে পরাজয় করে' মহারাজের অধীনে এনেচেন, আর তাঁর উত্তরাধিকারী মাধব-সেনকে মুক্ত করে', বহুমূল্য রত্ন-বাহন শিল্পি-কন্যা পরিজন প্রভৃতি উপহারের সহিত একজন দূতকে মহারাজের নিকট পাঠিয়েচেন। সেই দূত এখন মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর-বেন।

মধু।—যাও, তুমি এখন তোমার কাজ কর গে—আমিও দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাই। (প্রস্থান)

ইতি প্রবেশক।

দৃশ্য—প্রাসাদ।

প্রতীহারীর প্রবেশ।

প্রতী।—দেবী এখন অশোক গাছের সাধ দিতে ব্যস্ত। তিনি বল্লেন "মহারাজকে জানিয়ে এসো, আমি মহারাজের সহিত একত্রে অশোকের ফুলফোটা দেখব।" এখন মহারাজ ধর্ম্মাসনে বোসে বিচার করচেন—আমি ততক্ষণ অপেক্ষা করি।

(পরিক্রমণ)

নেপথ্যে।

বৈতালিক।—অহো! মহারাজ এখন সৈন্যের দ্বারা অরিদের মস্তক দলন করচেন।

প্রথম।—

বিদিশা-নদীর তীরে আছে যে উদ্যান
— আপনি অনঙ্গ যেন তথা অঙ্গবান।
হৃষ্ট হয়ে বন্দি-রূপ কোকিলের গানে,
আনিলে গো মহারাজ বসন্ত সেখানে।
ওহে বরপ্রদ! তব জয়-হস্তিগণ
বরদা-তীরের তরু করে উৎপাটন
কণ্ঠ ঘরষণে; আর, ছিল রিপু যত
সেই সঙ্গে তাহাদেরো মাথা হল নত॥

দ্বিতীয়।—

পরিঘ-বাহুতে করি' সবলে ধারণ,
রুক্মিণীরে বিষ্ণুদেব করেন হরণ।
আপনিও সৈন্য-বলে বিদর্ভ-পতিরে
পরাভবি' হরিলেন রাজশ্রী অচিরে।
সুর সূরী উভয়েই বীর-ভক্তি-বশে
কীর্ত্তন করিল গীতে উভয়েরি যশে।
উভয়েরি যশোগান-ছাইল চৌদিকে,
ব্যাপ্ত তাহা জনপদ "ক্রথকইসিকে"॥

প্রতী।—জয়ধ্বনি শুনে মনে হচ্চে, রাজা এই দিকেই আস্‌চেন—আমিও এখন সম্মুখ থেকে সরে' গিয়ে এই নিকটস্থ অলিন্দের তোরণ-দেশে যাই। (একান্তে অবস্থান)

বয়স্যের সহিত রাজার প্রবেশ।

রাজা।—

প্রেয়সীর সমাগম ভাবিয়া দুর্লভ,
আর শুনি' বিদর্ভ-রাজের পরাভব,
ধারা ও আতপাক্রান্ত সরোজের সম
সুখ দুঃখ এক সঙ্গে হৃদে আসে মম॥

বিদূ।—আমার মনে হয় আপনি খুবই সুখী হবেন।

রাজা।—কিরূপে?

বিদূ।—দেবী ধারিণী আজ বিদূষী কৌশিকীকে বল্লেন "আপনি ভাল সাজাতে পারেন বলে' সত্যই যদি আপনার মনে মনে গর্ব্ব থাকে, তা হলে মালবিকাকে বিবাহের সাজ পরিয়ে আমাকে দেখান দিকি।" তার পর, ভগবতী সেই কথা শুনে, খুব আমোদ করে' মালবিকাকে সাজিয়ে দিলেন। তাই বল্‌চি, দেবী আপনার মনস্কামনা পূর্ণ করলেও করতে পারেন।

রাজা।—সখা! দেবী ধারিণী আমার মন রক্ষা করে' পূর্ব্বে আমার সহিত বরাবর যেরূপ ব্যবহার করে এসেছেন, তাতে এ সম্ভব বলেই মনে হয়।

প্রতী।—(নিকটে গিয়া) মহারাজের জয় হোক্। দেবী নিবেদন করচেন "আমার ইচ্ছে হচ্চে, আমি মহারাজের সঙ্গে একত্রে রক্ত-অশোকের ফুল ফোটা দেখি।"

রাজা।—দেবী কি সেইখানে আছেন?

প্রতী।—হাঁ মহারাজ। আপনার অভ্যর্থনার জন্য, দেবী অন্তঃপুর ত্যাগ করে' মালবিকা প্রভৃতি পরিজনের সহিত সেইখানে আপনার প্রতীক্ষা করচেন।

রাজা।—(সহর্ষে বিদূষককে দেখিয়া) জয়সেনা! তুমি আগে আগে চল।

প্রতী।—এই দিকে মহারাজ এই দিকে।

(পরিক্রমণ)

দৃশ্য।—প্রমদ-বন

বিদূ।—(দেখিয়া) দেখুন মহারাজ, প্রমদ-বনে বসন্তের যৌবন যেন ক্রমে ফুরিয়ে আস্‌চে।

রাজা।—যা বল্লে সখা।

কুরুবক-ফুল যত
ইতস্তত বিকীর্ণ সম্মুখে,
ফল-ভারে নত হয়ে
সহকার পশে তার বুকে।
পরিণাম-অভিমুখী ঋতুর যৌবন
আকুল করিয়া তোলে আমার এ মন॥

বিদূ।—এই দেখুন, সেই রক্ত-অশোকটি কেমন কুসুম-স্তবকের পরিচ্ছদ পরিধান করে' আছে!

রাজা।—অশোক-তরুটিতে যে ফুল ফুট্‌তে বিলম্ব হচ্ছিল তা সে ভালই হয়েছে—কেন না, এখন দেখ্‌চি আবার তেমনি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করেচে। দেখ:—

বসন্তের সমাগমে সমস্ত অশোক-মাঝে
যে বিভব দিয়াছিল দেখা

—এবে সে কুসুম-রাশি, হইয়াছে সংক্রামিত
দোহদ-অশোকটিতে একা ॥

বিদূ।—আপনি এখন নিশ্চিন্ত থাকুন। দেখ্‌বেন আমরা নিকটে গেলেও, ধারিণী দেবী মালবিকাকে কাছে থাকৃতেই অনুমতি করবেন।

রাজা।—(সহর্ষে) সখা! দেখ দেখ—

অভ্যর্থনা করিবারে
উঠি দেবী আসেন এদিকে,
কোমল-কমল-কর
প্রেয়সীও আছেন সমীপে ;
মনে হয় রাজ-লক্ষ্মী
অনুসরে' দেবী ধরিত্রীকে ॥

মালবিকা পরিব্রাজিকা, পরিজন প্রভৃতির দ্বারা পরিবৃত হইয়া দেবী ধারিণীর প্রবেশ।

মাল।—(স্বগত) আমাকে দেবী আমোদ করে' অলঙ্কার দিয়ে কেন সাজালেন তার কারণ যদিও আমি জানি, তবু আমার হৃদয় যেন পদ্মপাতার জলের মত কাঁপ্‌চে। আর বাঁ চোখ্‌টাও ক্রমাগত নাচ্‌চে।

বিদূ।—দেখুন মহারাজ, বিবাহের বেশে মালবিকাকে কেমন সুন্দর দেখাচ্চে!

রাজা।—তাই তো দেখ্‌চি, আভরণ-অলঙ্কারে বেশ ওঁকে মানিয়েচে।

নাতিদীর্ঘ সুবসন, স্বল্প লঘু আভরণ,
সাজিয়াছে আহা কিবা মরি।

হিম-মুক্ত তারাদলে মৃদু-জ্যোৎস্না নভস্তলে
শোভে যেন চৈত্র-বিভাবরী ॥

ধারি।—(নিকটে আসিয়া) জয় হোক্ আর্য্যপুত্রের !

বিদূ।—দেবীর শ্রীবৃদ্ধি হোক্ !

পরিব্রা।—জয় হোক্ মহারাজের।

রাজা।—ভগবতি ! প্রণাম।

পরিব্রা।—তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হোক্।

দেবী।—(সস্মিত) এসো মহারাজ ! তরুণীজন-সহায় এই অশোক তরুটিকে আমরা তোমার সঙ্কেত-স্থান ঠিক্ করেছি।

বিদূ—দেখুন মহারাজ, দেবী আপনার সহবাস প্রার্থনা করচেন।

রাজা।—(সলজ্জভাবে অশোকের চারিদিকে পরিক্রমণ)

এই যে অশোক-তরু, বসন্ত-লক্ষ্মীর কথা
করি' হতাদর
রাখিল তোমার মান—ফুটাইয়া তব যত্নে
কুসুম-নিকর,
আদরের পাত্র তব, হবে সে যে—কি বিচিত্র
বল অতঃপর ॥

বিদূ।—মহারাজ ! বিশ্বস্ত-মনে এখন এই তরুণীকে দর্শন করুন।

ধারি।—কাকে ?

বিদূ।—এই রক্ত-অশোকের কুসুম-শোভাকে।

(সকলের উপবেশন)

রাজা।—(মালবিকাকে দেখিয়া স্বগত) কি কষ্ট ! আজ নিকটে থেকেও ছাড়াছাড়ি ?

আমি যেন চক্রবাক,
চক্রবাকী মোর প্রিয়তমা,
মিলন-নিষেধ-করী
ধারিণী সে বিভাবরী-সমা ॥

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চু।—জয় মহারাজের জয়! অমাত্য নিবেদন করচেন: "বিদর্ভরাজ উপঢৌকন-স্বরূপ যে দুইটি শিল্প-কারিকাকে পাঠিয়েছিলেন, পথশ্রমে তাদের শরীর কাতর থাকায়, মহারাজের সমীপে তখন তাদের আনা হয় নাই। এখন তারা মহারাজের দর্শন-যোগ্য হয়েছে। অতএব মহারাজের কি আদেশ হয়?"

রাজা।—তাদের নিয়ে এসো।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞা মহারাজ! (প্রস্থান করিয়া তাহাদিগের সহিত পুনঃ প্রবেশ) এই দিকে আসুন এই দিকে।

প্রথ।—(জনান্তিকে) দেখ্ রমণীরা! এই রাজবাড়িটি কি চমৎকার! এখানে প্রবেশ করে' আমার অন্তরাত্মা প্রসন্ন হল।

দ্বিতী।—জ্যোস্নিকা! আমারও তাই। এইরূপ লোক-প্রবাদ আছে—"হৃদয়ের অবস্থা ভাবী সুখ দুঃখ জানিয়ে দেয়।"

প্রথ।—এখন তাই যেন সত্যি হয়।

কঞ্চু।—ঐ দেখুন, দেবীর সহিত মহারাজ বসে আছেন। আপনারা নিকটে এগিয়ে যান।

(উভয়ের নিকটে গমন ও পরস্পরকে অবলোকন)

উভয়ে।—(প্রণিপাত করিয়া) মহারাজের জয় হোক্! দেবীর জয় হোক্!

রাজা।—এসো এসো—বোসো।

উভয়ে।—(উপবেশন)

রাজা।—তোমরা কোন্ কলাবিদ্যায় শিক্ষিতা ?

উভয়ে।—মহারাজ!—সঙ্গীতে।

রাজা।—দেবি! এই দুইজনের মধ্যে একজনকে তুমি নেও।

ধারি।—মালবিকে! এই দুই সঙ্গীত-সহচরীর মধ্যে কাকে তোমার অধিক নিপুণ বলে মনে হয় ?

উভয়ে।—(মালবিকাকে দেখিয়া) ওমা! এ যে আমাদের রাজকুমারী! রাজকুমারীর জয় হোক্! (প্রণিপাত করিয়া মালবিকার সহিত উভয়ের অশ্রুমোচন)

(সবিস্ময়ে সকলের অবলোকন)

রাজা।—তোমরাইবা কে ?—ইনিই বা কে ?

প্রথ।—ইনি আমাদের রাজকুমারী।

রাজা।—সে কেমন ?

উভয়ে।—শুনুন্ তবে মহারাজ। মহারাজের সেই বিজয়-সৈন্যের দ্বারা বিদর্ভনাথকে পরাজয় করে' মহারাজ যে কুমার মাধবসেনকে বন্ধন হতে মোচন করেন, তাঁরই কনিষ্ঠা ভগিনী এই মালবিকা।

ধারি।—কি ?—ইনি রাজ-কন্যা ? তবে তো দেখ্‌চি আমি চন্দনকে পাদুকা-রূপে ব্যবহার করে' দূষিত করেছি।

রাজা।—আচ্ছা, তোমার তবে এরূপ অবস্থা কি করে' হল ?

মাল।—(নিঃশ্বাস ফেলিয়া স্বগত) বিধির নিয়োগে।

দ্বিতী।—শুনুন মহারাজ! আমাদের রাজকুমার মাধবসেন নিজ জ্ঞাতির বশীভূত হলে পর, তাঁর অমাত্য সুমতি আমাদের মত পরিজনদের ত্যাগ করে’ গুপ্তভাবে রাজকুমারীকে নিয়ে আসেন।

রাজা।—এ কথা আমি পূর্ব্বে শুনেছিলেম। তার পর—তার পর?

দ্বিতীয়া।—মহারাজ! তার পর আমি আর কিছু জানি নে।

পরিব্রা।—তার পর কি হল, হতভাগিনী আমিই বল্‌চি শুনুন।

উভয়ে।—রাজকুমারি! এ যে কৌশিকী-ঠাকরণের গলার স্বর শুন্‌চি।

মাল।—হাঁ, তিনিই বটে।

উভয়ে।—সন্ন্যাসিনী-বেশে কৌশিকী-ঠাকরণকে বড়ই বিষণ্ণ দেখাচ্চে। ভগবতি! প্রণাম।

পরিব্রা।—কল্যাণ হোক্।

রাজা।—এঁরা কি তবে ভগবতীর আপনার লোক?

পরিব্রা।—হাঁ মহারাজ।

বিদু।—ভগবতি, এখন আপনিই তবে এঁর অবশিষ্ট বৃত্তান্তটা বলুন।

পরি।—(বিকলতার সহিত) আচ্ছা তবে শ্রবণ করুন। মাধব-সেনের সচিব সুমতি আমার অগ্রজ।

রাজা।—বুঝ্‌লেম। তার পর?

পরিব্রা।—তার পর, এঁর ভ্রাতার সেইরূপ অবস্থা ঘট্‌লে, অমাত্য সুমতি আপনার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের আশায় আমাকে আর এঁকে সেখান থেকে নিয়ে চলে এলেন। আস্‌তে আস্‌তে পথে এক বণিক-সম্প্রদায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় তাদের দলে আমি ঢুকে পড়লেম।

রাজা।—তার পর—তার পর?

পরি।—তার পর, একটা অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করে’ পথশ্রান্ত বণিকেরা বিশ্রামে প্রবৃত্ত হল।

রাজা।—তার পর—তার পর ?

পরি।—তার পর,

তূণ-পট্ট দৃঢ়বদ্ধ বাহুমধ্য দিয়া,
আকর্ণ শিখীর পুচ্ছ রয়েছে ঝুলিয়া,
—দুর্ধর্ষ ধনুর্ধারী হেন সৈন্যগণ
আবির্ভূত হল তথা করিয়া গর্জ্জন॥

মাল।—(ভীতা)

বিদূ।—আপনি ভয় পাবেন না। উনি অতীত ঘটনার কথা বল্‌চেন।

রাজা।—তার পর, তার পর ?

পরি।—তার পর, সেই বণিক-সম্প্রদায়ের লোকেরা কিছুক্ষণ যুদ্ধ করে’ সেই দস্যুদের কাছে পরাজিত হয়ে শেষে পলায়ন করলে।

রাজা।—ভগবতী! এখন যা শুন্‌তে হবে তা বোধ হয় অত্যন্ত কষ্টকর।

পরি।—তার পর,—

অপমান-ক্ষুণ্ণ ইনি, দুষ্কুল হইতে এঁরে
করিতে উদ্ধার
প্রভুভক্ত ভাই মোর, প্রাণ দিয়া শুধিলেন
প্রভু-ঋণ-ধার॥

প্রথ।—আহা আহা! সুমতি তাহলে নিহত হয়েছেন।

দ্বিতী।—তার পর, আমাদের রাজকুমারীর তো এই অবস্থা।

পরি।—(অশ্রু-মোচন)

কঞ্চু।—মহারাজ! আমি এখনি গিয়ে অমাত্য ও সভাসদ্‌দের এই আদেশ জানিয়ে আসি।

রাজা।—(অঙ্গুলি-সঙ্কেতে অনুমতি প্রদান)

(কঞ্চুকীর প্রস্থান)

প্রণ।—(জনান্তিকে) রাজকুমারি! কি সৌভাগ্য! আজ আমাদের রাজকুমার অর্দ্ধ-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হবেন।

মাল।—এই আমাদের ঢের যে তাঁর প্রাণরক্ষা হয়েচে।

কঞ্চুকীর পুনঃ প্রবেশ।

কঞ্চু।—মহারাজের জয়! অমাত্য মহারাজের নিকট এই নিবেদন করচেন যে "মহারাজের এই বুদ্ধিটি অতীব কল্যাণময়ী। মন্ত্রি-পরিষদেরও এই অভিপ্রায়।"

দুই ভাগে সংবিভক্তা
রাজশ্রীকে করিয়া বহন
—রথ ভার-বহনেচ্ছু
দুটি অশ্ব রথের যেমন—
পরস্পর-আক্রমণে
উভে হয়ে নির্ব্বিকার-চিত
পালিয়া নৃপতি-আজ্ঞা
উভে হেথা হোন্ অবস্থিত॥

রাজা।—আচ্ছা, তবে মন্ত্রি-পরিষদ্‌কে গিয়ে বল, সেনাপতি বীরসেনকে এইরূপ পত্র লিখে যেন এই অনুষ্ঠানের উদ্যোগ করা হয়।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

(প্রস্থান করিয়া সপ্রাবরণ পত্র-হস্তে পুনঃ প্রবেশ পূর্ব্বক) মহারাজের আদেশ সর্ব্বতোভাবে পালিত হয়েচে। এখন আবার মহারাজের সেনাপতি পুষ্পমিত্রের কাছ থেকে সপ্রাবরণ পত্র পাওয়া গেল। এই দেখুন মহারাজ।

রাজা।—(উঠিয়া উপচার ও সপ্রাবরণ পত্রখানি শিরোধার্য্য করিয়া পরিজনের হস্তে অর্পণ)

পরি।—(পত্র উদ্‌ঘাটন)

ধারি।—আহা! আমার হৃদয় যেন তার দিকেই উন্মুখ হয়ে আছে। গুরুজনের কুশলাদি শুনে তার পর বসুমিত্রের বৃত্তান্ত সব শুন্‌তে হবে। আমার পুত্রটি তো এখন সেনাপতি-পদের গুরুভার বহন কচ্চে।

রাজা।—(উপবেশন করিয়া পত্র-পাঠ শ্রবণ)

"স্বস্তি!

যজ্ঞশালা হইতে সেনাপতি পুষ্পমিত্র বিদিশানগরীস্থিত আয়ুষ্মান্ পুত্র অগ্নিমিত্রকে সস্নেহে আলিঙ্গন পূর্ব্বক এই কথা জানাইতেছে, সুবিদিত হউক:—আমি রাজসূয়যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া একশত রাজপুত্র-পরিবৃত কুমার বসুমিত্রকে রক্ষক রূপে নির্দ্দিষ্ট করত—এক বৎসরের মধ্যে প্রত্যাগমন করিতে হইবে এই বলিয়া—যে বন্ধন-মুক্ত অশ্বটিকে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, সেই যজ্ঞ-অশ্বটি সিন্ধুনদের দক্ষিণ কুলে বিচরণ করিতেছিল, এমন সময়ে যবনদিগের অশ্ব-সৈন্য আসিয়া তাকে ধৃত করে। তাহাতে উভয় সৈন্যে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয়।"

ধারিণী।—(বিষণ্ণ)

রাজা।—কি! এইরূপ ঘটনা হয়েছে? (পুনর্ব্বার পত্র পাঠ করিতে বলিয়া)

পরি।—"তার পর :—

ধনুর্দ্ধারী বসুমিত্র
যুদ্ধে করি পরাভব শত্রু-সমুদায়ে
বাহুবল প্রকাশিয়া
লজ্জিত সে অশ্বরাজে আনিল ফিরায়ে॥"

ধারি।—এই কথা শুনে এখন আমার হৃদয় আশ্বাসিত হল।

রাজা।—(পত্রের অবশিষ্ট অংশ পাঠ করিতে বলিয়া)

"সগর যেমন নিজ পৌত্র অংশুমান কর্ত্তৃক প্রত্যাহৃত অশ্ব দ্বারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন আমিও সেইরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব। অতএব আপনি বিগত-রোষ-চিত্ত হইয়া বধূগণের সহিত অবিলম্বে যজ্ঞ-দর্শনার্থ আগমন করিবেন।"

রাজা।—অনুগৃহীত হলেম।

পরিব্রা।—কি সৌভাগ্য! আপনারা দম্পতী-দ্বয় এখন পুত্রের বিজয়-সংবাদে সুখী হচ্চেন। (দেবীকে দেখিয়া)

মহারাজ পতি তব, শ্লাঘ্য বীর-পত্নী-মাঝে
সর্ব্ব-অগ্রে তোমারে গো করিলা স্থাপন।
শত্রুজয়ী পুত্র হতে, "বীর-প্রসূ" এই শব্দ
তুমি দেবি এবে দেখ করিলে অর্জ্জন॥

ধারি।—ভগবতি! বৎস বসুমিত্র যে, সকল বিষয়েই আপনার পিতার অনুরূপ হয়েচে এতে আমি পরিতুষ্ট হয়েচি।

রাজা।—দেখ মৌদ্গল্য! হস্তি-শাবক যূথপতি মাতঙ্গেরই অনুকরণ করেছে।

কঞ্চু।—মহারাজ !

অগ্নি দহে জল-রাশি
—নহে সে তো বিস্ময়-ব্যাপার ;
মহাতেজা "ঔর্ব্ব" হতে
যেহেতু গো জনম তাহার।
তাই বলি, এ বীরত্বে
কিছুমাত্র নহি গো বিস্মিত
যে উচ্চ কুলেতে জন্ম
—এ বীরত্ব তারি সমুচিত॥

রাজা।—মৌদ্‌গল্য ! যজ্ঞসেনের শ্যালক প্রভৃতি সমস্ত কারাবাসীদের মুক্ত করে' দেও।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

(প্রস্থান)

ধারি।—দেখ জয়সেনা ! ইরাবতী প্রভৃতি অন্তঃপুরবাসিনীদের নিকট পুত্রের এই বিজয়-সংবাদ জানিয়ে এসো।

প্রতী।—যে আজ্ঞে।

(প্রতীহারীর প্রস্থান)

ধারি।—আর শোনো।

প্রতী।—(ফিরিয়া আসিয়া) আজ্ঞা করুন।

ধারি।—(জনান্তিকে) আমার নাম করে' ইরাবতীকে বল্‌বে, মালবিকার উচ্চকুলে জন্ম। আর আমি, তার প্রতি অশোকফুল ফোটাবার ভার দেবার সময়, তার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেম, তার যেন কোনরূপ অন্যথা না হয়।

প্রতী।—যে আজ্ঞা দেবি। (প্রস্থান করিয়া পুনঃ প্রবেশ) দেবি !

পুত্রের বিজয়-সংবাদ শোন্‌বা মাত্র, অন্তঃপুরের রাণীরা আমাকে পুরস্কার স্বরূপ এত আভরণ দিলেন যে আমার মনে হচ্চে যেন আমি অলঙ্কারের একটা সিন্দুক হয়ে পড়েচি।

ধারি।—এতে আর আশ্চর্য্য কি? এতো অন্তঃপুরের সকলেরই সাধারণ সৌভাগ্য।

প্রতী।—(জনান্তিকে) দেবি! ইরাবতী এই কথা বল্‌তে বল্লেন: "এ কথা আপনারি উপযুক্ত। পূর্ব্বে আপনি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তার অন্যথা করা কিছুতেই কর্ত্তব্য নয়।"

ধারি।—ভগবতি! পূর্ব্বে আর্য্য সুমতি যে মালবিকাকে মহারাজের হস্তে সমর্পণ করতে ইচ্ছুক হয়েছিলেন, এখন সেই বিষয়ে আপনার সম্মতি প্রার্থনা করচি।

পরিব্রা।—সে বিষয়ের আপনিই তো এখন প্রভু।

ধারি।—(মালবিকার হস্ত ধরিয়া) মহারাজ! এই প্রিয় সংবাদের পারিতোষিক-স্বরূপ এই মালবিকাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করচি—গ্রহণ কর।

রাজা।—(লজ্জার ভাব প্রকাশ)

ধারি।—(সস্মিত) মহারাজ! কি স্থির করলে?

বিদূ।—দেবি! সর্ব্বত্রই এই লোক-প্রবাদ প্রচলিত যে, নূতন বর মাত্রেই লজ্জাতুর হয়ে থাকে।

রাজা।—(বিদূষকের প্রতি অবলোকন)

বিদূ।—যখন দেবী স্বয়ংই ভালবেসে মালবিকাকে দেবী-পদ প্রদান করলেন, তখন আপনি এঁকে স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করুন।

ধারি।—এই রাজকুমারীকে পূর্ব্বেই এঁর গুরুজনেরা দেবী-পদ প্রদান করেছেন। তবে আর পুনরুক্তির প্রয়োজন কি?

পরিব্রা।—না না—সে কথা না।

যদিও মণির ন্যায়, সদা ইনি আমাদের
আনন্দ-দায়িনী
—উচ্চকুল-সমুদ্ভবা—সেই হেতু সকলের
কুল-শিরোমণি,
তবু শোনো হে কল্যাণি! মণিতে কাঞ্চন-যোগ
যোগ্য বোলে গণি।

ধারি।—ভগবতি! ক্ষমা করুন, এই আনন্দে মত্ত হয়ে, অবগুণ্ঠন-বস্ত্রের কথাটা আমার মনে হয় নি। জয়সেনা! শীঘ্র গিয়ে ধোয়া কৌষেয় বস্ত্রটি নিয়ে এসো।

প্রতী।—যে আজ্ঞা দেবি। (প্রস্থান করিয়া ধোয়া কৌষেয় বস্ত্র লইয়া প্রবেশ) দেবি! এই নিন্।

ধারি।—(মালবিকাকে অবগুণ্ঠণবতী করিয়া) মহারাজ! এইবার এঁকে গ্রহণ কর।

রাজা।—আমরা তো চিরদিনই তোমার শাসনে নিরুত্তর।

পরিব্রা।—এই যে, মহারাজ মালবিকাকে গ্রহণ করেছেন।

বিদূ।—ওহো হো! দেবী ধারিণীর কি উদারতা!

ধারি।—(পরিজনের প্রতি অবলোকন)

পরিব্রা।—(মালবিকার নিকটে আসিয়া) জয় হোক্ ঠাকুরাণী!

ধারি।—(পরিব্রাজিকাকে নিরীক্ষণ)

পরিব্রা।—দেবি! তোমাতে এটি বিচিত্র নয়। কেন না:—

সপত্নী থাকেও যদি, তবু করে পতি-সেবা
ভর্ত্তৃ-বৎসলা সতী সপত্নী সহিতে;

সমুদ্রগামিনী নদী, সাগরে মিলায় যথা
সঙ্গে লয়ে শত শত অপর সরিতে॥

নিপুণিকার প্রবেশ।

নিপু।--মহারাজের জয় হোক্। রাণী ইরাবতী আমাকে এই কথা বল্‌তে বল্লেন ঃ—যদিও আমি শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন করে' মহারাজের নিকট অপরাধিনী হয়েচি, তবু আমার সে অপরাধ স্বামীর কাছেই। তিনি আমার প্রভু—আমার স্বামী--চিরকাল আমি স্বামীর অভিপ্রায় অনুসারেই চলেচি। এখন মহারাজের মনস্কামনা পূর্ণ হয়েচে। এখন তিনি সুপ্রসন্ন হয়ে সমান ভাবে আমারও যেন মানরক্ষা করেন এই আমার প্রার্থনা।

ধারি।—নিপুণিকে! ইরাবতীকে বোলো, তিনি যা বলে' পাঠিয়েছেন মহারাজ তাই করবেন।

নিপু।—যে আজ্ঞে দেবি।

(প্রস্থান)

পরিব্রা।—মহারাজ! আপনার সহিত সম্বন্ধ বন্ধনে মাধবসেন এখন চরিতার্থ হয়েচেন—আমার এখন এই ইচ্ছে, এই উপলক্ষে তাঁকে আমার সম্মান-সম্ভাষণ দিয়ে আসি। এখন মহারাজের যদি অনুমতি হয়—

ধারি।—ভগবতি! আমাদের ছেড়ে যাওয়া আপনার উচিত হয় না।

রাজা।—ভগবতি! আমাদের পত্রাদিতে আপনার নাম উল্লেখ করে' মাধবসেনকে আপনার সম্মান-সম্ভাষণ প্রভৃতি আমরাই জানাব।

পরিব্রা।—এই পরাধীন ব্যক্তি আপনাদের উভয়েরই স্নেহের পাত্র।

ধারিণী।—মহারাজ আজ্ঞা কর, এর পর তোমার আর কি প্রিয় কাজ করতে পারি।

রাজা।—এর চেয়ে প্রিয় আর কি হতে পারে? এখন এইমাত্র প্রার্থনা :—

তুমি দেবি নিত্য যেন
সুপ্রসন্না থাকো মোর পরে
—এই শুধু চাহি আমি
যেহেতু, সপত্নী আছে ঘরে।
থাকিতে এ অগ্নিমিত্র
প্রজাদের সুরক্ষক প্রভু,
অতি বৃষ্টি অনাবৃষ্টি
উপদ্রব ঘটিবে না কভু॥

(সকলের প্রস্থান)

সমাপ্ত।

উত্তর-চরিত।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
অনুবাদিত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের দ্বারা মুদ্রিত ও
প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭ সাল।

মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা।

শুদ্ধি-পত্র।

২৯ পৃষ্ঠার শেষভাগে "সাজন" ইহার স্থলে "সাধুজন" হইবে।

৬৯ পৃষ্ঠায়, "কার করস্পর্শে . পুন অকস্মাৎ হইনু জীবিত" ইহার স্থলে "কার করস্পর্শে পুন হইনু জীবিত' হইবে।

৮৫ পৃষ্ঠায় "হা আমি বড় নিষ্ঠুর হইয়াছি" ইহার পূর্ব্বে "জনক।—" হইবে।

উত্তর-চরিত।

প্রস্তাবনা।

নান্দী।

বাল্মীকি আদিগুরু
যাঁ হতে ছন্দের সুরু
প্রণমিয়া তাঁর পদে এ মোর মিনতি
যেন দেবী বাগ্বাদিনী
ব্রহ্ম-অংশ সনাতনী
বিতরেন আমা পরে কৃপা এক রতি ॥

সূত্রধার।—বাহুল্য কথায় প্রয়োজন নাই। অদ্য ভগবান কাল-প্রিয়নাথের মহোৎসব। অতএব আমি সভাস্থ তাবৎ গণ্য মান্য মহোদয়দের নিবেদন করচি, আপনারা সকলে অবধান করুন। অসাধারণ কবিত্বগুণে বাগ্দেবী যাঁর কণ্ঠে নিয়ত বাস করেন, সেই শ্রীকণ্ঠপদ-উপাধিধারী, শব্দ-বিদ্যা-পারদর্শী, জাতুকর্ণীতনয়, কশ্যপ-গোত্র-সম্ভূত মহাকবির নাম ভবভূতি।

বাগ্দেবী যে দ্বিজের হয়ে আজ্ঞাকারী
সতত সেবায় রত যেন বশ্যা নারী
তাঁহারই প্রণীত এই উত্তর-চরিত
আজি এই রঙ্গভূমে হবে অভিনীত ॥

আমি অভিনয়ের অনুরোধে, রামচন্দ্রের সমকালিক একজন অযোধ্যাবাসী সেজে এখানে উপস্থিত হয়েছি। (চারিদিক অবলোকন করিয়া) ওহে পুরবাসিগণ! শোনোদিকি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি;—রাবণ-কুলের যিনি প্রলয়-ধূমকেতু, সেই রাজা রামচন্দ্রের এই অভিষেক-সময়; এখন দেখ, আনন্দ-নান্দী চতুর্দ্দিকে দিবারাত্রি ধ্বনিত হচ্চে, তবে আজ এই সকল অঙ্গনভূমিতে নটদের গীত-বাদ্য শোনা যাচ্চে না কেন বল দিকি?

নটের প্রবেশ।

নট।—মহারাজের অভিষেক হবে শুনে, অভিনন্দনের জন্য, লঙ্কা-সমর-সহায় যে সকল বানর ও রাক্ষস এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং দিগ্‌দিগন্ত পবিত্র করে' যে সকল ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষি নানা দেশ হতে সমাগত হয়েছিলেন, মহারাজের নিকট তাঁরা আজ বিদায় নিয়ে স্বস্ব গৃহে ফিরে গেলেন। এঁদেরই অভ্যর্থনার জন্য এত দিন পর্য্যন্ত উৎসব হচ্চিল। আবার সম্প্রতি

অরুন্ধতি বশিষ্ঠের সঙ্গে মাতৃগণ
যজ্ঞ-নিমন্ত্রণে গেলা জামাতৃ-ভবন॥

সূত্রধার।—হাঁ তাই বটে।

নট।—আমি বিদেশী লোক, এখানকার কাহাকেও চিনি না, রাজ-মাতাদের জামাতা আবার কে বলুন দিকি?

সূত্রধার।—

মহারাজা দশরথ
শান্তা নামে দুহিতারে লোমপাদে করেন অর্পণ।
লোমপাদ নৃপবর
পালিতা তনয়ারূপে কন্যাটিরে করেন পালন॥

তার পর, বিভাণ্ডক-পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ তাঁকে বিবাহ করেন। সেই ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিই দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞ আরম্ভ করেছেন। যদিও বধূমাতা জানকী এখন পূর্ণগর্ভা, তবু তাঁকে গৃহে রেখে অন্তঃপুরের গুরু-জনেরা নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য জামাতার আশ্রমে যাত্রা করেছেন। তা, সে যাই হোক্, আমাদের জাতি-ব্যবসা রাজার স্তুতিবাদ করা, তা এখন চল, সেই কাজে আমরা রাজদ্বারে উপস্থিত হইগে।

নট।—আচ্ছা মহাশয়, রাজার সমক্ষে পাঠ করা যেতে পারে এমন একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর স্তুতিবাদ-পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করে' দিন দিকি।

সূত্রধার।—দেখ নটবর, তোমরা কোন আশঙ্কা কোরো না।

যথারুচি কথা রচি' কোরো স্তুতিগান
লোক-বাক্যে কিছুমাত্র দিওনাকো কাণ।
দোষ-শূন্য যত কেন হোক্ না রচনা
তবু দোষ-দর্শী করে দোষের সূচনা।
যতই বিশুদ্ধ হোক্ স্ত্রীজন-চরিত,
তবুও দুর্জন করে দোষ উদ্ভাবিত॥

নট।—মশায়, দুর্জন বল্লে যথেষ্ট হয় না; ওরূপ লোককে অতিদুর্জন বলাই উচিত। কেন না,

এমন যে সীতাদেবী তারও প্রতি লোক
কত মন্দ কথা বলি' করে দোষারোপ।
বলে—"করেছিল সীতা রক্ষ-গৃহে বাস
অগ্নিশুদ্ধি হইলেও নাহিক বিশ্বাস"॥

সূত্রধার।—এই জনরবের কথা যদি মহারাজ আবার শুনতে পান্ তাহলে মহা বিপদ উপস্থিত হবে।

নট।—দেবতা ও ঋষিগণ সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল করবেন—তাঁরাই এই বিপদ নিবারণ করবেন। (পরিক্রমণ করিয়া) ওহে তোমরা বল্‌তে পার, মহারাজ এখন কোথায়? (কর্ণপাত করিয়া) ও! লোকে এই কথা বল্‌চেঃ—

অভিনন্দনের তরে জনক ভূপতি
কিছুদিন হেথা আসি' করেন বসতি।
উৎসব-সময় হেথা করিয়া যাপন
আজ তিনি স্বনগরে করিলা গমন।
তাই সীতাদেবী আজ অতীব বিমনা।
রাজা রামচন্দ্র তাঁরে করিতে সান্ত্বনা
ধর্ম্মাসন তেয়াগিয়া, ছাড়ি' সর্ব্বকাজ
প্রবেশিলা এইমাত্র অন্তঃপুর-মাঝ॥

(সকলের প্রস্থান।)

ইতি প্রস্তাবনা।

প্রথমাঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

রাজ-অন্তঃপুর ।

রাম ও সীতা আসীন ।

রাম ।—দেবি বৈদেহি ! শান্ত হও । গুরুজনেরা আমাদের ছেড়ে কখনই চিরকাল থাকৃতে পারবেন না । তবে কি না

অগ্নিহোত্রী গৃহস্থের
কত কর্ম্ম আছে দিবারাত
গৃহ ছাড়ি থাকিলে যে
হয় তাহে বিষম ব্যাঘাত ।
তাই তাঁরা হেথা হতে
করেছেন স্বগৃহে গমন
পাছে কোন ত্রুটি হয়
অনুষ্ঠিতে গৃহস্থ ধরম ॥

সীতা ।—তা জানি নাথ, তবু কি জানি কেন, আত্মীয় জনের সঙ্গে বিচ্ছেদ হলেই মনে কেমন একটা বিষম কষ্ট উপস্থিত হয় ।

রাম ।—সে কথা সত্য । এই গুলিই সংসারের মর্ম্মভেদী কষ্ট । আর এই জন্যই মনীষীরা সংসারে বিরক্ত হয়ে সর্ব্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগ করে' অরণ্যে গিয়ে বিশ্রাম করেন ।

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চুকী।—রামভদ্র! (অর্দ্ধোক্তি করিয়া সভয়ে) মহারাজ!

রাম।—(সস্মিত) দেখ তুমি পিতার পুরাতন ভৃত্য, রামভদ্র বলে' আমাকে সম্বোধন করাই তোমার মুখে শোভা পায়। যে নামে ডাকা তোমার চিরকালের অভ্যাস, সেই নামেই তুমি আমাকে ডেকো। কিছুমাত্র সঙ্কোচ কোরো না।

কঞ্চুকী।—ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম থেকে অষ্টাবক্র এসেছেন।

সীতা।—(কঞ্চুকীর প্রতি) আর্য্য! তবে তাঁর আস্‌তে বিলম্ব হচ্চে কেন?

রাম।—শীঘ্র তাঁকে নিয়ে এসো।

কঞ্চুকী।—(প্রস্থান)

অষ্টাবক্রের প্রবেশ।

অষ্টাবক্র।—কল্যাণ হোক!

রাম।—প্রণাম করি। এইখানে বসুন।

সীতা।—প্রণাম। আমার গুরুজনেরা সকলে ভাল আছেন? আর্য্যা শান্তা ভাল আছেন?

রাম।—সোমরসপায়ী আমার ভগিনীপতি ঋষ্যশৃঙ্গ ভাল আছেন? আর্য্যা শান্তার মঙ্গল?

সীতা।—আমাদের কি তাঁর মনে পড়ে?

অষ্টাবক্র।—(উপবেশন করিয়া) হাঁ, তিনি তোমাদের সর্ব্বদাই মনে করেন।

(সীতার প্রতি) ভগবান বশিষ্ঠদেব তাঁর নাম করে' এই কথা তোমাকে বল্‌তে আমায় আদেশ করেছেন যে

ভগবতী বসুন্ধরা তোমার জননী,
প্রজাপতি সমান জনক তব পিতা,
যে কুলের কুলবধূ তুমিগো নন্দিনি,
সে কুলের কুলগুরু আমি ও সবিতা॥

অতএব, অন্য আর কি আশীর্ব্বাদ করব, আশীর্ব্বাদ করি, তুমি বীরপ্রসবিনী হও!

রাম।—অনুগৃহীত হলেম।

গৃহাশ্রমী সজ্জনের
বাক্য যায় অর্থ সাথে সাথে।
পুরাতন ঋষিদের
অর্থ ধায় বাক্যের পশ্চাতে॥

অষ্টাবক্র।—ভগবতী অরুন্ধতী, শান্তা এবং অন্যান্য দেবীগণ আপনার প্রতি বারম্বার এই আদেশ করেছেন, গর্ভাবস্থায় সীতা দেবীর মনে যে কোন অভিলাষ হবে তৎক্ষণাৎ যেন তা পূর্ণ করা হয়।

রাম।—উনি যখনই যা বলেন, তখনি তা করা হয়।

অষ্টাবক্র।—আর দেবীর ননন্দা-পতি ঋষ্যশৃঙ্গ এই কথা এঁকে বল্‌তে বলেছেন :—"বাছা পূর্ণগর্ভা বলেই আমি তোমাকে এখানে আনিনি। আর, বৎস রামচন্দ্রকেও তোমার চিত্তবিনোদনের নিমিত্তই সেখানে রাখা গেছে। তা, কিছুদিন পরে, একেবারে পুত্রকোলে নিয়ে তুমি এইখানে আস্‌বে, আমরা দেখ্‌ব।

রাম।—(সহর্ষ সলজ্জ সস্মিত) তাই হবে। ভগবান বশিষ্ঠদেব আমার প্রতি কি কিছু আদেশ করেন নি ?

অষ্টাবক্র।—শুনুন। তিনি আপনাকে এই কথা বল্‌তে বলেছেন।—

জামাতৃ-যজ্ঞেতে মোরা বদ্ধ আছি সবে,
তরুণ বালক তুমি, নব তব রাজ্য ;
প্রজানুরঞ্জনে সদা তৎপর হবে,
পাবে যশ—রঘুকুল-পরম-ঐশ্বর্য্য।

রাম।—ভগবান বশিষ্ঠদেবের আদেশ শিরোধার্য্য।

স্নেহ দয়া আত্মসুখ, এমন কি, প্রাণের সীতায়
অক্লেশে ত্যজিতে পারি তুষিবারে সকল প্রজায়॥

সীতা।—নাথ এই জন্যই লোকে তোমাকে রাঘব-ধুরন্ধর বলে।

রাম।—কে আছ, মহর্ষি অষ্টাবক্রের বিশ্রামের আয়োজন করে' দেও।

অষ্টাবক্র।—(উঠিয়া পরিক্রমণ) এই যে কুমার লক্ষ্মণ আস্‌চেন।

(অষ্টাবক্রের প্রস্থান)

লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ।—আর্য্যের জয় হোক্‌! সেই চিত্রকর আমাদের আদেশমত এই চিত্রপটে আপনার কার্য্যগুলি সমস্ত চিত্র করেছে—এই দেখুন।

রাম।—ভাই লক্ষ্মণ, কি উপায়ে সীতাদেবীর মনঃকষ্ট নিবারণ করতে হয় তা তুমিই ভাল জান। তা, এতে কোন্‌ পর্য্যন্ত চিত্রিত হয়েছে ?

লক্ষ্মণ।—দেবীর অগ্নিশুদ্ধি পর্য্যন্ত।

রাম।—

পবিত্র উৎপত্তি যার
কিবা কাজ অপর পাবনে!
কে শুদ্ধ করিতে পারে
তীর্থ জল আর হুতাশনে?

দেবি! অগ্নিপরীক্ষার কথা মনে করে' আমার প্রতি আর অপ্রসন্ন হয়ো না। হায়! আমারই অবিবেচনা-দোষে দেখ্‌ছি তোমার এই অপবাদটি যাবজ্জীবন স্থায়ী হতে চল্ল। দেবি, পবিত্র যজ্ঞভূমিতে তোমার উৎপত্তি, তোমার বিশুদ্ধ চরিত্রে কি কারও সন্দেহ হতে পারে? তবে কি না

কুলকীর্ত্তি রক্ষা হেতু কুলমানী জন
কষ্ট হইলে-ও করে লোকানুরঞ্জন।
তারি লাগি মন্দ কথা বলেছি তোমায়
তুমি তার নহ যোগ্য—ক্ষম গো আমায়।

শিরে-ই সুরভিপুষ্প রাখা স্বাভাবিক
এ কথা প্রসিদ্ধ আছে সর্ব্বলোক মাঝে।
চরণে দলিত করা নহে কভু ঠিক্,
এ হীনতা কিছুতেই তারে নাহি সাজে॥

সীতা।—সে যা হবার তা হয়েছে, ও কথায় আর কাজ নেই। এসো এখন চিত্রগুলি দেখা যাক্। (উত্থান করিয়া পরিক্রমণ।)

২

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উদ্যান-মণ্ডপ।

লক্ষ্মণ।—এই সেই চিত্রপট।

সীতা।—(নিরীক্ষণ করিয়া) উপরে ঘেঁসাঘেঁসি হয়ে কে ওরা আর্য্যপুত্রকে স্তব করচে ?

লক্ষ্মণ।—ওগুলি সেই মন্ত্রপূত জৃম্ভক নামে দিব্য অস্ত্র। অস্ত্রগুলি প্রথমে বিশ্বামিত্র কৃশাশ্বের কাছ থেকে পান—তার পর তিনিই আবার তাড়কা বধের সময় আর্য্যকে প্রসাদ স্বরূপ দান করেন।

রাম।—দেবি, এই দিব্যাস্ত্রগুলিকে প্রণাম কর।

ব্রহ্মা আদি পূর্ব্বগুরু বেদরক্ষাতরে
বহুকাল তপ করি', পাইলেন পরে
এই সব দিব্য অস্ত্র, তপতেজোময়
—তপস্যা-প্রত্যক্ষ-ফল এই সমুদয়॥

সীতা।—এঁদের নমস্কার।

রাম।—দেখ দেবি, এই অস্ত্রগুলি পরে তোমার পুত্রেতে গিয়ে বর্ত্তাবে।

সীতা।—অনুগৃহীত হলেম।

লক্ষ্মণ।—এই দেখ আর্য্যে, মিথিলা-বৃত্তান্ত এইখানে চিত্রিত হয়েছে।

সীতা।—ওমা তাই তো। উনি যে সময় অবলীলাক্রমে হরধনুর্ভঙ্গ করেছিলেন, এ যে সেই সময়কার চিত্র দেখ্‌ছি। নবপ্রস্ফুটিত নীলপদ্মের মত কেমন শ্যামল বর্ণ—দেহটি কেমন সুন্দর, কোমল হৃষ্টপুষ্ট—আর, কাকপক্ষ থাকার দরুন মুখের কেমন

শোভা হয়েছে। আবার পিতা আর্য্যপুত্রের সৌম্য মুখশ্রী বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে একদৃষ্টে দেখ্‌ছেন।

লক্ষ্মণ।—আর্য্যে! দেখ দেখ—

বশিষ্ঠাদি কুটুম্বেরে, পিতা তব করিছেন সেবা সমুচিত
রয়েছেন সঙ্গে তাঁর শতানন্দ ঋষি নিজ কুল-পুরোহিত॥

রাম।—এই চিত্রটি দ্রষ্টব্য বটে।

জনক রঘুর কুলে এ সম্বন্ধ কার্ নহে প্রিয়
দাতা ও গৃহীতা যেথা বিশ্বামিত্র ঋষি পূজনীয়।

সীতা।—এই তোমরা চার ভাই, গোদানাদি মাঙ্গল্য কর্ম্ম সমাধা করে' বিবাহে দীক্ষিত হয়েছ। কি আশ্চর্য্য! মনে হচ্চে, যেন সেই সময়ে ও সেই স্থানে এখনই আমি উপস্থিত।

রাম।—

তাই বটে প্রিয়ে, মনে হতেছে আমার,
ফিরে যেন সে সময় আসিল আবার
যবে শতানন্দ ঋষি লয়ে পাণি তব
(কঙ্কণ-ভূষিত কিবা–সাক্ষাৎ উৎসব)
সঁপিলেন সযতনে আমার এ করে,
নিরখি প্রত্যক্ষ যেন এবে চিত্র পরে॥

লক্ষ্মণ।—আর্য্যে! এইটি তোমার ছবি—এইটি আর্য্যা মাণ্ডবীর, আর এইটি বধূমাতা শ্রুতকীর্ত্তির।

সীতা।—আচ্ছা লক্ষ্মণ, এটি কে বল দিকি?

লক্ষ্মণ।—(সলজ্জ ঈষৎ হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া স্বগত) ও! উনি উর্ম্মিলার কথা জিজ্ঞাসা কচ্চেন। এই বেলা চিত্রের অন্ত

অংশ এঁদের দেখাই। (প্রকাশে) আর্য্যে আর একটি চিত্র দেখ—এটিও দ্রষ্টব্য। এই ভগবান ভার্গব পরশুরাম।

সীতা।—উঃ! মহর্ষে নমস্কার।

রাম।—মহর্ষে নমস্কার।

লক্ষ্মণ।—আর্য্য! দেখ দেখ—আর্য্য পরশুরামকে যুদ্ধে——(অর্দ্ধোক্তি)

রাম।—(ঈষৎ তিরস্কারের ভাবে) আঃ! আরও তো অনেক দ্রষ্টব্য বস্তু আছে।—অন্য কিছু দেখাও না ভাই।

সীতা।—(রামকে প্রীতি ও বহুমান সহকারে নিরীক্ষণ করিয়া) নাথ! এই বিনয়গুণেই যেন তোমাকে আরও ভাল দেখাচ্চে।

লক্ষ্মণ।—এই দেখ, আমরা যখন অযোধ্যায় এলেম, তারই এই চিত্র।

রাম।—(সজল নেত্রে) হা! সমস্ত মনে পড়চে—সমস্ত মনে পড়চে।

পিতা আছেন জীবিত, মোরা নব বিবাহিত,
লালিত পালিত সবে মাতৃগণ কাছে।
সেকালের কথা সব, মনে পড়ে অভিনব,
সে দিন গিয়াছে হায় সেদিন গিয়াছে॥

এই সময়ে জানকীর

অনতি-নিবিড়-সূক্ষ্ম কিবা চারু কেশ
শোভিতো ও ললাটের দুই প্রান্তদেশ।
মুকুল-দশন-পাঁতি, মুগ্ধ কচি মুখ,
হেরি' মাতাদের মনে হত কত সুখ,
নিরমল সুললিত জোছনার সম
মধুর শৈশব-অঙ্গে অশিক্ষ-বিভ্রম।

অপ্রাপ্ত যৌবনা সীতা স্নেহের পুতলী
মাতৃগণ দেখিতেন হয়ে কুতূহলী ॥

লক্ষ্মণ।—এই মন্থরা।

রাম।—(উত্তর না দিয়া অন্যত্র দেখাইয়া)

শৃঙ্গবেরপুরে যেথা গুহসনে হয় সম্মিলন
এই সে ইঙ্গুদি-তরু সীতাদেবি কর নিরীক্ষণ ॥

লক্ষ্মণ।—(হাসিয়া স্বগত) বুঝেছি, মধ্যমমাতা কৈকেয়ীর বৃত্তান্তটা আর্য্য ইচ্ছা করে'ই ছেড়ে যাচ্চেন।

সীতা।—ওমা! এই যে, ওঁদের জটাবন্ধনের চিত্র।

লক্ষ্মণ।—

বৃদ্ধকালে পুত্রে রাজ্য করি সমর্পণ
ইক্ষ্বাকুরা করিতেন অরণ্যে গমন।
কিন্তু দেখ এই ব্রত পুণ্য-আচরণ
বাল্যকালে-ই আর্য্য করিলা পালন ॥

সীতা।- এই প্রসন্ন পুণ্য সলিলা ভগবতী ভাগীরথী।

রাম।—দেবি, তুমি রঘুকুলদেবতা, তোমাকে নমস্কার।

সগরের অশ্বমেধে তাঁর পুত্রগণ
অশ্ব-অন্বেষণে ধরা ভেদিল যখন,
কপিলের রোষে তারা হল ভস্মসাৎ।
না গনিয়া কিছুমাত্র দেহের নিপাত,
করিয়া কঠোর তপ বহুকাল ধরি',
ভগীরথ আনিলেন তোমা হেথা পরি,

তোমার পবিত্র পুণ্য-সলিল-পরশে
পিতামহগণে তুমি উদ্ধারিলে শেষে ॥

তাই বলি মাতঃ, তুমিও অরুন্ধতীর ন্যায় তোমার এই পুত্রবধূ সীতার শুভানুধ্যায়িনী হও।

লক্ষ্মণ।—ভরদ্বাজ মুনি-নির্দ্দিষ্ট চিত্রকূট পর্ব্বতের পথে যমুনাতীরস্থ এই সেই শ্যামবট নামে বনস্পতি।

সীতা।—নাথ! এই স্থানটি কি তোমার স্মরণ হয়?

রাম।—প্রিয়ে এ স্থানটি কখন কি ভুলতে পারি?

যেথা তব ক্লান্ত তনু পথশ্রমে ঈষৎ কম্পিত
গাঢ় আলিঙ্গনভরে তনু মোর করিত মর্দ্দিত;
দলিত মৃণালসম ক্ষীণ ক্লান্ত চারু অঙ্গুলি
মম বক্ষোপরে রাখি' নিদ্রা যেতে শ্রম-কষ্ট ভুলি' ॥

লক্ষ্মণ।—বিন্ধ্যাটবী প্রবেশকালে এই স্থানে সেই বিরাধ নামে রাক্ষস আমাদের পথরোধ করেছিল।

সীতা।—ও যাক্। এই দেখ, দক্ষিণারণ্যে যাবার সময় আর্য্যপুত্র তালপাতার ছাতা আমার মাথার উপর ধরে' রৌদ্র আট্‌কাচ্চেন।

রাম।—এই দেখ

এই সেই তপোবন
পরবত-নির্ঝরিণী-তট-কিনারায়
যেথায় করেন বাস
বাণপ্রস্থ মুনিগণ তরুর ছায়ায়।

গৃহস্থ সুজন যাঁরা সংসারে বিরাগী
করেন যেথায় বাস সকল তেয়াগি'
আতিথ্য পরম ধর্ম্ম করিয়া পালন
মুষ্টিমাত্র ধান্যে প্রাণ করেন ধারণ ॥

লক্ষ্মণ।—

এই সেই "জনস্থান"-অরণ্যের মধ্যবর্ত্তী "প্রস্রবণ" নামে পর্ব্বত। অরণ্যটি দেখ কেমন স্নিগ্ধ শ্যামল তরুরাজিতে আচ্ছন্ন অরণ্যের প্রান্তদেশ দিয়ে গোদাবরী নদী কলকলস্বরে প্রবাহিত হচ্চে। আর, উপরে মেঘের আবির্ভাব হওয়ায়, পর্ব্বতের নীলিমা যেন আরও ঘনীভূত হয়েছে।

রাম।—প্রিয়ে

ওই গিরি পরে সুখে ছিলাম কেমন
লক্ষ্মণের সেবাগুণে হয় কি স্মরণ?
স্মরণ হয় কি রম্য গোদাবরী তীর?
তার সেই নিরমল সুশীতল নীর?
স্মরণ হয় কি,—ওই গিরি-প্রান্তদেশে
ভ্রমিতাম কিবা মোরা মনের হরিষে?

আরও মনে আছে?

পাশাপাশি দুই জনে করিয়া শয়ন
কপোলে কপোল লগ্ন—আনন্দিত মন
গাঢ় আলিঙ্গনদানে বাহুলতা দিয়া
সুখভরে পরস্পারে আছি জড়াইয়া

ছিন্ন ছিন্ন মৃদু মন্দ গদগদ বাণী,
কখন্ পোহায় নিশি কিছুই না জানি ॥

লক্ষ্মণ।—এই দেখ, পঞ্চবটীতে সূর্পণখা।

সীতা।—হা নাথ! এইখানেই তোমার সঙ্গে বুঝি আমার শেষ দেখা।

রাম।—কেন প্রিয়ে? আবার বিচ্ছেদের আশঙ্কা হচ্চে না কি? ভয় নাই, এটি চিত্রমাত্র।

সীতা।—যাই হোক, দুর্জ্জনের নাম শুন্‌লেই কেমন ভয় হয়।

রাম।—হায়! জনস্থানের সেই ঘটনাটি এখনও যেন বর্ত্তমানের মত মনে হচ্চে।

লক্ষ্মণ।—

স্বর্ণ মায়া-মৃগ রচি' দুষ্ট রক্ষোগণ
কি বঞ্চনা আমাদের করিল তখন!
যদিও হয়েছে তার যোগ্য প্রতিশোধ
তবুও স্মরিলে এবে হয় কষ্টবোধ।
সে বিজনে আর্য্যের সে বিলাপ শুনিয়া
পাষাণ রোদন করে, ফাটে বজ্র-হিয়া ॥

সীতা।—(সাশ্রুলোচনে স্বগত) হা! দেব রঘুনন্দন, আমার জন্য তুমি কতই ক্লেশ পেয়েছ।

লক্ষ্মণ।—(রামকে দেখিয়া—মৎলব করিয়া) আর্য্য একি!

যদিও শোকাশ্রু তব নেত্র হতে পড়ি'
ছিন্ন-হার-মুক্তাসম নহে ছড়াছড়ি,

ওষ্ঠ নাসাপুট তব হেরি' কম্পমান
হৃদয়ে আবেগ রুদ্ধ, হয় অনুমান ॥

রাম।—ভাই লক্ষ্মণ
সুতীব্র বিরহ-দুঃখ সয়েছি তখন
বৈর-প্রতিশোধ করি' হৃদয়ে ধারণ।
আবার উঠেছে জ্বলি যেন সে ভাবনা
হৃদি মর্মব্রণ সম দিতেছে যাতনা ॥

সীতা।—হায় একি হল! আমারও যেন মনে হচ্চে আমি আবার পতিহীনা অনাথা হয়েছি।

লক্ষ্মণ।—(স্বগত) এখন চিত্রের অন্য কোন বিষয়ে এঁদের চিত্ত আকর্ষণ করি। (চিত্র দেখিয়া প্রকাশে) মন্বন্তরের আরম্ভে যে পূজ্যপাদ গৃধ্ররাজ জটায়ু জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর চরিত্র ও বিক্রমের কথা এইখানে চিত্রিত হয়েছে।

সীতা।—হা তাত! তুমি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন ক'রে অপত্যস্নেহের চরম দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছ।

রাম।—হা তাত পক্ষিরাজ কাশ্যপনন্দন! তীর্থের ন্যায় পবিত্র তোমার মত সাধু ব্যক্তি কি আর কোথাও সম্ভব?

লক্ষ্মণ।—এই সেই জনস্থানের পশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী দনু নামক কবন্ধের আবাস-স্থান—চিত্রকুঞ্জবান নামে দণ্ডকারণ্যের একটি অংশ। এর পর, ঋষ্যমূক পর্ব্বতে এইটি সেই মতঙ্গ মুনির আশ্রম। এই শ্রমণা নামে সিদ্ধ-শবরীর ছবি। আর এই পম্পা নামে সরোবর।

সীতা।—এই 'খানে আর্য্যপুত্র ক্রোধ ধৈর্য্য সব পরিত্যাগ করে' মুক্ত কণ্ঠে কেঁদেছিলেন।

রাম।—দেবি, এই সরোবরটি অতীব রমণীয়।

ক্রীড়ায় হইয়া মত্ত কলধ্বনি করে হংসকুল
পক্ষের অনিল ভরে কম্পিত সনাল পদ্ম ফুল।
নীলপদ্ম শ্বেতপদ্ম কত স্থানে হেরি সরোবরে
যখনি একটু থামে অশ্রুবারি সেই অবসরে॥

লক্ষ্মণ।—এই আর্য্য হনূমান।

সীতা।—ইনিই কি সেই মহাত্মা মারুতি যিনি চিরসন্তপ্ত প্রাণীদের উদ্ধার করে’ মহৎ উপকার সাধন করেছিলেন?

রাম।—যাঁর বীর্য্যে উপকৃত সকল ভুবন
সেই এই মহাবাহু অঞ্জনা-নন্দন॥

সীতা।—আচ্ছা লক্ষ্মণ, এটি কোন্ পর্ব্বত?—এই যেখানে, কদম গাছে ফুল ফুটে আছে—ময়ূরেরা নেচে নেচে বেড়াচ্চে। এই দেখ, উনি দণ্ডে দণ্ডে মূর্চ্ছা যাচ্চেন, আর তুমি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ওঁকে ধরে’ গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছ। আহা ওঁর মুখটি মলিন হয়ে গেছে—সব গেছে, কেবল আগেকার তেজটুকুমাত্র রয়েছে।

লক্ষ্মণ।—মাল্যবান গিরি এই অর্জ্জুন-কুসুম-সুরভিত
স্নিগ্ধ নীল নব মেঘে শৃঙ্গ যার সতত আবৃত॥

রাম।—ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও
এ দৃশ্য যে দেখিতে পারি না আমি আর
জানকী বিরহ-দুখ
বুঝিবা হৃদয়ে ফিরি’ আসিল আবার॥

লক্ষ্মণ।—এর পর, আর্য্যের, আর, এই সকল কপি রাক্ষসদের অসংখ্য অদ্ভুত কার্য্য যা পর-পর হয়েছে, সেগুলি সমস্তই চিত্রিত

হয়েছে। আর্য্যা দেখ্‌ছি শ্রান্ত হয়েছেন—আর কাজ নেই, এইবার তবে বিশ্রাম করুন।

সীতা।—এই সব চিত্র দেখে আমার একটি সাধ গেছে—বল্‌ব কি?

রাম।—আজ্ঞা কর।

সীতা।—আমার ইচ্ছে করে, আবার সেই প্রশান্ত গম্ভীর বনে বেড়িয়ে বেড়াই, আর, ভগবতী ভাগীরথীর পবিত্র সুন্দর শীতল জলে অবগাহন করি।

রাম।—ভাই লক্ষ্মণ!

লক্ষ্মণ।—এই যে আমি, আজ্ঞা করুন।

রাম।—গুরুজনেরা এইমাত্র বলে পাঠিয়েছেন, গর্ভাবস্থায় সীতাদেবীর মনে যে কোন সাধ হবে, তখনি যেন তা পূর্ণ করা হয়। তা দেখ, যাতে ঝাঁকানি না লাগে, আর বেশ আরামে যাওয়া যায়, এইরূপ একটি রথ সাজিয়ে শীঘ্র আন্‌তে বল দিকি।

সীতা।—নাথ, তুমিও সেখানে আমার সঙ্গে যাবে তো?

রাম।—কঠিন-হৃদয়ে! এও কি আবার জিজ্ঞাসা করতে হয়?

সীতা।—তাহলেই আমি সুখী হই।

লক্ষ্মণ।—যে আজ্ঞা, আমি তবে রথ প্রস্তুত করতে বলি গে।

(লক্ষ্মণের প্রস্থান।)

রাম।—প্রিয়ে এস, আমরা এই গবাক্ষের পাশে নির্জনে একটু শয়ন করি।

সীতা।—আচ্ছা চল। আমিও শ্রান্ত হয়ে পড়েছি—ঘুমে যেন আমার অঙ্গ অবশ হয়ে আস্‌ছে।

রাম।—প্রিয়ে! আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করে' এইখানে তবে শোও।

চন্দ্রকান্ত-হার যথা কিরণ-চুম্বিত
দ্রব হয়ে বিন্দু বিন্দু হয় বিগলিত
ওই তব বাহুযুগে স্বেদবিন্দু-রেখা
সাধ্বস-শ্রমের লাগি যাইতেছে দেখা।
ওই বাহু মোর কণ্ঠে করিয়া অর্পণ
দাও প্রিয়ে শ্রান্ত দেহে নূতন জীবন॥

(ঐরূপ করিলে পর সানন্দে) প্রিয়ে এ কি!

এসুখ না দুঃখ, কিছু না পাই ভাবিয়া,
নিদ্রায় মগন কিম্বা রয়েছি জাগিয়া!
বিষে জরজর কিম্বা মদে মাতোয়ারা
চিত্তের বিকার মোর এ কেমন ধারা?
প্রত্যেক পরশে মুগ্ধ ইন্দ্রিয়-নিচয়
ক্ষণে ক্ষণে জ্ঞান-হারা, ক্ষণে জ্ঞানোদয়॥

সীতা।—(হাসিয়া) নাথ! আমার পরে তোমার অটল ভালবাসা। এর চেয়ে আমার আর কি সুখ হতে পারে?

রাম।—প্রিয়ে তোমার এই কথাগুলিতে

জীবন-কুসুম-ম্লান হয় বিকসিত
সকল ইন্দ্রিয়গণ তৃপ্ত বিমোহিত।
কর্ণে হয় সুমধুর অমৃত-বর্ষণ
মনের ঔষধি ও যে মৃত-সঞ্জীবন॥

সীতা।—নাথ! তুমি এমন মিষ্টি করে' বল্‌তে পার। এইবার তবে নিদ্রা যাই। (ইতস্ততঃ শয্যা অন্বেষণ)

রাম।—কি আবার অন্বেষণ করছ বল দেখি প্রিয়ে ?

বিবাহের পর হতে যে বাহু যতনে
বনে গৃহে সর্ব্বঠাঁই, শৈশবে যৌবনে,
উপাধান হইয়াছে শয়নে তোমার
সেই বাহু-পরে মাথা রাখো গো আবার॥

সীতা।—(শয়ন করিয়া) তাই বটে নাথ, তাই বটে। (নিদ্রিতা)

রাম।—আমার প্রিয়বাদিনী কি বক্ষঃস্থলেই নিদ্রিতা হলেন ? (সস্নেহে অবলোকন)

ইনি লক্ষ্মী গৃহে মোর
নয়নের অমৃত-অঞ্জন,
ও-অঙ্গ-পরশে গাত্রে
মাখা হয় স্নিগধ চন্দন,
ওই বাহু কণ্ঠে মোর
মুক্তাহার-মসৃণ-শীতল,
প্রিয়ার যা সবই প্রিয়
অসহ্য সে বিরহ কেবল॥

প্রতীহারী।—মহারাজ! সে এসেছে।

রাম।—কে এসেছে ?

প্রতীহারী।—মহারাজের আসন্ন-পরিচারক দুর্মুখ।

রাম।—(স্বগত) আমি অন্তঃপুরচারী দুর্মুখকে পাঠিয়েছিলেম যে সে গ্রাম ও নগরবাসীদের মনের ভাব গুপ্তভাবে সব জেনে আসে। (প্রকাশে) আচ্ছা, তাকে আস্‌তে বল।

(প্রতীহারীর প্রস্থান।)

দুর্ম্মুখের প্রবেশ।

দুর্ম্মুখ।—(স্বগত) হা! সীতা দেবীর এই অচিন্তনীয় লোকাপবাদের কথা কিরূপে মহারাজের সম্মুখে বলি। না বলেই বা কি করি, এ অভাগার কাজই তো এই।

সীতা।—(স্বপ্নে রোদন করিয়া) হা নাথ! সৌম্য! কোথায় তুমি?

রাম।—আহা! চিত্রগুলি দেখে উৎকট বিরহ-ভাবনায় দেবীর মন স্বপ্নাবস্থাতেও উদ্বিগ্ন হয়েছে। (সস্নেহে হাত বুলাইয়া)

সুখে দুঃখে সমরূপ
অনুকূল সর্ব্ব অবস্থায়
হৃদয়-বিশ্রাম-স্থল
জরাতেও যা নাহি শুখায়
কাল ক্রমে রূপ-মোহ
আবরণ হইয়া বিগত
রসটুকু মরি' যাহা
স্নেহ-সারে হয় পরিণত
সেই সে পবিত্র প্রেম
পুণ্য-বলে কদাচ কখন
বহু সজ্জনের মাঝে
কারও ভাগ্যে হয় সংঘটন॥

দুর্ম্মুখ।—(নিকটে আসিয়া) মহারাজের জয় হোক!

রাম।—কি জান্‌তে পেরেছ বল।

দুর্ম্মুখ।—সকলেই আপনার স্তুতিবাদ করে, আর এই কথা বলে যে, রামচন্দ্রকে পেয়ে আমরা দশরথকে পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়েছি।

রাম।—এ তো গেল প্রশংসার কথা। দোষের কথা যদি কিছু শুনে থাকো তো বল, তাহলে তার প্রতীকার করা যায়।

দুর্ম্মুখ।—(সাশ্রু লোচনে) শুনুন মহারাজ। (কাণে কাণে) এই—

রাম।—কি প্রচণ্ড বজ্রাঘাত! (মূর্চ্ছা)

দুর্মুখ।—মহারাজ! শান্ত হোন্! শান্ত হোন্!

রাম।—(চেতনা পাইয়া)

ধিক্ ধিক্! পরগৃহ-বাস-দোষ সীতা-আচরিত
অলৌকিক উপায়ে তা লঙ্কাদ্বীপে হইল খণ্ডিত।
দৈব দুর্বিপাকবশে সে কলঙ্ক দেখি যে আবার
কুকুরের বিষ সম সর্‌বত্র হইল সঞ্চার॥

হতভাগ্য আমি এ অবস্থায় কি করি? (চিন্তা করিয়া করুণ ভাবে) এ ছাড়া আর কি হতে পারে?

সজ্জনের ব্রত এই
করিবেক কায়মনে লোকানুরঞ্জন।
প্রাণ পুত্রে বিসর্জ্জিয়া
পিতা মোর সেই ব্রত করিলা পালন॥

আবার সম্প্রতি ভগবান বশিষ্ঠদেবও এইরূপ আদেশ করেছিলেন।

সূর্য্যবংশ-নৃপতিরা যেই কুল করেন উজ্জ্বল
তাঁদের চরিত্র কিবা সাধু শুদ্ধ পবিত্র নির্মল!
জনমিয়া সেই কুলে যদি তাহে কলঙ্ক পরশে
ধিক্ এ জীবনে মোর, ধিক্ মোর কুলমান যশে॥

হা দেবি! যজ্ঞভূমিতে তোমার জন্ম—তোমার জন্মগ্রহণে বসু-

ন্ধরা পবিত্র হয়েছেন। নিমিজনক-কুলের তুমি যে আনন্দদায়িনী, অগ্নি বশিষ্ঠ অরুন্ধতীর ন্যায় তুমি যে শুদ্ধশীলা। প্রিয়ে! তুমি যে রামময়-প্রাণ—তুমি যে আমার বনবাসের চিরসহচরী—হা মধুর-মিতভাষিণি! তোমার কি শেষে এই পরিণাম হল?

জগৎ পবিত্র হল তোমারি কারণে
তোমারে-ই অপবিত্র বলে প্রজাজনে!
জগৎ সনাথ হল শুধু তব জন্য
তুমি-ই অনাথা সম এবে গো বিপন্ন?

(দুর্মুখের প্রতি) লক্ষ্মণকে বলগে, তোমাদের নূতন রাজা রাম এই আদেশ করচেন—(কাণে কাণে) এই…এই…

দুর্মুখ।—দেবীর তো অগ্নিশুদ্ধি হয়ে গেছে—তাতে আবার তিনি এখন অন্তঃসত্ত্বা—পবিত্র রঘুকুল-সন্তান গর্ভে ধারণ করেছেন—এই অবস্থায় কি প্রকারে তাঁর প্রতি এরূপ ব্যবহার করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন মহারাজ?

রাম।—

ক্ষান্ত হও দুরমুখ, ও কথা বোলো না
পৌরজনে বৃথা দোষ দিও না দিও না।
শ্রদ্ধেয় তাদের কাছে ইক্ষাকুর কুল,
অবশ্য আছে গো কিছু বলিবার মূল।
অগ্নি-শুদ্ধি দূরদেশে হয় সংঘটন,
কে তাহা প্রত্যয় যাবে বল তো এখন?

দুর্মুখ।—হা দেবি!

(প্রস্থান)

রাম।—হা! কি কষ্ট! নিষ্ঠুরের ন্যায় কি ঘৃণিত জঘন্য কাজেই আমি প্রবৃত্ত হয়েছি।

শৈশব হইতে যারে করেছি পোষণ
সৌহার্দ্দ্যে অভিন্ন যার হৃদি প্রাণ মন
সেই সে প্রিয়ারে আমি করিয়া ছলনা
কেমনে মৃত্যুর মুখে পাঠাই বল না।
গৃহেতে পুষিয়া পাখী সৌনিক যেমন
অবশেষে প্রাণ তার করে গো হরণ॥

আমি বিনা কারণে দেবীকে অপরাধিনী করচি—আমার মত অস্পৃশ্য পাতকী আর কে আছে? (ক্রমে ক্রমে সীতার মস্তক বক্ষ-স্থল হইতে নামাইয়া বাহু আকর্ষণ পূর্ব্বক) অয়ি মুগ্ধে!

ত্যজ মোরে, আমি প্রিয়ে চণ্ডাল নির্দ্দয়
চন্দনের ভ্রমে তুমি বিষদ্রুম করেছ আশ্রয়॥ (উঠিয়া)

হায়! এখন জীব-লোক উচ্ছিন্ন হল। রামের জীবনে আর কি প্রয়োজন? জীর্ণ অরণ্যের মত এই জগৎ শূন্যময়—সংসার অসার। শরীর ধারণ করে' কেবলি কষ্ট। হা! আমি নিরাশ্রয়। এখন কি করি? আমার গতি কি হবে? অথবা

দুঃখ ভোগ তরে শুধু
রাম-দেহে হইয়াছে চৈতন্য বিধান।
নতুবা হইবে কেন
বজ্রের বাঁধনে বাঁধা এ কঠিন প্রাণ॥

হা মাতঃ অরুন্ধতি! ভগবন্ বশিষ্ঠদেব! মহাত্মন্ বিশ্বামিত্র! ভগবন্ অগ্নি! নিখিল-ভূতধাত্রী ভগবতি বসুন্ধরে! হা পিত!—

৪

তাত জনক!—মাতৃগণ! পরমোপকারী লঙ্কাপতি বিভীষণ! প্রিয় বন্ধো সুগ্রীব! সৌম্য হনুমান! সখি ত্রিজটে! আজ হতভাগ্য পাপিষ্ঠ রাম তোমাদের সর্ব্বনাশ করতে প্রবৃত্ত হয়েছে! অথবা

কৃতঘ্ন দুরাত্মা আমি, কেমনে এখন
মহাত্মাগণের নাম করি উচ্চারণ?
পাপ মুখে নামগুলি হলে উচ্চারিত
পাপের পরশে তাহা হবে কলঙ্কিত॥

আহা!

বিশ্বস্ত হৃদয়ে প্রিয়া নিদ্রাগতা মম বক্ষোপরে
স্বপ্নাতঙ্কে কাঁপে দেহ—সুমন্থরা পূর্ণ গর্ভ-ভরে।
গৃহলক্ষ্মী, গৃহশোভা—গৃহিণী সঙ্গিনী সুখে দুখে
নিষ্ঠুর হইয়া এঁরে ফেলিতেছি রাক্ষসের মুখে॥

(সীতার পাদদ্বয় মস্তকে গ্রহণ করিয়া) দেবি! দবি! রামের মাথায় তোমার পদ-পঙ্কজের এই শেষ স্পর্শ হল। (রোদন)

নেপথ্যে—

ব্রাহ্মণদের রক্ষা কর—রক্ষা কর!

রাম।—কে আছ? জেনে এসো তো কি হয়েছে।

নেপথ্যে পুনর্ব্বার।

যমুনার তীর-বাসী উগ্রতপা মহা ঋষিগণ
লবণ-রাক্ষস-ভয়ে রাজ-দ্বারে লইছে শরণ।

রাম।—আঃ! কি উৎপাৎ! আজও রাক্ষসের ভয়? আচ্ছা, দুরাত্মা কুম্ভীনসী-পুত্র লবণকে বধ করবার জন্য শত্রুঘ্নকে এখনই

পাঠাচ্চি। (কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়া)

হা দেবি! এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়ে তুমি কিরূপে জীবন ধারণ করবে? ভগবতি বসুন্ধরে! তুমিই তোমার গুণবতী দুহিতার রক্ষণাবেক্ষণ কোরো।

জনক ও রঘুবংশ
উভয় কুলের যিনি কল্যাণদায়িনী
পুণ্যশীলা সে সীতার
—পুণ্য দেব-যজ্ঞভূমে—তুমিই প্রসবিনী॥

(রামের প্রস্থান)

সীতা।—হা সৌম্য! নাথ! কোথায় তুমি? (সহসা উঠিয়া) হা ধিক্! আমি দুঃস্বপ্নে প্রতারিত হয়ে ওঁকে কেঁদে কেঁদে ডাক্‌ছিলেম? (অবলোকন করিয়া) একি! উনি আমাকে নিদ্রাবস্থায় একাকিনী রেখে চলে গেছেন? তা, এখন আর কি করব। আচ্ছা, ওঁর উপর রাগ করব। তবে ওঁকে দেখে রাগ করে' থাকৃতে পারলে হয়। কে আছ ওখানে?

দুর্মুখের প্রবেশ।

দুর্মুখ।—দেবি! কুমার লক্ষ্মণ বল্‌চেন, রথ সজ্জিত, আপনি এখন আরোহণ করতে পারেন।

সীতা।—আচ্ছা এখনি আমি রথে গিয়ে উঠ্‌চি। (উত্থান করিয়া) আমার গর্ভ-ভার যেন থেকে থেকে কেঁপে উঠ্‌চে—একটু আস্তে আস্তে যাই।

দুর্মুখ।—এই দিক্ দিয়ে দেবি এই দিক্ দিয়ে।

সীতা।—তপোধনদের নমস্কার! রঘুকুল-দেবতাদের নমস্কার! আর্য্যপুত্রের চরণকমলে প্রণাম! সকল গুরুজনদের নমস্কার!

চিত্রদর্শন নামক প্রথমাঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—জনস্থান-অরণ্য।

(বিষ্কম্ভক)

নেপথ্যে।—স্বাগত তপোধনে!

পথিক-বেশধারিণী তাপসীর প্রবেশ।

তাপসী।—এ যে দেখ্‌ছি বনদেবতা ফল-পুষ্প-পল্লবে আমাকে অর্ঘ্য-উপহার দিতে আস্‌চেন।

বনদেবতার প্রবেশ।

বন।—(অর্ঘ্য বিকীর্ণ করিয়া)

যথেচ্ছা করহ ভোগ
তোমাদেরি তরে এই সমুদায় বন।
সুপ্রভাত মম আজি
সাধুসঙ্গ বহু পুণ্যে হয় সঙ্ঘটন।
তরুচ্ছায়া, জলরাশি,
ফল-মূল যাহা-কিছু তাপসের যোগ্য
আছে খাদ্য উপাদেয়
তোমাদেরি স্বেচ্ছাধীন, তোমাদেরি ভোগ্য॥

তাপসী।—আহা! এঁর কথাগুলি কেমন মধুর!

সাজন ব্যবহার সুমধুর অতি
বাক্য বিনয়-কোমল।

স্বভাবত তাঁদের কল্যাণময়ী মতি
স্নেহ-প্রণয় বিমল।
প্রথমে যে ব্যবহার চরমেও তাই
নাহি ভাব-বিপর্য্যয়।
অলোক-চরিত্র, শুদ্ধ, কপটতা নাই,
লভে সরবত্র জয়॥

বন।—আপনি কে, জান্‌তে ইচ্ছা করি।

তাপসী।—আমি আত্রেয়ী।

বন।—আর্য্যে আত্রেয়ি! কোথা হতে এখানে শুভাগমন হয়েছে?—কি জন্যই বা আপনি দণ্ডকারণ্যে একাকিনী ভ্রমণ করচেন?

আত্রেয়ী।—শুনিয়াছি সামবেদী অগস্ত্য প্রভৃতি
অনেক মহর্ষি হেথা করেন বসতি।
শিখিতে বেদান্ত-শাস্ত্র তাঁহাদের ঠাঁই,
বাল্মীকি-আশ্রম হতে আসিয়াছি তাই।

বন।—যখন অপরাপর অসংখ্য মুনি, সমগ্র বেদ আদ্যন্ত অধ্যয়ন করবার জন্য সেই পুরাতন ব্রহ্মবাদী প্রচেতা-পুত্র মহর্ষি বাল্মীকির নিকটেই উপস্থিত হন, তখন সে স্থান ছেড়ে দীর্ঘকাল এ প্রবাসে থাক্‌বার আপনার প্রয়াস কেন বলুন দিকি?

আত্রেয়ী।—সে স্থানে অধ্যয়নের বড়ই ব্যাঘাত হচ্চে, তাই এই দীর্ঘ প্রবাসে স্বীকৃত হয়েছি।

বন।—কিরূপ ব্যাঘাত?

আত্রেয়ী।—কোন এক দেবতা, মহর্ষির নিকট দুইটি অপূর্ব্ব বালক এনে উপস্থিত করেছেন। তারা এরূপ শিশু যে কেবল মাতৃ-

স্তন্য সদ্য ত্যাগ করেছে মাত্র। তাদের দেখ্‌লে—শুধু ঋষি নয়—সমস্ত স্থাবর-জঙ্গমের চিত্ত-বৃত্তি স্নেহ-রসে আর্দ্র হয়।

বন।—তাদের নাম কি আপনার জানা আছে?

আত্রেয়ী।—সেই দেবতা স্বয়ং তাদের "কুশ" ও "লব" এই নাম রেখেছেন। আর, এর মধ্যেই তাদের অদ্ভুত ক্ষমতা জন্মেছে।

বন।—কিরূপ ক্ষমতা?

আত্রেয়ী।—জন্ম হতেই তারা সমস্ত জৃম্ভক-অস্ত্রে সিদ্ধ-হস্ত।

বন।—তাই তো! ভারি আশ্চর্য্য!

আত্রেয়ী।—আর, ভগবান বাল্মীকি, ধাত্রীকর্ম্ম হতে আরম্ভ করে', তাদের ভরণ-পোষণ প্রভৃতি সকল কর্ম্মই নিজ হস্তে সমাধা করেছেন। তাদের চূড়াকরণ হয়ে গেলে, বেদ ব্যতীত আর সমুদয় বিদ্যাই তিনি যত্নের সহিত শিক্ষা দিয়েছেন। তার পর, গর্ভ হতে গণনা করে' এগারো বৎসর বয়সে তিনটি বেদই তাদের পড়িয়েছেন। আর, তারা এরূপ তীক্ষ্নবুদ্ধি ও মেধাবী যে তাদের সঙ্গে এখন একত্র পাঠ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

সুবোধ অবোধ উভয়ে করেন গুরু বিদ্যা দান
ধীশক্তির ক্ষতি-বৃদ্ধি করিতে নহেন ক্ষমবান।
উভয়ের মাঝে শেষে ফলভেদ দেখা দেয় আসি'
স্বচ্ছমণি ছায়া ধরে—নাহি ধরে মৃৎপিণ্ড-রাশি॥

বন।—অধ্যয়নের এইমাত্র বাধা?

আত্রেয়ী।—আরও আছে।

বন।—আর কি বাধা?

আত্রেয়ী।—সেই ব্রহ্মর্ষি একদিন মধ্যাহ্নকালে তমসা নদীতে গিয়ে দেখ্‌লেন যে, একজন ব্যাধ, এক যোড়া বক-মিথুনের মধ্যে একটিকে শরের দ্বারা বিদ্ধ করেছে। দেখ্‌বামাত্রেই, অনুষ্টুপ ছন্দে গাঁথা এই নির্দ্দোষ শ্লোকটি তাঁর মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল।

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কাম-মোহিতং" ॥
রে নিষাদ! পাবি না প্রতিষ্ঠা তুই শাশ্বত বৎসর
কামার্ত্ত মিথুন-ক্রৌঞ্চ—একটিরে বধিলি বর্ব্বর ॥

বন।—কি আশ্চর্য্য! এই ছন্দটি একেবারে নূতন। বেদের ছন্দ হতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

আত্রেয়ী।—তার পর, ভগবান ভূতভাবন ব্রহ্মা বাল্মীকির মুখ হতে শব্দব্রহ্মের নূতন আবির্ভাব হয়েছে জান্‌তে পেরে, একদিন স্বয়ং তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বল্লেন—"মহর্ষে! শব্দ-ব্রহ্ম-বিষয়ে তোমার বুদ্ধি জাগ্রত হয়েছে। অতএব, তুমি এখন রামচন্দ্রের জীবন-চরিত লিখ্‌তে আরম্ভ কর। আজ থেকে, তোমার জ্ঞানচক্ষু অলৌকিক প্রতিভা-বলে অব্যাহত-জ্যোতি হবে এবং তুমি জগতে আদি কবি বলে' বিখ্যাত হবে।" এই বলে' তিনি তখনই অন্তর্হিত হলেন। পরে, ভগবান্ বাল্মীকি মানব-মণ্ডলীর মধ্যে শব্দব্রহ্মের মূর্ত্তিস্বরূপ অনুষ্টুপছন্দোময় রামায়ণ-ইতিহাসের সেই প্রথম সৃষ্টি করলেন।

বন।—অহো! সেই অবধিই জগতে পাণ্ডিত্যের আবির্ভাব।

আত্রেয়ী।—মহর্ষি এখন রামায়ণ-রচনায় নিযুক্ত। সে জন্যও আমাদের অধ্যয়নের ব্যাঘাত হয়েছে।

বন।—হাঁ, তা হওয়া সম্ভব বটে।

আত্রেয়ী।—আমার শ্রান্তি দূর হয়েছে, এখন অনুগ্রহ করে' অগস্ত্যা-শ্রমে যাবার পথটা আমাকে বলে' দিন।

বন।—এখান থেকে বেরিয়ে পঞ্চবটীতে প্রবেশ করে' তার পর বরাবর এই গোদাবরীর তীর দিয়ে গমন করুন।

আত্রেয়ী।—(সাশ্রুলোচনে) হায়! এই কি সেই তপোবন?—এই কি সেই গোদাবরী নদী? এই কি সেই প্রস্রবণ পর্ব্বত?—আর, আপনিই কি সেই জনস্থানের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা বাসন্তী?

বাসন্তী।—হাঁ ভগবতি!

আত্রেয়ী।—বৎসে জানকি!

এই সেই অতি প্রিয় তব বন্ধুগণ,
প্রসঙ্গে যাঁদের নাম করিনু এখন।
যদিও তোমারও এবে নামমাত্র-সার,
তবুও প্রত্যক্ষ যেন হেরি গো আবার॥

বাসন্তী।—(সভয়ে স্বগত)—নামমাত্র-সার বল্লেন কেন? (প্রকাশে) আর্য্যে! সীতার কি কিছু অমঙ্গল ঘটেছে?

আত্রেয়ী।—কেবল অমঙ্গল নয়—অপবাদও হয়েছে। (কাণে কাণে) এই···এই—

বাসন্তী।—ওহো হো! কি দারুণ দৈব-নিগ্রহ! (মূর্চ্ছা)

আত্রেয়ী—ভদ্রে! শান্ত হও! শান্ত হও!

বাসন্তী।—হা প্রিয়সখি! তোমার অদৃষ্টে কি এই ছিল? এই জন্যই কি বিধাতা তোমাকে নির্ম্মাণ করেছিলেন? রামভদ্র! রামভদ্র!—আর তোমাকে বল্লে কি হবে? আর্য্যে আত্রেয়ি!

লক্ষ্মণ সীতাদেবীকে অরণ্যে পরিত্যাগ করে' যাবার পর, তাঁর কি দশা হল, সে সংবাদ কি কেউ জানে?

আত্রেয়ী।—কেউ জানে না—কেউ জানে না।

বাসন্তী।—হা! কি কষ্ট! যে কুলে অরুন্ধতী ও বশিষ্ঠদেবের অধিষ্ঠান, সেই রঘুকুলে এরূপ ঘটনা কি প্রকারে হল? বৃদ্ধা রাজমহীষিরা জীবিত থাক্‌তেই বা এই সব কাণ্ড কিরূপে ঘট্‌ল?

আত্রেয়ী।—তখন গুরুজনেরা ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রমে ছিলেন। এখন মহর্ষি সেই দ্বাদশবর্ষ-ব্যাপী যজ্ঞ সমাপন করে' সমুচিত অভ্যর্থনার পর তাঁদের বিদায় দিয়েছেন। বিদায়ের সময় অরুন্ধতী বল্লেন ঃ—"আমি বধূহীনা হয়ে অযোধ্যায় আর ফিরে যাব না"—রামের মাতৃগণও তাঁর কথায় অনুমোদন করলেন। অবশেষে ভগবান বশিষ্ঠদেব বল্লেন, "এসো আমরা তবে বাল্মীকির তপোবনে গিয়ে বাস করি।"

বাসন্তী।—রাজা রামচন্দ্র এখন কি করচেন?

আত্রেয়ী।—তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করেছেন।

বাসন্তী।—হা ধিক্‌! তবে বিবাহও করেছেন দেখ্‌ছি।

আত্রেয়ী।—শিব শিব! তা যেন না ঘটে!

বাসন্তী।—যজ্ঞে তবে সহধর্ম্মিণী কে হল?

আত্রেয়ী।—সীতার স্বর্ণ-প্রতিমা।

বাসন্তী।—কি আশ্চর্য্য!

বজ্র হতে সুকঠোর
পুষ্প হতে আরও সুকুমার
মহাত্মাজনের মন
আমাদের বুঝে ওঠা ভার॥

আত্রেয়ী।—তার পর, কুলপুরোহিত বামদেব, যজ্ঞের পবিত্র অশ্বকে মন্ত্রপূত করে' পৃথিবী পর্য্যটনের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। আর, পাছে কোন ব্যক্তি তার গতিরোধ করে, এই জন্য শাস্ত্রানুসারে তার রক্ষক সকলও নিযুক্ত হয়েছে। আর, লক্ষ্মণের পুত্র চন্দ্রকেতু তাদের অধ্যক্ষ হয়ে চতুরঙ্গিণী সেনা ও নানা প্রকার দিব্য অস্ত্র নিয়ে তাদের রক্ষার জন্য গেছেন।

বাসন্তী।—(সজল নেত্রে, স্নেহ ও কৌতুকের সহিত) কুমার লক্ষ্মণেরও পুত্র! ওমা কি হবে! আশ্চর্য্য, আমি এখনও বেঁচে আছি!

আত্রেয়ী।—ইতিমধ্যে একজন ব্রাহ্মণ তাঁর মৃতপুত্রকে রাজদ্বারে রেখে বক্ষঃস্থলে করাঘাত করতে করতে রাজার শরণাপন্ন হলেন। তার পর, দয়াময় রাম "রাজার নিজ দোষ ভিন্ন প্রজার অকাল মৃত্যু হতে পারে না" এই কথা বলে' আপনার দোষের অনুসন্ধান করচেন, এমন সময়ে সহসা এই দৈববাণী হল :—

শম্বূক নামেতে শূদ্র
হেথা তপ করিছে গোপনে।
বধ্য সে, তাহারে বধি'
রাম তুমি বাঁচাও ব্রাহ্মণে॥

এই কথা শোন্‌বামাত্র মহারাজ রামচন্দ্র, শূদ্র মুনিকে বধ করবেন বলে' পুষ্পক রথে চড়ে খড়্গহস্তে সেই অবধি দিগ্‌বিদিক্ অন্বেষণ করে' বেড়াচ্চেন।

বাসন্তী।—শম্বূক নামে একজন ধূমপায়ী শূদ্র এই জনস্থানেই তপস্যা করেন বটে। তবে বোধ হয়, রামভদ্রের শুভাগমনে এই বন আবার অলঙ্কৃত হবে।

আত্রেয়ী।—ভদ্রে, এখন তবে বিদায় হই।

বাসন্তী।—আচ্ছা আসুন। কিন্তু এখন মধ্যাহ্নকাল—রৌদ্রের প্রচণ্ড উত্তাপ। এই দেখুন :—

পক্ষীর আবাস-তরু তীরে শত শত
কুক্কুট কপোত নীড়ে কূজিতেছে কত।
তরুকাণ্ডে কণ্ডূবশে করী গণ্ড ঘসে
নাড়া পেয়ে শ্লথবৃন্ত পুষ্পরাশি খসে।
মনে হয় যেন ওই তরু অগণনা
পুষ্প দিয়া নদীটিরে করিছে অর্চ্চনা।
ছায়াতলে অন্য পাখী আহারেতে রত
খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া মাটি কীট ধরে কত।
লুকাইলে কীট তরু-ত্বকের গভীরে
চঞ্চু দিয়া টানি' পুনঃ আনয়ে বাহিরে॥

ইতি বিষ্কম্ভক।

পুষ্পক-রথে উদ্যত-খড়্গ দয়াময় রামভদ্রের প্রবেশ।

রাম।— ওরেরে দক্ষিণ বাহু! দ্বিজ-শিশু বাঁচাবার তরে
প্রহার কর্ না খড়্গ শূদ্রমুনি শম্বূকের পরে।
রামের কঠোর দেহে অবস্থিত তুই তো রে অঙ্গ
কেন এ বিলম্ব তবে, এই বেলা কার্য্য কর্ সাঙ্গ।
অক্লেশে পাঠালি বনে গর্ভবতী দুখিনী সীতায়
কোথা তোর দয়ামায়া—বল্ তোর করুণা কোথায়?

(কথঞ্চিৎ খড়্গ প্রহার করিয়া) এইবার রামের মতনই কার্য করলেম। কৈ ?—সেই ব্রাহ্মণ-শিশু কি পুনর্জীবিত হল ?

দিব্যপুরুষের প্রবেশ।

দিব্যপুরুষ।— দেবের জয়জয়কার হোক্ !
যম-হস্ত হতে তুমি করি' পরিত্রাণ
বাঁচাইলে পুন এই শিশুটির প্রাণ।
বধিয়া আমারে শাপ করিলে মোচন
পূর্ব্ব-দেহ তাই আমি করেছি ধারণ।
যমভয়নাশী তুমি, দণ্ডের বিধাতা,
শম্বূক, চরণে তব নত করে মাথা।
শিশুটির প্রাণ দিলে, ঋদ্ধি দিলে মোরে
মরিলেও সাধুহস্তে যায় পাপী তরে' ॥

রাম।—এখন তোমার কঠোর তপস্যার ফলভোগ কর।

যথা রাজে ভূমানন্দ যোগানন্দ পুণ্য-সমুত্থিত
সেই ধ্রুব তেজোময় ব্রহ্মলোকে হ'ও অবস্থিত।

শম্বূক।—আপনার শ্রীচরণ প্রসাদেই আমার এই দিব্য-মহিমা লাভ হয়েছে, আমার তপস্যার গুণে নয়। তবে, তপস্যাতেও বোধ করি কতকটা উপকার হয়ে থাক্‌বে। কেন না

জগতের স্বামী তুমি, সবার শরণ্য
তব অন্বেষণে, দেব ! লোকে হয় ধন্য,
সেই তুমি অতিক্রমি' শতেক যোজন
আসিলে করিতে হেথা মম অন্বেষণ।

তপস্যার ফল যদি ইহা নাহি হবে
দণ্ডকে অযোধ্যা হতে আসা কি সম্ভবে ?

রাম।—এই অরণ্যের নাম কি দণ্ডক ? (চারিদিকে অবলোকন করিয়া) এ যে দেখ্‌ছি ঃ—

কোথা-ও বা স্নিগ্ধ শ্যাম কোথা-ও বা রূক্ষ ভয়ঙ্কর
স্থানে স্থানে শৈল হতে ঝর ঝর ঝরিছে নির্ঝর।
অগণন তীর্থাশ্রম, গিরিনদী-কান্তার-সঙ্কুল
পরিচিত স্থান এই, দণ্ডক-অরণ্য, নাহি ভুল ॥

শম্বূক।—হাঁ, এ দণ্ডকারণ্যই বটে। আপনি এখানে যখন বাস করেছিলেন তখন আপনি

বধিলা রাক্ষস "খর" "ত্রিশিরা" "দূষণ"
আরো রক্ষ শত শত ভীম-দরশন ॥

সেই অবধি তপস্যার সিদ্ধি-ক্ষেত্র এই জনস্থান এরূপ হয়েছে যে আমার মত ভীরু ব্যক্তিরাও এখন এখানে অকুতোভয়ে বিচরণ করে।

রাম।—এ তবে শুধু দণ্ডকারণ্য নয়—এ স্থানটির বিশেষ নাম বুঝি "জনস্থান" ?

শম্বূক।—আজ্ঞা হাঁ। প্রাণীমাত্রেরই লোমহর্ষণ, উন্মত্ত-প্রচণ্ড-শ্বাপদকুল-সঙ্কুল, গিরি-গহ্বর-সমন্বিত, এই যে বনগুলি দেখ্‌ছেন, এই গুলি জনস্থানের প্রান্তবর্ত্তী বিস্তীর্ণ অরণ্য-প্রদেশ—এই স্থান হতে অরণ্য ক্রমশঃ দক্ষিণদিকে বিস্তৃত হয়েছে। এই দেখুন—

নিঃশব্দ নিস্পন্দ হেথা,
হোথা হিংস্র পশুর গর্জ্জন।

ঘোর-শ্বাসী সুপ্তসর্প
শ্বাসে করে অগ্নি উদ্গীরণ।
ভূগর্ত্তে স্বলপ জল,
কৃকলাস তৃষিত পরাণ,
অজাগর-গাত্রস্রাবী
ঘর্ম্মবারি করে সদা পান॥

রাম।—দেখিতেছি জনস্থান—ভূতপূর্ব্ব খরের আলয়,
পূরব-বৃত্তান্ত সব মনে যেন প্রত্যক্ষ উদয়॥

(চারিদিকে অবলোকন করিয়া) প্রিয়া আমার, বনবাস বড়ই ভাল বাসতেন। তাঁরই এই সাধের অরণ্য। উঃ! এর চেয়ে ভয়ানক আর কি হতে পারে! (সাশ্রুলোচনে)

"মধুগন্ধ-পূর্ণ বনে নাথ সনে করিব বসতি"
এতেই আনন্দ তাঁর—অনুরাগ এত আমাপ্রতি।
কিছু নাহি করিলেও, সঙ্গ-সুখে দুঃখের মোচন,
কি সামগ্রী সেই তার যে যাহার নিজ প্রিয়জন॥

শম্বূক।—তবে আর এই দুর্গম দক্ষিণারণ্যের কথায় কাজ নেই। এখন এই মদকল-ময়ূর-কণ্ঠ-সদৃশ কোমল-কান্তি সুনীল-পর্ব্বত-সমাকীর্ণ ঘনঘোর শ্যামলচ্ছায় তরুণ-তরু-মণ্ডিত, মৃগযূথ-সমন্বিত জনস্থান-মধ্যবর্ত্তী এই গম্ভীর অরণ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

বেতসে হরষে হেথা
বসে পক্ষী উড়িয়া উড়িয়া।
নাড়া পেয়ে ঝরে পুষ্প
চারিদিক্ গন্ধে আমোদিয়া।

বিমল শীতল স্বচ্ছ
জলাশয় আছে অধিষ্ঠিত।
শ্যামকুঞ্জে পক্ক জম্বু
টুপুটাপু হতেছে স্খলিত।
গিরিনদী-নির্ঝরিণী
নিনাদিয়া ঝর ঝর ঝরে
অরণ্যের মধ্যদিয়া
বহিতেছে মহাবেগভরে॥

আরও দেখুন :—

গিরিগুহা অভ্যন্তরে
অবস্থিত ভল্লুক তরুণ
তাহাদের থুৎকারেতে
গরজন বাড়িছে দ্বিগুণ।
গজভগ্ন শল্লকীর
শাখাগ্রন্থি পড়ি' আছে কত
ক্ষীর ঝরি' গন্ধ তার
বায়ু-ভরে চরে ইতস্তত॥

রাম।—(বাষ্প-স্তম্ভিত স্বরে) ভদ্র! তোমার পথ-সকল নির্ব্বিঘ্ন হোক্। আর তুমি, পুণ্য লোক হতে দেবযান লাভ করে' শীঘ্র তোমার গম্য স্থানে গমন কর।

শম্বুক।—দেব! আমি প্রথমে পুরাতন ব্রহ্মবাদী মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে', পরে শাশ্বত ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করব। (শম্বুকের প্রস্থান)

রাম।—এই সেই বন যেথা
বহু দিন করি বাস সীতাদেবী সনে,
বানপ্রস্থ গৃহী হয়ে
স্বধর্ম্ম পালিনু দোঁহে থাকিয়া বিজনে।
সংসারীজনের সুখ
সে রসও হেথায় মোরা করিনু সম্ভোগ,
এবে কিনা সীতা বিনা
সেই বনে আসিলাম করিয়া উদ্যোগ॥
এই বটে সেই বন যথা গিরি পরে
ময়ুর ময়ুরী সদা কেকারব করে।
এই সেই বনস্থলী যথা মৃগগণ
মদভরে মত্ত হয়ে করে বিচরণ।
এই সেই অরণ্যের চারু নদীকূল,
নীরন্ধ্র নিবীড় যেথা সুনীল নিচুল।
যেথা শোভে ধারে ধারে তটের উপর,
বেতস-লতিকা-কুঞ্জ অতি মনোহর।
মেঘমালা-সম দূরে
ওই সেই "প্রস্রবণ"-গিরি
ধৌত করি' পাদ যার
গোদাবরী বহে ধীরি ধীরি।
জটায়ু করিত বাস
অতি উচ্চ শিখর-উপরে
নীচেতে কুটীর বাঁধি'
ছিনু মোরা বহুকাল ধরে'॥

রম্য বন-ভূমি-মাঝে
শ্যামকান্তি তরুবর-কায়া,
গোদাবরী-স্বচ্ছ-জলে
পড়িয়াছে প্রতিবিম্ব-ছায়া।
নানা পক্ষী বৃক্ষে বসি'
করিতেছে মধুর কূজন,
তাহাদের কলনাদে
মুখরিত অরণ্য বিজন॥

এইখানেই সেই পঞ্চবটী যেখানে আমরা বহুকাল বাস করেছিলেম। এখানে আমরা কেমন স্বচ্ছন্দে ইতস্ততঃ বিহার করতেম। এই চির-পরিচিত স্থানগুলি এখনও যেন তার স্বাক্ষী-স্বরূপ হয়ে রয়েছে। আবার, প্রেয়সীর প্রিয়সখী বাসন্তীও এখানে আছেন। কিন্তু হায় হতভাগ্য রামের আজ কি শোচনীয় অবস্থা! এখন

বহুকাল পরে পুন
তীব্রতর পূর্ব্ব বিষরস
নব বেগে সঞ্চারিয়া
সর্ব্ব অঙ্গ করিছে অবশ।
তীক্ষ্ণধার শল্যখণ্ড
বিদ্ধ করি' এ মোর হৃদয়
সবেগে করিছে যেন
ছুটাছুটি সর্ব্ব দেহময়।
রুদ্ধ-মুখ মর্ম্ম-ব্রণ
ফুটিয়া আবার দেখা দ্যায়,

ঘনীভূত শোক মোরে
বিমোহিছে নূতনের প্রায়॥

যাহোক্, এখন সেই পূর্ব্ব-পরিচিত চির-সুহৃৎ স্থানগুলিকে ভাল করে' দেখে নি। (নিরীক্ষণ করিয়া) অহো! ভূমি-সন্নিবেশের কিছুই স্থিরতা নাই! কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন!

পূর্ব্বে যেথা ছিল স্রোত
সেথা শোভে নদী-তট আজি।
বিরল, নিবীড় এবে;
নিবিড়, বিরল তরুরাজি।
বহু দিন পরে হেরি'
অন্য বন বলি' ভ্রম হয়,
শৈলের সংস্থানে শুধু
দূর হয় মনের সংশয়॥

হায়! যাই-যাই মনে করেও, পঞ্চবটীর স্নেহের আকর্ষণে যেতে পারচিনে। (সকরুণভাবে)

যে স্থানে তব সনে
এক সঙ্গে করেছি যাপন,
গৃহে ফিরি' যার কথা
কহিতাম সদা সর্ব্বক্ষণ,
সেই পঞ্চবটী বনে
তোমা-ছাড়া পশিব কেমনে,
কেমনে বা ফিরে যাই
তাহারে না হেরিয়া নয়নে॥

শম্বূকের পুনঃ প্রবেশ।

শম্বূক।—দেবের জয় হোক্। দেব! ভগবান অগস্ত্য আমার প্রমুখাৎ আপনার এস্থানে আগমন হয়েছে শুনে, এই কথা বলে' পাঠিয়েছেন যে, "স্নেহময়ী লোপামুদ্রা আপনার রথাবতরণ-কালোচিত মাঙ্গল্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে' আপনার নিমিত্ত অপেক্ষা করচেন। আর, অগস্ত্য-আশ্রমবাসী অপরাপর মুনি-ঋষিরাও আপনাকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করবার জন্য সেইখানে উপস্থিত। অতএব, প্রথমে এই স্থানে এসে, তাঁদের সহিত দেখা-সাক্ষাতের পর, দ্রুতগামী পুষ্পকরথ আরোহণ করে' যেন অযোধ্যায় গিয়ে অশ্বমেধের আয়োজন করা হয়।"

রাম।—ভগবানের আদেশ শিরোধার্য্য!

শম্বূক।—আচ্ছা তবে, রথের মুখ এই দিকে ফিরিয়ে দিন।

রাম।—ভগবতি পঞ্চবটি! গুরুজনের আজ্ঞা-পালন-অনুরোধে আমি যে আপনার সমুচিত সমাদর না করেই চলে যাচ্চি, তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন।

শম্বূক।—দেব! দেখুন দেখুন, ঐ "ক্রৌঞ্চাবত"-পর্ব্বত!

যথা পেচকের ডাকে
কাকগণ তরাসে নীরব,
কীচক-বংশের মাঝে
লুকাইয়া রহিয়াছে সব।
সেথায় ময়ূরগণ
উড়ি-উড়ি কেকারব করে,

পুরাতন বট-স্কন্ধে
অহিকুল সভয়ে বিচরে॥

আর ঐ দেখুন ঃ—

যে গিরির সুগভীর গহ্বরকুহরে
গোদাবরী প্রবাহিত কলকলস্বরে,
মেঘে অলঙ্কৃত যার সুনীল শিখর,
দক্ষিণ নামেতে খ্যাত সেই গিরিবর।

আবার দেখুন ঃ—

পরস্পর প্রতিঘাতে
উত্তাল-তরঙ্গ-কোলাহল
নদীর সঙ্গম ওই
পুণ্য যার সুগভীর জল।

(উভয়ের প্রস্থান।)

ইতি পঞ্চবটী-প্রবেশ নামক
দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয় অঙ্ক ।

(বিষ্কম্ভক)

প্রথম দৃশ্য ।—দণ্ডকারণ্য ।

তমসা ও মুরলা নদীদ্বয়ের প্রবেশ ।

তমসা ।—সখি, তোমায় এমন ব্যস্তসমস্ত বোধ হচ্চে কেন ?

মুরলা ।—ভগবতি তমসে ! অগস্ত্যের পত্নী ভগবতী লোপামুদ্রা আমাকে এই কথা বলে' পাঠিয়েছেন—"তুমি গিয়ে নদীশ্রেষ্ঠা গোদাবরীকে এই কথা বল্‌বে, সীতাকে পরিত্যাগ করে অবধি

অন্তর্গূঢ় ঘনীভূত রামের সন্তাপ ;
অটল গম্ভীর্য্য-হেতু না ফুটে বিলাপ ।
অগ্নি-তাপে রুদ্ধ-পাত্রে রস-পাক যথা,
অন্তরেই জাগে তাঁর অন্তরের ব্যথা ॥

সেই জন্য প্রিয়জনের এই কষ্ট ও অনিষ্টপাত দেখে তাঁর শোক-সন্তাপ এতদূর বেড়ে উঠেছে যে তিনি এখন অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে পড়েছেন। আজ রামভদ্রকে দেখে আমার হৃদয় যেন কেঁপে উঠ্‌ল। এখন তিনি পঞ্চবটীতে আস্‌চেন। এখানে এসে সীতার সঙ্গে যেখানে সর্ব্বদা আমোদ-প্রমোদ করতেন, সেই সকল স্থানগুলি যখন নিয়ত চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে থাক্‌বেন, তখন স্বভাবত ধীরগম্ভীর হলেও গভীর শোক-ক্ষোভের আবেগে, তাঁর পদে পদে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘট্‌বার বিলক্ষণ আশঙ্কা আছে। তাই বল্‌চি, ভগবতি গোদাবরি, তোমাকে একটু সতর্ক হয়ে থাক্‌তে হবে। যখনি তাঁর মোহ উপস্থিত হবে

তখনি শীকরবাহী সুশীতল পদ্মগন্ধী মৃদু সমীরণ
প্রেরণ করিয়া তুমি সযতনে মোহ তাঁর করিবে ভঞ্জন" ॥

তমসা।—এরূপ সময়ে পরিচর্য্যা করা স্নেহেরই কার্য্য বটে। কিন্তু আজ রামভদ্রের জীবন রক্ষার মূল-উপায় যে নিকটেই উপস্থিত।

মুরলা।—কি রূপ উপায়?

তমসা।—শোনো। পূর্ব্বে, লক্ষ্মণ সীতাকে বাল্মীকির তপোবনের কাছে পরিত্যাগ করে' গেলে, তাঁর প্রসববেদনা উপস্থিত হয়। তিনি দুঃখ-যন্ত্রণার আবেগে গঙ্গায় ঝাঁপ দেন, ঝাঁপ দেবামাত্র তিনি সেইখানেই দুটি পুত্রসন্তান প্রসব করেন। পরে ভগবতী পৃথিবী একটিকে ও ভাগীরথী অপরটিকে গ্রহণ করে' রসাতলে নিয়ে যান। তার পর, তারা স্তনদুগ্ধ ত্যাগ কর্‌লে গঙ্গা-দেবী স্বয়ং সেই দুটি বালককে মহর্ষি বাল্মীকির কাছে রেখে আসেন।

মুরলা।—(সবিস্ময়ে)

এইরূপ দেবতারা যাহাদের পরম সহায়,
তাহাদেরি ঘটে হেন অলৌকিক দশা-বিপর্য্যায় ॥

তমসা।—এখন ভগবতী ভাগীরথী, সরযূ-নদীর মুখে শম্বুক-বধের কথা শুনে', জনস্থানে রামের আস্‌বার সম্ভাবনা আছে বলে মনে করছেন। তাই, লোপামুদ্রা মনে মনে যে আশঙ্কা করে-ছিলেন, তিনিও স্নেহবশত সেই আশঙ্কা করে', গৃহকর্ম্মচ্ছলে সীতাকে সঙ্গে করে' গোদাবরীকে এখানে দেখ্‌তে এসেছেন।

মুরলা।—ভগবতী সেটি ভাল বিবেচনাই করেছেন। কেননা, রাম-ভদ্র যখন রাজধানীতে থাকেন, তখন জগতের মঙ্গলজনক অনেক বিষয় তাঁকে ভাব্‌তে হয়, সুতরাং নানা বিষয়ে ব্যাপৃত থাকায়

মনের ততটা উদ্বেগ থাকে না। কিন্তু এখন তিনি শুধু শোককে সঙ্গের সাথী করে' পঞ্চবটীতে এসেছেন, সুতরাং এখন মহান্ অনর্থের সম্ভাবনা। আচ্ছা, কিন্তু রামভদ্রকে সীতা কিরূপে সান্ত্বনা করবেন ?

তমসা।—দেবী ভাগীরথী এই কথা সীতাকে বলেছিলেন যে "শোনো বাছা, আজ লবকুশের দ্বাদশবার্ষিকী জন্মতিথি উপস্থিত, তাই তাদের হাতের বন্ধন-সূত্রে সংখ্যামঙ্গল-গ্রন্থি বাঁধ্‌তে হবে। সেই জন্য, স্বহস্তে পুষ্পচয়ন করে', তোমার শ্বশুর কুলের যিনি আদি-পুরুষ, সমস্ত মনু-বংশের স্রষ্টা, সেই পাপঘ্ন সূর্য্যদেবকে, তোমার আজ পূজা করতে হবে। মর্ত্ত্য মানুষের কথা দূরে থাক, আমাদের প্রভাবে, বনদেবতারাও তোমাকে দেখ্‌তে পাবেন না।"

আর আমাকেও এই আজ্ঞা করেছেন "তমসে! বাছা জানকী তোমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, তুমিই তাঁর সহচরী হয়ে থেকো।" আমি এখন তবে ভগবতীর সেই আদেশ-অনুসারে কাজ করিগে।

মুরলা।—আমিও ভগবতী লোপামুদ্রাকে এই কথা বলিগে। আর, রামভদ্রও বোধ হয় এতক্ষণে এসেছেন।

তমসা।—এই যে! জানকী গোদাবরী-হ্রদের ভিতর থেকে বেরিয়ে এই দিকেই আস্‌চেন দেখ্‌ছি।

পাণ্ডুবর্ণ মুখকান্তি, বিশীর্ণ কপোল,
মুখটি সুন্দর তবু, কবরী বিলোল,
করুণার মূর্ত্তিখানি, শোক-ম্লান অতি,
সাক্ষাৎ বিরহ-ব্যথা যেন মূর্ত্তিমতী।

মুরলা।—এই যে তিনি। আহা! (উভয়ের পরিক্রমণ ও প্রস্থান)

শরতের তাপে যথা কেতকীর গরভ-গত দল,
চারু-বৃন্ত-ছিন্ন যথা অভিনব পল্লব কোমল,
হৃদয়-কুসুম-শোষী শোকানল দহি' দীর্ঘ দিন,
করিয়াছে পাণ্ডুবর্ণ ক্ষীণ দেহ অতীব মলিন॥

(উভয়ের প্রস্থান)

ইতি বিষ্কম্ভক।

নেপথ্যে।

কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!

(সকরুণ ঔৎসুক্যের সহিত পুষ্পচয়ন-ব্যগ্রা সীতার প্রবেশ।)

সীতা।—হাঁ বুঝ্‌তে পেরেছি। এ নিশ্চয়ই প্রিয়সখী বাসন্তীর কথা।

পুনর্ব্বার নেপথ্যে।

শল্লকীর পল্লবের কচি ডগাগুলি
সীতাদেবী নিজ হস্তে বৃক্ষ হতে তুলি'
যে করি-শাবকটিরে খাওয়াতেন কত,
পালিতেন সযতনে সন্তানের মত—

সীতা।—কি হয়েছে তার? কি হয়েছে তার?

পুনর্ব্বার নেপথ্যে।

বধূর সহিত জলে করিছে বিহার,
নানা রঙ্গে এক সঙ্গে দিতেছে সাঁতার,

হেন কালে অন্য এক যূথপতি বারণ দুর্জ্জয়
সহসা আক্রমি' তারে দর্প-ভরে করে পরাজয়॥

সীতা।—(ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া কতিপয় পাদ গমন করিয়া) নাথ আমার বাছাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর! (স্মরণ করিয়া সখেদে) হা ধিক্! পঞ্চবটী-দর্শনে সেই পূর্ব্বপরিচিত কথাগুলি আবার এ হতভাগিনীর মুখ দিয়ে বেরুচ্চে। হা নাথ!

(মূর্চ্ছা)

তমসার প্রবেশ।

তমসা।—বৎসে! শান্ত হও, শান্ত হও।

নেপথ্যে।

বিমান-রাজ! এই খানেই থামো।

সীতা।—(আশ্বস্ত হইয়া লজ্জাভয়ে ও উল্লাসে) একি! জল-ভরা জলদের মোতো ঘোর গম্ভীর বাক্য-নির্ঘোষ কোথা থেকে আস্‌চে? কথাগুলি কর্ণ-বিবরে প্রবেশ করে' আমার ন্যায় হত-ভাগিনীর মনও যে সহসা আনন্দোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ল।

তমসা।—(সস্নেহে ও সাশ্রুলোচনে)

মেঘের গর্জ্জনে যথা সচকিতা ময়ূরী উৎসুক,
কাহার অস্ফুট-স্বরে তুমি বৎসে হলে এইরূপ?

সীতা।—ভগবতি কি বল্‌চেন?—অস্ফুট?—কিন্তু আমি শুনেই বুঝ্‌তে পেরেছি, এ আর্য্যপুত্রের স্বর।

তমসা।—আশ্চর্য্য নয়। শুনলেম, তপোরত শূদ্রককে দণ্ড দেবার জন্যই ইক্ষাকুরাজ নাকি এখানে এসেছেন।

সীতা।—সৌভাগ্যক্রমে সে রাজার রাজধর্ম্মের ক্রটি নাই।

নেপথ্যে।

কি তরু, কি মৃগ, যেথা সকলেই বান্ধব আমার,
যেই স্থানে প্রিয়া-সনে কত দিন করেছি বিহার,
এই সেই পরিচিত পুরাতন চারু গিরিতট,
নির্ঝর কন্দরে পূর্ণ গোদাবরী-নদী-সন্নিকট।

সীতা।—(দেখিয়া) এ কি! আমার প্রাণনাথ যে! একি হয়েছে! শরীরে যে আর কিছুই নাই। আহা! মুখটি যেন প্রাতঃকালের চন্দ্রের মত ক্ষীণ, পাণ্ডুবর্ণ; আর যেন চেনা যায় না। কেবল গম্ভীর স্বরে ও দেহের তেজেই যা চিন্‌তে পারা যাচ্চে। আমাকে ধর। (তমসাকে জড়াইয়া ধরিয়া মূর্চ্ছিতা)

তমসা।—(ধারণ করিয়া) বৎসে! ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর।

নেপথ্যে।

এই পঞ্চবটী দর্শনে—
অন্তর্লীন দুঃখানল মহাতেজে হবে প্রজ্জলিত
তাই মোরে মোহ-ধূম পূর্ব্ব হতে করিছে আবৃত।

হা প্রিয়ে জানকি!

তমসা।—(স্বগত) গুরুজনেরা তখনই এই আশঙ্কা করেছিলেন।

সীতা।—(আশ্বস্তা হইয়া) আহা! কেন এরূপ হল?

নেপথ্যে।

হা দেবি! দণ্ডকারণ্যের প্রিয় সহচরি! বিদেহ-রাজপুত্রি! (মূর্চ্ছা)

সীতা।—হা! কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! প্রাণনাথ এই হত-ভাগিনীর নাম করেই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন! নব প্রস্ফুটিত নীল-পদ্মের মত চক্ষুদুটি একেবারে মুদিত হয়ে গেছে। আহা! কিরূপ হতাশ ও অসহায় ভাবে ভূতলে পড়ে' আছেন! ভগবতি তমসে! রক্ষা কর, রক্ষা কর। আমার প্রাণেশ্বরকে বাঁচাও। (পদতলে পতন)

তমসা।—তুমি-ই বাঁচাও ভদ্রে রামেরে এখন,
প্রিয়-স্পর্শ তব কর্‌ই, ধ্রুব সঞ্জীবন॥

সীতা।—যা হবার তা হবে, ভগবতি যা বল্‌চেন আমি এখন তাই করি। (ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।—দণ্ডকারণ্যের অন্য অংশ।

সজল-নয়না সীতার করস্পর্শে মূর্চ্ছিত রামভদ্রের
চেতনা।

সীতা।—(সহর্ষে স্বগত) এখন বোধ হচ্চে নাথের প্রাণ আবার দেহে ফিরে এসেছে।

রাম।—কি আশ্চর্য্য—একি!

দেবতরু-পত্র-রস পড়ে কি ঝরিয়া দেহ পরে?
সেচন করে কি কেহ নিঙ্গাড়িয়া স্নিগ্ধ ইন্দুকরে?
তাপিত জীবনতরু মোর এই, করি' প্রশমন
কে হৃদে ঢালিল বারি—এ ঔষধি মৃত সঞ্জীবন?
এ যে চির-পরিচিত পরশ তাহার
সঞ্জীবন সম্মোহন উভয়ি আমার।

সন্তাপের মূর্চ্ছা ভাঙ্গি' ও-কর-পরশে
বিহ্বল করে যে মোরে আবার হরষে॥

সীতা।—(ভয় ও কারুণ্য বশতঃ কিঞ্চিৎ সরিয়া গিয়া) আমার ভাগ্যে এখন এই টুকুই যথেষ্ট।

রাম।—(উপবেশন করিয়া) স্নেহময়ী সীতাদেবী কি অনুগ্রহ করে আমাকে আশ্বস্ত করতে এসেছেন ?

সীতা।—হায়! আমার ভাগ্যে এমন কি হবে, উনি আমার অন্বেষণ করবেন ?

রাম।—যাই হোক্—একবার অন্বেষণ করে' দেখি।

সীতা।—ভগবতি তমসে! এসো আমরা এখান থেকে সরে' যাই। আমাকে দেখ্‌তে পেলে, ওঁর বিনা অনুমতিতে এসেছি বলে' আমার উপর, আমার মহারাজ রাগ করতে পারেন।

তমসা।—অয়ি বৎসে, ভাগীরথীর বর-প্রভাবে তুমি এখন বনদেবতা-দের নিকটেও অদৃশ্য।

সীতা।—হাঁ, তাও তো বটে।

রাম।—প্রিয়ে জানকি!

সীতা।—(অভিমান-গদ্‌গদ বাক্যে) এত কাণ্ডের পর, তোমার ওরূপ প্রিয় সম্ভাষণ আর সাজে না। কিন্তু আমি কি এমনি বজ্রময়ী পাষাণী যে, যিনি জন্মান্তরেও দুর্লভদর্শন, আমার সেই প্রাণনাথ স্নেহভরে আমার উদ্দেশে এইরূপ ক্রন্দন করচেন—আর, আমি কি না, তাঁর উপর রাগ করে থাক্‌ব! আমি ওঁর হৃদয় বিলক্ষণ জানি। উনি আমারই।

রাম।—(চারিদিকে অবলোকন করিয়া নৈরাশ্যের সহিত) হা! কৈ, এখানে তো কেহই নাই।

সীতা। ভগবতি তমসে! উনি আমাকে অকারণে পরিত্যাগ করেছিলেন, তবু ওঁকে দেখে কেন যে আমার মনের অবস্থা এরূপ হল তা বল্‌তে পারিনে।

তমসা।—জানি বাছা জানি

মিলন আশার আশে হইয়া নিরাশ
হয়েছিল তব মন নিতান্ত উদাস।
অকারণে ত্যাগ উনি করিলে তোমায়,
অভিমানে ছিলে তুমি সেই ঘটনায়;
সহসা হইল হেথা আবার মিলন,
স্তম্ভিত তুমি গো তাই হয়েছ এখন।
দেখিয়া আবার প্রাণনাথের সৌজন্য,
তোমার মনটি এবে হয়েছে প্রসন্ন।
অনুরাগ ব্যাকুলতা দেখিয়া তাঁহার,
গলিয়া গিয়াছে প্রেমে হৃদয় তোমার॥

রাম।—দেবি

স্নেহার্দ্দ-পরশ তব সুশীতল অতি
(প্রণয়ের যেন আহা সাক্ষাৎ মূরতি)
করিতেছে আর্দ্র মোর তপ্ত তনুখানি,
কিন্তু তুমি কোথা অয়ি আনন্দদায়িনি!

সীতা।—এই যে, আমি নাথের কথা শুন্‌তে পাচ্চি। আহা! স্নেহপূর্ণ বিলাপ-কথাগুলি থেকে যেন আনন্দ বর্ষণ হচ্চে। যদিও আমাকে পরিত্যাগ করে' উনি আমার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করেছিলেন, তবু আমার মনে হচ্চে যেন ওঁকে পেয়েই আমার জন্ম সার্থক।

রাম।—কিন্তু প্রিয়তমা কোথায়? বোধ হয় তাঁকে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করাতেই আমার এই ভ্রম উপস্থিত হয়েছে।

নেপথ্যে।

কি সর্ব্বনাশ! কি! সর্ব্বনাশ!

শল্লকীর পল্লবের কচি ডগাগুলি
সীতাদেবী নিজ হস্তে বৃক্ষ হ'তে তুলি'
যে করি-শাবকটিরে খাওয়াতেন কত
পালিতেন সযতনে সন্তানের মত—

রাম।—(ঔৎসুক্যের সহিত সদয় ভাবে) সে শাবকটির কি হয়েছে?

পুনর্ব্বার নেপথ্যে।

দেখ দেখ অন্য এক যূথপতি বারণ দুর্জ্জয়
সহসা আক্রমি' তারে দর্পভরে করে পরাজয়॥

সীতা।—হায় হায়! এখন আমি কার কাছে গিয়ে এই অত্যাচারের কথা জানাই?

রাম।—কৈ? কোথায় সে দুরাত্মা যে বধূসহচর-শাবকটিকে পরাজয় করেছে? (উত্থান)

ভয়ব্যস্ত বাসন্তীর প্রবেশ।

বাসন্তী।—কে, দেব রঘুপতি?

সীতা।—কে, আমার প্রিয়সখি বাসন্তী?

বাসন্তী।—জয় হোক্ দেব!

রাম।—(দেখিয়া) দেবীর প্রিয়সখী বাসন্তী কি?

বাসন্তী।—দেব! শীঘ্র যান্, শীঘ্র যান। এইখান থেকে গিয়ে ঐ

জটায়ুপর্ব্বতের দক্ষিণ দিকে যে সীতা-তীর্থ আছে সেই তীর্থ দিয়ে, গোদাবরীতে নেমে, দেবীর পুত্রটিকে রক্ষা করুন।

সীতা।—হা তাত জটায়ো! আজ তোমা বিহনে জনস্থান যেন একেবারে শূন্য বোধ হচ্চে।

রাম।—ওহোহো! কথাগুলি কি মর্ম্মভেদী!

বাসন্তী।—এই দিকে দেব, এই দিকে।

সীতা।—ভগবতি, সত্য সত্যই কি বনদেবতারা আমাকে দেখ্‌তে পাচ্চেন না?

তমসা।—বাছা! মন্দাকিনী দেবীর প্রভাব সকল-দেবতা অপেক্ষাই অধিক। তবে আর ভয় করচ কেন?

সীতা।—তবে আসুন, ওঁদের সঙ্গে সঙ্গেই যাই। (পরিক্রমণ)

তৃতীয় দৃশ্য।—গোদাবরী নদী।

রাম।—(পরিক্রমণ করিয়া) ভগবতি গোদাবরি নমস্কার!

বাসন্তী।—(দেখিয়া) দেব! দেখুন দেখুন, ঐ সেই সীতার পালিত পুত্রটি শত্রুকে পরাজয় করে' আপনার করিণীর সঙ্গে এইদিকে আস্‌চে—এখন ওকে অভিনন্দন করুন।

রাম।—বৎস! বিজয়ী হ'ও।

সীতা।—অ্যাঁ!—বাছা আমার এতবড়টি হয়েছে?

রাম।—দেবি, সে তোমার সৌভাগ্য!

বিস-কিসলয় সম
নবোদ্গত সুচিকণ স্নিগ্ধ দন্ত দিয়া
কর্ণ-ভূষা হতে তব
লবলীর পত্র যে গো নিত আকর্ষিয়া,

সেই তব পুত্র এবে
যূথপতি মদমত্ত বারণ-বিজেতা।
যৌবনে কল্যাণ যাহা,
এ বয়সে অনায়াসে লভিয়াছে সে তা' ॥

সীতা।—এখন করিণীর সহিত বাছার যেন আর ছাড়াছাড়ি না হয়।

রাম।—সখি বাসন্তি! দেখ দেখ, বৎসটি আবার, নিজ প্রিয়ার মনোরঞ্জনেও কেমন সুপটু হয়েছে।

লীলাচ্ছলে উৎপাটিয়া মৃণালের বৃন্তগুলি
চিবায়ে গ্রাসাংশ তার প্রিয়া-মুখে দেয় তুলি।
পদ্ম-সুবাসিত জল, তাহার গণ্ডূষ করি'
শূণ্ডে ফুৎকারিয়া দেয় প্রেয়সীর গাত্রোপরি।
পরে লয়ে স্নেহভরে সনাল পদ্মের পাতা
করিণীর শির-পরে ধরে আতপত্র-ছাতা ॥

সীতা।—ভগবতি তমসে! এটিকে তো এই রকম দেখছি, এখন লব-কুশ না জানি এত দিনে কি রকম হয়েছে।

তমসা।—সে দুটিও এই রকম হয়েছে।

সীতা।—আমি এমনি হতভাগিনী যে, শুধু স্বামী-বিরহ নয়, পুত্র-বিরহও আমাকে এখন নিরন্তর সহ্য করতে হচ্চে।

তমসা।—কি করবে বল—তোমার অদৃষ্টে যা ছিল তাই হয়েছে।

সীতা।—আহা, তাদের সেই মুক্তাফলের মত কেমন কচি-কচি সাদা দাঁতগুলি, কেমন উজ্জ্বল গালদুটি, কেমন হাসি-হাসি মুখ্-খানি, কেমন মিষ্টি মিষ্টি আধ-আধ কথা, কানের পাশে কেমন সুন্দর চুলের জুল্‌ফি; আহা! এমন দুটি ছেলের মুখপদ্ম উনিই যখন চুম্বন করতে পেলেন না, তখন আমার প্রসব করাই বৃথা হল।

তমসা।—দেখো, দেবতাদের প্রসাদে তোমার ও মনস্কামনা শীঘ্রই পূর্ণ হবে।

সীতা।—দেখ, ভগবতি তমসে! লবকুশকে স্মরণ করে' আমার উচ্ছ্বসিত স্তন থেকে দুগ্ধ নিঃসৃত হচ্চে; আর, ওদের পিতা নিকটে থাকায় আমার মনে হচ্চে যেন ক্ষণকালের জন্য আমি আবার সংসারী হয়েছি।

তমসা।—তাতো মনে হতেই পারে। সন্তান যে, পিতামাতার প্রণয়ের চরম-সীমা—পরস্পরের চিত্তের পরম-বন্ধন।

স্ত্রীপুরুষ উভয়ের হৃদয়ের
মর্ম্মগত স্নেহের বন্ধনে
অপত্য-আনন্দ-গ্রন্থি বদ্ধ যেন
দম্পতীর মধুর মিলনে॥

বাসন্তী।—রাজন্! এ দিকে আবার দেখুন:—

নবোদ্গত সুচঞ্চল
চারু পুচ্ছ আহা কিবা প্রসারিত করি'
আনন্দে উন্মত্ত শিখী
প্রিয়া-সনে নৃত্যকরে কদম্ব-উপরি।
তাণ্ডব-উৎসব অন্তে
তারস্বরে ডাকে বসি' কদম্ব শাখায়;
ঊর্দ্ধশিখ মণিময়
মুকুট শোভিছে যেন তরুর মাথায়॥

সীতা।—(সাশ্রু লোচনে সকৌতুকে) এই যে আমার সেই ময়ূরটি।

রাম।—আমোদ আহ্লাদ কর বৎস, চিরকাল আমোদ আহ্লাদ কর।

সীতা।—আহা! তাই হোক্।

রাম। —কর পল্লবের তালে

নাচাতেন প্রিয়া তোকে আদরে যতনে,

চতুর ভ্রূভঙ্গ-সঙ্গে

ঘুরিত সে নেত্র কিবা নৃত্য-বিবর্ত্তনে।

প্রিয়ার ছিলিরে তুই

সন্তানের মত, অতি যতনের ধন ;

তাই তো আমিও তোরে

পুত্র বলি' স্নেহভরে করেছি স্মরণ।

আশ্চর্য্য! পশু পক্ষী প্রভৃতি নীচজাতীয় প্রাণীরাও তাদের আত্মীয় কে তা' অনায়াসে বুঝ্তে পারে। ঐ কদম্বের বৃক্ষটিকে প্রিয়তমা নিজহস্তে বর্দ্ধিত করেছিলেন—এখন ওতে দুই চারটি ফুলও ধরেছে।

সীতা।—(দেখিয়া সাশ্রুলোচনে) উনি তো ঠিক্ চিনেছেন।

রাম।—

গিরি-শিখীটিও এই,

দেবীর বর্দ্ধিত বলি' আত্মীয় ভাবিয়া,

তরুটির কাছে কাছে

সর্ব্বদাই থাকে যেন আনন্দে মাতিয়া।

বাসন্তী।—রাজন্! এইখানে ক্ষণকাল উপবেশন কর।

এই সেই স্থান দেখ—চারিদিকে কদলীর বন,

কান্তাসনে শিলাতলে যেথা তুমি করিতে শয়ন ;

মৃগগণে সীতাদেবী খাওয়াতেন বসিয়া হেথায়,
তৃণলোভে তাই তারা এই ঠাঁই ছাড়িতে না চায়।

রাম।—উঃ! এ সকল যে আমি আর দেখ্‌তে পার্‌চিনে।
(রোদন করিতে করিতে অন্যত্র উপবেশন।)

সীতা।—সখি বাসন্তি! এই সমস্ত আমাদের কেন দেখালে? হায়! হায়! সেই উনি, সেই পঞ্চবটী বন, সেই প্রিয়সখী বাসন্তী, এখানে তখন আমরা কেমন স্বচ্ছন্দে বেড়িয়ে বেড়াতেম; তারই সাক্ষীস্বরূপ গোদাবরী-তীরের এই বনস্থলী, সন্তানতুল্য এই সব মৃগপক্ষী তরুলতা এখনও রয়েছে। কিন্তু আমি হতভাগিনী যদিও এই সমস্ত স্বচক্ষে দেখ্‌চি, তবু যেন আমার পক্ষে কিছুই নেই বলে মনে হচ্চে। হায়! সংসারের এইরূপই পরিবর্ত্তন বটে।

বাসন্তী।—সখি সীতে, রামচন্দ্রের কি অবস্থা হয়েছে, তুমি কি তা' দেখ্‌ছ না?

কুবলয়দল-স্নিগ্ধ রামের সে অঙ্গের বরণ
যখনি করিতে ইচ্ছা দেখিতে তা' ভরিয়া নয়ন;
তবু প্রতি দৃষ্টিক্ষেপে সৌন্দর্য্য ফুটিত নব নব,
অবিরত হত তব নয়নের আনন্দ-উৎসব।
সেই তনু শোকে এবে পাণ্ডুক্ষীণ, বিকল-ইন্দ্রিয়,
কথঞ্চিৎ চেনা যায়,—শুধু মাত্র ভাবে অনুমেয়।
কিন্তু গো যদিও শোকে করেছে সে লাবণ্য হরণ,
তথাপি এখনও উনি আহা কিবা প্রিয়দরশন।

সীতা।—তাই তো দেখ্‌ছি সখি, তাই তো দেখ্‌ছি।

তমসা।—আহা, তোমার প্রাণনাথকে জন্ম জন্ম দেখ।

সীতা।—হা বিধাতঃ! তিনি আমাকে ছেড়ে থাক্‌বেন, আমি তাঁকে ছেড়ে থাক্‌ব, এ কে সম্ভব বলে পূর্ব্বে মনে করতে পারতো?—এখন যে ওঁকে দেখ্‌ছি, এ যেন আমার জন্মান্তরের দর্শন লাভ। চোখের জল একটু থেমেচে, এই অবকাশে প্রাণনাথকে একবার ভাল করে দেখেনি। (সতৃষ্ণভাবে দর্শন)

তমসা।—(সাশ্রুলোচনে ও সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া)

দর্শন-তৃষায়, তব নেত্র দুটি দীর্ঘ-বিস্ফারিত,
শোকে আনন্দেতে আহা দরদর অশ্রু বিগলিত।
ধবল অঞ্জন-বিনা—স্নেহময় স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাতে
দুগ্ধনদী-জলে যেন করাইছ স্নান প্রাণনাথে।

বাসন্তী।—দাও সবে তরুগণ
সুমধুর ফল-পুষ্পে অর্ঘ্য-উপহার।
যাও বহি' বন-বায়ু
প্রস্ফুটিত কমলের লয়ে' গন্ধভার।
আনন্দে উৎকণ্ঠ হয়ে
পক্ষিগণ হেথা গান গাও অবিরাম।
আবার এ বনমাঝে
দেখ দেখ এসেছেন রঘুপতি রাম॥

রাম।—এস সখি বাসন্তি এইখানে উপবেশন কর।

বাসন্তী।—(উপবেশন করিয়া সাশ্রু-লোচনে) মহারাজ কুমার লক্ষ্মণ ভাল আছেন তো?

রাম।—(না শুনিয়া)

নিজ হস্তে পালিতেন যাদের জানকী
সেই তরু মৃগ পক্ষী যখনি নিরখি,
এমনি বিকার মনে হয় গো উদয়,
পাষাণ ভেদিয়া যেন গলে এ হৃদয় ॥

বাসন্তী।—মহারাজ। বলি কি, কুমার লক্ষ্মণ ভাল আছেন তো?

রাম।—(স্বগত) মহারাজ বলে' সম্বোধন করায় আমার প্রতি ওঁর প্রণয়ের অভাব প্রকাশ পাচ্চে। আবার, লক্ষ্মণের নাম করবা-মাত্রই অশ্রুজলে সহসা ওঁর কণ্ঠরোধ হয়ে গেল—এতে বোধ হচ্চে, উনি সীতার বৃত্তান্তও সমস্ত জান্‌তে পেরেছেন। (প্রকাশ্যে) হাঁ, তিনি ভাল আছেন! (রোদন)

বাসন্তী।—দেব, এত কঠিন হ'লে কি করে'?

সীতা।—সখি বাসন্তি? কেন তুমি ওঁকে এরূপ কথা বল্‌চ? উনি সকলেরই প্রিয়-সম্ভাষণের যোগ্য। বিশেষতঃ আমার প্রিয়-সখী বাসন্তীর পক্ষে তো বটেই।

বাসন্তী।—

তুমিই জীবন মম, তুমি মম হৃদয় দ্বিতীয়,
নয়ন-জোছনা রাশি, তুমি মম অঙ্গের অমিয়—
এইরূপ প্রিয় বাক্যে তুষিতেন সরলা সীতায়
না না থাক্—কাজ নাই—কাজ নাই সে সব কথায় ॥

(মূর্চ্ছা)

রাম।—ঠিক্ সময়েই ওঁর বাক্‌রোধ হয়ে মূর্চ্ছা হয়েছে। সখি ধৈর্য্য ধর! ধৈর্য্য ধর!

বাসন্তী।—(আশ্বস্তা হইয়া) দেব! তুমি কেমন করে' এ অকার্য্য করলে?

সীতা।—সখি বাসন্তি! ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও।

রাম।—লোকে বোঝে না, কি করব।

বাসন্তী।—কেন, না বোঝ্‌বার হেতু কি?

রাম।—সে তারাই জানে।

তমসা।—তবে এর জন্য তাদের ভৎর্সনা করাই উচিত।

বাসন্তী।—নিষ্ঠুর

যশ্‌ই শুধু একমাত্র প্রিয় তব দেখিতেছি এবে,
কিন্তু এ যে ঘোরতর অপযশ দেখনি কি ভেবে?
সীতার কি হল দশা থাকি' ঘোর সুভীষণ বনে
সে বিষয় কিছু মাত্র ভেবেছ কি আপনার মনে?

সীতা।—সখি বাসন্তি! তুমি দেখছি দারুণ কঠোর। একে তো উনি এমনি আপনার জ্বালায় জ্বল্‌চেন, তার উপর তুমি আবার কেন ওঁকে বাক্য-যন্ত্রণায় দগ্ধ কচ্চ।

তমসা।—এই কথায় প্রণয় ও শোক উভয়ই প্রকাশ পাচ্চে।

রাম।—সখি! জানকীর কি দশা হল, সে বিষয়ে ভাব্‌বার আর কি আছে?

শিশু-কুরঙ্গিনী সম যার সেই চঞ্চল নয়ন,
বিকম্পিত গর্ভভারে যে মন্থর-অলস-গমন,
তার সেই জ্যোৎস্নাময়ী অঙ্গলতা মৃণাল-গঞ্জন
নিশ্চয়ই শ্বাপদ-কুল বন-মাঝে করেছে ভক্ষণ।

সীতা।—না প্রাণনাথ! এই যে আমি বেঁচে আছি।

রাম।—হা প্রিয়ে জানকি! তুমি কোথায়?

সীতা।—হায় হায়!—উনি যে মুক্ত কণ্ঠে কাঁদ্‌চেন।

তমসা।—বৎসে! এখন দুঃখ প্রকাশ ক'রেই দুঃখ নির্ব্বাণ করা উচিত। কেন না

জল-বৃদ্ধি-উপদ্রবে উথলিলে জলাশয়-স্থান,
প্রবাহের পথ খোলা একমাত্র উচিত বিধান।
সেইরূপ শোক-ক্ষোভে উথলিয়া উঠিলে হৃদয়,
বিলাপ-ক্রন্দনে তার উপশম জানিবে নিশ্চয়॥

বিশেষত রাজা রামচন্দ্রকে রাজ্যের বিবিধ প্রকার কষ্ট সহ্য করতে হয়।

সমস্ত সাম্রাজ্য ইনি
মনোযোগে বিধিমতে করেন পালন।
উত্তাপে কুসুম যথা,
শুখাইছে প্রিয়া-শোকে ইহার জীবন।
আপনি প্রিয়ারে ত্যজি',
কেবল ক্রন্দনে শোক যাইবে কেমনে?
তবে লাভ এই মাত্র
প্রাণ বেঁচে আছে আজও বিলাপ ক্রন্দনে॥

রাম।—কি কষ্ট! কি কষ্ট!

দলিত হৃদয় শোকে,
দ্বিধা তবু ফাটিয়া না যায়।
মোহে বিকলিত দেহ,
জ্ঞান তবু নাহি গো হারায়।

অন্তর্দাহে দহে তনু,
তবু তো না হয় ভস্মসাৎ।
মর্ম্মচ্ছেদ করে বিধি,
প্রাণ তবু না হয় নিপাত॥

সীতা।—হাঁ তাইতো দেখ্‌ছি।

রাম।—পৌরজন ও জনপদবাসি, তোমরা সবাই শ্রবণ করঃ—

জানকীর গৃহবাস
তোমাদের সকলের নহে অভিমত
তাই তারে বিনা শোকে
ত্যজিলাম শূন্য বনে তৃণটির মত।
কিন্তু চির-পরিচিত
এই সব দৃশ্য হেরি', নিরাশ্রয় অতি
ভ্রমিতেছি কাঁদি কাঁদি',
তোমরা প্রসন্ন এবে হও আমা প্রতি।

তমসা।—উঃ! দেখ্‌ছি এঁর শোক-সাগরের আবর্ত্তগুলি বড়ই গভীর।

বাসন্তী।—যা হবার তা হয়েছে, এখন দেব ধৈর্য্য অবলম্বন কর।

রাম।—সখি ধৈর্য্যের কথা আর কেন বল্‌চ?

দ্বাদশ বৎসর-কাল আমি আছি দেবী-বিরহিত,
সীতানাম লুপ্তপ্রায়, তবু রাম নহে কি জীবিত?

সীতা।—উঃ! ওঁর এই কথাগুলি শুনে আমার মূর্চ্ছা হবার উপক্রম হয়ে আস্‌চে।

তমসা।—হাঁ বৎসে তাই বটে।

নিতান্ত নহে গো প্রিয়
স্নেহ-মাখা শোকের ও দারুণ বচন,
তাই তব কর্ণ-মাঝে
বিষময় মধুধারা হতেছে পতন।

রাম।—সখি বাসন্তি!
হৃদয়ে নিহিত যথা
বক্র-মুখ প্রজ্জ্বলন্ত অঙ্গার-শলাকা
কিম্বা হিংস্র জন্তুদের
দন্তের দংশন যথা তীব্র বিষে মাখা,
সেই রূপ শোক-শেল
হৃদে মোর মর্ম্মগ্রন্থি করিছে ছেদন
বিষম যাতনা তার
আমি কি গো সহিছি না সদা-সর্ব্বক্ষণ?

সীতা।—উনি এ হতভাগিনীর জন্য আবার কেন ক্লেশ পাচ্চেন?

রাম।—আমি পূর্ব্বে যদিও বহুকষ্টে মনকে স্থির করেছিলেম, তবু এখন পূর্ব্ব-পরিচিত এই সকল বস্তু আবার দেখে আমার শোকের আবেগ আবার যেন প্রবল হয়ে উঠ্‌ছে।

প্রবল বিকার-গ্রস্ত
ইন্দ্রিয়-আবেগ মম করিতে দমন
বহু কষ্টে বহু যত্নে
কত কি উপায় আমি করি নির্দ্ধারণ।
সে সব করিয়া চূর্ণ
কি-এক বিকার মনে হতেছে বিস্তার

প্রচণ্ড প্রবাহ যেন
ভেদ করে বালুময় সেতুর প্রাকার।

সীতা।—ওঁর এই দুর্নিবার দারুণ দুঃখ আমার নিজ দুঃখের মত তীব্র-রূপে আমি অনুভব করচি; তাই আমার হৃদয় যেন থেকে-থেকে কেঁপে উঠ্‌ছে।

বাসন্তী।—(স্বগত) আহা দেব অত্যন্ত কষ্ট পাচ্চেন—ওঁর মন এখন অন্য কোন দিকে বিক্ষিপ্ত করা যাক্ (প্রকাশ্যে) এখন এই জন-স্থানের চির-পরিচিত প্রদেশগুলি দেখুন।

রাম।—আচ্ছা, চল দেখা যাক্।

(উঠিয়া পরিক্রমণ)

সীতা।—হায়, যেগুলি দুঃখের সন্দীপন, তাই এখন প্রিয়সখী বিনোদনের উপায় মনে করচেন।

বাসন্তী।—(সকরুণভাবে) দেব! দেব!

এই লতা গৃহমাঝে
থাকিতে তুমি গো বসি' চাহি' প্রিয়া-পথ,
তিনি গোদাবরীতীরে
হংসসনে থাকিতেন ক্রীড়াবসে রত।
আসি' দেখিতেন যবে
তাঁর পথ চেয়ে তুমি আকুলী ব্যাকুলী,
অমনি কাতরে তিনি
পদ্মহস্তে রচিতেন প্রণাম-অঞ্জলী॥

সীতা।—সখি বাসন্তি! বড় কঠিন তুমি, বড় কঠিন; হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে যে শেল গূঢ়ভাবে আছে, পুনঃ পুনঃ তাকে নাড়া দিয়ে তুমি আমাদের উভয়কেই কেন যন্ত্রণা দিচ্চ বল দেখি?

রাম।—অভিমানিনি জানকি! তোমাকে যেন আমি ইতস্ততঃ দেখ্‌ছি বলে' আমার মনে হচ্চে, তবু কেন অভাগার প্রতি তোমার দয়া হচ্চে না?

হা দেবি!

কাটিছে হৃদয় মম, টুটিতেছে দেহের বন্ধন,
শূন্য হেরি এ সংসার, হইতেছে অন্তর দহন,
অন্তরাত্মা শোকাকুল নিমগন গভীর আঁধারে,
অবসন্ন মন মোর, মোহ ঘিরি' আসে চারি ধারে।
হায় হায় কি করিব, মন্দ-ভাগ্য আমি অতিশয়,
কি করিব, কোথা যাব, নাহি পারি করিতে নিশ্চয়॥

(মূর্চ্ছা)

সীতা।—হায় হায়! উনি যে আবার মূর্চ্ছিত হলেন।

বাসন্তী।—দেব! শান্ত হও! শান্ত হও!

সীতা।—হা নাথ! এই হতভাগিনীর জন্য তোমার বার-বার মূর্চ্ছা হচ্চে—এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্ত সংশয় হয়ে পড়েছে। হায়! তোমার উপর-যে সমস্ত জীব-লোকের মঙ্গল নির্ভর করচে—ওঃ! (মূর্চ্ছা)

তমসা।—বৎসে ধৈর্য্য ধর! ধৈর্য্য ধর! তোমার হাতের স্পর্শই এখন ওঁর প্রাণ বাঁচাবার একমাত্র উপায়।

বাসন্তী।—কি! এখনও নিঃশ্বাসের দেখা নেই? হা প্রিয়সখি সীতে? কোথায় তুমি? তোমার প্রাণেশ্বরকে বাঁচাও।

সীতা।—(ব্যস্ত-সমস্তভাবে আসিয়া হৃদয় ও ললাট স্পর্শ করণ)

বাসন্তী।—আঃ বাঁচা গেল। রামভদ্রের আবার চেতনা হয়েছে।

রাম।

অস্থিমজ্জা-ধাতুময় এ মোর শরীরে
অমৃত-প্রলেপ কে গো দেয় এবে অন্তর বাহিরে ?
কার করস্পর্শে পুন আকস্মাৎ হইনু জীবিত,
আনন্দে নূতন মোহ এবে যেন হয় উপস্থিত। •

(আনন্দে নয়ন নিমীলিত করিয়া)

সখি বাসন্তি! আমাদের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন।

বাসন্তী।—প্রসন্ন কিসে দেব ?

রাম।—সখি, আর কি, জানকীকে আবার পেয়েছি।

বাসন্তী।—কৈ দেব রামভদ্র, সীতা কোথায় ?

রাম।—(স্পর্শ-সুখ অভিনয়) দেখ, এই সম্মুখেই রয়েছেন।

বাসন্তী।—একেতো আমি প্রিয়সখীর দুঃখে দিবানিশি দগ্ধ হচ্চি—আবার তুমি দেব এই মর্ম্মভেদী দারুণ প্রলাপ বলে' কেন আমাকে দগ্ধ করচ ?

সীতা।—ওঁর সুশীতল সন্তাপ-হর কর-স্পর্শে আমার এতদিনকার দারুণ শোক প্রশমিত হল। কিন্তু খুব দৃঢ় করে' হাত বেঁধে রাখ্‌লে যেমন ঘর্ম্মাক্ত হয়ে হাতটি ক্রমে ক্রমে অবশ হয়ে পড়ে, আমারও হাত যেন সেইরূপ অবশ হয়ে থর্‌থর্ করে' কাঁপ্‌চে। আমি এখান থেকে এই বেলা সরে যাই।

রাম।—সখি! তুমি তখন প্রলাপের কথা বলেছিলে—কিন্তু এ তো আমার প্রলাপ নয়—এ যে সত্য কথা।

পূর্ব্বে সে বিবাহ-কালে প্রিয়া-হস্ত কঙ্কন-ভূষিত
ধারণ করিয়াছিনু—আহা কিবা শীতল অমৃত!

সেই চির-পরিচিত হস্ত আমি করিতেছি স্পর্শ
পূর্ব্বে ইচ্ছামাত্র যাহা পরশিয়া উপজিত হর্ষ॥

সীতা।–নাথ! এখনও দেখ্‌ছি তুমি তাই আছ।

রাম।—

তাঁরই করস্পর্শ এই, ধরিয়াছি তাঁরই সে কমল-করতল
শীতল তুহিন সম—লবলী-পল্লব-নব-ললিত-কোমল।

সীতা।–হায়! হায়! নাথের স্পর্শে মোহিত হয়ে আমার এ কি প্রমাদ উপস্থিত হল?

রাম।—সখি বাসন্তি! আনন্দে আমার ইন্দ্রিয় সব যেন ক্রমে-ক্রমে অবশ হয়ে আস্‌চে। আর অত্যন্ত হর্ষের দরুন জড়তা এসে আমাকে যেন একেবারে পরবশ করে তুলেছে। আমি আর পারি নে—তুমিই এখন সীতাকে ধর।

বাসন্তী।–হায়! হায়! এ যে উন্মাদের লক্ষণ দেখ্‌চি।

সীতা।–(ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া হস্ত আকর্ষণ করিয়া পলায়ন)

রাম।–হায়! কি প্রমাদ! কি প্রমাদ! কেন আমি অনবধান হয়েছিলেম?

আমাদের উভয়েরই পরশে পরস্পর
ঘর্ম্মাক্ত কম্পিত হাতদুটি!
আমার এই হস্ত হতে তাঁর সে কমল-কর
কখন্ সহসা গেছে ছুটি॥

সীতা।—হায় হায়! এঁর অস্থির নিস্পন্দ চোখ্-দুটি কেবল যেন ইতস্তত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে। তাদেরই যার উনি স্থির করতে পার্‌চেন না, তা আপনাকে প্রকৃতিস্থ করবেন কি করে’?

তমসা।—(স্নেহ হাস্য ও কৌতুকের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া)

স্বেদসিক্ত রোমাঞ্চিত অঙ্গগুলি কাঁপিছে বিবশা,
প্রিয়-স্পর্শ-সুখবশে বাছার হয়েছে এই দশা।
যেন নব-জলসিক্ত মলয়-মারুত-বিকম্পিত
কদম্ব-তরু-শাখায়—নবীন কর্ণিকা বিকসিত।

সীতা।—(স্বগত) হায়! আমার শরীর এইরূপ অবশ হওয়াতে ভগবতী তমসার কাছে বড়ই লজ্জা পেলেম। ইনি কি মনে কর্‌বেন? বল্‌বেন যে, ইনি তোমাকে অকারণে পরিত্যাগ করেছেন—তবু মনে মনে তাঁর প্রতি তোমার এতটা অনুরাগ।

রাম।—(চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া) কৈ তিনি কি এখানে নাই? হা বৈদেহি, নির্দ্দয়ে!

সীতা।—তোমার এইরূপ অবস্থা দেখে যখন এখনও বেঁচে আছি তখন নির্দ্দয় নয়তো আর কি।

রাম।—দেবি তুমি কোথায়? আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমাকে এই অবস্থায় পরিত্যাগ করে যাওয়া তোমার কি উচিত?

সীতা।—প্রাণনাথ তুমি যে সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বল্‌চ।

বাসন্তী।—দেব! কে কারে পরিত্যাগ করলে? তোমার অলৌকিক ধৈর্য্য—সেই ধৈর্য্যের বলে আপনাকে প্রকৃতিস্থ করে' এই ভয়ানক বিরহ-শোক নিবারণ কর। কৈ, আমার প্রিয়-সখী সীতা এখানে কোথায়? তিনি তো এখানে নেই।

রাম।—বাস্তবিকই নাই বটে। কেননা, তাহলে বাসন্তীও কি তাঁকে দেখ্‌তে পেতেন না? এ কি স্বপ্ন? তাই বা কিরূপে হবে? আমি তো নিদ্রিত নই। রামের আবার নিদ্রা কোথায়?

এ নিশ্চয়ই সেই কল্পনা-নির্ম্মিত প্রতারণা দেবী আমাকে বারম্বার অনুসরণ করচেন।

সীতা।—না, আমিই নিষ্ঠুর হয়ে তোমাকে প্রতারণা করচি।

বাসন্তী।—দেব! দেখ দেখ

জটায়ু ভাঙ্গিল যাহা
এই সেই রাবণের কৃষ্ণলৌহ-রথ।
এই দেখ সনমুখে
পিশাচ-বদন-অশ্ব-অস্থি রোধে পথ,
হেথা জটায়ুর পক্ষ ছেদন করিয়া
তেজোদীপ্তা বিয়াকুলা সীতারে লইয়া
উঠিল আকাশ পথে দুষ্ট দশানন
শোভিল' জানকী মেঘে বিজলী যেমন॥

সীতা।–(সভয়ে) পূজ্যতম জটায়ুকে বধ করলে, আবার আমাকেও হরণ করে' নিয়ে যাচ্চে। নাথ! রক্ষা কর–রক্ষা কর!

রাম।—(সবেগে উত্থান করিয়া) পাপাত্মা জটায়ু-হন্তা! সীতা-পহারি! দাঁড়া, কোথায় যাস্?

বাসন্তী।—দেব তুমি রাক্ষসকুলের প্রলয়-ধূম-কেতু! তুমি তো সমস্ত রাক্ষসকুলের ধ্বংস করেছ—আজও কি তোমার ক্রোধের পাত্র কেউ আছে?

সীতা।—ও মা! আমি পাগলের মত কি বকচি।

রাম।—

সীতা উদ্ধারের যবে ছিল গো উপায়
শোক-বারণেরও পন্থা ছিল তবু তায়।

তাই বধি' রণে বীর অসংখ্য রাক্ষসে
জগৎ প্লাবিয়াছিনু বিস্ময়ের রসে।
রিপু-বধে হবে জানি' বিরহের শেষ
করিয়াছিলাম আমি এত কষ্ট ক্লেশ।
এবে না বিলাপ করি' সহিব কেমনে
উহা যে অপরিহার্য্য শোক-প্রশমনে ॥

সীতা।—কষ্টের কি আর শেষ হবে না? হায়! আমি কি হত-ভাগিনী! (রোদন)

রাম।—

ব্যর্থ যেথা সুগ্রীবের সখ্য—ব্যর্থ কপি-পরাক্রম,
ব্যর্থ জাম্ববান-বুদ্ধি, যেথা হনু প্রবেশে অক্ষম,
বিশ্বকর্ম্মা-পুত্র নল যার পথ না পায় সন্ধান,
পৌঁছিতে না পারে যেথা মহাবীর লক্ষ্মণের বাণ,
হেন কোন্ দেশে তুমি আমা ছাড়ি আছ গো লুকায়ে?
বল বল শীঘ্র বল, অসহ্য বিরহ তব প্রিয়ে ॥

সীতা।—ওঁর কথা শুনে আমি এখন পূর্ব্ব-বিরহও প্রার্থনীয় বলে মনে করচি।

রাম।—সখি বাসন্তি! এখন বন্ধুদের সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হলে তাঁরা অত্যন্ত কাতর হন। তা, আর কতক্ষণ তোমাকে আমি কাঁদাব—আমাকে এখন যেতে অনুমতি কর।

সীতা।—(উদ্বেগ ও মোহের সহিত তমসাকে আলিঙ্গন করিয়া) ভগবতি তমসে! উনি কি চলে যাচ্চেন?

তমসা।—বৎসে শান্ত হও। এস আমরাও বৎস কুশলবের বয়ঃ-

ক্রম-নির্ণয়-সূত্রে সাম্বৎসরিক শুভ গ্রন্থি বন্ধন করতে ভাগীরথী দেবীর কাছে যাই।

সীতা।—ভগবতি! অনুগ্রহ করে' একটু দাঁড়াও—ক্ষণেকের জন্য আমার দুর্লভ জনকে একবার ভাল করে' দেখে নিই।

রাম।—এখন অশ্বমেধের জন্য আমার সেই সহধর্ম্মিণী—

সীতা।—(সকম্পে) নাথ! কে সে?

রাম।—সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি।

সীতা।—(সাহ্লাদে ও সজল নয়নে) নাথ! আমার তুমি সেই তুমিই আছ। মাগো! এত দিনের পর, পরিত্যাগের লজ্জা-শেল আমার বুক থেকে যেন বেরিয়ে গেল।

রাম।—সেই প্রতিমূর্ত্তিটি দেখেই এখন আমার এই অশ্রুপ্লাবিত নেত্রের কতকটা সান্ত্বনা হয়।

সীতা।—ধন্যা সেই যাকে আর্য্যপুত্র সম্মান করেন, ধন্যা সেই যে আর্য্যপুত্রকে বিনোদন করে—ধন্যা সেই যে এখন জীবলোকের আশাবন্ধন হয়ে অবস্থিতি করচে।

তমসা।—(সস্মিত—সাশ্রুনয়নে আলিঙ্গন করিয়া) বাছা! এম্‌নি করে' আপনাকে আপনি প্রশংসা করতে হয়?

সীতা।—(লজ্জায় অধোমুখী হইয়া স্বগত) ভগবতী আমাকে পরিহাস করচেন।

বাসন্তী।—(রামের প্রতি) আপনার আগমনে আমরা অত্যন্ত অনুগৃহীত হয়েছি। যাবার কথা যে বল্‌ছিলেন—সে বিষয়ে আমরা আর কি বল্‌ব—যাতে কার্য্যের হানি না হয় তাই করবেন।

সীতা।—যেতে বল্লেন? আমার বাসন্তীই যে আমার বাধ সাধছেন দেখ্‌ছি

তমসা।—এস বৎসে! আমরা যাই।

সীতা।—(কষ্টের সহিত) আচ্ছা যাচ্ছি।

তমসা।—

তৃষ্ণাবিস্ফারিত নেত্রে
নাথপানে চেয়ে আছ কেমনে যাইবে?
মর্ম্মভেদী চেষ্টা-বলে
ফিরাতে পারিলে নেত্র তবেই পারিবে॥

সীতা।—অপূর্ব্ব পুণ্যফলে যাঁর দর্শন লাভ করেছি সেই আর্য্য-পুত্রের চরণকমলে বার বার নমস্কার।

(মূর্চ্ছা)

তমসা।—বৎসে! শান্ত হও! শান্ত হও!

সীতা।—(আশ্বস্ত হইয়া) মেঘের ভিতর দিয়ে পূর্ণচন্দ্রের দর্শন আর কতক্ষণ সম্ভবে?

তমসা।—অহো! কার্য্যকারণ-ভাবের কি বিচিত্র গতি!

একই সে করুণ রস
বিচিত্র কারণে হয় কত রূপান্তর;
সলিল-আবর্ত্তে যথা
বদ্বুদ্, তরঙ্গ;—জল একই নিরন্তর॥

রাম।—বিমান-রাজ! এই দিকে—এই দিকে

(সকলের উত্থান)।

তমসা ও বাসন্তী।—(সীতা ও রামের প্রতি)

পৃথ্বী, সুরনদী গঙ্গা
মিলিয়া তাঁহারা দোঁহে আমাদের সনে

করুন মঙ্গল তব
প্রার্থনা করি গো এই, মোরা কায়মনে ;
আর সেই বাল্মীকি
ছন্দের রচনা যিনি করেন প্রথম,
বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতী
শুভাশীষ তাঁরাও করুন বিতরণ ॥

(সকলের প্রস্থান)

ছায়া নামক তৃতীয়াঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।—বাল্মীকির তপোবন।

(বিষ্কম্ভক)

এক।—সৌধাতকি! দেখ, দেখ! আজ ভগবান্ বাল্মীকির আশ্রমের কি রমণীয় শোভা! চারিদিকে অতিথিতে পরিপূর্ণ। তাহাদের আহারাদির নিমিত্ত আবার নানাবিধ আয়োজন হচ্চে। আজ

নীবার-ভাতের মণ্ড সুমধুর উষ্ণ
সদ্যঃ প্রসবিতা মৃগী পান করে হয়ে পরিতুষ্ট,
অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহাদের দিয়া
তপোবন-মৃগ সবে পান করে উদর ভরিয়া।
কুল-ফল-সুমিশ্রিত শাক-গন্ধ-সঙ্গে
ঘৃতপক্ক অন্নের সৌরভ ছোটে চারিদিকে রঙ্গে॥

সৌধাতকি।—আজ পাকাদেড়ে বুড়োরা বেদপাঠ যে বন্ধ করেছেন, তার অবশ্য কোন বিশেষ কারণ থাকবে।

প্রথম।—(হাসিয়া) বিশেষ কারণ আছেই তো। কোন একজন অসাধারণ বহুমানাস্পদ ব্যক্তি আজ এখানে অতিথি হয়েছেন, তাই তাঁর সম্মানার্থে পাঠ বন্ধ করা হয়েছে।

সৌধাতকি।—অহে ভাণ্ডায়ন! যাঁর কপ্‌নি-পরা, আর যাঁকে বুড়দের পালের গোদা বলে' বোধ হচ্চে, ওঁর নামটা কি বল্‌তে পার?

ভাণ্ডায়ন।—ছিছি উপহাস কোরো না। উনি বশিষ্ঠদেব। ঋষ্য-

শৃঙ্গের আশ্রম হতে অরুন্ধতী দেবীকে এবং মহারাজ দশরথের পরিবারদের সঙ্গে করে' উনি নিয়ে এসেছেন। তুমি এলো-মেলো কি সব বকৃচ ?

সৌধাতকি।—অ্যাঁ—বশিষ্ঠ ?

ভাণ্ডায়ন।—হাঁ।

সৌধাতকি।—আমি ওঁকে মনে করেছিলেম, হয় বাঘ নয় নেকৃড়ে।

ভাণ্ডায়ন।—আঃ! কি বকৃচ তুমি ?

সৌধাতকি।—ইনি এসেই আমাদের সেই গরিব বকৃনাটিকে মড় মড় করে' চিবিয়ে উদরসাৎ করেছেন।

ভাণ্ডায়ন।—বেদে বলে, কোন শ্রোত্রিয় শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি আতিথ্য গ্রহণ করলে তাঁকে মধুপর্ক মাংসের সহিত মিশ্রিত করে' দিতে হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা সেই বেদকে মান্য করেন। সুতরাং তাঁরাও বলেন, গৃহস্থ ব্যক্তি অভ্যাগত শ্রোত্রিয় অতিথিকে বড় বড় বাছুর, বড় বড় বৃষভ কিম্বা বড় বড় ছাগ উপহার দেবে।

সৌধাতকি।—না ভাই! ওকথা তো ঠিক্ নয়। ও নিয়ম সর্ব্ব-স্থলে খাটে না।

ভাণ্ডায়ন।—কেন ?

সৌধাতকি।—কেন, বশিষ্ঠ এলে বাছুরটিকে মারা হয়েছিল বটে কিন্তু রাজর্ষি জনক ফিরে এলে মহর্ষি বাল্মীকি তাঁকে কেবল দধি আর মধুমিশ্রিত মধুপর্ক দিয়েই সেরেছেন। কৈ বাছুর তো দেন নি।

ভাণ্ডায়ন।—তা বটে, যাঁরা মাংস ভক্ষণ করেন, তাঁদের জন্যই মহর্ষিরা এইরূপ নিয়ম করেছেন। মহাত্মা জনক তো মাংস খান্ না তিনি যে নিবৃত্ত-মাংস।

সৌধাতকি।—কেন খান না ?

ভাণ্ডায়ন। – তিনি সীতা দেবীর সেই দৈব দুর্বিপাকের কথা শুনে অবধি বনচারী হয়েছেন। আর, আজ এই বারো বৎসর হল তিনি চন্দ্রদ্বীপের তপোবনে তপস্যা করচেন।

সৌধাতকি। – তবে এখানে এসেছেন কি মনে করে' ?

ভাণ্ডায়ন। – অনেক দিনের প্রিয় বন্ধু বাল্মীকিকে দেখ্‌তে।

সৌধাতকি। – কৌশল্যা প্রভৃতি কুটুম্ব-পত্নিদের সঙ্গে আজ কি তাঁর দেখা হয়েছে ?

ভাণ্ডায়ন। – ভগবান্ বশিষ্ঠদেব এই মাত্র ভগবতী অরুন্ধতীকে এই কথা বলে' কৌশল্যার নিকট পাঠিয়ে দিয়েছেন যেন কৌশল্যা স্বয়ং এসে জনকের সঙ্গে দেখা করেন।

সৌধাতকি। – এই সব বৃদ্ধেরা যেমন এক সঙ্গে মিশেছেন, এস আমরাও তেমনি ব্রাহ্মণ-বালকদের সঙ্গে মিলে ছুটির দিনটা খেলা করে' কাটাই।

(উভয়ের পরিক্রমণ)

ভাণ্ডায়ন। – এই সেই পুরাতন ব্রহ্মবাদী রাজর্ষি জনক। বাল্মীকি ও বশিষ্ঠ-দেবকে প্রণামাদি করে' আশ্রমের বহির্ভাগে ঐ গাছ-তলায় বসে উনি এখন বিশ্রাম করচেন।

অন্তরে অন্তরে বহ্নি
সঞ্চারিলে যথা তাপে দহে বনস্পতি,
হৃদিস্থিত সীতাশোকে
দিবানিশি জ্বলিছেন ইনিও তেমতি॥

ইতি বিষ্কম্ভক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।—আশ্রমের বহির্ভাগে বৃক্ষমূলে জনক আসীন।

জনক।—

তনয়ার ঘটিয়াছে ঘোর দুর্বিপাক,
হৃদয়ের ক্ষত লাগি' সহে তীব্র তাপ।
তাহা হেরি' হৃদে মোর শোকের উদ্ভব,
বহুদিন হয়ে গেল তবু যেন নব।
জ্বলিতেছে অবিচ্ছেদে, না হয় নির্ব্বাণ,
ক্রকচে কাটিছে মর্ম্ম যেন অবিরাম॥

উঃ কি কষ্ট! একেতো এই দুঃসহ সীতা-শোক, তাতে আবার বৃদ্ধাবস্থা, তার সঙ্গে পরাক সান্তপন প্রভৃতি কঠোর তপস্যা, তাতে শরীর একেবারে শুষ্ক হয়ে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, এ দগ্ধ প্রাণ কিছুতেই নষ্ট হয় না। আত্মঘাতী যে হব তারও যো নাই। কারণ, ঋষিরা বলেন, যতদিন পর্য্যন্ত পাপক্ষয় না হয়, ততদিন আত্মঘাতীদের অন্ধ-তমিস্র অসূর্য্য নামক নরকে গিয়ে বাস করতে হয়। যদিও এইরূপে অনেক দিবস গত হল, তথাপি দণ্ডে দণ্ডে ভাবনা উপস্থিত হয়ে শোকটাকে যেন নূতনের ন্যায় কষ্টকর করে' তুল্‌চে। সে কষ্টের আর কিছুতেই নিবৃত্তি হচ্চে না। (সরোদনে) হা মা সীতে! পবিত্র যজ্ঞভূমি থেকে জন্মগ্রহণ করেও শেষে তোমার অদৃষ্টে এইরূপ ঘটল যে, আমি লজ্জায় মুখ ফুটে একবার কাঁদ্‌তেও পেলেম না? হা পুত্রি! তোর সেই

হাস্য ক্রন্দনের যবে অকারণে হইত উচ্ছ্বাস
কোমল কলিকা-দন্ত আহা কিবা হইত বিকাশ।

বদন-কমল তোর শৈশবের হয়রে স্মরণ,
স্খলিত অসমঞ্জস আহা সেই মধুর বচন।

ভগবতি বসুন্ধরে! সত্য সত্যই তুমি বড় কঠিন।

তুমি, বহ্নি, গঙ্গা, আর বশিষ্ঠ-গৃহিণী,
রঘুকুল-গুরুদেব ভাস্কর আপনি,
তোমরা সকলে যাঁর মাহাত্ম্য জানিতে,
দেবতা বলিয়া যাঁরে তোমরা মানিতে,
সরস্বতী হতে যথা বিদ্যার উদ্ভব,
তুমি যারে ভগবতি করিলে প্রসব
হেন দুহিতারে যবে পাঠাইল বনে
জননী হইয়া তুমি সহিলে কেমনে?

নেপথ্যে।

এই দিকে আসুন ভগবতি! মহাদেবীও এইদিকে আসুন!

জনক।—(দেখিয়া) একি! "গৃষ্টি" কঞ্চুকী যে ভগবতী অরুন্ধতীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আস্‌চেন (উঠিয়া) মহাদেবী বলে' সম্বোধন করচেন কাকে? (দেখিয়া) হায় এ কি! মহারাজ দশরথের ধর্ম্মপত্নী প্রিয়সখী কৌশল্যা যে! ইনি যে সেই কৌশল্যা এখন তা' কে বিশ্বাস করবে।

দশরথগৃহে ইনি ছিলেন যে লক্ষ্মীর মতন
অথবা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী—উপমার কিবা প্রয়োজন—
কিন্তু এবে দৈববশে দুখে-গড়া যেন ভিন্ন প্রাণী;
একি বিধি-দুর্বিপাক, কোথা সেই পূর্ব্ব-মূর্ত্তিখানি?

অবস্থার আর একটি ক্লেশকর পরিবর্ত্তন এই:—

পূর্ব্বে আছিলেন উনি
সাক্ষাৎ উৎসব যেন আমার নয়নে।
"ক্ষত স্থানে ক্ষার" যথা
অসহ্য যন্ত্রণা এবে হয় দরশনে॥

অরুন্ধতী, কৌশল্যা ও কঞ্চুকীর প্রবেশ।

অরুন্ধতী।—শুন্‌চেন? বল্‌চি, কুলগুরুর এই আদেশ, আপনি স্বয়ং গিয়ে জনকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। আর সেই জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন। তবে. পদে পদে এরূপ না-যাবার চেষ্টা কেন;

কঞ্চুকী।—দেবি, আমার এই নিবেদন, মনকে স্থির করে' বশিষ্ঠ দেবের আদেশ আপনি পালন করুন।

কৌশল্যা।—এই দুঃসময়ে আবার মহারাজ জনককে দেখ্‌তে হবে এই কল্পনা-মাত্র আমার সকল দুঃখের কথা একেবারে আমার মনে এসে উদয় হচ্চে—দুঃসহ দুঃখেতে মনের বাঁধন যেন একেবারে ছিঁড়ে যাচ্চে। তাই মনকে আমি কিছুতেই স্থির করতে পারচিনে।

অরুন্ধতী।—এতে আর সন্দেহ কি।

বন্ধুর বিচ্ছেদ-দুখে
ধারাবাহী শোকধারা হয় বিগলিত।
বন্ধুর দর্শনে পুন
সহস্র ধারায় শোক হয় উচ্ছলিত॥

কৌশল্যা।—আহা! বাছা বৌমার এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটেছে জেনে আমি কি করে' মহারাজের নিকট মুখ দেখাব।

অরুন্ধতী।—

সেই সে রাজর্ষি ইনি
শ্লাঘ্য বৈবাহিক তব, জনককুলের ধুরন্ধর।
বেদ শাস্ত্রে পারগামী
যাঁরে করিলেন নিজে যাজ্ঞবল্ক্য মহামুনিবর॥

কৌশল্যা।—এই রাজর্ষিই বৌমার পিতা। আহা এঁকে দেখে মহারাজের কি আনন্দই হত। হায়! হায়! সীতার বনবাসে আমাদের উৎসব-আনন্দ সব শেষ হয়ে গেল। কিন্তু আমার এমনি অদৃষ্ট, এই নিরানন্দ-সময়েই এঁর সঙ্গে আবার দেখা করতে হচ্চে। হায়! সে সব এখন আর কিছুই নাই।

জনক।—(অগ্রসর হইয়া) ভগবতি অরুন্ধতি! সীরধ্বজ জনক আপনাকে প্রণাম করচে।

পবিত্র তেজের নিধি
পূর্ব্ব-গুরুদেরও সেই গুরু-অগ্রগণ্য
বশিষ্ঠ, তোমার পতি—
পবিত্র সংসর্গে তব হয়েছেন ধন্য।
তুমি সর্ব্ব-শুভঙ্করী
জগত-আরাধ্যা দেবী উষার সমান।
ভূমে শিরো নত করি'
তব পদে ভগবতি করিগো প্রণাম॥

অরুন্ধতী।—আপনার হৃদয়ে সেই পরম-জ্যোতি প্রকাশিত হোক্ আর, যিনি উত্তাপ প্রদান করেন ও যিনি রজোগুণের অতীত সেই দেবতা আপনাকে পবিত্র করুন।

জনক।—(কঞ্চুকির প্রতি) আর্য্য গৃষ্টে! বলি, প্রজাপালক রামচন্দ্রের মাতা ভাল আছেন তো?

কঞ্চুকী।—(স্বগত) ইনি আমাদের বিলক্ষণ উপহাস করচেন দেখ্‌ছি। (প্রকাশে) রাজর্ষে! সেই দুঃখেতেই ইনি রামভদ্রের মুখচন্দ্র পর্য্যন্ত দর্শন করেন না। দেবী এম্‌নিইতো যার পর নাই কষ্ট পাচ্চেন—তার পর আবাব কেন ওঁকে কষ্ট দেন? আর, রামভদ্রও যে বিবেচনা না করেই এই কাজ করেছেন তাও তো নয়। লোকে সীতার সেই অগ্নি-পরীক্ষা কিছুতেই বিশ্বাস করছিল না। সর্ব্বত্র কুৎসিত অপবাদ ঘোষণা করছিল। কাজেই রামভদ্রকে এই ভয়ানক কার্য্যে প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল।

জনক।—কি!—অগ্নির কি ক্ষমতা, আমাব কন্যাকে পরিশুদ্ধ করে? রামচন্দ্র লোকের কথায় এইরূপ তো একবার প্রতারিত হয়েছিলেন। আবার আমরাও কি প্রতারিত হব?

অরুন্ধতী।—(নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হাঁ তা বটে। পবিত্রতা বিষয়ে অগ্নির সহিত তুলনা করলে, অগ্নিই লঘু হয়ে পড়েন। "সীতা" এই কথা বল্লেই যথেষ্ট—পরিশুদ্ধির আর অন্য সাক্ষ্য দেবার প্রয়োজন হয না। হা বৎসে!

শিশু হও, শিষ্যা হও,
যাই হও, নাহি তাহে ক্ষতি,
পবিত্র চরিত্র তব
মম হৃদে জনমে ভকতি।
শিশু হও, স্ত্রীবা হও,
জগতেব ভকতি ভাজন।

গুণীজনে গুণই পূজ্য
নহে পূজ্য লিঙ্গ বয়ঃক্রম ॥

কৌশল্যা।—মা গো! আবার সেই সব কষ্ট মনে জেগে উঠছে।
(মূর্চ্ছা)

জনক।—হায় হায়! একি হল?

অরুন্ধতী।—রাজর্ষি! অন্য আর কিছুই নয়।

তোমা হেন পুরাতন বন্ধু দরশনে
সে কালের কথা সব পড়িয়াছে মনে।
—মহারাজা, সীতা-রাম, তাদের শৈশব,
সুখের সে সব দিন, আনন্দ উৎসব।
ঘোর দুর্বিপাকে তাই সখী অচেতন,
কুসুম-কোমল যেগো গৃহিণীর মন ॥

হা! আমি বড়ই নিষ্ঠুর হয়েছি। বহুকালের পর প্রিয়বন্ধু মহারাজা দশরথের প্রিয়পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ হল, অথচ আমি তাঁকে বন্ধুর স্নেহ-চক্ষে দেখ্‌লেম না।

মহারাজা দশরথ
কুটুম্ব আমার তিনি অতি গৌরবের।
চিরন্তন প্রিয়সখা,
হৃদয়, আনন্দ মম, ফল জীবনের।
তিনি মম দেহপ্রাণ
কিম্বা যদি প্রিয়তর আরো কিছু থাকে
সকলি ছিলেন মোর,
না ছিলেন কি যে তিনি বল না আমাকে ॥

হায় ইনিই সেই কৌশল্যা—
পতি পত্নী কারো দোষে
প্রেমের কলহ যদি বাধিত গোপনে,
দিতাম ভঞ্জন করি
ভৎর্সনার পাত্র হয়ে উভয়-সদনে।
রাগাইতে থামাইতে
পারিতাম আমি, ছিল সে মোর ক্ষমতা।
কি হবে স্মরিয়া তাহা
হৃদয় বিদরে ভাবি' সে সকল কথা॥

অরুন্ধতী।—হায় হায়। কি হবে—ওঁর নিঃশ্বাস পড়চেনা—হৃদয় স্পন্দহীন।

জনক।—হা প্রিয়সখি। (কমণ্ডলু হইতে জল সিঞ্চন)

প্রথমে বন্ধুর সম
বিধাতা হইয়া সুখদায়ী
দেখাইলা প্রসন্নতা
যেন তাহা হবে স্থিরস্থায়ী।
কিন্তু দেখ পুনর্ব্বার
সহসা ধারণ করি' দারুণ মূরতি
উৎপাদিলা মন-কষ্ট,
চিন্তার অতীত অহো দৈবের এ গতি॥

কৌশল্যা।—(সংজ্ঞালাভ করিয়া) হা! বাছা জানকি! কোথায় তুমি?—তোমার সেই বিবাহের সময়কার মুখটি আমার মনে

পড়ে। তখন আমার মনে হ'ত, তোমার মুখের শ্রীটিই যেন তোমার একমাত্র অলঙ্কার। মুখটিতে প্রস্ফুটিত পদ্মের মত কেমন একটি নির্ম্মল হাসির বিকাশ ছিল। এস মা, একবার এস! তোমার সেই জ্যোৎস্নার মত অঙ্গগুলি আমার কোলে ঢেলে দিয়ে আবার আমার কোল আলো কর। আহা মহারাজ সর্ব্বদা বল্‌তেন, "ইনি যদিও রঘুকুলের বধূ, তবু জনকের সম্পর্কে আমি ওঁকে ঠিক্ আপনার মেয়ের মত ভাবি।"

কঞ্চুকী।—পঞ্চ পুত্র মাঝে বাম
ছিলেন রাজার বড় প্রিয়—অতি আদরের ধন।
চারিটি বধূর মাঝে
জানকী ছিলেন প্রিয়—স্বতনয়া শান্তার মতন॥

জনক।—মহারাজ দশরথ! প্রিয়বন্ধো! তুমি সর্ব্বপ্রকারেই আমার হৃদয় অধিকার করেছিলে—কেমন করে' তোমাকে আমি বিস্মৃত হব?

বধূর জনক যেই,
আর আর যত গুরুজন
জামাতৃ-স্বজনে পূজে
জানি এই রীতি সনাতন।
সে রীতির বিপরীতে
তুমি পূজা করিতে আমায়।
এমন সুহৃৎ তুমি
কৃতান্ত গো হরিল তোমায়।
সম্বন্ধের বীজ সীতা
তাহারেও করিল হরণ।

সংসার-নরক-ভোগ
কেন তবে করি গো এখন ?
কেন তবে মিছে হেথা,
গেছে যবে সখা প্রাণাধিক।
কি হবে বাঁচিয়া আর,
এ পাপ-জীবনে শত ধিক্ !

কৌশল্যা।—সীতা, বাছা আমাব! এখন কি করি? আমার প্রাণ যে বজ্রের মত কঠিন হয়ে পড়েছে, আর যে আমায কিছুতেই প্ররিত্যাগ করতে চায না।

অরুন্ধতী।—বাজপুত্রি! এখন শান্ত হও, সময়-বিশেষে অশ্রুমোচনে ক্ষান্ত হওয়াই কর্ত্তব্য। ঋষ্যশৃঙ্গেব আশ্রমে কুলগুরু বশিষ্ঠদেব কি বলে দিযেছিলেন তাকি মনে নাই? এখন তাইতো ঘট্‌ল। এর পবে এ-হতেই ভাল ফল ফল্‌বে।

কৌশল্যা।—আর কেন?—আমার আশা ভরসা সব শেষ হয়ে গেছে।

অরুন্ধতী।—তবে কি তুমি মনে কব, বশিষ্ঠদেবের কথা, মিথ্যা হবে? সুক্ষত্রিয়ে! এতে অন্যথা ভেবো না। সেটি নিশ্চয়ই ঘট্‌বে।

ব্রহ্মজ্যোতি যাঁহাদের অন্তরে উদয়
সেই ঋষিগণ-বাক্যে কোরো না সংশয।
তাঁদের বচনে সিদ্ধি সদা অনুগতা,
নিষ্ফল কভু না হয় তাঁহাদের কথা॥

(নেপথ্যে কলরব এবং সকলের শ্রবণ)

জনক।—আজ সাধুদের বেদাধ্যয়ন বন্ধ—তাই এই ছুটির দিনে খেলায় মত্ত হয়ে বালকেরা কলরব করচে।

কৌশল্যা।—আহা! বাল্যকাল কি সুখের কাল। একি! এঁদের মধ্যে এটি কে? মুখশ্রী রামভদ্রের মত, কেমন সুন্দর কোমল নধর শরীর—দেখে যেন আমার চোক জুড়িয়ে যাচ্চে।

অরুন্ধতী।—(সহর্ষ সাশ্রুলোচনে মুখ ফিরাইয়া) ভাগীরথী দেবী যাদের রহস্য বৃত্তান্ত বলে' আমার কর্ণে অমৃত বর্ষণ করে-ছিলেন, এটি নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে একজন। কিন্তু এটি কুশ কি লব তার কিছুই স্থির করতে পারচিনে।

জনক।—তাইতো এই বালকটি না জানি কে ঃ—

পদ্ম-পত্র-স্নিগ্ধ-শ্যাম,
শিরোদেশে শিখণ্ড বিরাজে।
পুণ্যশ্রীতে শোভা পায়
আশ্রমের বালক-সমাজে।
ধরে কি শিশুর রূপ
বৎস মোর রঘুর নন্দন?
যেন ও'রে দৃষ্টিমাত্র
নেত্র ধরে অমৃত-অঞ্জন।

কঞ্চুকী।—বোধ হয় এই বালকটী ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারী।

জনক।—তাই বটে, কেন না

পৃষ্ঠের উভয় পার্শ্বে
তূণীর রয়েছে বিলম্বিত।

কঙ্কপত্র-বাণপুঙ্খ
ঊর্দ্ধদিকে চূড়ায় চুম্বিত।
ভস্মলিপ্ত বক্ষঃস্থল
রুরু-চর্ম্মে করে আচ্ছাদন।
করিয়াছে পরিধান
মঞ্জিষ্ঠায় রঞ্জিত বসন।
মুর্ব্বীলতা-তন্তু দিয়া
কটি-বস্ত্র দৃঢ়-নিয়ন্ত্রিত।
হস্তেতে ধনুক, আর
দণ্ড এক পিপ্‌পল-নির্ম্মিত।
দুই হাতে আছে দুটি
অক্ষমালা বলয়-আকারে,
এই সব চিহ্ন দেখি
ক্ষত্র বলি' বুঝিনু উহারে।

ভগবতি অরুন্ধতি! আপনি কি জানেন, এটি কোথা থেকে এসেছে—কার সন্তান?

অরুন্ধতী।—আমরা আজই এসেছি।

জনক।—আর্য্য গৃষ্টে! এটি কে জান্‌বার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল হচ্চে। তা আপনি গিয়ে ভগবান বাল্মীকিকে জিজ্ঞাসা করুন, আর এই বালকটিকেও বলুন, এই কয়টি প্রাচীন লোক তোমাকে দেখ্‌তে চাচ্চেন

কঞ্চুকী।—যে আজ্ঞা। (প্রস্থান)

কৌশল্যা।—কি বলচ? ও রকম করে' বল্লে কি আসবে?

অরুন্ধতী।—এইরূপ যার আকৃতি গঠন, সে কি কখন সাধু ব্যবহারের অন্যথা করতে পারে?

কৌশল্যা।—(দেখিয়া) ঐ যে বাছা আমার, গৃষ্টির বিনয়-বাক্য শুনে ঋষি-বালকদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে' এই দিকেই আস্‌চে।

জনক।—(অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া)

একি দেখি চমৎকার!
কি মহিমা বালকের! তেজোবীর্য্য বল,
বিনয়, সারল্য, আর
শিশুত্ব মিশিয়া কিবা মসৃণ কোমল!
সূক্ষ্ম দরশন যার
বুঝে ইহা, নাহি বুঝে স্থূলদর্শীজন।
চরিত্রের সূক্ষ্মতত্ত্ব
চখে পড়ে তার, যেগো অতি বিচক্ষণ।
বালকে হেরিয়া আজি
আনন্দে আকৃষ্ট মোব বিরাগী পরাণ,
অয়স্কান্ত মণিখণ্ড
আকর্ষণ করে যথা লৌহ বলবান॥

লবের প্রবেশ।

লব।—এঁরা সকলেই আমার পূজনীয় হলেও এঁদের আমি নাম জানি না—কুল-মর্য্যাদার ক্রম-অনুসারে কাকে আগে কাকে পরে প্রণাম করতে হবে তাও জানি না—এখন বিনা উপদেশে প্রণামাদি কি করে' করি? (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা তবে, এইরূপে

অভিবাদন করা যাক্। প্রাচীন লোকদের কাছে শুনেছি এইরূপ অভিবাদনই সর্ব্বাপেক্ষা নির্দ্দোষ। (নিকটে গিয়া সবিনয়ে) আমি লব, আপনাদের সকলকে প্রণাম করি।

অরুন্ধতী ও জনক।—বৎস! প্রভূত কল্যাণ হোক্!

কৌশল্যা।—জাদু আমার, চিরজীবী হও।

অরুন্ধতী।—এস বাছা (লবকে কোলে লইয়া মুখ ফিরাইয়া) অনেক দিনের পর আজ আমার কোল ভরে' গেল, কেবল তা নয় মনের আশাও পূর্ণ হল।

কৌশল্যা।—এখানেও একবার এসো জাদু। (ক্রোড়ে করিয়া) কি আশ্চর্য্য! রামের মত নবপ্রস্ফুটিত নীল পদ্মের মত শরীরের উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ—শুধু তা নয়, পদ্মের পরাগ খেয়ে হংসের স্বর যেরূপ হয়, সেইরূপ এরও রামচন্দ্রের মত টানা-টান সুমিষ্ট স্বর। আবার, গাযে হাত দিলেও রামের মতনই বোধ হয়—সেইরূপ ফুটন্ত পদ্ম-গর্ভের মত কোমল-স্পর্শ। যাদু আমার, বেঁচে থাকো! দেখি, তোমার চাঁদমুখটী একবার দেখি (চিবুক উন্নত করিয়া সহর্ষে ও সজলনেত্রে) রাজর্ষি ভাল করে' ঠাউরে দেখুন দেখি, এর মুখখানি অনেকটা আমার বৌমার মত বলে মনে হচ্চে।

জনক।—সেই রকমই দেখ্‌ছি বটে সখি।

কৌশল্যা।—একে দেখে আমার মন যেন একেবারে পাগলের মত হযে গেছে—কত কি ভাব্‌চি, আর আবল্-তাবল্ কত কি বক্‌চি।

জনক।—রাম সীতা উভয়েরি এ শিশুটি যেন প্রতিকৃতি
পূর্ণ প্রতিবিম্ব তার, সেই কান্তি, সেই সে আকৃতি।

সহজ বিনয়, বাণী, সেই পুণ্য-প্রভাব তেমনি।
কিন্তু হায়! মিথ্যা পথে কেন মন ধাইছে এমনি?

কৌশল্যা।—জাদু, তোমার মা আছেন কি? তোমার বাপকে কি মনে পড়ে?

লব।—না।

কৌশল্যা।—তবে তুমি কাদের?

লব।—ভগবান বাল্মীকির।

কৌশল্যা।—যা জিজ্ঞাসা করচি তারই উত্তর কর না জাদু।

লব।—আমি এইটুকুই জানি।

নেপথ্যে।

ভো ভো সেনাগণ! কুমার চন্দ্রকেতু এই আদেশ কচ্চেন, কেহ যেন আশ্রমের সন্নিহিত ভূমি আক্রমণ না করে।

অরুন্ধতী এবং জনক।—কুমার চন্দ্রকেতু যজ্ঞের পবিত্র অশ্বকে রক্ষা করবার জন্য এই স্থানে এসেছেন দেখছি। তা ভালই হয়েছে, আজ তাঁকে দেখ্‌তে পাওয়া যাবে। আহা! আজ কি সুখের দিন!

কৌশল্যা।—আহা! বাছা লক্ষ্মণের পুত্র আজ্ঞা করচেন এই কথাগুলি অমৃত-বিন্দুর মত কি মধুরই শোনাচ্চে!

লব।—আর্য্য! চন্দ্রকেতুটি কে?

জনক।—দশরথের পুত্র রাম লক্ষ্মণকে জান কি?

লব।—রামায়ণে যাঁদের কথা শুনেছিলেম তাঁরাই তো?

জনক।—হাঁ! তবে আর জান্‌বে না কেন? ইনি সেই লক্ষ্মণের পুত্র, নাম চন্দ্রকেতু।

লব। – উর্ম্মিলার পুত্র? তবে ইনি মহারাজ মিথিলাধিপতির দৌহিত্র?

অরুন্ধতী। – (হাসিয়া) কুমার তো কথাবার্ত্তায় খুব প্রবীণ দেখছি।

জনক।—যদি তুমি এত কথাই জান, আচ্ছা তবে জিজ্ঞাসা করি বল দেখি, সেই দশরথের পুত্রগণের মধ্যে কার কি সন্তান হয়েছে? তাদের নামই বা কি—আর, কার স্ত্রীর কি সন্তান?

লব।—কৈ, এ কথা তো আমরা শুনি নি, কিম্বা অন্য কেহই তো শোনে নি।

জনক। - কেন? কবি সে কথা কি লেখেন নি?

লব।—লিখেছেন বটে, কিন্তু প্রকাশ করেন নি। তারই একটি স্থান তিনি নাটকাকারে রচনা করেছেন। আর সেটি খু মধুব হযেছে বলে' অভিনয় করবার জন্য সেই হস্তলিপিখানি তৌর্য্যত্রিক-সূত্রকার ভরতমুনিকে দিয়েছেন।

জনক।—তাঁকে দিযেছেন কি জন্য?

লব।—তিনি সেইখানি অপ্‌সবাদেব দ্বারা অভিনয় করাবেন বলে'।

জনক।—এ সমস্ত ব্যাপাবই কৌতূহলজনক।

লব।—সেখানিতে ভগবান্ বাল্মীকির বড় যত্ন। গুটিকতক ছাত্রের হাতে দিযে তিনি সেইখানি ভবতমুনির আশ্রমে পাঠিযে দিযে-ছেন। আর, পাছে কোন বিঘ্ন বিপদ হয়, তাই নিবারণ কববার জন্য আমার ভাইকে ধনু হস্তে তাদেব সঙ্গে পাঠিযেছেন।

কৌশল্যা।—তোমার কি আরও ভাই আছে?

লব।—আছেন, তাঁর নাম, আর্য্য কুশ।

কৌশল্যা।—তোমার কথায় বোধ হচ্চে, তিনি তোমার বড়।

লব।—হাঁ, প্রসবক্রমেতেই তিনি বড়।

জনক।—তবে তোমবা দুটি ভাই কি যমজ?

লব।—আজ্ঞা হাঁ।

জনক।—আচ্ছা, রামচরিতের যে পর্য্যন্ত জান, সব বল দেখি।

লব।—রাজা রামচন্দ্র মিথ্যা জনরবে উদ্বিগ্ন হয়ে সেই দেবভূমি-দুহিতা সীতাকে পরিত্যাগ করেন। পরে লক্ষ্মণ, পূর্ণগর্ভাবস্থায় তাঁকে একাকিনী বনে পরিত্যাগ করে' আসেন।

কৌশল্যা।—হা বৎসে চন্দ্রমুখি, দৈবনিগ্রহে বনে একাকিনী পতিত হয়ে না জানি, তোমার কি দুর্দ্দশাই ঘটেচে।

জনক।—হা বৎসে!

ঘোর অপমান সযে'
প্রসব-ব্যথায় যবে হইলে আকুল,
—চারিদিকে মহারণ্যে
ঘেরিয়া তোমায় যত হিংস্র পশুকুল—
তখন নিশ্চয় তুমি
ভয়ত্রাসে হ'য়ে কম্পান্বিতা
কাতরা হইয়া মোরে
ডেকেছিলে ওরে বাছা সীতা॥

লব।—(অরুন্ধতীর প্রতি) আর্য্যে! এঁরা দুজন কে?

অরুন্ধতী।—ইনি কৌশল্যা—ইনি জনক।

লব।—(সম্মান খেদ ও কৌতুকের সহিত উভয়কে দর্শন)

জনক।—অহো! পুরবাসীদের কি অনধিকার-চর্চা—আর রাম-চন্দ্রেরই বা কি ক্ষিপ্রকারিতা।

সীতা-বনবাসরূপ
বজ্রাঘাত সদা মনে করিয়া চিন্তন

জ্বলিয়া উঠেছে মোর
সুদুর্জ্জয় ক্রোধানল প্রচণ্ড ভীষণ।
অপরাধীগণ আজি
জ্বলন্ত এ রোষানলে হবে ভস্মসাৎ,
হয় শাপে নয় চাপে
আজি আমি তাহাদের করিব নিপাত॥

কৌশল্যা।—ভগবতি! রক্ষা করুন! রক্ষা করুন! কুপিত রাজর্ষিকে প্রসন্ন করুন!

অরুন্ধতী।—রাজন্!

মানীদের কোন রূপ হলে' অপমান
এইরূপ উত্তেজিত হয় বটে প্রাণ।
কিন্তু রাম পুত্র তব—পাল্য প্রজাগণ,
তাই বলি শান্ত হও তুমি গো রাজন॥

জনক।—

সত্য বটে রাম মোর নিজ প্রিয় পুত্রের সমান,
কেমনে প্রয়োগ করি তার প্রতি শাপ কিম্বা বাণ।
পৌরজনও দেখিতেছি নিতান্তই অবধ্য আমার,
দ্বিজ নারী বাল বৃদ্ধ বিকলাঙ্গ অধিকাংশ তার।

ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বালকগণের প্রবেশ।

বালকগণ।—কুমার! সহরে "অশ্ব" "অশ্ব" বলে' যে এক রকম জন্তুর কথা শোনা যায়, আজ আমরা স্বচক্ষে' তা দেখেছি।

লব।—হাঁ পশু-শাস্ত্রে এবং যুদ্ধশাস্ত্রে অশ্বের নাম তো প্রায়ই পড়া যায় বটে। আচ্ছা, দেখ্‌তে কেমন ধারা বল দেখি?

বালকগণ।—পশ্চাতে বিপুল পুচ্ছ, নাড়ে তাহা বার বার,
গ্রীবা তার অতি উচ্চ, পায়ে খুর আছে চার।
কচি কচি ঘাস খায়, নাদে পিণ্ড অন্ন-প্রায,
থাক্ ব্যাখ্যা, চল ত্বরা, ওই দেখ অশ্ব যায়॥
(লবের মৃগচর্ম্ম ও হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ)

লব।—(কৌতুক, উপরোধ ও বিনয়ের সহিত) আর্য্য! দেখুন দেখুন, এরা আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্চে।

(শীঘ্র শীঘ্র পরিক্রমণ)

অরুন্ধতী ও জনক।-আমাদের কৌতূহল বৎস যেন শীঘ্র চরিতার্থ করে।

কৌশল্যা।—আমি যে ওকে না দেখে আর থাকৃতে পাচ্চিনে। অন্য দিক দিয়ে বাছাকে দেখিগে চলুন।

অরুন্ধতী।—সে যে চঞ্চল, এতক্ষণে অনেক দূরে চলে গেছে—তবে আর কি করে' দেখ্‌বেন বলুন।

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চুকী।—ভগবান বাল্মীকি বল্লেন, আপনারা সময়ে এ সকলি জান্‌তে পারবেন।

জনক।—একটা কিছু গুরুতর কাণ্ড বোধ হয় ঘট্‌বে। ভগবতি অরুন্ধতি! সখি কৌশল্যে! 'আর্য্য গৃষ্টে! তবে আসুন, আমরা স্বয়ং গিয়ে বাল্মীকিকে দেখিগে।

(বৃদ্ধবর্গের প্রস্থান)

বালকগণ।—কুমার! এই সেই আশ্চর্য্য জন্তু দেখ।

লব।—দেখেছি। আর বুঝ্‌তে পেরেছি, এটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব

বালকগণ।—কি করে' বুঝ্‌লে?

লব।—মূঢ়! অশ্বমেধ-প্রকরণে তোমরা এর সমস্ত বৃত্তান্তই তো পড়েছ। আর দেখ্‌তেও তো পাচ্চ, শত শত বর্ম্মধারী, দণ্ডহস্ত ও তূণীরধারী পুরুষেরা অশ্বকে রক্ষা করচে। সৈন্যদের মধ্যে তো অধিকাংশই এইরূপ দেখ্‌ছি। যদি এতেও বিশ্বাস না হয়, তবে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে' দেখ।

বালকগণ।—ওহে সৈন্যগণ! তোমরা একে বেষ্টন করে' নিয়ে-বেড়াচ্চ কেন বল দেখি?

লব।—(সস্পৃহ ভাবে স্বগত) দিগ্‌বিজয়ী ক্ষত্রিয়েরা সমুদয় ক্ষত্রিয়কে পরাজিত করবার পর মহাসমারোহে এইরূপেই আপনাদের প্রাধান্য সংস্থাপন করেন।

নেপথ্যে।

সপ্তলোক-মধ্যে যিনি অদ্বিতীয় বীর,
দশকণ্ঠ-কুল-ধ্বংসী পতি অবনীর,
এ জয়-পতাকা অশ্ব সকলি তাঁহার,
উদ্দেশ্য কেবল তাঁর বীরত্ব প্রচার॥

লব।—(মহাকষ্টে) কথাগুল শুন্‌লে যেন সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে।

বালকগণ।—(পরস্পরের প্রতি) তোমরা কি বল? কুমার বড়ই বিচক্ষণ – ঠিক্ বুঝেছেন।

লব।—ওরে! পৃথিবীতে কি ক্ষত্রিয় নাই যে তোরা এমন কথা বলচিস।

নেপথ্যে।

মহারাজের কাছে আবার ক্ষত্রিয় কেরে?

লব।—ধিক্ মূর্খ!

বীর হন্ হোন্ তিনি
দেখাও কিসের বিভীষিকা?
বিতণ্ডায় কাজ নাই
এই দেখ্ কাড়িনু পতাকা॥

(বালকগণের প্রতি) ওহে! অপদার্থটাকে ঢিল মার্‌তে মার্‌তে তোমরা তাড়িয়ে নিয়ে যাও তো। ওটা ঐ রোহিত-মৃগদের মধ্যে গিয়ে চরুক্‌গে।

একজন ক্রুদ্ধ পুরুষের সদর্পে প্রবেশ।

পুরুষ।—আরে চঞ্চল চপল বালক তোরা কি বল্‌ছিলি? জানিস্‌নে, সৈনিক পুরুষেরা অত্যন্ত কঠোর, ওরা শিশুদেরও গর্ব্বিত বাক্য সহ্য করতে পারে না। শুন্‌চিস?—শত্রুহন্তা রাজপুত্র চন্দ্রকেতু পূর্ব্বদিকের ঐ মনোহর বনটি দেখ্‌তে গিয়েছেন, এই বেলা প্রাণ নিয়ে তোরা এই বনের ভিতর দিয়ে পালা।

বালকগণ।—কুমার! আমাদের এ অশ্বে কি হবে? ঐ দেখ সৈনিক পুরুষেরা তোমাকে কত বক্‌চে। আর দেখ, ওদের অস্ত্রগুল কেমন ঝক্ ঝক্ করচে—আবার আমাদের আশ্রমও এখান থেকে অনেক দূর। এসো আমরা এইবেলা হরিণের মত লাফিয়ে লাফিয়ে দৌড়ে পালাই।

লব।—(হাসিয়া) কি! অস্ত্রগুল ঝক্‌ঝক্‌ করচে বটে? (ধনুতে জ্যা আরোপণ)

জগত করিতে গ্রাস, কৃতান্ত যেমন
হাসিয়া ব্যাদান করে প্রকাণ্ড বদন,
তেমনি এ ধনু যেন হোয়ে বিস্ফারিত
বিশাল উদরে শত্রু করে কবলিত।
জ্যা-জিহ্বা বাহির করি' ধনু-প্রান্ত হতে
করুক গর্জ্জন ঘোর মহাশূন্য পথে॥

(যথোচিত পরিক্রমণ করিয়া সকলের প্রস্থান।)

ইতি কৌশল্যা-জনক-যোগ নামক
চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

পঞ্চমাঙ্ক ।

নেপথ্যে ।

ওহে সৈন্যগণ ! আর ভয় কি ! আমাদের নেতা এসেছেন ।

ওই দেখ চন্দ্রকেতু
সুমন্ত্র-চালিত রথে আসেন সত্বরে ।
দ্রুতগামী অশ্বগণ
ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে মহাবেগ-ভরে ।
সুবন্ধুর ভূমি বলি'
রথ-প্রতিঘাতে ধ্বজ সঘনে কম্পিত ।
তোমাদের যুদ্ধ শুনি'
চন্দ্রকেতু এই দেখ হেথা উপনীত ॥

সহর্ষ ও বিস্মিত চন্দ্রকেতু ধনু-হস্তে সুমন্ত্র-সারথী-চালিত রথে আরোহণ করিয়া প্রবেশ ।

চন্দ্রকেতু ।—আর্য্য সুমন্ত্র দেখ দেখ ঃ—

ঈষৎ কোপের বশে
মুখখানি হইযাছে রক্তিম বরণ,
কার্ম্মুকের প্রান্ত হতে
ঘোরতর ভীম শব্দ ওঠে ঘন ঘন ।

শরের তুষার বৃষ্টি
করিতেছে সৈন্য পরে সংগ্রামের মাঝে
কে গো এই বীর-পুত্র ?
—সুচঞ্চল পঞ্চচূড়া মস্তকে বিরাজে।
মুনিজন-শিশু এক
রঘুব বংশজ কোন কুমারের মত,
চাবিদিকে ব্যূহমাঝে
সহস্র শরের শিখা করে প্রজ্বলিত।
কবিয়া টঙ্কার ঘোব
বাণাঘাতে কবে ভেদ করি-গণ্ডস্থল,
না জানি এ শিশু কেবা
জানিবারে হয মোব বড় কৌতূহল॥

সুমন্ত্র।—রাজকুমার!
প্রভাবে যে সুবাসুবে করে অতিক্রম,
সুন্দর মুখেব শোভা তোমাব মতন,
দেখিযা এ শিশুটিবে পড়ে মোর মনে
অস্ত্রধারী শূব সেই রঘুর নন্দনে।
বিশ্বামিত্র যজ্ঞে অস্ত্র কবিযা ধারণ
করিয়াছিলেন যবে রাক্ষস নিধন॥

চন্দ্রকেতু।—কেবল এঁকেই পরাভব কববার জন্য এত আড়ম্বর? —আমার বড় লজ্জা হচ্চে।

সুকরাল করতলে
চমকে সহস্র অস্ত্র ঝলসি' নযনে,

কনক কিঙ্কিনী কত
বাজিছে স্যন্দনে ঘন ঝনঝনঝনে।
অযুত দ্বিরদ মত্ত
দুর্দ্দিন-বারিদ সম ঘেরে চারি ধার
হেন মহা সৈন্যে দেখ
হইয়াছে পরিবৃত একাকী কুমার ॥

সুমন্ত্র।—এরা সমস্ত মিলে এঁর কি কর্‌তে পারে?—তাতে তো এখন বিভক্ত।

চন্দ্রকেতু।—আর্য্য! শীঘ্র চল! শীঘ্র চল!—এঁর হাতে আমাদের সমস্ত আশ্রিত লোক নিহত হচ্চে।

গিরি-কুঞ্জ-কুঞ্জরের
গরজনে কর্ণজ্বর করে উৎপাদন!
দুন্দুভি-নিনাদে ঘোর
শিঞ্জিনী-নির্ঘোষ যেন হতেছে বর্দ্ধন।
কবন্ধের ছিন্ন মুণ্ডে
রণস্থল শিশুবীর করিলা আচ্ছন্ন
করাল কৃতান্ত যেন
অতিভোজে উদ্‌গারিছে ভুক্ত-শেষ অন্ন।

সুমন্ত্র।—(স্বগত) এইরূপ বীরের সহিত বৎস চন্দ্রকেতু কিরূপে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন? (চিন্তা করিয়া) তবে আমরা ইক্ষ্বাকুর গৃহে বর্দ্ধিত, তাঁদের রীতি নীতি আমরা বিলক্ষণ জানি—উপস্থিত ক্ষেত্রে যুদ্ধ ভিন্ন আর উপায় কি?

চন্দ্রকেতু।—(ব্যস্ত সমস্ত হইয়া লজ্জা ও বিস্ময়ের সহিত) ধিক্! আমার সৈন্যেরা যে চারিদিকে পালাচ্চে।

সুমন্ত্র।—(রথবেগ অভিনয়) রাজকুমার! যার কথা আমরা বল্‌ছিলেম, এই সেই বীর।

চন্দ্রকেতু।—(সবিস্ময়ে) রণভূমে আখ্যায়কেরা এঁর নামটি কি বল্লে বল দেখি?

সুমন্ত্র।—লব!

চন্দ্রকেতু।—ওহে মহাবাহু লব!

কি করিছ সৈন্যের সহিত?
এই আমি, এসো হেথা,
তেজে তেজ হোক্ প্রশমিত

সুমন্ত্র।—কুমার! দেখ দেখ!

তোমাব আহ্বান শুনি'
সৈন্য বধে ক্ষান্ত হয়ে আসে ত্বরা করি',
দৃপ্ত সিংহ-শিশু যথা
মেঘের গর্জ্জন শুনি' ছেড়ে আসে করী॥

সগর্ব্ব পদবিক্ষেপে লবের সত্বর প্রবেশ।

লব।—সাধু! রাজপুত্র সাধু! তুমিই যথার্থ ইক্ষ্বাকু-বংশীয়—এই দেখ, তোমার আহ্বানে আমি এখানে উপস্থিত।

নেপথ্যে মহাকলরব।

লব।—(সবেগে ফিরিয়া) বিপক্ষ সৈন্যেরা একবার রণে ভঙ্গ দিয়ে আবার দেখ্‌ছি সাহস করে ফিরে এসে "যুদ্ধ দেও যুদ্ধ দেও" বলে' আমাকে বিরক্ত কর্‌চে। ধিক্ ঐ মূর্খদের!

প্রলয়-পবন-বেগে
আস্ফালিত-মহাসিন্ধু-সমান তুমুল এই সৈন্য-কলরব।
শৈলাঘাত-সংক্ষুভিত
বাড়বাগ্নি-সম মোর প্রচণ্ড ক্রোধাগ্নি এবে গ্রাসিবেরে সব॥
(পরিক্রমণ)

চন্দ্রকেতু।—শোনো কুমার!

অদ্ভুত গুণের বলে
অতিশয় প্রিয় তুমি হয়েছ আমার।
তুমি মোর সখা এবে
যাহা মম দেখ হেথা সকলি তোমার।
তবে কেন নিজ জনে
করিছ নিধন, হেথা এসোগো সত্বর।
এই আমি চন্দ্রকেতু,
বীরত্ব-দর্পের তব নিকষ-প্রস্তর॥

লব।—(সহর্ষে ব্যস্ত সমস্ত ভাবে ফিরিয়া আসিয়া) অহো! মহানুভব সূর্য্যবংশ-তনয়ের কথাগুলি একদিকে সৌজন্যগুণে যেমন মধুর, আবার অন্যদিকে বীরত্বগুণে তেমনি কঠোর। তবে ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করে' আর কি হবে—এখন এঁরই মান রক্ষা করা যাক্।

পুনর্ব্বার নেপথ্যে কলরব।

লব।—(ক্রোধ ও বিরক্তির সহিত) আঃ! ওই পাপগুল এই বীর-পুরুষটির সঙ্গে যুদ্ধে বাধা দিয়ে আমাকে বড়ই বিরক্ত করচে। (চন্দ্রকেতুর অভিমুখে পরিক্রমণ)

চন্দ্রকেতু।—(সুমন্ত্রের প্রতি) আর্য্য! দেখ দেখ—এটি দেখ্‌বার বিষয়। বালকটি

আশ্চর্য্য দর্পের ভরে, লক্ষ্যবদ্ধ আমা পরে,
পশ্চাতে আক্রমে ও'রে মম সেনাগণ।
দ্বিধা-বায়ু-সঞ্চালিত, ইন্দ্র-ধনুক-লাঞ্ছিত
এ হেন মেঘের শোভা করে গো ধারণ॥

সুমন্ত্র।—কুমার চন্দ্রকেতুই যথার্থ দেখ্‌তে জানেন। আমরা কেবল বিস্ময়েতেই অভিভূত।

চন্দ্রকেতু।—ভোভো রাজন্যবর্গ!

অগণিত অশ্বগজ-রথে সবে করি' আরোহণ,
সুদৃঢ় কবচে গাত্র সাবধানে করি' আবরণ,
বয়সে হইয়া জ্যেষ্ঠ, সুকুমার শিশুটির সনে
যুঝিছ কোমর বাঁধি—নাহি লজ্জা? ধিক্ সর্ব্বজনে!

লব।—(ক্ষোভের সহিত) কি! ইনি আবার আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করচেন যে (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা এক কাজ করা যাক—সৈন্যগুলকে ততক্ষণ জৃম্ভক-অস্ত্রের দ্বারা স্তম্ভিত করে' রাখি, মিথ্যা কাল হরণ করে' কি হবে। (ধ্যানারম্ভ)

সুমন্ত্র।—একি! অকস্মাৎ আমাদের সৈন্যদের কলরব থেমে গেল কেন?

লব।—এঁকে যে এখন বড় গর্ব্বিত দেখ্‌চি।

সুমন্ত্র।—বৎস। বোধ হয় এ বালকটি জৃম্ভক অস্ত্র প্রয়োগ করেছে।

চন্দ্রকেতু।—তাতে কি আর সন্দেহ আছে?

আঁধাব বিদ্যুৎ-আলো
ভীষণ এ অস্ত্রটিতে একাধারে যেন সমাবেশ।
উহাব প্রভাবে নেত্র
নিমিলিযা উন্মিলযে, দেখিবাবে পায় বড় ক্লেশ।
যেন চিত্রটিব মত
সমস্ত এ সৈন্য দেখ পড়ে' আছে স্পন্দহীন-মূর্ত্তি।
তাই বলি নিশ্চিত এ
অজেয় জৃম্ভক-অস্ত্র বণস্থলে পাইতেছে স্ফূর্ত্তি॥

আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

পাতালেব লতাকুঞ্জে পুঞ্জিত যে তমোবাশি
কৃষ্ণবর্ণ তাহাব মতন।
উত্তপ্ত পিত্তলপিণ্ড উদ্‌গাবে পিঙ্গল জ্যোতি
সেইরূপ দীপ্তি সুভীষণ।
প্রলয-উদয়ে যেন প্রভঞ্জন ভীম দুর্নিবাব
বিক্ষেপিছে ইতস্তত জৃম্ভক সকল।
মিলিত বিদ্যুৎ-মেঘে সুপিঙ্গল গহ্ভব যাব
হেন বিন্ধ্যচূডা যেন ছায নভস্তল॥

সুমন্ত্র।—আচ্ছা, ইনি জৃম্ভকাস্ত্র পেলেন কোথা থেকে?

চন্দ্রকেতু।—বোধ হয ভগবান বাল্মীকিব কাছ থেকে।

সুমন্ত্র।—বৎস! কৈ, তিনি তো অস্ত্র ব্যবহাব কবেন না, বিশেষতঃ জৃম্ভকাস্ত্র তো নযই। কেননা এ গুলি

কৃশাশ্ব উদ্‌ভব-অস্ত্র, বিশ্বামিত্র পাইলেন পরে।
বিশ্বামিত্র সঁপিলেন শিষ্য বলি' রামচন্দ্র-করে।

চন্দ্রকেতু।—কৃশাশ্ব ব্যতীত, তপোবল যাঁদের ক্রমশ বৃদ্ধি হয়ে নিজেই মন্ত্রস্রষ্টা হয়ে ওঠেন, তাঁরাও বিনা উপদেশে কখন কখন এই সকল অস্ত্র লাভ করেন।

সুমন্ত্র।—বৎস সাবধান হও—বীরবর খুব নিকটে এসেছেন।

কুমারদ্বয়।—(পরস্পরের প্রতি) আহা! কুমারের কি সৌম্য মুখশ্রী! (স্নেহ ও অনুরাগের সহিত নিরীক্ষণ)

সহসা মিলন-বশে,
অথবা প্রবলতর গুণ-আকর্ষণে,
পূর্ব্ব-জন্ম-পরিচয়ে,
কিম্বা কোন অবিদিত আত্মীয়-বন্ধনে,
যে কোন কারণে হোক্, আমার এ সমুৎসুক মন
হয়েছে ইঁহার প্রতি নিতান্তই প্রণয়-প্রবণ॥

সুমন্ত্র।—প্রাণীদের ধর্ম্মই প্রায় এই, একজনের মনে অপরের প্রতি হঠাৎ কেমন একটা প্রণয়ভাবের সঞ্চার হয়, লোকে যাকে "তারা মৈত্রক" কিম্বা "চক্ষুরাগ" বলে' নির্দ্দেশ করে। আবার একে অনির্ব্বচনীয় অহেতুক প্রীতিও বলা যেতে পারে।

অহেতু প্রণয় যার
সে প্রণয় কভু নাহি হয় নিবারণ।
স্নেহময় তন্তুদিয়া
সে যে করে অন্তরের মরম গ্রন্থন॥

কুমারদ্বয়।—(পরস্পরের প্রতি)

"রাজপট্ট"-মণিতুল্য যাঁহার শরীর
কেমনে বিঁধিবে তাঁরে আমার এ তীর?

আলিঙ্গিতে ওই অঙ্গ আমি যে তৃষিত,
তারি আশে এবে মোর তনু পুলকিত।
কিন্তু দেখিতেছি এঁর রণে দৃঢ় মতি,
অস্ত্র বিনা তবে মোর আছে কিবা গতি ?
হেন বীর-পরে যদি অস্ত্র নাহি তুলি,
বৃথা তবে অস্ত্র মোর, তাও আমি বলি।
অস্ত্রাহত হয়ে যদি ত্যজি আমি রণ,
উনি বা কি বলিবেন বলতো তখন ?
বীরের সংগ্রামে এই দারুণ নিয়ম
প্রণয়ের পথে করে বিঘ্ন উৎপাদন॥

সুমন্ত্র।—(লবকে নিরীক্ষণ করিয়া সজল নয়নে স্বগত) হৃদয়! কেন অন্য প্রকার ভাব্‌চ ?

আশার বীজটি মোর পূর্ব্বেই যে বিদলিত,
লতা ছিন্ন হলে’ কোথা পুষ্প হয় প্রস্ফুটিত ?

চন্দ্রকেতু।—আর্য্য সুমন্ত্র! আমি রথ থেকে নেবে যাই।

সুমন্ত্র।—কেন ? কি জন্য ?

চন্দ্রকেতু।—এই পূজনীয় বীর-পুরুষ যে ভূতলে রয়েছেন। তা হলে’ ক্ষাত্রধর্ম্মও পালন করা হয়, কেন না শাস্ত্রজ্ঞেরা বলেন, পাদচারীর সহিত রথারোহিদের কথনও যুদ্ধ করা উচিত নয়।

সুমন্ত্র।—(স্বগত) এ যে বড় বিপদেই পড়লেম দেখছি।

কেমনে নিষেধ করে
ন্যায্য এই অনুষ্ঠান আমাবিধ জনে

দুঃসাহসী কাজ এই
কুমারে করিতে আমি বলিবা কেমনে ?

চন্দ্রকেতু।—যখন পিত্রাদি গুরুজনেরাও, ধর্ম্মবিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হলে, পিতার পরম বন্ধু আপনাকেই জিজ্ঞাসা করে' থাকেন, তখন আপনি কেন এত চিন্তিত হচ্চেন ?

সুমন্ত্র।—আপনার এই জিজ্ঞাসা সঙ্গত বটে।
সংগ্রামেরই এই নীতি, এই ধর্ম্ম সনাতন।
রঘুসিংহদেরই এই, বীর-রীতি-আচরণ॥

চন্দ্রকেতু।—এ কথা আর্য্যেরই অনুরূপ।
ইতিহাস পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রবচন
আপনি-ই জানেন সব রঘুকুল-আচরণ॥

সুমন্ত্র।—(সস্নেহ সজল নয়নে আলিঙ্গন করিয়া)
বৎস লক্ষ্মণের আজি বয়স কতই
এরই মধ্যে হইলেন ইন্দ্রজিৎ-জয়ী।
তার পুত্র তুমি ধরিয়াছ বীর-বৃত্তি,
দশরথ-বংশে আছে প্রতিষ্ঠার ভিত্তি॥

চন্দ্রকেতু।—(কষ্টে)
রঘু-জ্যেষ্ঠ অপ্রতিষ্ঠ সন্তান-অভাবে,
কুলের প্রতিষ্ঠা তবে কেমনে সম্ভবে ?
এই দুঃখে পিতৃব্যেরা দেখ তিন জন
অতি কষ্টে দিনরাত করেন যাপন॥

সুমন্ত্র।—ওহোহো! চন্দ্রকেতুর এই কথাগুলি কি হৃদয়-বিদারক!

লব।—এ কি অদ্ভুত মিশ্রভাব!

চন্দ্রোদয় হলে যথা আনন্দিত হয় কুমুদিনী
ওঁরে হেরি' নেত্র মম প্রফুল্লিত হইল তেমনি।
কিন্তু এবে বাহু মোর ধরিয়া ভীষণ ধনুর্ব্বাণ,
সুকর্কশ জ্যা-নির্ঘোষে আকাশ করিয়া কম্পমান
ঘোর বীর-রসে মাতি, করি' নিজ বীরত্ব প্রকাশ
প্রবৃত্ত হয়েছে রণে বীরবরে করিতে বিনাশ॥

চন্দ্রকেতু।—(নামিয়া) আর্য্য! আমি সূর্য্য-সন্তান চন্দ্রকেতু, আপনাকে অভিবাদন করি।

শাশ্বত বরাহদেব বিজয়ার্থ করুন বিধান
অজেয় পবিত্র তেজ তোমা প্রতি ককুৎস্থসমান॥

তা ছাড়া—

তব গোত্র-পিতা দেব সহস্র-কিরণ
রণ-মাঝে প্রফুল্ল রাখুন তব মন।
তব গুরুজন-গুরু বশিষ্ঠ মহান্
বিজয়-আশ্বাস তোমা করুন প্রদান।

ইন্দ্র বিষ্ণু অগ্নি বায়ু
গরুড়ের ধর তুমি প্রভাব দুর্জয়।
রাম লক্ষ্মণের সেই
শিঞ্জিনী-নির্ঘোষ-মন্ত্রে লভহ বিজয়॥

লব।—রথে থেকে আপনার বেশ শোভা হচ্চে—আমায় আর এত আদর করে' কাজ নেই।

চন্দ্রকেতু।—তবে আপনিও আর একটি রথে উঠুন।

লব।—আর্য্য! ওঁকে পুনর্ব্বার রথে উঠিয়ে নিন্।

সুমন্ত্র।—তুমিও চন্দ্রকেতুর অনুরোধটি রাখ।

লব।—আপনার যুদ্ধের যে কোন উপকরণই থাক্ না কেন, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আমরা অরণ্যবাসী, আমরা রথের ব্যবহারে অনভ্যস্ত।

সুমন্ত্র।—বৎস, আমি দেখ্‌ছি, দর্প ও সৌজন্যের যথোচিত ব্যবহার তুমি জান। যদি ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা রামচন্দ্র এ সময়ে তোমাকে দেখ্‌তে পেতেন তাহলে স্নেহেতে তাঁর শরীর একেবারে আর্দ্র হয়ে যেত।

লব।—আর্য্য! শোনা যায় সেই রাজর্ষি নাকি অতি সুজন।

(সলজ্জভাবে)

আমরাও নহি জেনো যজ্ঞ-বিঘ্নকারী,
সে রাজার গুণ কে না গায় নর নারী?
অশ্বরক্ষকের সেই দুঃসহ বচন
রোষানল মনে মোর করে উদ্দীপন।
সমগ্র ক্ষত্রিয়কুলে করে তিরস্কার,
ক্ষত্র হয়ে কে সহিবে সে কথা তাহার?

চন্দ্রকেতু।—(সস্মিত) আমার জ্যেষ্ঠতাতের প্রবল প্রতাপ আপনার অসহ্য হল কেন?

লব।—অসহিষ্ণুতার কারণ থাক্ বা নাই থাক্, আমি এই কথা জিজ্ঞাসা করি, শুনেছি রাজা রাঘব নাকি নিরহঙ্কার—তাঁর প্রজাদের মধ্যেও নাকি কোন অহংকার নেই—তবে তাঁর লোকজনেরা এরূপ অনর্থকর রাক্ষসী-বাক্য প্রয়োগ করে কেন বলুন দিকি?

উন্মত্ত গর্ব্বিত বাক্যে ঋষিগণ বলেন "রাক্ষসী"।
সর্ব্ব-শত্রুতার মূল সেই সে অলক্ষ্মী সর্ব্বনাশী।
তাই লোকে সর্ব্বদাই নিন্দা করে এরূপ বচনে,
তেমনি তো অন্য বাক্যে সাধুবাদ করে সর্ব্বজনে।
অলক্ষ্মীরে করে দূর, পূর্ণ করে মন-অভিলাষ,
কীর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করে, দুষ্কৃতিরে করয়ে বিনাশ,
সর্ব্বমঙ্গলের মূল, সুকল্যাণী কামধেনু-প্রায়
সত্যপ্রিয় বাক্য সেই, ধীরেরা সুনৃত বলে যায়॥

সুমন্ত্র।—ইনি মহর্ষি বাল্মীকির শিষ্য এবং অত্যন্ত বিশুদ্ধ-স্বভাব। আর যে কথা বল্লেন তাতে এঁকে জ্ঞানালোক-সম্পন্ন ঋষিতুল্য ব্যক্তি বলেই মনে হয়।

লব।—(চন্দ্রকেতুর প্রতি) আপনি যে জিজ্ঞাসা করচেন, আপনার জ্যেষ্ঠতাতের অপরিসীম প্রতাপে আমার এত অসহিষ্ণুতা কেন?—ভাল, আমি জিজ্ঞাসা করি বলুন দেখি, ক্ষত্রিয়দের শৌর্য্য-বীর্য্যের কোনরূপ সীমা-নিয়ম্ আছে কি?

চন্দ্রকেতু।—দেবোপম ইক্ষ্বাকুবংশীয় রামচন্দ্রকে জানেন না তা কি হবে। ক্ষান্ত হোন—ক্ষান্ত হোন—অতিপ্রসঙ্গে আর কাজ নাই।

সামান্য সৈন্যেরে 'বধি'
করিয়াছ তেজ প্রদর্শন।
জামদগ্ন্য-জয়ী রামে
বোলোনাকো উদ্ধত বচন॥

লব।—(সহাস্য) আর্য্য! তিনি জামদগ্ন্যকে জয় করেছেন, এ আর বেশি কথা কি হল ?

ব্রাহ্মণের বাক্যে বল, কেনা তাহা জানে ?
ক্ষত্রিয়েরই বাহুবল সর্ব্বলোকে মানে।
শস্ত্রগ্রাহী দ্বিজোত্তম জামদগ্ন্যে করিয়া বিজয়
বল দেখি সেই রাজা কিসে হল স্তুতির বিষয় ?

চন্দ্রকেতু।—(সরোষে) আর্য্য! আর্য্য! আর উত্তর-প্রত্যুত্তরে কাজ নেই।

কেরে নব অবতার মানবের মাঝে,
জামদগ্ন্য বীর শ্লাঘ্য নহে যার কাছে ?
তাতের চরিত পুণ্য যে জন জানে না,
যে তাত দেছেন বিশ্বে অভয়-দক্ষিণা॥

লব।—রঘুপতির চরিত্র ও মহিমা কে না জানে বলুন—যদিও সে বিষয়েও আমার কিছু বক্তব্য আছে—তা থাক্—ও কথায় আর কাজ নেই।

বয়োজ্যেষ্ঠ তাঁরা মম, তাঁদের চরিত
আমার বিচার করা নহেক উচিত।
থাকুন আছেন যাহা, কে করে গো মানা ?
বর্ণনায় কিবা ফল—ঢের আছে জানা।
তাড়কা বধেও তাঁর
যশকীর্ত্তি লোক-মাঝে অটুট অক্ষয়।
খর-সনে যুদ্ধে তিনি
তিন পা হটেন পিছু—তবু তাঁরি জয়।

যে কৌশলে বালিরাজে
গুপ্তবাণে করেন নিধন
কেনা জানে সেই কথা
জানে তাহা জগতের জন ॥

চন্দ্রকেতু।—কি! মর্য্যাদা-জ্ঞানশূন্য হয়ে তুমি আমার জ্যেষ্ঠতাতের নিন্দা কর?—তোমার ভারি অহঙ্কার দেখ্‌ছি।

লব।—ইস্‌! আমার উপর যে আবার ভ্রুকুটি করা হচ্চে!

সুমন্ত্র।—এঁদের দুজনের মধ্যে যে ভারি রাগারাগি হতে আরম্ভ হল।

বিপক্ষ দমনে দোঁহে ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত,
উভয়েরি শিখাবন্ধ হয় আন্দোলিত।
কোকনদ-সম নেত্র একেতো লোহিত,
সে বরণ আরো যেন রোষে দ্বিগুণিত।
ভুরুভঙ্গ অকস্মাৎ সুব্যক্ত বদনে,
কলঙ্ক-লাঞ্ছন যেন শশাঙ্ক-আননে।
কিম্বা যেন মনে হয় কমল-উপরি
উদ্ভ্রান্ত হইয়া ভ্রমে ভ্রমর ভ্রমরী ॥

কুমারদ্বয়।—তবে এখন, এখান থেকে যুদ্ধের উপযুক্ত ক্ষেত্রে নামা যাক্‌।

(সকলের প্রস্থান।)

কুমার-বিক্রম নামক পঞ্চম অঙ্ক সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অঙ্ক

উজ্জ্বল বিমানারোহণে বিদ্যাধর-মিথুনের প্রবেশ।

বিদ্যাধর।—অহো! সহসা এই দুটি সূর্য্যবংশীয় বালকের মধ্যে কি প্রচণ্ড যুদ্ধই বেধেছে! উভয়-শরীরেই ক্ষত্রতেজ প্রজ্জ্বলিত। প্রিয়ে দেখ দেখ:—

ঝনঃ ঝনৎ ঝন   কঙ্কণের ধ্বনি সম
কিঙ্কিনী বাজিছে সব ধনুকের গায়।
তাহে পুন শিঞ্জিনী   ঘোর-শব্দ-নিনাদিনী
ভীম কোলাহলে তার চারিদিক ছায়।
ধনু করি বিস্ফারিত,   বীরদ্বয় অবিরত
নিঃক্ষেপিছে চারিদিকে প্রজ্বলন্ত বাণ।
রণোৎসাহে উত্তেজিত,   শিখাশিরে আন্দোলিত
ক্রমে বাড়ে লোকত্রাস ভীষণ সংগ্রাম।
দোঁহারি মঙ্গল তরে   ওই দেখ স্বর্গপরে
দেব-ভেরী বাজে মেঘ-গর্জ্জন সমান॥

প্রিয়ে তবে, ঐ বীরদ্বয়ের উপর, অবিরল-ললিত-বিকচ কনক কমলে সুশোভিত, মন্দারাদি অমর-তরুগণের তরুণ-মণি-মুকুল-সমন্বিত সুন্দর মকরন্দ-সুরভিত পুষ্পরাশি বর্ষণ করতে আরম্ভ কর।

বিদ্যাধরী।—একি! হঠাৎ আকাশে অমন পিঙ্গল-বর্ণ বিদ্যুচ্ছটার আবির্ভাব হল কেন?

বিদ্যাধর।—তাই তো, একি হল আজ!

বিশ্বকর্ম্মা শানযন্ত্রে শানিলে যেমন
মার্ত্তণ্ড ধরিয়াছিল উজ্জ্বল কিরণ
সেইরূপ এ যে দেখি, কিম্বা ত্রিলোচন
ললাটের নেত্র বুঝি করে উন্মীলন॥

(চিন্তা করিয়া) হাঁ বুঝেছি, বৎস চন্দ্রকেতু যে আগ্নেয় অস্ত্র ত্যাগ করেছেন এ তারই অগ্নিচ্ছটা। দেখ এখন

বিমান-মণ্ডলগুলি
কোথায় করেছে পলায়ন।
পুড়িয়া চামর, ধ্বজা,
ধরিয়াছে বিচিত্র বরণ।
অনলের শিখা লাগি
ধ্বজাদের পটপ্রান্তভাগ
ক্ষণকাল তরে যেন
ধরিয়াছে কুঙ্কুমের রাগ॥

আশ্চর্য্য!

কি ভীষণ ভাবেই অগ্নিদেব চতুর্দ্দিকে সঞ্চরণ করচেন। প্রচণ্ড বজ্রপাতের সময় বিদ্যুতের বিস্ফুলিঙ্গ যেমন মুহুর্ম্মুহু নির্গত হয়, এও ঠিক্ সেইরূপ। লেলিহান্ অগ্নিশিখা গগনস্পর্শী উত্তাল জ্বালা-জিহ্বা নির্গত করে' কি ভীষণ রূপই ধারণ করেছে—উঃ চারিদিকে কি প্রচণ্ড উত্তাপ! এই বেলা প্রিয়াকে আমার অঙ্গের মধ্যে আবৃত করে' একটু দূরে প্রস্থান করি। (তথা করণ)

বিদ্যাধরী।—আহা! নাথের এই বিমল মুক্তামালার মত শীতল

স্নিগ্ধ নধর অঙ্গের সুখ-স্পর্শে আমার চক্ষু ক্রমে মুদিত হয়ে আস্‌চে। এখন যেন উত্তাপ আর কিছুই অনুভব হচ্চে না।

বিদ্যাধর।--প্রিয়ে! আমি তোমাকে কি এমন যত্ন করেছি। তবে কি না—

কিছু নাহি করিলেও
সঙ্গ-সুখে দুঃখের মোচন।
কি সামগ্রী সেই তার
যে যাহার নিজ প্রিয়জন॥

বিদ্যাধরী।—একি আবার! ময়ূরকণ্ঠের মত শ্যামল মেঘে সমস্ত আকাশ যে ছেয়ে গেল। আর চকিত বিদ্যুল্লতা চারিদিকে যেন উল্লাসভরে খেলিয়ে বেড়াচ্চে—হঠাৎ এরূপ হল কেন?

বিদ্যাধর।—প্রিয়ে এ কি জান? কুমার লব যে বরুণ-অস্ত্র প্রয়োগ করেছেন তারই প্রভাবে এইরূপ হয়েছে। একি! অনবরত বারিধারা বর্ষণে আগ্নেয়াস্ত্রগুলি যে সব নির্ব্বাণ হয়ে গেল!

বিদ্যাধরী।—তা ভালই হয়েছে।

বিদ্যাধর।—হায় হায়! সকল বস্তুরই অতিশয়টা দোষের হয়ে পড়ে। ঘোর-গর্জন ঘন-ঘটার নীরন্ধ্র অন্ধকারে আকাশ আচ্ছন্ন। যেন মহাদেব বিশ্বসংসারকে একেবারেই গ্রাস করবার জন্য উদ্যত হয়ে নিজের বিশাল মুখ-গহ্বর উন্মীলিত করেচেন—যে-যুগান্তরীন-যোগনিদ্রা-নিমগ্ন নারায়ণের নিরুদ্ধ উদরে প্রাণীগণ প্রবিষ্ট হয়ে থর-থর কম্পমান। কিন্তু এ কি! আবার বায়ু যে সহসা প্রবলবেগে প্রবাহিত হচ্চে। সাধু! বৎস চন্দ্রকেতু সাধু! উপযুক্ত সময়েই বায়বাস্ত্র প্রয়োগ করেছ।

মায়ার প্রপঞ্চ যথা
তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে ব্রহ্মে হ'য়ে যায় লয
সেইরূপ বায়ুবাষ্পে
উড়াইয়া দিলে তুমি মেঘ-সমুদয় ॥

বিদ্যাধরী।—নাথ! যিনি সবেগে হাত তুলে উত্তরীয়-অঞ্চল ঘোরাতে ঘোরাতে মধুর বাক্যে দূর হতে এঁদের দুজনকেই যুদ্ধ কর্‌তে নিষেধ করচেন, আর ক্রমে ওঁদের মাঝখানে এসে রথ নামাচ্চেন, উনি কে বল দিকি?

বিদ্যাধর।—(দেখিয়া) উনি রঘুপতি, শম্বুক বধ করে' ফিরে আস্‌চেন।

মহা পুরুষের বাক্য করিয়া শ্রবণ
সেই অনুরোধে উভে থামাইলা রণ।
লব শান্ত—চন্দ্রকেতু করিল প্রণাম,
পুত্র সম্মিলনে হোক্ রাজার কল্যাণ ॥

এস তবে আমরা এখান থেকে যাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

ইতি বিষ্কম্ভক।

রাম, লব ও প্রণত চন্দ্রকেতুর প্রবেশ।

রাম।—(পুষ্পক রথ হইতে অবতরণ করিয়া)

দিনকর-কুলচন্দ্র
চন্দ্রকেতু লক্ষ্মণ-নন্দন!
হেথা আসি হর্ষ-ভরে
দাও মোরে গাঢ় আলিঙ্গন।

হিমখণ্ড-সম তব

সুশীতল অঙ্গের পরশে

চিত্তের সন্তাপ মম

শীঘ্র আসি' শমিত করসে ॥

(উঠাইয়া সস্নেহে এবং সজল নয়নে আলিঙ্গন) দিব্য অস্ত্র পেয়ে অবধি তুমি তো এখন নিরাপদ ?—তোমার তো সমস্ত কুশল ?

চন্দ্রকেতু।—আজ্ঞা হাঁ! দেখুন এই প্রিয়-দর্শন লব কি অলৌকিক কাণ্ড করেছেন! এঁর সঙ্গে আলাপ হওয়ায় আমি পরম সুখী হয়েছি। এখন আমার নিবেদন এই, আমার প্রতি আপনার যেরূপ স্নেহ, তার চেয়েও অধিক স্নেহ-দৃষ্টিতে এই মহাবীরকে আপনি দেখুন।

রাম।—(লবকে নিরীক্ষণ করিয়া) অহো! বৎস চন্দ্রকেতুর বয়স্যের আকৃতিটি কেমন গম্ভীর!

লোক-পরিত্রাণ হেতু

ধনুর্ব্বেদ করে কিগো মুরতি ধারণ ?

কিম্বা বেদ রক্ষা তরে

ক্ষাত্রধর্ম্ম করে কি গো শরীর গ্রহণ ?

শক্তির সমষ্টি কিম্বা

এক স্থানে পুঞ্জীকৃত গুণ সমুদয়,

বিশ্ব-পুণ্যরাশি কিম্বা

করিয়াছে কি গো ওই দেহের আশ্রয় ?

লব।—অহো! এই মহাপুরুষের দর্শনে আমি যেন অন্তরে কেমন একপ্রকার পুণ্য অনুভব করচি। ইনি যেন

আশ্বাস বাৎসল্য ভক্তি
এ তিনের একাধার, অতীব মহান্।
সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধরমের
সাক্ষাৎ প্রসাদ যেন হেরি মূর্ত্তিমান॥

আশ্চর্য্য!

দেখিয়া ইহারে শান্ত বিরোধ-বিদ্বেষ,
গাঢ় ভক্তি হৃদে আসি' করিল প্রবেশ।
ঔদ্ধত্য চলিয়া গেল, আইল বিনয়,
অধীনতা আসি' যেন অন্তরে উদয়।
সহসা এ ভাব কেন, কিছু তো বুঝি না।
তীর্থ-সম মহতের এমনি মহিমা॥

রাম।—কি আশ্চর্য্য! এ বালকটিকে দেখে যে একেবারেই আমার দুঃখের শান্তি হল। অন্তরাত্মাও যেন কোন বিশেষ কারণে আর্দ্র হয়ে গেল। কিন্তু স্নেহ যে কোন কারণের অপেক্ষা করে, এ কথাও অপ্রামাণিক।

অন্তরের মধ্যে কোন আছয়ে কারণ
যাতে হয় পরস্পরে স্নেহের বন্ধন।
স্নেহ বাঁধে গূঢ় সূত্রে হৃদয়ে হৃদয়,
বাহ্য উপাদানে কভু না করে আশ্রয়।
উদিলে ভাস্কর, পদ্ম হয় বিকসিত,
শশির উদয়ে চন্দ্রকান্ত বিগলিত॥

লব।—চন্দ্রকেতু! ইনি কে?

চন্দ্রকেতু।—প্রিয় বয়স্য! ইনিই আমার পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠতাত।

লব।—তবে সম্পর্কে আমারও ধর্ম্মতাত। কেন না আপনি আমাকে প্রিয় বয়স্য বলেছেন। কিন্তু রামায়ণে তো চারজন মহাত্মার কথা লেখা আছে—তাঁরা সকলেই তো আপনার তাতশব্দবাচ্য। তবে বিশেষ করে' বলুন দেখি ইনি আপনার কে?

চন্দ্রকেতু।—ইনিই আমার জ্যেষ্ঠতাত।

লব।—(উল্লাসের সহিত) কি! রঘুনাথ? আমার আজ কি সুপ্রভাত, আজ দেবের দর্শন পেলেম। (বিনয় ও কৌতুকের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া)—আমি বাল্মীকি-শিষ্য লব, আপনাকে প্রণাম করি।

রাম।—আয়ুষ্মন্! এসো এসো (সস্নেহে আলিঙ্গন) হয়েছে হয়েছে—অতিরিক্ত বিনয়-সৌজন্যে প্রয়োজন নাই। এসো—তুমি আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন দেও।

প্রস্ফুটিত পরিপুষ্ট কমলের দলসম
অঙ্গের পরশ তব সরস কোমল।
চন্দ্রমা চন্দন-রস বিগলিত কিম্বা যেন
এমনি সরস আহা স্নিগ্ধ সুশীতল!

লব।—(স্বগত) কোন কারণ নেই তবু আমার প্রতি এঁদের এরূপ স্নেহ। আর এই মূর্খেরা আমার সঙ্গে কিনা শত্রুতাচরণ করে। দেখ না, অনর্থক আমাকে অস্ত্রধারণ করালে, আর এই ঘোরতর গোলযোগ উপস্থিত করলে (প্রকাশে) তাত! এখন লবের এই অজ্ঞতা ক্ষমা করুন।

রাম।—বৎস! তোমার কি অপরাধ?

চন্দ্রকেতু।—অশ্বরক্ষীদের মুখে আপনার অসীম প্রতাপের কথা শুনে' ইনি এই অদ্ভুত বীরত্ব প্রকাশ করেছেন।

রাম।—এইরূপ বীরত্বই তো ক্ষত্রিয়ের অলঙ্কার।

তেজস্বী অন্যের তেজ
কিছুতেই পারে না সহিতে,
ইহা তার স্বাভাবিক,
কৃত্রিমতা নাহি কোন ইথে।
ভাস্কর, কিরণে যদি
অবিরত করয়ে দহন,
পরাভূত সূর্য্যকান্ত
তবু করে অগ্নি উদ্গীরণ॥

চন্দ্র।—আর ক্রোধও যথার্থ এঁকেই শোভা পায়। (রামের প্রতি) দেখুন তাত, প্রিয় বয়স্য যে জৃম্ভকাস্ত্র প্রয়োগ করেছেন তাতে সৈন্যেরা চতুর্দ্দিকে একেবারে নিশ্চল ও স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে।

রাম।—(দেখিয়া) বৎস লব! তুমি অস্ত্রগুলি সংহরণ করে' লও। আর ঐ সৈন্যেরা নিশ্চেষ্ট হওযায় লজ্জিত হয়েছে—চন্দ্রকেতু! তুমি গিয়ে ওদের সান্ত্বনা করে' এসো।

লব।—যে আজ্ঞা (ধ্যানে মগ্ন হইয়া)

চন্দ্রকেতু।—যে আজ্ঞা।

(প্রস্থান।)

লব।—এই দেখুন, অস্ত্রের আর প্রভাব নাই।

রাম।—বৎস! জৃম্ভকাস্ত্রের প্রয়োগ এবং সংহার মন্ত্রাধীন এবং গুরুর উপদেশ-সাপেক্ষ।

ব্রহ্মা-আদি পূর্ব্ব-গুরু
বেদ-মন্ত্র রক্ষার উদ্দেশে

সহস্র বৎসর ধরি'
তপস্যা করিয়া অবশেষে
দেখিলেন, অস্ত্রগুলি
সম্মুখে আসিয়া অধিষ্ঠান
—সাক্ষাৎ তপস্যা-ফল,
তপ-তেজ যেন মূর্তিমান ॥

পরে ভগবান্ কৃশাশ্ব সহস্রাধিক বৎসরের শিষ্য, কুশিকের পু বিশ্বামিত্রকে এই মন্ত্রঘটিত সমস্ত রহস্যের উপদেশ দিলেন। প বিশ্বামিত্রই আবার এই অস্ত্র আমাকে দেন। এই রূপে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় অস্ত্রগুলি অন্যের হস্তগত হয়েছে। কিন্তু বৎস! তু এটি কোন্ সম্প্রদায় থেকে পেলে?

লব।—এ অস্ত্রগুলি আমাদের দুজনের নিকট আপনা হতেই প্রকা হয়েছে।

রাম।—(চিন্তা করিয়া) তবে বোধ হয় কোন বিশেষ পুণ্য-ফ তোমরা এই শক্তি অর্জন করেছ। আচ্ছা "আমাদের দুজনের এ কথা বল্‌চ কেন?

লব।—আমরা দুই যমজ ভাই।

রাম।—দ্বিতীয়টি কে?

নেপথ্যে।

ভাণ্ডায়ন!
কি বলিছ, কি বলিছ?
লব সনে রাজসৈন্য করিছে সংগ্রাম।
আজ তবে ধরা হতে
লোপ হবে "রাজা" এই নাম

—ক্ষত্রিয়ের শস্ত্রানল
একেবারে হইবে নির্ব্বাণ॥

রাম।—ইন্দ্রমণি-শ্যামকান্তি
কে গো এ বালক হেথা হয় উপনীত?
শুনি ওর কণ্ঠধ্বনি
সর্ব্বাঙ্গ পুলকে মোর হয় রোমাঞ্চিত।
নবনীল-জলধর
করিলে গগন-তলে গভীর গর্জ্জন
কদম্ব-মুকুল-গাত্রে
অকস্মাৎ হয় যথা কণ্টক দর্শন॥

লব।—ইনিই আমার জ্যেষ্ঠ, আর্য্য কুশ। এখন ইনি ভরত মুনির আশ্রম থেকে ফিরে এলেন।

রাম।—(সকৌতুকে) বৎস! ওঁকে এইদিকে ডাকো।

লব।—যে আজ্ঞা।

(পরিক্রমণ)

কুশের প্রবেশ।

সপ্ত মনু বৈবস্বত
তাঁহা হতে করিয়া গণনা
দিয়াছেন চিরকাল
ইন্দ্রে যাঁরা অভয় দক্ষিণা,
গর্ব্বিতেরে শাসিবারে
[illegible] দীপিত

সেই সূর্য্যবংশী-সনে
যদি হয় যুদ্ধ উপস্থিত,
তবেই এ ভীম ধনু
—সুরঞ্জিত-কিরণ-উজ্জ্বল—
সংগ্রামে হইবে ধন্য
—সর্ব্ব অস্ত্র হইবে সফল॥

(উদ্ধত-ভাবে পরিক্রমণ)

এ ক্ষত্রিয় শিশুটির
বীর্য্য পৌরুষের কেবা করে পরিমাণ ?
দৃষ্টি-ভঙ্গিমায় যেন
ত্রিভুবন-বল-রাশি করে তৃণ জ্ঞান।
গতিভঙ্গি এমনি গো গম্ভীর উদ্ধত,
প্রতিপাদক্ষেপে যেন ধরা হয় নত।
বালকটি সারবান পর্ব্বত-সমান,
বীর-রস কিম্বা দর্প যেন মূর্ত্তিমান॥

লব।—(নিকটে গিয়া) জয় হোক্ আর্য্যের !

কুশ।—কি সংবাদ ভাই—যুদ্ধ নাকি ?

লব।—সে অতি সামান্য। যা হোক্, কিন্তু আপনি গর্ব্বিত ভাব পরিত্যাগ করে' এঁর কাছে বিনয় অবলম্বন করুন।

কুশ।—কেন বল দেখি ?

লব।—ইনি দেব রঘুপতি। ইনি আমাদের বড়ই স্নেহ করেন আর আপনাকে দেখ্‌বেন বলে বড় উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন।

কুশ।—(চিন্তা করিয়া) কি! যিনি রামায়ণের নায়ক ও বেদের রক্ষাকর্ত্তা ?

লব।—হাঁ তিনিই।

কুশ।—তিনি যথার্থই পুণ্য-দর্শন কিন্তু আমরা তাঁর কাছে কিরূপ ভাবে যাব তাতো কিছুই বুঝ্‌তে পারচিনে।

লব।—লোকে গুরুর কাছে যে ভাবে যায় সেই ভাবে।

কুশ।—অমন করে' যেতে হবে কেন ভাই?

লব।—উর্ম্মিলার পুত্র চন্দ্রকেতু মহাত্মা লোক—অতি সুজন। তিনি অনুগ্রহ করে' আমাকে প্রিয় বয়স্য বলেছেন। তাই, সেই সম্বন্ধে রাজর্ষি রামচন্দ্রও আমাদের ধর্ম্মতাত।

কুশ।—ক্ষত্রিয় হলেও সম্প্রতি এঁর কাছে বিনয় কোন দোষের নয়।

লব।—এই দেখুন সেই মহাপুরুষ। এঁর আকার, প্রভাব, গাম্ভীর্য্য দেখ্‌লেই বোধ হয়, এঁর চরিত্র অতি উৎকৃষ্ট ও অসাধারণ।

কুশ।—(নিরীক্ষণ করিয়া) অহো!

আকৃতি কি অমায়িক
আরও কিবা প্রভাব পবিত্র!
—বালমীকি-ভারতীর
উপযুক্ত নায়ক-চরিত্র॥

(নিকটে আসিয়া) তাত! আমি বাল্মীকির শিষ্য কুশ—আপনাকে প্রণাম করি।

রাম।—এসো বৎস এসো।

সজল-জলদ-স্নিগ্ধ
তব অঙ্গ-আলিঙ্গন তরে
উৎসুক হইয়া আছে
মন মোর বাৎসল্যের ভরে॥

(আলিঙ্গন করিয়া স্বগত) আচ্ছা, এটি কি আমার পুত্র?

সর্ব্ব অঙ্গ হতে ঝরি'
যেন মম দেহের সমস্ত স্নেহ-সার
অথবা চৈতন্য মম
বাহিরে আসিয়া যেন ধরেছে আকার।

প্রগাঢ় আনন্দে হৃদি হয়ে বিগলিত
সেই স্নেহ-রসে একি হয়েছে স্থজিত ?
যেন হয় অনুভব ও অঙ্গ-পরশে
গাত্র মোর হয় সিক্ত অমৃতের রসে॥

লব।—তাত! সূর্য্যের তাপ অত্যন্ত প্রখর হয়ে উঠেছে, আপনি এই সাল-গাছের ছায়াতে একটু বসুন।

রাম।—আচ্ছা বৎস! তোমার যা অভিরুচি।

(সকলের পরিক্রমণ ও উপবেশন)

রাম।—(স্বগত) অহো!

অতি নম্র হইলেও
চলা-ফেরা বসার ভঙ্গিমা
সকলি করিয়া দেয়
উহাদের রাজত্ব সূচনা।

রত্ন যথা সমুজ্জ্বল সুচারু আলোকে,
মকরন্দ-বিন্দু যথা পঙ্কজ-কোরকে,
স্বভাব-সৌন্দর্য্যে কিবা তনু বিভূষিত,
রূপের লাবণ্যে আহা ভুবন মোহিত॥

আর, রঘুবংশীয় বালকদের সঙ্গেও অনেকটা সাদৃশ্য আছে বলে' বোধ হয়।

পূর্ণকায় কপোতের কণ্ঠের সমান
শ্যামল বরণ।
বৃষ-তুল্য স্কন্ধদেশ, সুন্দর সুঠাম
অঙ্গের গঠন।
শান্ত পশুরাজ-সম দৃষ্টি অতি স্থির,
মাঙ্গল্য-মৃদঙ্গ-সম সুস্বর গম্ভীর ॥

(আরও সূক্ষ্মরূপে নিরীক্ষণ করিয়া)

শুধু যে আমার শরীরের সঙ্গেই সাদৃশ্য আছে তা নয়—তা ছাড়া

সূক্ষ্মরূপে নেহারিলে হয় অনুভব
জানকীরও সম যেন দেহ-অবয়ব।
আবার করি গো যেন প্রত্যক্ষ দর্শন
সেই নব-পদ্ম-সম প্রিয়ার আনন।
মুক্তাস্বচ্ছ দন্ত সেই,
সেই দেখি কান্তি নিরমল,
সেই ওষ্ঠ-ভঙ্গিমাটি,
সেই চারু শ্রবণ-যুগল।
যদিও গো নেত্র-বর্ণ
রক্ত নীল পুরুষ-সুলভ,
প্রিয়া-নেত্র-সম তবু
সুখপ্রদ নয়ন-বল্লভ ॥

আর এই তো সেই বাল্মীকির তপোবন। সীতাকে লক্ষ্মণ এইখানেই পরিত্যাগ করে যান্। এদের আকার-প্রকারও সেইরূপ

দেখ্‌চি। আবার জৃম্ভক অস্ত্রগুলিও এদের স্বতঃসিদ্ধ। কিছুই তো বুঝ্‌তে পারচি নে। আর শোনা গেছে, এ অস্ত্র শিক্ষা নাকি গুরুর উপদেশ ভিন্ন কখনই হতে পারে না। তবে আমি চিত্র-দর্শনের সময় যে বলেছিলেম, অস্ত্রগুলি শেষে ওদের গিয়ে বর্ত্তাবে, তাই বা হয়েছে। আর, লব কুশ-কে দেখবামাত্রে আমার মনে এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হয়েছিল, এতেও আমার ব্যাকুল আত্মা আশ্বাসিত হচ্চে। আর একটা কথা, তখন দেবীর গর্ভ যে দ্বিধা-বিভক্ত ছিল, তাও আমি পূর্ব্বে জান্‌তে পেরেছিলেম।

অনেক দিবসাবধি
কবি' বাস উভে একত্রিত,
পূর্ব্বজাত অনুরাগ
ক্রমে ক্রমে হয় গো বর্দ্ধিত।
সুবিজনে থাকিয়াও
স্বাভাবিক লাজে প্রিয়া জড়িত-নয়ন।
আমিই জানিনু আগে
করতল ধীরে ধীরে করি সঞ্চালন,
—গর্ভ গ্রন্থি দ্বিধাভাবে বিভক্ত উদরে।
প্রিয়াও তা জানিলেন কিছু দিন পরে॥

(রোদন করিয়া) এখন এদের কি জিজ্ঞাসা করে' দেখ্‌ব?—কি উপায়েই বা জিজ্ঞাসা করি।

লব।—তাত! একি।

জগত-কল্যাণকর ও তব আনন
শিশিরাক্ত পদ্মসম হল যে এখন

কুশ।—ভাই লব!

কিনা দুঃখ সহিছেন
রঘুপতি সীতার বিহনে।
জগত অরণ্য যেন
প্রতিভাত বিরহী-নয়নে।
অনন্ত সে অনুরাগ
—অনন্ত এ বিরহের ব্যথা।
সুধাইছ যেন কভু
পড় নাই রামায়ণ-কথা॥

রাম।—(স্বগত) এদের দুজনের আলাপ নিঃসম্পর্কীয় লোকের মত মনে হচ্ছে। তবে আর প্রশ্ন করে' কি হবে? রে দগ্ধ হৃদয়! অকস্মাৎ তোর একপ অধীরতা-পূর্ণ বিকার কেন উপস্থিত হল? হায়! আমার মনের এই আবেগ দেখে শিশুজনেরাও আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করচে। যাহোক্, এখন এই মনের দুঃখ মনেতেই রাখি—আর প্রকাশ করব না। (প্রকাশে) বৎস! শুনেছি ভগবান বাল্মীকি নাকি অমৃত নিঃস্যন্দিনী কবিতায় সূর্য্যবংশের ব্যক্তিকলাপ কীর্ত্তন করেছেন, তার কিঞ্চিৎ শুনতে আমার বড়ত কৌতূহল হচ্ছে।

কুশ।—সে সমস্ত রচনাই আমরা পাঠ করেছি। প্রথম কাণ্ডের শেষ অধ্যায়ে বালকচরিত বর্ণনা সময়ের এই দুইটি শ্লোক এখন আমার মনে পড়চে—

রাম।—বল বৎস বল।

কুশ।—"স্বাভাবিক গুণে সীতা ছিল প্রিয় রামের সদন,
নিজ গুণে সীতা পুন সেই প্রীতি করিলা বর্দ্ধন।

শ্রীরামও ছিলেন প্রিয়-প্রাণাধিক সীতার অন্তরে
এইরূপ প্রীতি-যোগ হৃদিমাঝে ছিল পরস্পরে ॥”

রাম।—কি দারুণ মর্ম্মভেদী কষ্ট! হা দেবি! তখন এইরূপই ছিল বটে। অহো! অকস্মাৎ দৈব দুর্বিপাকে সমস্তই বিপর্য্যস্ত হয়ে গেল—এখন কেবল সংসারের শোক-পর্য্যবসিত কঠোর ঘটনাগুলি আমাকে নিয়ত দগ্ধ করচে।

কোথা সে আনন্দ এবে,
কোথা সে বিশ্বাসপূর্ণ প্রণয়ের সুখ,
কোথা যত্ন পরস্পরে,
কোথা সেই গাঢ়তর আমোদ কৌতুক,
সুখে দুঃখে কোথা সেই
উভয়ের হৃদয়ের একতা-বিধান?
তবু প্রাণ দেহে আছে,
এ পাপের হবে নাকি কভু অবসান?

হায়! কি কষ্ট!—
অগণ্য লাবণ্য তাঁর
বিকসিত ছিল গো যখন
সে দুঃস্মরণীয় কাল
কেন দেয় করিয়া স্মরণ?
প্রিয়ার সে পয়োধর
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করি' হয়ে অগ্রসর
স্বল্প দিনেরই মাঝে
ঈষৎ লভিল যবে বর্দ্ধিত-প্রসর,

মনে হল যেন আহা!
যৌবন, বাসনা, প্রেম হয়ে একত্রিত
মৃদুপদে স্মর হৃদে আসি সমুদিত!

কুশ।—মন্দাকিনী-তীরে ও চিত্রকূট-বনে বিহারের সময় সীতা-দেবীকে উদ্দেশ করে' রঘুপতি এই শ্লোকটি বলেছিলেন।

সনমুখে শিলা-মঞ্চ
প্রসারিত আছে তোমা তরে।
বকুল তরুটি কিবা
চারিধারে পুষ্পবৃষ্টি করে॥

রাম।—(লজ্জা হাস্য স্নেহ করুণার সহিত) শিশুটি দেখ্‌ছি অত্যন্ত সরলস্বভাব, তাতে আবার অরণ্য-বাসী। হা দেবি! সেই সময়ে আমরা কেমন বনে বনে স্বচ্ছন্দে বিহার করতেম—এই সমস্ত পদার্থই তার সাক্ষী—এদের কি তোমার মনে পড়ে? উঃ! কি কষ্ট! কি কষ্ট!

হইয়া শীতল সিক্ত শ্রম-ঘর্ম্ম-জলে—
মন্দ মন্দ মন্দাকিনী-মারুত-হিল্লোলে
আকুল অলক তব পড়ে এলাইয়া,
—ললাট-ইন্দুর দ্যুতি যায়রে ঢাকিয়া।
কপোলে কুঙ্কুম নাহি তবুও উজ্জ্বল,
বিনা অলঙ্কারে চারু শ্রবণ-যুগল,
কি সৌম্য সুন্দর সেই চন্দ্রানন খানি!
—সকলি স্মরণ-পটে হেরি যেন আমি।

ক্ষণকাল স্তম্ভিত থাকিয়া সরোদনে)

এক-মনে এক-তানে
অবিরত করিলে গো ধ্যান,
প্রিয়জন চিত্রসম
সনমুখে হয় অধিষ্ঠান।
থাকিলেও চিরদিন সুদূর প্রবাসে
এইরূপে বিরহী জনেরে আশ্বাসে'।
সে ভ্রম ঘুচিলে ধরা জীর্ণারণ্য-সম,
তুষানলে যেন হয় হৃদয় দহন॥

নেপথ্যে।

বশিষ্ঠ, বাল্মীকি ঋষি,
কৌশল্যা, জনক, অরুন্ধতী,
শিশুদের যুদ্ধ শুনি'
আসিছেন হয়ে ভীত অতি।
অবিলম্বে আসা হেথা
তাঁহাদের মনোগত বাসনা একান্ত।
হতেছে বিলম্ব তবু,
জরাজীর্ণ বলি', আর, পথশ্রমে ক্লান্ত।

রাম।—কি! ভগবান্ বশিষ্ঠদেব, অরুন্ধতী, আমার মাতৃদেবী, রাজর্ষি জনক এঁরা সবাই আস্‌চেন? উঃ! কি রূপে এঁদের সঙ্গে এখন সাক্ষাৎ করি? (করুণ ভাবে দেখিয়া) ওহোহো! তাত জনকও এইদিকে আস্‌চেন শুনে এ হতভাগ্যের হৃদয়ে যেন বজ্রাঘাত হচ্চে।

বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ
বাঞ্ছিত কুটুম্ব-লাভে হয়ে হৃষ্ট-চিত্ত

সীতার বিবাহ-কালে
মঙ্গল-উৎসব-সভা করেন স্থাপিত।
সে বিবাহ-সভামাঝে
তাতদ্বয় এক সঙ্গে হয়ে সমাগত
উৎসবে প্রমত্ত হয়ে
আমোদ-প্রমোদ দোঁহে করিলেন কত।
সে সখ্য দেখিয়া চক্ষে
পুন পিতৃ-সখার এ দশা-বিপর্য্যয়
কেন না শতধা হয়ে
বিদীর্ণ হইল মোর এ পাপ-হৃদয়?
অথবা রামের পক্ষে অসাধ্য কি আর
সমস্ত দুষ্কর কার্য্য সম্ভব তাহার॥

নেপথ্যে।

উঃ! কি কষ্ট!
শ্রীটি-মাত্র অনুমেয়, শোকে শীর্ণকায়
সহসা রামেরে হেরি' এরূপ দশায়
জনক মূর্চ্ছিত, পুন জ্ঞান হ'লে তাঁর
মাতৃগণ মূরছিতা হলেন আবার॥

রাম।—হা তাত! হা মাত! হা জনক!
জনক রঘুর কুল
উভয়েরি যিনি সর্ব্বমঙ্গল-নিদান
সেই সীতাদেবী-পরে
কতই না অকরুণ হয়েছিল রাম

সেই পাপী মোর প্রতি কেন গো অধুনা
বৃথা প্রদর্শন কর অযথা করুণা ?

যা হোক্, এখন ওঁদের অভ্যর্থনা করি। (উত্থিত হইয়া)

কুশ লব।—এই দিকে তাত—এই দিকে !

(আকুলভাবে পরিক্রমণ পূর্ব্বক সকলের প্রস্থান।)

ইতি কুমার-প্রত্যভিজ্ঞান নামক
ষষ্ঠ অঙ্ক সমাপ্ত।

সপ্তম অঙ্ক।

দৃশ্য—ভাগীরথী তীরে রঙ্গভূমি।

লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ।—তোমরা সকলে শ্রবণ কর, আজ ভগবান্ বাল্মীকি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় পুরবাসী জনপদবাসী প্রভৃতি সমুদয় প্রজাবর্গ এবং আমাদিকেও আহ্বান করে', নিজ প্রভাবে দেবতা অসুর পশু-পক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণী এবং সর্প-জাতির অধিপতিদেরও নিমন্ত্রণ করে', স্থাবর জঙ্গম সমস্ত প্রাণীবর্গকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করেছেন। আর্য্যও আমাকে এই আদেশ করেছেন যে "বৎস লক্ষ্মণ! ভগবান্ বাল্মীকি অপ্সরাদের দ্বারা স্বকৃত নাটকের অভিনয় করাবেন স্থির করে' আমাদের দেখ্‌বার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করে' পাঠিয়েছেন। ভাগীরথী তীরস্থ একটি মনোহর স্থান রঙ্গভূমির জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। অতএব তুমি সেই স্থানে গমন করে' সভা সজ্জিত কর।" আমিও তাঁর আদেশ মত সমস্ত পার্থিব ও স্বর্গীয় প্রাণীদের নিমিত্ত যথোপযুক্ত আসন সংগ্রহ করে' এখানে স্থাপন করেছি।

রাজ্যাশ্রমে থাকি' আর্য্য
কষ্ট করি' মুনিব্রত করেন ধারণ।
রাখিতে বাল্মীকি মান
ওই দেখ করিছেন হেথা আগমন॥

রামের প্রবেশ।

রাম।—ভাই লক্ষ্মণ! রঙ্গ-দর্শকদের যথা স্থানে বসানো হয়েছে তো?

লক্ষ্মণ।—আজ্ঞা হাঁ।

রাম।—দেখ, বৎস লবকুশকে চন্দ্রকেতুর মত গৌরবের আসনে বসিয়ে দিও।

লক্ষ্মণ।—তাঁহাদের প্রতি আপনার স্নেহ দেখে আমরা পূর্ব্বেই তা করেছি। আর এই রাজাসন আপনার জন্য নির্দ্দিষ্ট, বসুন আর্য্য।

রাম।—(উপবেশন)

লক্ষ্মণ।—ওহে তোমরা এইবার আরম্ভ কর।

সূত্রধারের প্রবেশ।

"সূত্রধার।—সত্য-ইতিহাস-বক্তা ভগবান বাল্মীকী সমস্ত জগতের স্থাবর জঙ্গম প্রাণীদের এই কথা আদেশ করচেন যে "আমি ঋষি-চক্ষে দর্শন করে' যে অদ্ভুত করুণরসপূর্ণ পবিত্র সন্দর্ভটি রচনা করেছি তার গৌরব রক্ষার্থ আপনারা অবহিত হয়ে শ্রবণ করুন।"

রাম।—এতে এই বলা হচ্চে, যে-সকল মহর্ষিরা আর্ষ-দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষবৎ সমস্ত পদার্থতত্ত্ব অবগত হয়েছেন, তাঁদের অব্যাহত প্রজ্ঞা-শক্তি অমৃতময় এবং রজোগুণের অতীত—কখনই মিথ্যা

হবার নয়। অতএব তোমরা তাঁদের কথা মিথ্যা বলে সন্দেহ কোরো না।

নেপথ্যে।

"হা! আর্য্যপুত্র! হা কুমার লক্ষ্মণ! এই ঘোর অরণ্য-মধ্যে এই পূর্ণগর্ভা হতভাগিনীকে নিরাশ্রয় দেখে হিংস্র জন্তুরা ঐ দেখ গ্রাস করতে আসছে। উঃ! এর উপর আবার প্রসব-বেদনা! আর সহ্য হয় না—আমি এখনি ভাগীরথীর জলে ঝাঁপ দিই।"

লক্ষ্মণ।—(স্বগত) না জানি আরও কি কষ্ট আছে।

"সূত্রধার।—

পৃথিবী-তনয়া সীতা
বন-মাঝে পরিত্যক্তা হইয়া তখন
প্রসব-বেদনা-কষ্টে
করিলেন গঙ্গাজলে আত্মবিসর্জ্জন।"

রাম।—হা দেবি! হা দেবি! লক্ষ্মণ! দেখ দেখ কি হল!

লক্ষ্মণ।—আর্য্য! এ নাটকাভিনয়।

রাম।—হা দেবি! বনবাস-প্রিয়-সহচরি! রাম হতেই তোমার এই দৈব-দুর্বিপাক উপস্থিত।

লক্ষ্মণ।—আর্য্য! সমুদয় অভিনয়টি আগে দেখুন।

রাম।—আচ্ছা এই দেখ, আমি আপনাকে বজ্রময় কঠিন করলেম। এখন আমি সমস্তই শুনতে প্রস্তুত।

এক-একটি সদ্যোজাত শিশু ক্রোড়ে করিয়া সীতাকে ধারণ পূর্ব্বক পৃথিবী ও ভাগীরথীর প্রবেশ ।

রাম ।—ধর লক্ষ্মণ, আমায় ধর ! আমি যেন অকস্মাৎ অননুভূত-পূর্ব্ব ঘোর অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করচি ।

"দেবীদ্বয় ।—(সীতার প্রতি)

শান্ত হও সুকল্যাণি !
অদৃষ্ট হয়েছে এবে সুপ্রসন্ন তব
জল-অভ্যন্তরে দেখ
রঘুবংশ-পুত্র দুটি করেছ প্রসব ।"

"সীতা ।—(আশ্বস্ত হইয়া) অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন বটে—দুটি পুত্র সন্তান প্রসব হয়েছে । হা নাথ ! (মূর্চ্ছা)"

লক্ষ্মণ ।—(রামের পদতলে পতিত হইয়া) আর্য্য ! আমাদের পরম সৌভাগ্য ! আমার বিশ্বাস, এই দুইটি রঘুবংশেরই মঙ্গল-অঙ্কুর । (অবলোকন করিয়া) একি ! আর্য্য যে ব্যাকুল ভাবে অশ্রু বর্ষণ করতে করতে মূর্চ্ছা গেছেন । (বীজন)

"পৃথিবী ।—বৎসে ! শান্ত হও ! শান্ত হও !"

"সীতা ।—(আশ্বস্ত হইয়া) ভগবতি ! তোমরা দুজন কে গো ?"

"পৃথিবী ।—ইনি তোমার শ্বশুর-কুলদেবতা ভাগীরথী !"

"সীতা । - ভগবতি, তোমাকে নমস্কার ।"

"ভাগীরথী ।—বৎসে ! চরিত্র-সঞ্চিত কল্যাণ-সম্পদ লাভ কর ।"

লক্ষ্মণ।—দেবীর যথেষ্ট অনুগ্রহ।

"ভাগীরথী।—ইনি তোমার জননী বসুন্ধরা।"

"সীতা।—হা মাত! আমার এই দশা তোমাকে শেষে দেখ্‌তে হল!"

"পৃথিবী।—এসো বাছা—এসো জাদু আমার! (সীতাকে আলিঙ্গন করিয়া মূর্চ্ছা)"

লক্ষ্মণ।—(সহর্ষে) আ! বাঁচা গেল! আর্য্যা এখন পৃথিবী ও ভাগীরথীকে নিকটে পেয়েছেন।

রাম।—(দেখিয়া) ওঃ! কি শোচনীয় ব্যাপার!

"ভাগীরথী।—যখন পৃথ্বীদেবীও অপত্য-শোকে ব্যথিতা তখন দেখ্‌চি পৃথিবীতে অপত্য-স্নেহেরই জয়। অথবা প্রাণী মাত্রই এইরূপ মায়াময় সংসার-পাশে আবদ্ধ। বৎসে সীতা! ভূতধাত্রি দেবি বসুন্ধরা!—শান্ত হও, শান্ত হও।"

"পৃথ্বী।—সীতাকে যখন প্রসব করেছি তখন আর কি করে' শান্ত হব। একে তো অনেক দিন রাক্ষসের মধ্যে বাস, তাতে আবার পতি এঁকে ত্যাগ করেছেন। মায়ের প্রাণে একি সহ্য হয়?"

"ভাগীরথী।—ফলোন্মুখী দৈবের দুয়ার
রুদ্ধ করে সাধ্য আছে কার?"

"পৃথ্বী।—ভাগীরথি! ঠিক্ বলেছ। যাই হোক্, এ রামচন্দ্রেরই উপযুক্ত কার্য্য হয়েছে।

অগ্নিরে করিয়া সাক্ষী
পরিণয় হয় সীতা সনে,
অগ্নির পরীক্ষা পরে,
—তা কি রাম দেখেনি নয়নে?

না ভাবিল মোর ব্যথা
কিম্বা জনকের কথা
না ভাবিল—সীতা তার বন-সহচরী।
মনে কি ছিল সে কথা
—আসন্ন-প্রসবা সীতা ?
কেমনে ত্যজিল তারে দেহে প্রাণ ধরি' ?"

"সীতা।—হা আর্য্যপুত্র! এঁদের কথাবার্ত্তায় তোমাকে মনে পড়ছে।"

"পৃথ্বী।—আঃ! কে তোমার আর্য্যপুত্র ?"

"সীতা।—(সলজ্জভাবে ও সরোদনে) হা! মা যা বল্‌চেন হয় তো সেই কথাই ঠিক্‌।"

রাম।—মাত বসুন্ধরে! আমি এইরূপই বটে।

"ভাগীরথী।—ভগবতী বসুন্ধরে প্রসন্ন হও। তুমি তো বিশ্ব-সংসারের শরীর—সংসারের কোন কথাই তোমার কাছে অজ্ঞাত থাক্‌তে পারে না। তবে এখন অজ্ঞাত-বৃত্তান্ত ব্যক্তির মত কেন বল দেখি তোমার জামাতার উপর রাগ করচ ?

"সীতার কলঙ্ক-কথা
লোকরাষ্ট্র চারিদিকময়,
অগ্নিশুদ্ধি লঙ্কাদ্বীপে
হয়েছিল কে করে প্রত্যয় ?
ইক্ষ্বাকু-কুলের ধর্ম্ম
প্রজাদের করা আরাধনা।
যদিও সে কষ্টসাধ্য
—না করি' কি করেন বল না।"

লক্ষ্মণ।—প্রাণীদের মধ্যে দেবতারাই অন্তর্যামী। বিশেষত গঙ্গাদেবী আপনার অজ্ঞাত কি আছে? আপনাকে প্রণাম!

রাম।—মাতঃ! ভাগীরথ-বংশে আপনার অনুগ্রহ চিরকাল প্রবাহিত হচ্চে।

"পৃথ্বী।—তোমাদের প্রতি তো আমি সর্ব্বদাই প্রসন্ন, তবে আপাতত সন্তানের দুঃখে আমার শোকাবেগ দুঃসহ হয়ে উঠেছে—নৈলে কি আমি জানি না সীতার প্রতি রামভদ্রের কতটা অনুরাগ?

দৈববশে জানকীরে করিয়া বর্জ্জন
সতত হৃদয় তাঁর হতেছে দহন।
আছেন জীবিত তিনি শুধু ধৈর্য্য-বলে
কিম্বা তাঁর প্রজাদের বহু পুণ্য-ফলে।"

রাম।—সন্তানের প্রতি গুরুজনের অশেষ স্নেহ।

"সীতা।—(কৃতাঞ্জলি হইয়া সরোদনে) মা গো! তোমার গর্ভে আমাকে আবার স্থান দেও।"

রাম।—এখন এ ছাড়া আর কি বল্‌বার আছে!

"ভাগীরথী।—নানা বাছা! আরও সহস্র বৎসর তোমার পরমায়ু হোক্!"

"পৃথ্বী।—এখনও তোমার পুত্রদুটিকে যে প্রতিপালন করতে হবে।"

"সীতা।—মা! আমি যে অনাথা—এদের নিয়ে আর কি করব বল।"

রাম।—হৃদয়! তুই দেখ্‌ছি বজ্রে গঠিত।

"ভাগীরথী।—সে কি? তুমি সনাথা হয়েও আপনাকে অনাথা ভাব্‌চ কেন বল দেখি?"

"সীতা।—এ হতভাগিনী আবার সনাথা কিসে?"

"দেবীদ্বয়।—

অখিল-কল্যাণ তুমি
কেন তবে হেয় জ্ঞান কর আপনায়?
তব সঙ্গ-গুণে যে গো
আমাদেরো পবিত্রতা কত বৃদ্ধি পায়।"

লক্ষ্মণ।—আর্য্য! ঐ শুনুন ওঁরা কি বল্‌চেন।

রাম।—লোকে শুনুক্‌।

নেপথ্যে কলরব।

রাম।—বোধ হয় কোন অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছে।

"সীতা।—একি! সমস্ত আকাশ যে একেবারে জ্বলে উঠ্‌ল।"

"দেবীদ্বয়।—বুঝ্‌তে পেরেছি।

কৃশাশ্ব, কৌশিক, রাম—এইরূপ যার গুরুক্রম
সেই সে জৃম্ভক-অস্ত্র আবির্ভূত হইল এখন॥"

নেপথ্যে।

"নমস্কার সীতা দেবি! ওই তব পুত্র দুটি
আজ হতে মোদের আশ্রয়।
চিত্র-দরশনকালে আমাদেরে এইরূপ
আদেশিলা রঘুর তনয়।"

"সীতা।—আমার পরম সৌভাগ্য, আজ এখানে দেবাস্ত্রগুলির আবির্ভাব হল।"

লক্ষ্মণ।—আর্য্য তো এই কথা পূর্ব্বেই বলেছিলেন যে অস্ত্রগুলি শেষে তোমার পুত্রেতেই এসে বর্ত্তাবে।

রাম।—

জৃম্ভক পরম অস্ত্র
তোমাদের করি গো প্রণাম,
ধ্যানমাত্র বৎসদের
কাছে আসি' হয়ো অধিষ্ঠান।
হউক মঙ্গল তব!
বিস্ময় আনন্দ মিশি' উথলিত-শোক-উর্ম্মি সনে
কি এক নূতনতর
দশা উপস্থিত এবে অকস্মাৎ এ মোর জীবনে॥

"দেবীদ্বয়।—বাছা! তোমার ছেলে দুটি ঠিক্ রামভদ্রের মত হয়েছে—তুমি এখন এদের নিয়ে সুখী হও।"

"সীতা।—ভগবতি! এখন কে এদের ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার করে' দেবে।"

রাম।—

যে কুলে বশিষ্ঠ গুরু, নিজে এই বংশের রক্ষিণী
সংস্কার করিবে কেবা, তাহা কি গো জানেন না ইনি?

"ভাগীরথী।—মা! তোমার এ চিন্তা কেন? স্তন ত্যাগের পরেই এদের মহর্ষি বাল্মীকির কাছে দিয়ে আসব, তা হলেই তিনি এদের ক্ষত্রিয় সংস্কার করবেন। কেন না,

"বশিষ্ঠ, মহর্ষি, আর
আঙ্গিরস শতানন্দ এঁরাও যেমনি
রঘু ও জনকদের
উভয়েরি কুলগুরু বাল্মীকি তেমনি।"

রাম।—ভগবতী ভাল বিবেচনাই করেছেন।

লক্ষ্মণ।—আর্য্য! আমি নিশ্চয় করে' বল্‌চি, এই সব কথার সূচনায় লব কুশকে আপনার পুত্র বলেই মনে হয়। কেন না

জৃম্ভক অস্ত্রেতে সিদ্ধ এরাও আজন্ম
বালমীকি হতে সব সঙস্কার-কর্ম্ম
বয়ঃক্রমও ইহাদের দ্বাদশ বৎসর
সত্য কি না মিলাইয়া দেখ একত্তর।

রাম।—এই সব কথা শুনে আমার মন সংশয়-তরঙ্গে এমনি আন্দোলিত হচ্চে যে আমি একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি।

"পৃথ্বী।—এস বাছা! তোমাকে রসাতলে নিয়ে যাই—তোমার পরশে রসাতল পবিত্র হোক্।"

রাম।—হা! প্রিয়ে, তুমি কি তবে লোকান্তরবাসিনী হয়েছ?

"সীতা।—মা! এ অভাগিনীকে আবার তোমার কোলেই স্থান দাও—এ পরিবর্ত্তনময় সংসারের ক্লেশ আর আমার সহ্য হয় না।"

রাম।—না জানি এর কি উত্তর দেন।

"পৃথ্বী।—বাছা! আমার অনুরোধ রাখো, যতদিন না এরা স্তন-ত্যাগ করে, ততদিন তুমি এদের প্রতিপালন কর। তার পর তোমার যা অভিরুচি তাই কোরো।"

"গঙ্গা।—সেই ভাল।"

(বাল্মীকি-কৃত নাটকে গঙ্গা পৃথিবী সীতার প্রস্থান।)"

রাম।—প্রেয়সী কি সত্য সত্যই দেহত্যাগ করেছেন। হা দেবি! দণ্ডকারণ্য-প্রিয় সহচরি! দেবতা-স্বরূপিণি স্বচরিত্রে! তুমি কি আমাকে ছেড়ে লোকান্তরে গিয়ে বাস করচ? (মূর্চ্ছা)

লক্ষ্মণ।—ভগবান বাল্মীকি! রক্ষা করুন! রক্ষা করুন! আপনার এ নাটকের উদ্দেশ্য কিছুই যে বুঝ্‌তে পারচি নে।

নেপথ্যে।

ওহে তোমরা এখন অভিনয় বন্ধ কর। ভো ভো স্থাবর জঙ্গম মর্ত্ত্য প্রাণীগণ! ভগবান বাল্মীকির আদেশে এইবার কি পবিত্র আশ্চর্য্য কাণ্ড উপস্থিত হয় তা তোমরা সকলে প্রত্যক্ষ কর।

লক্ষ্মণ।—(দেখিয়া)

মন্থনের ন্যায় যেন
ভাগীরথী-অম্বুরাশি হইল ক্ষুভিত
দেবঋষিগণ দেখ
অকস্মাৎ অন্তরীক্ষে আসি' সমুদিত।
আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য অহো!
গঙ্গা মহী আর অন্য দেবতা সহিতে
আর্য্যা সীতাদেবী ওই
উত্থিতা হইলা দেখ সলিল হইতে॥

পুনর্ব্বার নেপথ্যে।

জগদ্বন্দ্যে অরুন্ধতি! কর গো শ্রবণ
তব হস্তে জানকীরে করি সমর্পণ।

পুণ্যব্রতা বধূটিরে পতির সহিত
অনুগ্রহ করি' এবে কর গো মিলিত॥

লক্ষ্মণ।—কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! আর্য্য দেখ দেখ। (অবলোকন করিয়া) হায়! এখনও আর্য্যের জ্ঞান হয় নি?

অরুন্ধতী ও সীতার প্রবেশ।

অরুন্ধতী।—

[illegible] কবি' [illegible]
[illegible] আগমন।
[illegible] হস্ত-সুখস্পর্শে
বাছাটির বাঁচাও জীবন॥

সীতা।—(ব্যস্ত সমস্ত হইয়া রামকে স্পর্শ করণ) শান্ত হও নাথ শান্ত হও।

রাম।—(চেতনা পাইয়া আনন্দে) ওঃ! এ কি! (দেখিয়া সহর্ষে ও সবিস্ময়ে) এ কি! দেবি অরুন্ধতী যে! আবার এই যে ঋষ্যশৃঙ্গ, শান্তা, সমস্ত গুরুজনেরা হৃষ্টচিত্তে এখানে দাঁড়িয়ে আছেন।

অরুন্ধতী।—বাছা! এই দেখ ভগীরথের গৃহ-দেবতা ভগবতী গঙ্গাদেবী। উনি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন।

ভাগীরথী।—শোনো রাজাধিরাজ রামচন্দ্র! চিত্রদর্শনের সময় আমাকে যে বলেছিলে, "মাতঃ! অরুন্ধতীর ন্যায় আপনার এই পুত্রবধূ সীতার প্রতি কল্যাণদায়িনী হোন্—এই দেখ আমি সেই বিষয়ে এখন ঋণমুক্ত হলেম।

অরুন্ধতী।—আর এই দেখ তোমার শাশুড়ি-ঠাকুরাণী বসুন্ধরা।

পৃথ্বী।—বাছা! সীতাকে পরিত্যাগ করবার সময় আমাকে যে বলেছিলে "মাতঃ! আপনার গুণবতী কন্যা সীতাকে আপনিই এখন অবধি রক্ষা করবেন" এই দেখ, সে কথাও আমার প্রতিপালন করা হল।

রাম।—আমি যে মহাপরাধী, আমার উপর আপনারা এত কৃপা বর্ষণ করচেন? (প্রণাম করণ)

অরুন্ধতী।—ও গো পুরবাসী ও জনপদবাসীগণ তোমরা শোনো! ভগবতী পৃথিবী ও গঙ্গাদেবী যাঁর অলোক-সামান্য পবিত্র চরিত্রের প্রশংসা করে যাঁকে আমার হস্তে সমর্পণ করেছেন; আর, ভগবান অগ্নি স্বয়ং যাঁর চরিত্রের বিশুদ্ধতা সপ্রমাণ করেছেন, প্রজাপতি প্রভৃতি দেবতারাও সর্ব্বদা যাঁর স্তুতিবাদ করে' থাকেন, সেই পবিত্র যজ্ঞভূমি-সম্ভবা সূর্য্যবংশের কুলবধূ সীতাকে যদি রামচন্দ্র এখন পুনর্গ্রহণ করেন তা হলে তোমাদের তাতে মত কি?

লক্ষ্মণ।—প্রজা প্রভৃতি সমুদায় প্রাণীবর্গ আর্য্যা অরুন্ধতী-কর্তৃক তিরস্কৃত হয়ে ঐ দেখ এখন সকলে সীতাদেবীকে প্রণাম করচে। আর লোকপালগণ ও সপ্তর্ষি-মণ্ডলী চতুর্দ্দিক হতে দেবীর মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করচেন।

অরুন্ধতী।—রাজাধিরাজ রামচন্দ্র!

স্বর্ণ-প্রতিকৃতি ছাড়ি
সহধরমিনী তব প্রকৃত সীতারে
আজি হতে অশ্বমেধে
নিয়োজিত কর তবে ধর্ম্ম অনুসারে॥

সীতা।—(স্বগত) দুঃখিনী সীতার দুঃখ কেমন করে’ নিবারণ করতে হয় তা প্রাণনাথই জানেন।

রাম।—ভগবতীর আদেশ শিরোধার্য্য!

লক্ষ্মণ।—আজ আমি কৃতার্থ হলেম।

সীতা।—আজ আমি যেন প্রাণ পেলেম।

লক্ষ্মণ।—আর্য্যে! এই দেখুন নির্লজ্জ লক্ষ্মণ আবার প্রণাম করচে।

সীতা।—লক্ষ্মণ! তুমি চিরজীবী হয়ে থাকো।

অরুন্ধতী।—ভগবন্ বাল্মীকি! সীতার পুত্র লব কুশকে রামের কাছে এনে দিন। (প্রস্থান)

রাম লক্ষ্মণ।—আমাদের কি সৌভাগ্য—আমরা যা মনে করেছিলেম তাই তো হল।

সীতা।—(সজল নয়নে ও ঔৎসুক্যের সহিত) কই আমার বাছারা কোথায়?

বাল্মীকি ও কুশলবের প্রবেশ।

বাল্মীকি।—বৎস কুশ! বৎস লব! ইনিই তোমাদের পিতা রঘুপতি রামচন্দ্র, ইনি কনিষ্ঠ তাত লক্ষ্মণ, এই তোমাদের জননী সীতাদেবী। আর ইনি তোমাদের মাতামহ রাজর্ষি জনক।

সীতা।—(হর্ষ করুণা ও বিস্ময়ের সহিত) কি! আমার পিতা এসেছেন?

কুশ লব।—হা তাত—হা মাত—হা মাতামহ!

রাম।—(আহ্লাদে আলিঙ্গন করিয়া) বৎসগণ! বহু পুণ্যফলে আজ আমি তোমাদের পেয়েছি।

সীতা।—কুশ আয় জাদু—লব আয় জাদু—তোরা আমার গলা জড়িয়ে ধর্। তোদের মার আজ পুনর্জ্জন্ম হল।

লবকুশ।—(তথা করিয়া) আ! আজ আমরাও ধন্য হলেম।

সীতা।—ভগবন্! প্রণাম করি।

বাল্মীকি।—এইরূপ সৌভাগ্যবতী হয়ে চিরকাল বেঁচে থাকো।

সীতা।—আহা! আজ আমার কি সুখের দিন! আনন্দ আজ আমার হৃদয়ে ধরচে না। পিতা, কুলগুরু বশিষ্ঠ, আর্য্যা গুরু-জনেরা, সভর্ত্তৃক আর্য্যা শান্তা, দেবর লক্ষ্মণ, কুশ ও লব আজ সকলকেই এখানে একসঙ্গে দেখ্‌তে পেলেম—আবার প্রাণ-নাথও আমার প্রতি এখন প্রসন্ন।

(নেপথ্যে কলরব)

বাল্মীকি।—(উঠিয়া চতুর্দ্দিকে দেখিয়া) লবণকে বধ করে' মধুরা-রাজ শত্রুঘ্ন এসে উপস্থিত হয়েছেন।

লক্ষ্মণ।—এ আর একটি শুভ ঘটনা—আশ্চর্য্য! কল্যাণ কল্যা-ণেরই অনুসঙ্গী!

রাম।—আজ যে-সব ঘটনা হল, সমস্ত প্রত্যক্ষ দেখেও যেন বিশ্বাস করতে পারচিনে। কি জানি, হয় তো সৌভাগ্যের প্রকৃতিই এইরূপ।

বাল্মীকি।—রামভদ্র বল, আর তোমার কি প্রিয় অভিলাষ আছে যা আমি পূর্ণ করতে পারি।

রাম।—এর পর কি আর কোন প্রিয় অভিলাষ থাক্‌তে পারে? এখন আমার এই মাত্র প্রার্থনা:—

করুক পাপের ক্ষয়

পুণ্য-রাশি উপচয়

সুমঙ্গল মনোহর এই উপাখ্যান।
—জগত-জননী গঙ্গাদেবীর সমান।

শব্দবেত্তা মহাজ্ঞানী
বাল্মীকি কবির বাণী
অভিনীত হল যাহা নাটক-আকারে,
বুধেরা করুন চিন্তা চিত্তের মাঝারে॥

ইতি সম্মিলন নামক সপ্তম অঙ্ক

ভট্ট শ্রীভবভূতি বিরচিত
উত্তর-চরিত সমাপ্ত।

মালতী-মাধব।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
অনুবাদিত।

কলিকাতা
২৬ নং স্কট্‌স্ লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে,
সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

—০—

১৩০৭ সাল।

মূল্য ১।৵০ আনা।

অনুবাদকের মন্তব্য।

"মালতী-মাধব" কোন পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া বিরচিত হয় নাই। ইহার আখ্যান-বস্তু সমস্তই মহাকবি ভবভূতির স্বকপোল-কল্পিত। ইহা দশ অঙ্কে বিভক্ত এবং ইহা "প্রকরণ"-শ্রেণীয় নাটকের অন্তর্গত। কবি-কল্পিত লৌকিক বৃত্তান্ত লইয়াই প্রকরণ রচিত হইয়া থাকে। প্রকরণের নায়ক—বিপ্র, অমাত্য অথবা বণিক।

কাশ্মীরের ইতিহাস পাঠে জানা যায়, ভবভূতি খৃষ্টোত্তর অষ্টম শতাব্দিতে আবির্ভূত হয়েন। প্রথমে ইনি কনৌজের রাজা যশোবর্ম্মার আশ্রয়ে ছিলেন, পরে কাশ্মীর-রাজ ললিতাদিত্য কনৌজ-রাজকে পরাভূত করিলে, ভবভূতি বিজয়ী রাজার সমভিব্যাহারে কাশ্মীরে যাত্রা করেন।

ভবভূতি দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী। তাই তাঁহার রচনায় গিরি-নদী অরণ্য-সঙ্কুল প্রাকৃতিক দৃশ্যের ভূরি ভূরি বর্ণনা লক্ষিত হয়।

মালতী-মাধব-প্রকরণ পাঠে অবগত হওয়া যায়, সে সময়ে, অবরোধ প্রথা প্রবল ছিল না। দেখা যায়, মালতী হস্তি-পৃষ্ঠে সখীগণ সমভিব্যাহারে মদনোদ্যানে যাত্রা করিতেছেন এবং সেখানে সেই মদনোৎসবের জনতার মধ্যে অবাধে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন। সেই জন্যই তখন স্ত্রীপুরুষের মধ্যে "তারা-মৈত্রী", "চক্ষু-রাগ", বা প্রথম দর্শনের ভালবাসার সুযোগ ও অবসর হইত।

আরো জানা যায় সে সময়ে বৌদ্ধ ও হিন্দুদের মধ্যে বিদ্বেষ-ভাব দূরে থাকুক, পরস্পরের প্রতি সমধিক শ্রদ্ধাভক্তি ছিল এবং বৌদ্ধধর্ম্মও

কতকটা হিন্দুধর্ম্মের উদার বক্ষে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। তখন সেই কাপালিক সম্প্রদায়েরও বিলক্ষণ প্রভাব ছিল।

কালিদাস ও ভবভূতি সংস্কৃত-সাহিত্য-গগনে দুইটি উজ্জ্বলতম তারা। উভয়ের মধ্যে কে উজ্জ্বলতর বলা সুকঠিন। উভয়েরই নিজত্ব ও বিশেষত্ব আছে। তবে, স্থানে স্থানে কালিদাসের ছায়া ভবভূতির রচনাব মধ্যে স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী মহাকবিদের প্রভাব যে পরবর্ত্তী কবিদের রচনায় কিয়ৎ-পরিমাণে সংক্রামিত হইবে তাহাতে বিচিত্র কি?—উহা স্বাভাবিক।

আমার মনে হয়, নাট্য-কলার হিসাবে কালিদাস ভবভূতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মালতী-মাধবের একস্থলে এই কলা-কৌশলের অভাব বিলক্ষণ প্রকাশ পায়। যে স্থলে মালতী লবঙ্গিকা-ভ্রমে মাধবকে আলিঙ্গন করে, সেই স্থলটি ঠিক্ স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। মাধব স্ত্রীলোকেব ছদ্মবেশ ধারণ করে নাই—লবঙ্গিকার ভাষার অনুকরণে কোন বাক্যালাপ করিতে চেষ্টা করে নাই—কেবল, মাধব সেই সময়ে লবঙ্গিকার স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—এই মাত্র। ইহাতে অতটা ভুল হওয়া কি স্বাভাবিক? সে সময়ে মালতীর চক্ষু কতকটা বাষ্প জলে বদ্ধ ছিল বটে এবং কবির কথার আভাবে মনে হয়—সেই জন্যই মালতীর এইরূপ ভুল হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে ক্ষণিক ভুল হওয়াই সম্ভব, অতক্ষণ ধরিয়া ভুলক্রমে আলিঙ্গন ও বাক্যালাপ কবাটা ঠিক্ মনে হয় না।

কালিদাস ও ভবভূতি উভয়েরই কবিত্ব শক্তি অসাধারণ। কেহ কেহ বলেন, আদিরসে কালিদাস অদ্বিতীয়। আমার মতে, এ বিষযে ভবভূতিও বড় কম নহেন। মালতী-মাধব পাঠ করিলেই ইহা বিলক্ষণ প্রতীতি হয়। তবে, একটা কথা এই মনে হয়, কালিদাসের অপেক্ষা ভবভূতির আদিরসের বর্ণনায়, একটু যেন বেশি রক্ত-মাংসের সংস্রব

আছে। এক বিষয়ে ভবভূতিকে কালিদাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। হৃদয়ের প্রবল আবেগ প্রকাশে ও করুণারসের বর্ণনায় ভবভূতি অদ্বিতীয়। সাধারণতঃ কালিদাসের রচনা অপেক্ষা ভবভূতির রচনায় অধিকতর রস-বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। মালতী-মাধবে আদি, ভয়ানক ও বিভৎস এই তিন রসের বিলক্ষণ প্রাচুর্ভাব।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, কালিদাসের রচনা—পরিপাটী পরিচ্ছন্ন সুন্দর সুমার্জ্জিত সুবিন্যস্ত সুরম্য উদ্যান এবং ভবভূতির রচনা—সুন্দর ভীষণ বীভৎসময় নিবীড় জটিল বিপুল মহারণ্য !

ভ্রম-শুদ্ধি

১১৯ পৃষ্ঠায় পথম কবিতাটিতে

"তবে কি নাহিক তব
কিছুমাত্র দয়ামায়া মাধবের পরে" ইহার পরিবর্ত্তে

এইরূপ হইবে যথা :—

"তবে কি মাধব পরে
দয়া মায়া স্নেহ তব নাহিক কিঞ্চিত ?"

পাত্রগণ।

পুরুষ-বর্গ।

মাধব ... মালতীর প্রেমাকাঙ্খী।

মকরন্দ ... মাধবের মিত্র ও মদয়ন্তিকার প্রেমাকাঙ্খী।

কলহংস ... মাধবের পরিচারক।

অঘোর ঘণ্টা... চামুণ্ডা-মন্দিরের পুরোহিত।

একজন দূত।

স্ত্রীবর্গ।

মালতী ... অমাত্য ভূরিবসুর দুহিতা, মাধবের প্রেমাকাঙ্খিনী

মদয়ন্তিকা ... নন্দনের ভগিনী, মালতীর সখী, ও
মকরন্দের প্রেমাকাঙ্খিনী।

কামন্দকী ... বৌদ্ধ তাপসী।

কপালকুণ্ডলা চামুণ্ডার পুরোহিতা।

সৌদামিনী .. কামন্দকীর শিষ্যা ও সিদ্ধা যোগিনী ·

লবঙ্গিকা ... মালতার সখী।

বুদ্ধরক্ষিতা }
[illegible] } কামন্দকীর শিষ্যা-দ্বয়।

পরিচারিকাগণ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পদ্মাবতীর রাজা।

নন্দন ... রাজার নর্ম্ম-সখা ও মদয়ন্তিকার ভ্রাতা।

ভূরিবসু ... রাজার মন্ত্রী, মালতীর পিতা।

দেবরাত... মাধবের পিতা ও কুন্দিনীপুরের অমাত্য।

মালতী-মাধব।

প্রথমাঙ্ক।

প্রস্তাবনা।

নান্দী।

নৃত্য করে শূলপাণি তাধিয়া তাধিয়া
মৃদঙ্গ বাজায় নন্দী আনন্দে মাতিয়া।
তাহা শুনি ডাকি উঠে কার্ত্তিক-ময়ূরে,
ফণি-পতি ভয়ে পশে গণপতি-শুঁড়ে।
চীৎকার করিয়া কাঁপে ভয়ে গজানন,
গণ্ড হতে ভৃঙ্গ গুঞ্জি করে পলায়ন।
এই সেই সিদ্ধিদাতা দেব বিনায়ক
চিরকাল তোমাদের হউন রক্ষক॥

অপিচ :-

ভুজঙ্গ-লতিকা-মালে বদ্ধ জটাজাল,
চূড়াদেশে বিভূষিত কপালের মাল,
মন্দাকিনী-অম্বুরাশি ঝরিতেছে তায়,
ললাটে লোচন-জ্যোতি বিদ্যুতের প্রায়,

কোমল কেতক-শিখা-সম ইন্দু শোভে,
রক্ষুন শঙ্কর সেই তোমাদের সবে ॥

অপিচ :—

নয়নে পক্ষ্মের পাঁতি, পিঙ্গল বিদ্যুৎ-ভাতি
ঈষৎ মেলিলে যাহা বিশ্ব ভস্ম হয়
তাপি' যার তাপে ইন্দু, সুধামৃত বিন্দু বিন্দু
ঝঙ্কারিয়া মৃদুমন্দ অপাঙ্গেতে বয়,
সেই শম্ভু ত্রিনয়ন, মদন-তনু-দহন
রক্ষণ করুন সবে নাশি' দুঃখ-ভয় ॥

নান্দ্যন্তে সূত্রধার।

বাহুল্যে প্রয়োজন নাই। (পূর্ব্বদিকে অবলোকন করিয়া) ভগবান সূর্য্যদেব! তুমি ধরণীর শেষ দ্বীপটি পর্য্যন্ত আলোকিত করেছ—এখন তোমার পূর্ণ উদয়! তোমাকে নমস্কার!

তেজের আধার শুভ, তুমি দেব বিশ্বের মূরতি!
বহিতে এ কার্য্য-ভার, পারি যাতে, দেহ গো শকতি।
দূর কর জগন্নাথ, সর্ব্ব পাপ, প্রণমি ও-পদে।
কল্যাণ বিতর তুমি, ভগবান্, নিবার বিপদে ॥

(নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া)

দেখ নট-চূড়ামণি, এখন রঙ্গভূমির সমস্ত শুভ কর্ম্ম সুসম্পন্ন হয়েছে, সমস্ত আয়োজনও প্রস্তুত। এক্ষণে ভগবান কালপ্রিয়নাথের উৎসব উপলক্ষে, দিগ্‌দিগন্তবাসী মহোদয়েরা এখানে সমবেত হয়েছেন এবং এই শাস্ত্রবিশারদ বিদ্বজ্জন-মণ্ডলী আমাকে এই আদেশ করচেন যে, কোন নূতন "প্রকরণ"-নাটক অভিনয় করে'

যেন সকলের চিত্ত-বিনোদন করা হয়। কিন্তু এখন নটেদের এরূপ উদাসীন ভাব দেখচি কেন ?

(সূত্রধারের সহকারী পারিপার্শ্বিক নটের প্রবেশ।)

নট।—মহাশয়! কিরূপ গুণ-বিশিষ্ট নাটক অভিনয় করা দর্শক মণ্ডলীর অভিপ্রায় তা তো আমরা জানি না।

সূত্রধার।—আচ্ছা, বল দেখি নটবর, মহামান্য শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণেরা নাটকের কোন্ কোন্ গুণের কথা উল্লেখ করে' থাকেন ?

নট।—সেই গুণগুলি এই :—বিবিধ গভীর রসের অবতারণা ; নায়ক নায়িকার হৃদ্‌গত প্রণয়-চেষ্টার বর্ণনা ; মদন-ব্যাপারে উদ্ধত বীরত্ব ; বিচিত্র উপন্যাস-কথা এবং সরস বাক্-নৈপুণ্য।

সূত্রধার।—তাই যদি হয়, তবে আমার মনে পড়েছে।

নট।—কোন্ নাটকটি বলুন দিকি।

সূত্র।—দক্ষিণাপথে, বিদর্ভ দেশে, পদ্মপুর নামে এক নগর আছে। সেখানে, তৈত্তিরীয়-শাখাধ্যায়ী, কাশ্যপ-গোত্রীয়, চরণ-গুরূপদিষ্ট পংক্তি-পাবন, পঞ্চাগ্নি-সেবক, ব্রতপরায়ণ, সোমপায়ী কতকগুলি ব্রাহ্মণ বাস করতেন।

সেই সে শ্রোত্রিয়গণ, তত্ত্বনির্দ্ধারণ-তরে
করিতেন সমাদরে বেদ অধ্যয়ন,
পুণ্য-তরে অর্থার্জ্জন, সন্তানার্থ দারগ্রহ,
তপস্যার্থ করিতেন আয়ুতে যতন॥

সেই বংশোদ্ভূত সুগৃহীত-নামা গোপাল ভট্টের পৌত্র এবং পবিত্র-কীর্ত্তি নীলকণ্ঠ ও জাতুকর্ণী দেবীর পুত্র, শ্রীকণ্ঠ-উপাধিধারী ভবভূতি ভট্টাচর্য্য। আন্তরিক সৌহার্দ্দ্য-সূত্রে আমাদের এই নট-

সম্প্রদায়ের সহিত এই কবি বিশেষরূপে পরিচিত। তাই ইনি পূর্ব্বোক্ত গুণে ভূষিত তাঁর স্বরচিত একটি নাটক আমাদের হস্তে অর্পণ করেন। তাতে এই কবিতাটি সন্নিবিষ্ট আছে :—

অল্পই বোঝে তারা
যারা করে মোর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ,
তাহাদের তরে নহে
—বলি শুন—মোর এই রচনা-প্রয়াস।
জনমিতে পারে পরে
কিম্বা আছে কেহ মোর সমান-ধরমী,
অসম্ভব কিবা তাহে
কালের নাহিক সীমা, বিপুলা ধরণী॥

তাছাড়া :—

বেদোপনিষদ তুমি কর অধ্যয়ন,
সাংখ্য-যোগ-শাস্ত্রজ্ঞান করহ কথন,
হওনা সকল শাস্ত্রে পরম নিপুণ,
বাড়িবে না তাহে কভু নাটকের গুণ।
গম্ভীর প্রাঞ্জল যদি হয় গো বচন,
অর্থের গৌরব তাহে থাকে অনুক্ষণ,
তাতেই নাটকে হয় পাণ্ডিত্য প্রকাশ,
তাহাতেই রচনার নৈপুণ্য বিকাশ॥

তাই বল্‌ছিলেম, আমাদের প্রিয় সুহৃৎ ভবভূতি যে প্রকরণ-নাটকটি আমাদের হস্তে অর্পণ করেছেন, সেইটি এখন ভগবান কাল-প্রিয়নাথের সম্মুখে অভিনয় করা যাক্। অতএব নটেরা তোমরা সবাই এখানে এসে সঙ্গীত অভিনয়াদি করে' আমার মনস্কামনা পূর্ণ কর।

নট।—(স্মরণ করিয়া) আপনি যা আদেশ করচেন তাই করা যাবে। যে ব্যক্তি যে অংশ অভিনয় করবার উপযুক্ত, তাকে তো আপনি সেই অংশ পূর্ব্বেই অভ্যাস করিয়ে দিয়েছেন। বৌদ্ধ পরিব্রাজিকার প্রথম ভূমিকাটি তো আপনি অভ্যাস করেছেন, আর আমি তাঁর শিষ্য অবলোকিতার ভূমিকাটি অভ্যাস করেছি।

সূত্র।—তার পর ?

নট।—আচ্ছা, নাটকের যে নায়ক, সেই মালতীর প্রণয়-পাত্র মাধব কখন সেজে আস্‌বে বলুন দিকি ?

সূত্র।—যখন মকরন্দ কলহংস প্রবেশ কর্‌বে সেই সময়ে।

নট।—আচ্ছা এখন তবে আমরা এই প্রসিদ্ধ নাটকটি দর্শক-মণ্ডলীর সমক্ষে অভিনয় করতে প্রস্তুত।

সূত্র।—আচ্ছা, এই দেখ, আমি কামন্দকী হলেম।

নট।—আর আমি, অবলোকিতা।

(পরিক্রমণ করিয়া প্রস্থান।)

ইতি প্রস্তাবনা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—কামন্দকীর গৃহ।

॥ বিস্কম্ভক ॥

রক্ত-পট্টিকাযুক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া কামন্দকী ও অবলোকিতার প্রবেশ।

কাম।—বৎস অবলোকিতা!

অব।—আজ্ঞা করুণ ভগবতি।

কাম।—আমার ইচ্ছে, ভূরিবসুর কন্যা মালতীর সঙ্গে দেবরাতের পুত্র মাধবের শুভ বিবাহ হয়। (বামাক্ষি স্পন্দনে হর্ষ)

শুভ কথা কহিতে কহিতে, অন্তরজ্ঞ বামনেত্র করিছে স্ফূরণ।
অদক্ষিণ হয়ে ওযে, দাক্ষিণ্য-অনুকূলতা করয়ে ধারণ॥

অব।—আপনার দেখছি বিষম চিত্ত-বিক্ষেপ উপস্থিত! কি আশ্চর্য্য! একজন চীরধারী, ভিক্ষান্নজীবি তাপসীর হস্তে কি না অমাত্য ভূরিবসু এইরূপ কাজের ভার অর্পণ করলেন! আর আপনি ভগবতি এখন সংসারের সমস্ত নিকৃষ্ট বন্ধন হতে মুক্ত, আপনিই বা কি করে এই ভার গ্রহণ করলেন?

কাম।—

আমায় তিনি যে এই দিয়াছেন ভার
স্নেহের সে ফল, উহা প্রণয়ের সার।
তপস্যা করিয়া কিম্বা প্রাণ বিসর্জ্জন
করিতে যদি গো হয় এ কার্য্য সাধন

তবুও করিব আমি সখার এ কাজ
হইলে বিফল তাহে পাব বড় লাজ ॥

তুমি কি জান না, বিদ্যা অর্জ্জনের জন্য নানা দেশের লোক যখন আমার নিকট আসৃত, সেই সময়ে, আমার ও সৌদামিনীর সমক্ষে, ভূরিবসু ও দেবরাত এই প্রতিজ্ঞা করেন যে "আমরা ভবিষ্যতে আমাদের সন্তানদের মধ্যে নিশ্চয়ই বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন করব।" তাই এখন, সত্য পরায়ণ বিদর্ভরাজ-মন্ত্রী দেবরাত, নিজ পুত্র মাধবকে ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য, কুণ্ডিনপুর হতে এই পদ্মাবতী নগরে পাঠিয়েছেন। আসল কথা :—

সে প্রতিজ্ঞা বিবাহের—আর প্রিয় সুহৃদেরে করিয়া স্মরণ
বিবাহে প্রবৃত্তি দিতে গুণবাণ পুত্রটিকে করিলা প্রেরণ ॥

অব।—আচ্ছা মন্ত্রীবর স্বয়ং কেন মালতীর সঙ্গে মাধবের বিবাহের প্রস্তাবটা করেন না? তিনি লুকিয়ে-চুরিয়ে এই বিবাহটা ঘটাবার জন্য ভগবতি আপনাকে কেন ভার দিলেন বলুন দিকি?

কাম।—

নৃপতির নর্ম্ম-সখা নন্দন নামেতে এক জনা
নৃপ-মুখে মালতীরে করেছে প্রার্থনা।
না রাখিলে সেই কথা, নৃপকোপে ঘটিবেক দায়
তাই করেছেন মন্ত্রী এই সদুপায় ॥

অব।—কিন্তু আশ্চর্য্য, অমাত্যবর মাধবের নাম পর্য্যন্ত জানেন না। তাঁকে দেখে মনে হয় যেন এ বিষয়ে তিনি নিতান্ত উদাসীন।

কাম।—

সে কেবল একটা আবরণ মাত্র। আসল কথা—

বালত্ব-স্বভাব-হেতু
মালতী মাধব দোঁহে অনাবৃত-প্রাণ,

তাহাদের কার্য্যে তাই
নিজ ভাব লুকাইয়া হন সাবধান ॥

তা ছাড়া :—

রাষ্ট্র এই জনরব
বাছাদের মাঝে চলে গোপন মিলন
—অমেরাও চাহি তাই—
প্রতারিত এইরূপে রাজা ও নন্দন ॥

দেখ

বিদ্বান সুবিজ্ঞ জন
লোকমাঝে অভিসন্ধি করিয়া গোপন
উদাসীন ভাব ধরি'
মৌন ভাবে স্ব-উদ্দেশ্য করেন সাধন :
বাহিরে তাঁদের সদা
অনুকূল রমণীয় মধুর ব্যভার,
সন্দেহের অবসর
কিছুমাত্র নাহি দেন মনেতে কাহার্ ॥

অব।—আপনার কথার ভাবে বোধ হয়, এই জন্যই মাধব ভূরিবসুর বাড়ীর সম্মুখস্থ রাজপথ দিয়ে নিত্য যাতায়াত করেন।

কাম।—

মালতীর সহচরী ধাত্রীকন্যা লবঙ্গিকা-কাছে
শুনেছি, মাধব ভ্রমে নিতিনিতি রাজপথ-মাঝে।
উচ্চ বাতায়ন হতে মাধবেরে মালতী দেখিয়া
কন্দর্পের রূপে যেন রতিদেবী গেল গো ভুলিয়া।
সে হতে মাধব-রূপ তার চিত্তে জাগে নিশি দিন,
দারুণ মরম-ব্যথা করিছে ললিত তনু ক্ষীণ ॥

অব।—তাই বুঝি মালতী, আত্মবিনোদনের জন্য নিজ হস্তে মাধবের একটি ছবি এঁকেছেন? সেই ছবিটি, আজ দেখ্‌লেম লবঙ্গিকা মন্দারিকার হাতে দিয়েছে।

কাম।—(চিন্তা করিয়া) লবঙ্গিকা তো বেশ উপায় ঠাউরেছে দেখ্‌চি। কেননা, মাধবের অনুচর কলহংস, মঠ-দাসী মন্দারিকার প্রেমাকাঙ্খী, সুতরাং এই সূত্রে ছবিটি ক্রমে মাধবের হাতে গিয়ে পড়বে।

অব।—আমিও আজ মাধবের কৌতূহল উদ্দীপিত ক'রে দিয়ে মদনোৎসব উপলক্ষে তাকে প্রভাতে মদনোদ্যানে যেতে বলে দিয়েছি। সেখানে মালতীরও যাবার কথা। সুতরাং সেইখানে দুজনের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হবারও সম্ভাবনা আছে।

কাম।—সাধু বৎস সাধু! আমার মনের মত কাজটি করে' তুমি আমার পূর্ব্ব-শিষ্যা সৌদামিনীকে মনে করিয়ে দিলে।

অব।—দেখুন ভগবতি, সৌদামিনীর এখন আশ্চর্য্য মন্ত্র-সিদ্ধি-ক্ষমতা জন্মেছে। তিনি শ্রীপর্ব্বতে গিয়ে কাপালিক-ব্রত অবলম্বন করেছেন।

কাম।—এ সংবাদ তুমি কোথা থেকে পেলে?

অব।—এই নগরের মহাশ্মশানে করাল-মূর্ত্তি চামুণ্ডা নামে এক দেবী আছেন।

কাম।—আছেন বটে। আর, তাঁর দুঃসাহসী উপাসকদের মধ্যে এই প্রবাদ আছে, তিনি জীব-বলি ভাল বাসেন।

অব।—নিকটের কোন অরণ্যে, অঘোর-ঘণ্ট নামে একজন নিশাচর কাপালিক বাস করেন। তিনি সম্প্রতি শ্রীপর্ব্বত থেকে এখানে এসেছেন। কপালকুণ্ডলা নামে মহাপ্রভাসম্পন্না তাঁর একজন শিষ্যা প্রতি সন্ধ্যায় তাঁর নিকট যাতায়াত করেন। তাঁর নিকটেই এই কথা শুনেছিলেম।

কাম।—সৌদামিনীর পক্ষে সকলই সম্ভব।

অব।—এ তো হল। আবার মাধবের সহচর ও বাল্য-বন্ধু মকরন্দের

সঙ্গে নন্দনের ভগিনী মদয়ন্তিকার যদি আপনি বিবাহ ঘটাতে পারেন, তাহলে মাধবের আর একটি মনের সাধ পূর্ণ করা হয়।

কাম।—সে কার্য্যে প্রিয় সখী বুদ্ধ-রক্ষিতাকে নিযুক্ত করেছি।

অব।—ভগবতি! এ উত্তম ব্যবস্থা হয়েছে।

কাম।—(চিন্তা করিয়া) এখন তবে ওঠা যাক্। আগে মাধবের ভাব-গতি জেনে তার পর মালতীর ওখানে যাওয়া যাবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

কাম।—(চিন্তা করিয়া) মালতীর অতি উদার প্রকৃতি। নিপুণ দূতীরা যেমন নায়ক-নায়িকার ভাব-গতি জেনে, তার পর নিজ বুদ্ধি-অনুসারে কাজ করে, আমাদেরও সেইরূপ করতে হবে।

শরৎ-কৌমুদী যথা
কমনীয় কুমুদের আনন্দ-দায়িনী,
সুজাত মাধব-কাছে
তাহাই হয় গো যেন মালতী কল্যাণী।
করুক উভয়ে মুগ্ধ উভয়ের গুণ,
গুণ-রচনায় হেথা বিধাতা নিপুণ।
বিধাতার কার্য্য যেন হয় ফলবান,
উভে হয় উভয়ের মন-অভিরাম॥

(সকলের প্রস্থান)

ইতি বিষ্কম্ভক।

দৃশ্য—উদ্যান।

(চিত্র-উপকরণ-হস্তে কলহংসের প্রবেশ)

কল।—প্রভু মাধব যখন আপনার রূপ-প্রভাবে মালতীর এমন গম্ভীর হৃদয়কেও বিচলিত করেছেন, তখন তিনি স্বচ্ছন্দে কন্দর্পের সঙ্গে তুলনা

করে’ আপনার রূপের দর্প কর্‌তে পারেন। কোথায় তিনি ?—এই-খানে একবার অন্বেষণ করে’ দেখি। (পরিক্রমণ করিয়া) বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। এখানে একটু বিশ্রাম করা যাক। তার পর, প্রভু মাধব ও তাঁর সহচর মকরন্দের অন্বেষণে যাওয়া যাবে।

(উদ্যানে প্রবেশ করিয়া উপবেশন)

মকরন্দের প্রবেশ।

মক।—অবলোকিতার কাছে শুনলেম, মাধব মদনোদ্যানে গেছেন, আমিও সেইখানে তবে যাই। (পরিক্রমণ) এই যে সখা এই দিকেই আস্‌চেন। (নিরীক্ষণ করিয়া) এঁর দেখছি ঃ—

অলস স্খলিত গতি,
শূন্য দৃষ্টি, আলুথালু বেশ,
ঘনঘন বহে শ্বাস,
না জানি কি হয়েছে বিশেষ।
বুঝিবা কন্দর্প হতে
ঘটেছে এ যৌবন বিকার,
ভুবনে কন্দর্প-আজ্ঞা
কোথায় না আছে গো প্রচার!
সর্ব্বত্রই মদনের
ললিত মধুর আয়োজন
ধীরতা বিনষ্ট করি’,
কষ্ট-রাশি আনে অনুক্ষণ॥

পূর্ব্বোক্ত ভাবে মাধবের প্রবেশ।

মাধব

সে চন্দ্রবদন মনে ভাবি নিশি দিন,
এখন ফিরানো চিত্ত বড়ই কঠিন।

লজ্জায় করিয়া জয়,
অতিক্রমি' সংযমের ভাব,
ধৈর্য্যেরে উচ্ছিন্ন করি',
শিথিলিয়া বিবেক-প্রভাব,
সহসা একি-এ মোহ
চিত্তমাঝে হ'ল আবির্ভাব ॥

আশ্চর্য্য ঃ—

ছিলাম যখন আমি তাঁর সন্নিধানে,
বিস্ময়-স্তিমিত-চিত্ত মগ্ন তাঁরই ধ্যানে,
হৃদয় প্লাবিত কিবা অমৃত-ধারায়,
আনন্দের মোহে চিত্ত ছিল জড়প্রায় ।
এবে সে হৃদয় মোর—আগে কে জানিত—
অঙ্গার-চুম্বিত-সম হইবে ব্যথিত ॥

মক ।—মাধব !—এই দিকে সখা এই দিকে !

মাধ ।—(পরিক্রমণ করিয়া) তুমি ?—আমার প্রিয়-সখা মকরন্দ ?

মধ ।—(সম্মুখে আসিয়া) সূর্য্যের তাপে কপাল যেন ফেটে যাচ্চে— এসো সখা এই উদ্যানে একটু বসা যাক্ ।

মাধ ।—প্রিয় সখা, তোমার যা অভিরুচি । (দুজনে উপবেশন)

কল ।—(দেখিয়া) এই যে মকরন্দের সঙ্গে মাধব । আহা উনি থাকায় বকুল-বাগানটির কেমন শোভা হয়েছে ! মালতী বিরহ-বেদনায় যখন অস্থির হন—এই ছবিটি দেখে বোধ হয় তাঁর চক্ষু জুড়িয়ে যায় ! এইবার তবে মাধবকে ছবিটি দেখাই ।—না, উনি আর-একটু বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করুন ।

মকরন্দ ।—এসো সখা আমরা ঐ কাঞ্চন গাছের তলায় বসি গিয়ে । দেখ

ওখানে ফুলগুলি কেমন সুন্দর ফুটে আছে।—আহা ওর স্নিগ্ধ সৌরভে বাগানটি যেন একেবারে ভর-পুর!

(উভয়ের উপবেশন)

মক।—আজ নগরের সমস্ত রমণীরা মিলে মদনোদ্যানে মদনোৎসব করেছিল, তুমি বুঝি সেখানকারই একজন ফেরৎ-যাত্রী? তা সখা, মদন-বাণের দুই-এক ঘা খেয়েছ কি?

মাধব লজ্জায় অধোমুখে উপবেশন।

মক।—(হাসিয়া) সুন্দর পদ্মমুখখানি হেঁট ক'রে রইলে যে? দেখ সখা:—

কিবা জীব-জন্তু-প্রাণী
রজ-তমো গুণে যারা সতত আবৃত,
বিশ্বের বিধাতা কিবা,
কিবা সেই মহেশ্বর জগত-পূজিত,
সমান সবার পরে
খ্যাতনামা মদনের শক্তি সন্মোহন।
তাই বলি, লজ্জা করি'
তাঁর কথা কিছু মাত্র কোরো না গোপন॥

মাধ।—সখা! তোমাকে বল্‌ব না কেন। শোনো তবে। অবলোকিতার কথায় কৌতূকাবিষ্ট হয়ে আমি মদনোদ্যানে গিয়েছিলেম। সেখানে গিয়ে সমস্ত বেড়িয়ে বেড়িয়ে দেখ্‌তে লাগলেম। শেষে শ্রান্ত হয়ে মন্দিরের অঙ্গনে যে বকুলগাছটি আছে তার তলায় এসে বস্‌লেম। সে অতি রমণীয় স্থান। আহা! বকুল গাছটিতে অঙ্গনের কি শোভাই হয়েছে! বকুল-মুকুলের মদির মধুর সৌরভে চারিদিক একেবারে আমোদিত, সেই সুগন্ধে

আকৃষ্ট হয়ে অলিকুল আকুল হয়ে গুণগুণ্-স্বরে গান করচে, আর বৃক্ষটি হতে ফুলগুলি আপনা আপনি অজস্র ঝরে পড়চে। আমি সেই ফুলগুলি তুলে একটি সুন্দর মালা গাঁথ্‌তে আরম্ভ করেছি, এমন সময়ে উজ্জ্বল সুন্দর বেশ-ভূষায় সুসজ্জিতা, পরিজন-পরিবৃতা, মহানুভব-প্রকৃতি, কুমারী-ভাবাপন্না, একটি রমণী, ভগবান মকরকেতুর জগদ্বিজয়ী সঞ্চারিণী পতাকার মত, মন্দিরের অভ্যন্তর হতে বেরিয়ে সেইখানে এসে উপস্থিত হলেন। সে যে কি দেখ্‌লেম কি আর বলব সখা :—

লাবণ্য-খনির দেবী বুঝিবা উদয়,
অখিল-সৌন্দর্য্য-সার—অথবা আলয়।
মৃণাল চন্দ্রের সুধা, জ্যোৎস্না মনোলোভা,
যাহা কিছু জগতের রমণীয় শোভা,
একত্র করিয়া সেই সব উপাদান
আপনি মদন যেন করিলা নির্ম্মাণ॥

তার পর, তাঁর সহচরীরা ফুল তুল্‌তে তুল্‌তে আস্‌ছিল, তারা এইখানে অনেক ফুল পাবে বলায়, তাদের কথা-মত তিনি সেই বকুল-তলার দিকে অগ্রসর হলেন। তাঁর ভাবভঙ্গী দেখে মনে হল, কোন ভাগ্যবান পুরুষের উদ্দেশে তিনি যেন চির-সঞ্চিত মদন-বেদনা হৃদয়ের মধ্যে পোষণ করচেন।

কেন না :—

দলিত মৃণাল-সম দেবীর সে মলিন মুরতি
স্বজনের বাক্যে যেন কথঞ্চিৎ কাজকর্ম্মে মতি।
নির্ম্মল হিমাংশু-শোভা আহা কিবা করেন ধারণ
নব-করি-দন্ত-সম কপোলটি পাণ্ডুর বরণ॥

তাঁকে দেখ্‌বা মাত্রই অমৃত অঞ্জনে যেন আমার চক্ষু জুড়িয়ে গেল ;

আর, অয়স্কান্ত মণির শলাকা যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, আমার অন্তঃকরণও যেন সেইরূপ আকৃষ্ট হল।

অহেতু আকৃষ্ট হয়ে হৃদয় আকুল
আনিল সন্তাপ-রাশি,—বিপদ বিপুল।
প্রবলা ভবিতব্যতা সবার প্রধান,
শুভাশুভ তিনি জীবে করেন বিধান॥

মক।—দেখ সখা মাধব, প্রীতি যে কোন হেতুর অপেক্ষা করে এ কথা কিন্তু অসিদ্ধ।

অন্তরের মধ্যে হেন আছয়ে কারণ
যাতে পরস্পরে হয় স্নেহের বন্ধন।
গূঢ় সূত্রে বাঁধে প্রেম পরাণে পরাণ,
প্রীতির আশ্রয় নহে বাহ্য উপাদান।
উদিলে ভাস্কর হয় পদ্ম বিকসিত।
শশির উদয়ে চন্দ্রকান্ত বিগলিত॥

সে যাক্—তার পর কি হল বল দিকি?

মাধব।—তার পর, সেখানে—

চতুরা সঙ্গিনী সবে পরস্পরে করি' চোখাচোখি
ভ্রুভঙ্গে বলিয়া উঠে, "এই সেই—দেখ প্রিয়সখি!"
অমনি তাহারা করি' আমা পানে লক্ষ্য
হানিল মুচকি হাসি' মধুর কটাক্ষ॥

মক।—(স্বগত) না জানি ওরা কি করে' এঁকে চিন্‌তে পারলে।

মাধ।—তার পর

ললিত কর-কমল করিয়া উন্নত
লীলাচ্ছলে করতালি দিয়া ঘন ঘন
সঞ্চালিয়া কর-ধৃত তরল বলয়

আসিল ফিরিয়া তারা সখীর সকাশে,
কলহংস-অভিরাম বিলাস-বিভ্রমে।
চারুপদ সঞ্চালনে মঞ্জুল মঞ্জীর
বাজি উঠে রুণুঝুনু, মেখলা-কলাপে
কিঙ্কিণী ঝিনিকিঝিনি উঠিল বাজিয়া।
আসিয়া সখীরে বলে অঙ্গুলী-নির্দ্দেশে
"কোনো ব্যক্তি কারো তরে আছে গো হেথায়॥"

মক।—(স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! পূর্ব্ব-অনুরাগের অঙ্কুরটি যে বিলক্ষণ গজিয়ে উঠেছে!

কল।—(কর্ণপাত করিয়া) একজন রমনীর সম্বন্ধে কি একটা রসালো ধরণের কথাবর্ত্তা চল্‌চে না?

মক।—সখা, তার পর?—তার পর?

মাধ।—

পঙ্কজ-নয়নে তার
কি যে সেই দেখিলাম বিভ্রম-বিলাস,
বাক্যের অতীত যাহা
বাক্যেতে কেমনে তাহা করিব প্রকাশ।
হইলাম ধৈর্য্যচ্যুত,
আবির্ভূত হল মনে সাত্ত্বিক বিকার,
মদন বিজয়ী হল,
গাঢ় অনুরাগ হৃদে হইল সঞ্চার॥

তার পর:—

কখন বা স্থির নেত্র বিকসিত
—বিলসিত ভ্রূলতা উপরে—

কখন বা মৃদু স্নিগ্ধ মুকুলিত
—অপাঙ্গ বিস্তৃত রসভরে।
—কিন্তু সেই প্রতি চাহুনিতে তাঁর
নেত্র যেন ঈষৎ কুঞ্চিত
এইরূপে কত ভাবে কত ছাঁদে
হইলাম আমি গো লক্ষিত।
কি যে সে চাহনি সখা কি বলিব আর
অলস সরস স্নিগ্ধ বিস্ময়-বিস্ফার।
সেই গো কটাক্ষে এই হৃদি অসহায়
ছিন্নভিন্ন বিপর্য্যস্ত উন্মূলিত প্রায়॥

সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মনমোহিনী রমণীর আসক্তি বুঝ্তে পেরেও, আমার মনের চঞ্চলতা গোপন করবার জন্য সেই বকুল মালাটি কোন প্রকারে গেঁথে শেষ করলেম। তার পর কতকগুলি বয়োবৃদ্ধ অস্ত্রধারী পুরুষে পরিবেষ্টিত হয়ে, করিণী-পৃষ্ঠে আরোহণ করে' সেই চন্দ্রাননা পথ অলঙ্কৃত করে নগরের দিকে যাত্রা করলেন।

তখন :—

যাইতে যাইতে মুহু বাঁকাইয়া গ্রীবা
ফিরি ফিরি আমা পানে চাহিলেন কিবা!
বৃন্তে যথা উলটিয়া পড়ে সরোজিনী
মুখানি শোভিল আহা তাঁহার তেমনি।
অমৃত ও বিষে মাখা সে কটাক্ষপাত
গাঢ়রূপে হৃদে মোর হইল নিখাত॥

সেই অবধি

বর্ণন-অতীত যাহা, বলা অসম্ভব,
কোনো জন্মে করি নাই যাহা অনুভব,

বিবেকের নাশে যথা ঘোর মোহ-ঘন
তেমতি বিকার আসি করিছে দহন ॥

এখন :—

সম্মুখে রয়েছে যাহা
জ্ঞানে তাহা না হয় ধারণ,
চিরাভ্যস্ত যাহা তাও
ভাল করি' না হয় স্মরণ।
সরসী-শীতল-জল
কিম্বা স্নিগ্ধ চন্দ্র-জোছনায়
হৃদয়ের এ সন্তাপ
কিছুতেই নাহিক জুড়ায়।
নিষ্ঠা-শূন্য হয়ে মন ভ্রমে ইতস্ততঃ
কত কি কল্পনা রচে নিজ ইচ্ছামত ॥

কল।—না জানি প্রভুর মন কে হরণ করলে—মালতী নয় তো ?

মক।—(স্বগত) ওঃ ! এ যে ঘোরতর আসক্তি দেখ্‌চি। কি করেই বা আমি এখন সখাকে নিষেধ করি।

"হয়ো না আহত সখা মনমথ-বাণে
বিকার-মালিন্য যেন নাহি পশে প্রাণে"
—এই সব কথা ওঁরে বোলে' কিবা ফল
মদন, যৌবন, যবে উভয়ে প্রবল ॥

(প্রকাশে) তাঁর নাম কি ও কোন্ বংশ তা কি তুমি জান ?

মাধ।—শোনো সখা। তিনি যখন গজ-পৃষ্ঠে আরোহণ করলেন, সেই সময়ে, তাঁর সখিদের মধ্যে একজন বার-বনিতা বিলম্ব করে' বকুল ফুল তুল্‌তে তুল্‌তে আমার নিকট এসে প্রণাম করলে। আর, মালার কথাচ্ছলে আমাকে বল্লে "মহাশয়, মালাটি বড় সুন্দর গাঁথা হয়েছে,

এটি একবার দেখ্‌বার জন্য আমাদের ঠাকুরাণীর বড় কৌতূহল হয়েছে।. তাও বলি, এই মালাটি তাঁর কণ্ঠে গেলে কারিগরের কারিগুরি, গুণপনা, রচনানৈপুণ্য সমস্তই সার্থক হবে, আর মালাটিরও মূল্য বেড়ে যাবে।

মক।—ওঃ! কি বাক্‌-চাতুরী!

মাধব।—আমি জিজ্ঞাসা করায়, সে বল্লে:—আমাদের ঠাকুরাণী অমাত্য ভূরিবসুর কন্যা, নাম মালতী। আর আমি, ঠাকুরাণীর যিনি ধাত্রী, তাঁরই কন্যা। আমার নাম লবঙ্গিকা।"

কল।—(সহর্ষে স্বগত) কি! তাঁর নাম মালতী? বেশ হল—ভগবান কুসুমশরের বিলাস-লীলা এর মধ্যেই দেখ্‌চি আরম্ভ হয়েছে—আমাদের মনস্কামনা এইবার তবে পূর্ণ হবে।

মক।—(স্বগত) অমাত্য ভূরিবসুর কন্যা—এই তো যথেষ্ট মানের কথা। তা ছাড়া, ভগবতীও রাতদিনই "মালতী মালতী" করেন—এই নামটিতে তাঁর কতই আনন্দ। কিন্তু এদিকে আবার একটা জনরব শুন্‌তে পাই, রাজা নাকি নন্দনের সঙ্গে মালতীর বিবাহ দেবার জন্য প্রার্থনা করেছেন।

মাধ।—তার পর শোনো সখা। মালাটি আমার কাছথেকে চাওয়াতে, আমার কণ্ঠ থেকে খুলে তাকে দিলেম। মালা গাঁথ্‌বার সময় মালতীর মুখপানে একদৃষ্টে ব্যাকুল ভাবে তাকিয়ে ছিলেম বোলে মালার শেষ ভাগটির গাঁথুনি অসমান হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এরূপ হওয়া সত্ত্বেও সে আমার কাছ থেকে, বহুমূল্য প্রসাদ বোলে আদরের সহিত মালাটি গ্রহণ করলে। তার পর, উৎসব ভেঙ্গে গেলে পৌরজনেরা সব চলে যেতে লাগ্‌ল—সেও তখন জনতার মধ্যে কোথায় মিশিয়ে গেল। আর, আমিও এখানে এসে উপস্থিত হলেম।

মক।—মালতীও যখন তোমাকে অনুরাগ-দৃষ্টিতে দেখেছিলেন তখন

সমস্তই পষ্ট বোঝা যাচ্চে। তাঁর কপোলের পাণ্ডুতা প্রভৃতি লক্ষণ দেখে মনে হয়, এই অনুরাগটি তোমার প্রতি তাঁর পূর্ব্ব হতেই জন্মেছে। আর, তাঁর ভাবভঙ্গীতেও তাই প্রকাশ পায়। অবশ্যই, পূর্ব্বে কোথাও-না-কোথাও তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হয়ে থাকবে কেন না, এরূপ সম্ভ্রান্ত-কুলের কুল-বালারা, একজনের প্রতি আসক্ত-চিত্ত হলে, অপরের প্রতি কখনই সতৃষ্ণভাবে দৃষ্টিপাত করেন না। তা ছাড়া :—

সখীগণ পরস্পরে
তখন যে করেছিল চোখের ইঙ্গিত
তাহাতেই বুঝা যায়
পূর্ব্ব-অনুরাগ তাঁর ছিল সুনিশ্চিত।
তার পর, ধাত্রী-কন্যা
বলিল এই কথা যাহা নিপুণ বচনে
"কেহ কারও আছে হেথা"
তাহে আরও পষ্ট উহা বুঝা যায় মনে॥

কল।—(নিকটে আসিয়া) এই চিত্রপট।

(চিত্রপট প্রদর্শন ও উভয়ের দর্শন)

মক।—কলহংস! মাধবের এই ছবিটি কে আঁকলে বল দিকি?

কল।—যিনি প্রভুর মন হরণ করেছেন তিনিই।

মাধ।—সখা মকরন্দ, তুমি যা ঠাউরেছিলে তাই বটে।

মক।—কলহংস! কোথা থেকে ছবিটি পেলে বল দিকি?

কল।—লবঙ্গিকা মন্দারিকাকে দিয়েছিল—আমি তার কাছ থেকে পেয়েছি।

মক।—মাধবের চিত্রে মালতীর কি প্রয়োজন সে কথা মন্দারিকা কি কিছু বল্লে?

কল।—প্রয়োজন উৎকণ্ঠা দূর করা।

মক।—সখা মাধব! এখন তবে তুমি নিশ্চিন্ত হও।

সুজন্মা সে কুল-বালা
তব নেত্র-জ্যোছনা-অমিয়,
তুমিও তাহার যে গো
বাসনার ধন—অতি প্রিয়।
মিলন হইবে দোঁহে
নাহি তাহে সন্দেহের লেশ,
বিধি ও মদন যেথা
করিছেন উদ্যোগ বিশেষ॥

যার জন্য তোমার এরূপ দশা উপস্থিত, সেই মালতীর রূপ নিশ্চয়ই দেখ্‌বার জিনিস্। তা সখা, মালতীর একটা ছবি এঁকে আমাকে দেখাও না।

মাধ।—আচ্ছা, এঁকে দেখাচ্চি। দেখ, চিত্রের উপকরণ সব এখানে নিয়ে এসো তো।

(মকরন্দের আনয়ন।)

মাধ।—দেখ সখা মকরন্দ!

অশ্রুর প্রবাহ বহি'
বারম্বার দৃষ্টি মোর করে আচ্ছাদিত
নিরন্তর ধ্যানে তার
জড়িমা-জড়িত চিত—শরীর স্তম্ভিত।
স্বেদ ঝরে অনিবার,
কাঁপে দেহ থর থর, অঙ্গুলী চঞ্চল,
কর লগ্ন চিত্রপটে,
না পারে চিত্রিতে তবু, কি করি তা বল॥

আচ্ছা, তবু একবার চেষ্টা করে' দেখি।

(অনেকক্ষণ ধরিয়া আঁকিয়া পরে প্রদর্শন)

মক।—(দেখিয়া) হাঁ, এ তোমার ভালবাসার উপযুক্ত পাত্র বটে। (সকৌতুকে) কি আশ্চর্য্য! এত অল্প সময়ের মধ্যে চিত্র রচনা করে' আবার একটা শ্লোকও লিখেছ যে? (পাঠ করণ)

নব-ইন্দুকলা-আদি আছে দ্রব্য প্রকৃতি-মধুর,
উন্মাদক আরো কত পদার্থ প্রচুর।
সে নেত্র-জোছনা হেরি' মনে নাহি ধরে এই সব
সেই মোর একমাত্র নেত্রের বিষয়—মহোৎসব॥

(মন্দারিকা সত্বর প্রবেশ করিয়া।)

মন্দা।—(কলহংসের প্রতি) তোমার পিছনে পিছনে এসে, দেখ কেমন তোমাকে ধরে ফেলেচি।

(মাধব ও মকরন্দকে দেখিয়া লজ্জায়)

ওমা কি হবে! ওঁরা এখানে আছেন যে!

(অগ্রসর হইয়া প্রণাম করণ)

উভয়ে।—এসো মন্দারিকা, বোসো।

মন্দা।—(বসিয়া) কলহংস! আমার সেই চিত্রপটখানি দেও তো।

কল।—(গ্রহণ করিয়া) এই লও।

মন্দা।—(দেখিয়া) ওমা! মালতীর ছবি আবার কে আঁক্‌লে? কেনই বা আঁক্‌লে?

কল।—মালতী যাঁর ছবি এঁকেছেন তিনিই আবার এইটি এঁকেচেন। —আর সেও একই অভিপ্রায়ে।

মন্দা।—(সহর্ষে) আহা! বিধাতার চিত্র-বিদ্যা এইবার সার্থক হল!

মক।—এই বিষয় কলহংস যা বল্‌চে তা কি ঠিক?

মন্দা।—হাঁ মশায়—তাই বটে।

:ক।—আচ্ছা, মালতী প্রথমে কোথায় মাধবকে দেখেছিল বল দিকি ?

:ন্দা।—লবঙ্গিকা বলে, বাতায়ন হতে।

ক।—হাঁ আমরা অমাত্য-ভবনের সম্মুখস্থ পথ দিয়ে যাতায়াত করতেম বটে। এখন সব বুঝ্‌তে পারচি সখা।

ন্দা।—আপনাদের যদি অনুমতি হয় তো, ভগবান অনঙ্গদেবের এই সব ব্যাপার লবঙ্গিকাকে বলি গিয়ে।

ক্রম।—বলবার এই তো ঠিক সময়।

(চিত্রপট লইয়া মন্দারিকার প্রস্থান।)

মক।—সখা এখন মধ্যাহ্ন—সূর্য্যের তাপ প্রখর হয়ে উঠেছে। এসো এখন গহে যাওয়া যাক্।

(উঠিয়া পরিক্রমণ)

মাধ।—হাঁ আমারও তাই মত।

গণিকা দাসীর দল
প্রাতে চারু পত্র-লেখা রচে নিজ গালে,
মধ্যাহ্নের খর তাপে
কপোল-কুঙ্কুম ধৌত হয় ঘর্ম্ম-জালে।
কুন্দ-মকরন্দ-গন্ধ
তার বন্ধু সহচর তুমি সমীরণ,
চঞ্চল-নয়না বালা
নতাঙ্গীরে গিয়া তুমি কর আলিঙ্গন।
সে অঙ্গ-পরশ-সুধা বহি' আনি রঙ্গে
বুলাও সে হস্ত তব মোর প্রতি অঙ্গে॥

মক।—

মাধব সখা যে মোর সুকুমার-কায়,
অবাধে মদন তারে দহিতেছে হায়!

সহসা এ'কিরে তাঁর দারুণ বিকার,
করী-জ্বর সম নাহি কোন প্রতিকার ॥

এখন দেখ্‌চি কামন্দকীই আমাদের একমাত্র ভরসা-স্থল।

মাধ।—(স্বগত)

আশ্চর্য্য !

সেই মূর্ত্তি হেরি আমি
হেথা হোথা সম্মুখে পশ্চাতে।
অন্তরে বাহিরে সে যে,
চারিদিকে ফেরে সাথে সাথে।
কনক-কমল-নিভ
কিবা সেই আনন বিরাজে,
অপাঙ্গে নেহারে কিবা
অভিভূতা অনুরাগ-লাজে ॥

(প্রকাশ্যে)

সখা ! আমার এখন কি হয়েছে জানো ?—
দারুণ দহনে দহে অঙ্গ সমুদয়,
মহা মোহে সমাচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়-নিচয়,
মদন-বাসনা-ভরে অস্থির পরাণ
জ্বলে চিত অবিরত—সেই মাত্র ধ্যান ॥

ইতি বকুল-বীথি নামক প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দৃশ্য।—মালতীর গৃহ।

দুই জন দাসীর প্রবেশ।

প্রথম।—সঙ্গীত-শালার ওখানে দাঁড়িয়ে তুই অবলোকিতার সঙ্গে কি কথা কচ্ছিলি লা?

দ্বিতীয়।—দেখ্ সই, সেই মাধবের প্রিয়সখা মকরন্দ, মদনোদ্যানের সমস্ত বৃত্তান্ত ভগবতী কামন্দকীর কাছে বলেছেন।

প্র।—তার পর?

দ্বি।—তার পর, আমাদের দিদিঠাকরুণকে ভগবতীর দেখবার ইচ্ছে হওয়ায়, তাঁকে বোলে-কোয়ে আন্‌বার জন্য তাঁর কাছে অবলোকিতাকে পাঠিয়েছিলেন। আমি অবলোকিতাকে বল্লুম, এখন দিদিঠাকরুণের কাছে শুধু লবঙ্গিকা আছে, আর কেউ নেই।

প্র।—ওলো! লবঙ্গিকা যে মদনোদ্যানে বকুল ফুল তুলছিল, সেখান থেকে সে কি ফিরে এসেছে?—তার সঙ্গে কি তোর দেখা হয়েছে?

দ্বি।—দেখা হয়েচে বৈকি। সে ফিরে আসবামাত্রই, তার হাতটি ধরে দিদিঠাকরুণ তাকে উপরের বারণ্ডায় নিয়ে গেলেন। আর সেখানে অন্য লোক জনকে আসতে বারণ করে দিলেন।

প্র।—তবে নিশ্চয় এখন তিনি সেই পুরুষটির কথাবার্ত্তা পেড়ে প্রাণের জ্বালা জুড়োচ্চেন।

দ্বি।—(নিশ্বাস ফেলিয়া) কিন্তু সই! এখন কি কোন সান্ত্বনা মানে? আজ আবার তাতে দুজনে ভাল ক'রে চাক্ষুষ হয়ে গেছে, এতে এই আসক্তিটা যতদূর বাড়বার তা বাড়বে; এ দিকে আবার মহারাজ

নন্দনের সঙ্গে দিদিঠাকরণের বিবাহের যে প্রস্তাব করে পাঠিয়েছিলেন, সে বিষয়েও মন্ত্রী মহাশয় নাকি মত দিয়েছেন।

প্র।—মন্ত্রী-মহাশয় কি বল্লেন ?

দ্বি।—তিনি বল্লেন, "মহারাজই নিজ কন্যার প্রভু।" এখন দেখ্‌চি মাধবের উপর দিদিঠাকরণের যে ভালবাসা পড়েছে, সে ভালবাসা চিরকাল শেলের মত তাঁর মনে বিঁধ্‌তে থাক্‌বে—না ম'লে আর যাবে না।

প্র।—দেখা যাক্‌ এখন ভগবতী কি করেন—তিনি যে ভগবতী তাঁর সেই ক্ষমতার এখন কি কিছু পরিচয় দেবেন না ?

দ্বি।—ও সব মিছে আশা কেন করিস্‌ বল্‌ দিকি—চল্‌ এখন যাওয়া যাক্‌।

(উভয়ের প্রস্থান।)

ইতি প্রবেশক।

দৃশ্য—অলিন্দের উপর।

লবঙ্গিকার সহিত মালতী বিষণ্ণ ভাবে আসীনা।

মালতী।—হুঁ। সখি, তার পর—তার পর ?

লব।—তার পর, তিনি এই বকুলের মালা-ছড়াটি আমাকে দিলেন।

(মালা প্রদান)

মাল।—(গ্রহণ করিয়া সহর্ষে নিরীক্ষণ করিয়া) সখি! এক পাশের গাঁথুনিটা একটু অসমান হয়েছে।

লব।—যদি কিছু খারাপ গাঁথুনি হয়ে থাকে সে তো তোমারই দোষে।

মাল।—কেন বল দিকি ?

লব।—সেই দুর্ব্বাদলশ্যাম সুন্দর পুরুষটির মন তুমিই তো বিচলিত করে দিয়েছিলে।

মাল।—প্রিয়সখি লবঙ্গিকা! কেবল লোককে আশ্বাস দেওয়াই তোমার স্বভাব দেখ্‌চি।

লব।—সখি, এতে আমার আশ্বাস দেবার স্বভাব কি দেখ্‌লে? আমি তোমায় নিশ্চয় করে বল্‌চি, প্রথমে যখন তিনি মালা গাঁথ্‌তে আরম্ভ করেন, তখন তাঁর দৃষ্টি মালার পরেই ছিল, কিন্তু তোমাকে দেখে আর দৃষ্টি স্থির রাখতে পারলেন না। সুমন্দ-মারুত-কম্পিত প্রফুল্ল পদ্মের মত তাঁর সেই বিস্ময়-স্তিমিত অপাঙ্গ-বিস্তৃত দীর্ঘ নেত্র, মালা থেকে চলে গিয়ে তোমার মুখের পানে আকৃষ্ট হল, আর মদনের ধনুর মত তাঁর সেই ভুরু দুটি বিভ্রম-বিলাসে যেন নৃত্য করতে লাগল।

মাল।—(লবঙ্গিকাকে আলিঙ্গন করিয়া) সখি, তাঁর সঙ্গে আমাদের মুহূর্ত্তের দেখা বৈ তো নয়। তাই ভাবচি, সেই সুন্দর পুরুষটির চোখের হাবভাবগুলি স্বাভাবিক, না তুমি যা মনে করচ তাই?

লব।—(হাসিয়া) তুমিও যে সেই সময়ে বিনা-সঙ্গীতে নেচে উঠেছিলে সেও তবে তোমার পক্ষে স্বাভাবিক—না?

মাল।—(সলজ্জে) হুঁ। তার পর—তার পর?

লব।—তার পর, উৎসব ভেঙ্গে যাত্রীদল চলে গেলে আমি মন্দারিকার বাড়ি গেলেম—গিয়ে প্রভাতে সেই চিত্রটি তার হাতে দিলেম।

মাল।—তার হাতে দিলে কেন?

লব।—মাধবের অনুচর কলহংস, মন্দারিকাকে ভাল বাসে, সুতরাং মাধবকে সে নিশ্চয়ই দেখাবে—এই অভিপ্রায়ে। আমরা যা ভেবেছিলেম তাই হয়েছে—মন্দারিকা কলহংসকে বাস্তবিকই সেই চিত্রটি দেখিয়েচে।

মাল।—(স্বগত) আর কলহংসও নিশ্চয় তার প্রভুকে সেটি দেখিয়েছে (প্রকাশ্যে) এখন সখি আর কোন সু-খবর আছে কি ?

লব।—আছে বৈকি :—যিনি নিজেও কষ্ট পাচ্চেন, আর তোমাকেও কষ্ট দিচ্চেন ; আর, যাঁর হৃদয় দুর্লভ-জনে আসক্ত হয়ে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ কচ্চে, সেই মাধবশুধু ক্ষণিক সান্ত্বনার আশায় দেখ তোমার এই চিত্রটি এঁকেচেন (চিত্র প্রদর্শন)

মাল।—(সহর্ষে উচ্ছাস সহকারে চিত্র নিরীক্ষণ করতঃ) না—এখনও আমার মনে বিশ্বাস হচ্চে না। এই চিত্রটিতে যে তাঁর সন্ত্বনা হয় এ কেবল তাঁর ছলনার কথা। ভাল, এ অক্ষরগুলি কিসের ? ("নব ইন্দু কলা" আদি পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটি পাঠ করিয়া আনন্দে) আহা মাধব ! তোমার যেমন সুন্দর আকৃতি তেমনি তোমার রচনাও মধুর। কিন্তু তোমার দর্শন সে সময়ে সুখের হলেও পরিণামে এখন অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই কুমারীরাই ভাগ্যবতী যে তোমাকে কখন দেখে নি, কিম্বা দেখেও যারা নিজের মনকে বশে রাখ্‌তে পেরেচে। (ক্রন্দন)

লব।—কি ! সখি ? এতেও তোমার মন প্রবোধ মান্‌চে না ?

মাল।—সখি, কি করে মান্‌বে বল।

লব।—সখি, যার জন্য তুমি ছিন্ন-বৃন্ত অশোক পল্লবের মত—নব-মল্লিকা কুসুমের মত ম্রিয়মান, তিনিও ভগবান কন্দর্প হ'তে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করচেন।

মাল।—তিনি সুখে থাকুন। কিন্তু আমার সুখশান্তি জন্মের মত বিদায় হয়েচে, আমাকে সান্ত্বনা করা তোমাদের শুধু পণ্ডশ্রম মাত্র—বিশেষতঃ আজ্‌কে সখি।

এ দারুণ মনোব্যথা
সুতীব্র বিষের মত দেহেতে সঞ্চার।

কিম্বা যেন উদ্দীপিত
নির্ধূম অনল-শিখা জ্বলে অনিবার।
প্রবল জ্বরের ন্যায়
প্রতি অঙ্গ করি' ক্ষয় দহিতেছে দেহ,
না তুমি, না পিতামাতা
আমারে করিতে রক্ষা পারিবে না কেহ॥

লব।—সজ্জনদের মিলনেই সুখ, আর বিচ্ছেদেই অসহ্য যন্ত্রণা চির-কালই হয়ে থাকে। তা ছাড়া, যে পূর্ণিমার চাঁদকে বাতায়ন হতে মুহূর্ত্তের জন্য দেখেই তখন মদন-জ্বালায় দগ্ধ হয়েছিলে—এমন কি জীবন পর্য্যন্ত সংশয় হয়েছিল—আজ তাঁর পূর্ণ দর্শন পেয়ে কোথায় সুখী হবে, না আরও দুঃখ করচ?—এর কি উত্তর দেবে বল দিকি? গভীরতম অনুরাগের দুর্লভ আকাঙ্ক্ষা যদি তুল্য-কুলোদ্ভব প্রিয়জনের সমাগমে চরিতার্থ হয়, তার চেয়ে এ পৃথিবীতে সুখের বিষয় আর কি আছে?—এ কথা আমাদের বিলক্ষণ জানা আছে সখি।

মাল।—মালতীকে তুমি খুব ভালবাস বটে, কিন্তু যাও সখি, ওরূপ দুঃসাহসের পরামর্শ আমাকে আর দিও না। কিন্তু না—আমিই অপরাধী। যতই আমি তাঁকে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম ততই আমার ধৈর্য্য চলে গেল, তখন লঘু-চিত্তের মত আমি আর মনের সংযম রাখ্‌তে পারলেম না। কিন্তু এখন যাই হোক্ না কেন—

জ্বলুক গগন-তলে
পূর্ণকলা শশধর প্রতি নিশি নিশি,
দহুক মদন হৃদি,
কি আর করিবে বল মরণের বেশি।
দুষি না পিতামাতায়,
দুষি না অমল কুল-মানে,

তুমি শুধু আপনারে,
তুমি শুধু এ ছার পরাণে ॥

লব।—(স্বগত) এখন এর উপায় কি ?

(নেপথ্য হইতে প্রতিহারীর অর্দ্ধ প্রবেশ)

প্রতী।—ভগবতী কামন্দকী এসেছেন।

উভয়ে।—ভগবতীর কি জন্য আগমন ?

প্রতী।—ঠাকুরাণীর সহিত সাক্ষাৎ করতে এসেছেন।

উভয়ে।—তাঁকে এখনি নিয়ে এসো।

(প্রতীহারীর প্রস্থান)

মালতী।—(চিত্রপট গোপন করিয়া)

লব।—(স্বগত) ঠিক্ সময়ে এসেছেন। আমি যা চাচ্ছিলেম তাই হয়েচে।

কাম।—(স্বগত) সাধু, ভুরিবসু সাধু! তুমি যে বলেছ "মহারাজ নিজ কন্যার প্রভু" এ কথা উভয় পক্ষেই খাটে। এর এক অর্থ এই —"মহারাজ! মালতী আপনার নিজের কন্যা-সদৃশ, আপনিই তার প্রভু" আর এক অর্থ এই হতে পারে—"মহারাজ! আপনি নিজ কন্যারই প্রভু—অন্যের কন্যার উপর আপনার অধিকার নাই।" —যা হোক, এতে স্পষ্ট কোন কথা দেওয়া হয় নি। তা ছাড়া, আজ মদনোদ্যানের যে বৃত্তান্ত শোনা গেল তাতে তো বোধ হয় বিধাতাও অনুকূল হয়েছেন। এ দিকে আবার, বকুল ফুলের মালা ও চিত্র-পটের ব্যাপারটা প্রণয়-কৌতূহল খুব উত্তেজিত করে' তুলেছে। আর, বিবাহ-অনুষ্ঠানে পরস্পরের অনুরাগই তো পরম কল্যাণের হেতু এবং অঙ্গীরস ঋষিও বলেছেন "যে স্থলে বাক্য মন ও চক্ষু এক-সূত্রে বদ্ধ, সে স্থলেই সিদ্ধি লাভ।"

অব।—ইনিই মালতী।

কাম।—(নিরীক্ষণ করিয়া)

অতিমাত্র কৃশ তনু
সরস কদলীগর্ভ সমান সুন্দর।
মনোহর শশাঙ্কের
কলা-শেষ মুর্ত্তিখানি নেত্রানন্দকর।
মদন-দহন-দাহে
দারুণ বিধুরা দশা ঘটেছে ইঁহার,
মুখ-খানি হেরি এঁর
হরষ বিষাদ চিতে আসে একাধার॥
পাণ্ডুর পাংশুল বর্ণ কপোল আনন,
তাহাতে হয়েছে আরো সুন্দর শোভন।
সুন্দর জনেরই পরে মদন-প্রভাব,
—ললিত মদন-বিধি করে জয় লাভ॥

অথবা বোধ হয় ইনি কল্পনার মুর্ত্তি রচনা করে' নিয়ত প্রিয়-সমাগম সম্ভোগ করেন। তাই এঁর

স্খলিত বসন-গ্রন্থি, অধর-স্পন্দন,
অবসন্ন বাহু দুটি, স্বেদ-নিঃসরণ,
মধুর নয়ন-তারা স্নিগ্ধ আকুঞ্চিত,
অচল অলস তনু, স্তন বিকম্পিত,
গণ্ডস্থলে মুহুর্মুহু পুলক রচনা,
ক্ষণে ক্ষণে মুর্চ্ছা, ক্ষণে লভেন চেতনা॥

(সম্মুখে অগ্রসর হইয়া)

লব।—(মালতীকে ঠেলিয়া) মালতি! এই দিকে

(উভয়ের উত্থান)

মালতী।—ভগবতী প্রণাম।

কাম।—মহাভাগে! তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হোক।

লব।—ভগবতি! এই আসনে বসুন।

(সকলে উপবেশন)

মাল।—ভগবতীর সমস্ত কুশল তো?

কাম।—(নিশ্বাস ফেলিয়া) হাঁ কুশল বৈ কি।

লব।—(স্বগত) এই দীর্ঘ নিশ্বাসটি আমাদের কপট নাটকের প্রস্তাবনা স্বরূপ হল। (প্রকাশ্যে) ভগবতি! তোমার অশ্রুজলে কণ্ঠরোধ হয়ে আস্‌চে—ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পড়চে—অথচ তুমি বল্লে "কুশল বৈ কি"—একথার সঙ্গে এ সবের তো মিল হচ্চে না। আপনার এই উদ্বেগের কারণটা কি বলুন দিকি।

কাম।—সে কথা আমার এই সন্ন্যাসী-বেশের অযোগ্য।

লব।—সে কিরূপ?

কাম।—তুমি কি তা জান না? (মালতীকে লক্ষ্য করিয়া)

মদনের বিজয়াস্ত্র
মদন-বিলাস-ক্ষেত্র ও-হেন শরীর
অনুচিত বরে দান
শোচনীয় অতি—ব্যর্থ রূপ সুন্দরীর।

(মালতীর চিত্ত-বিভ্রমের অভিনয়)

লব।—তাই বটে। মন্ত্রীবর রাজার অনুরোধে নন্দনের হস্তে মালতীকে সমর্পণ করবেন শুনে লোকে ভারি নিন্দে করচে।

মাল।—(স্বগত) কি! পিতা আমাকে রাজার হস্তে সমর্পণ করবেন?

কাম।—আশ্চর্য্য!

পাত্রদের গুণাগুণ
কিছুমাত্র না করি গণনা

এ কার্য্যে প্রবৃত্ত তিনি
কি করে' গো হলেন বল না ?
কোথায় বাৎসল্য তাঁর ?
শুধু এই অভিসন্ধি মনে
মিত্রতা হইবে কিসে
কন্যাদানে নৃপ-মিত্র সনে॥

'াল।—(স্বগত) রাজার আরাধনাই পিতার কাছে গুরুতর হল, আর মালতী তাঁর কেউই নয় !

াব।—ভগবতী যা আজ্ঞা করচেন তাই ঠিক্। নৈলে অমন কদাকার বুড়ো বরের হাতে কি মন্ত্রী-মশায় তোমাকে সঁপে দিতে পারতেন ? —একটুকুও কি বিবেচনা করতেন না ?

াল।—হা ! কি সর্ব্বনাশ ! এ কি বিষম বজ্রাঘাত !

াব।—(কামন্দকীর প্রতি) ভগবতি। অনুগ্রহ করে' এই জীবন-মৃত্যু হতে প্রিয়সখীকে রক্ষা করুন—এঁকে আপনার কন্যা বলেই জান্‌বেন।

াম।—দেখ সরলে ! আমি এঁর কি উপকার করতে পারি বল ? পিতা ও দৈবই কুমারীদের একমাত্র হর্ত্তা-কর্ত্তা। তবে, আখ্যান-বেত্তারা বলেন বটে, কৌশিক বংশের শকুন্তলা দুষ্মন্তের প্রতি এবং অপ্সরা উর্ব্বসী পুরুরবার প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন। আর, বাসবদত্তা পিতৃদত্ত পাত্রি সঞ্জয়কে ছেড়ে উদয়নকে আত্মদান করেছিলেন। কিন্তু এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্য কর্‌তে কাকেও উপদেশ দেওয়া যেতে পারে না।

সুখী হোন মন্ত্রীবর
রাজ-প্রিয়-সুহৃদেরে নিজ কন্যা দিয়া,
রাহু-গ্রস্ত শশি সম
করুন মালতী সেই পুরুষেরে বিয়া॥

মাল।—(সজল নয়নে স্বগত) হা তাত! তুমিও আমার প্রতি এইরূপ হ'লে?—এ পৃথিবীতে দেখ্ছি ভোগ তৃষ্ণারই জয়!

অব।—ভগবতি বড় বিলম্ব হয়ে যাচ্চে। আমি আপনাকে নিশ্চয় করে' বল্চি, মাধবের শরীর আজ বড়ই অসুস্থ।

কাম।—বৎসে, এখন তবে বিদায় হই।

লব।—(মালতীর প্রতি জনান্তিকে) সখি মালতি! এই সময়ে ভগবতীর কাছে থেকে তাঁর কুলের বৃত্তান্তটা জানা যাক্ না কেন।

মাল।—(জনান্তিকে) সখি! আমিও তাই জান্বার জন্য উৎসুক।

লব।—(প্রকাশ্যে) ভগবতি! যে মাধবের উপর আপনার এত স্নেহ সে মাধবটি কে বলুন দিকি?

কাম।—সে অনেক কথা। এখন তা বল্বার নয়।

লব।—অনুগ্রহ করে' বলুন না ভগবতি।

কাম।—আচ্ছা তবে বলি শোনো। বিদর্ভাধিপতির সমগ্র-রাজ্যভার ধারী নীতি-চক্র-চূড়ামণি দেবরাত নামে একজন অমাত্য আছেন সেই জগন্মান্য, কৃতভীর্থ, পুণ্যমহিম মহাত্মা যে কিরূপ ব্যক্তি তা তোমার পিতা বিলক্ষণ জান্তেন। তাছাড়া—

দিগন্ত-বিস্তৃত তাঁর শুভ্র যশোমান,
সতেজ পুণ্যের তিনি পূর্ণ লীলা-স্থান।
অবিদিত মহিমার পুণ্য নিকেতন,
কোথায় এ ধরা-মাঝে সম্ভব তেমন?

মাল।—সখি! ভগবতী যাঁর নাম করলেন, পিতাও তাঁর কথা সর্ব্বদাই বলেন।

লব।—সখি! সে সময়কার লোকের মুখে শুনেছি, তাঁরা দুজনে একত্রে বিদ্যাশিক্ষা করতেন।

কাম।—সে উদয়-গিরি হতে
নয়ন-আনন্দকর এই নব-চন্দ্রের উদয়,
পরকাশে গুণজ্যোতি
এই জগতের মাঝে—কলাবান্ সুশ্রী অতিশয়॥

লব।—(জনান্তিকে) সখি, উনি কি মাধবের কথা বল্‌চেন ?

কাম।— বিদ্যার আধার তিনি, শিশুকালে গৃহ তেয়াগিয়া
আইলেন এই স্থানে শুধু বিদ্যা শিক্ষার লাগিয়া।
শরচ্চন্দ্র-সম কিবা সুমধুর রূপ,
—দেখিবারে পুরনারী সতত উৎসুক।
ছুটিত তাদের নেত্র তরল কটাক্ষে
পঙ্কজ ফুটায়ে তুলি' প্রত্যেক গবাক্ষে॥

এখন তিনি এইখানে তাঁর বাল্য-সুহৃদ্ মকরন্দের সহিত ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন করচেন—তাঁর নাম মাধব।

মাল।—(সানন্দে জনান্তিকে) শুন্‌লে সখি ?

লব।—সখি! মহাসমুদ্র ছাড়া পারিজাতের আর কোথায় উৎপত্তি হতে পারে বল ?

(নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি)

কাম।—ওহো, সময় চলে যাচ্চে।
সৌধভুমি-নিকুঞ্জের
নিবীড়তা হল যেন আরো ঘনীভুত,
চক্রবাক্ চক্রবাকী
প্রথমে বিরহ-দুঃখে ছিল অভিভুত,
হইলে মিলন পরে
সুরতের শ্রমে হল নিদ্রায় বিভোর।
হেনকালে সান্ধ্য-শঙ্খ
কাঁপাইয়া কুঞ্জবন নিনাদিল ঘোর।

সেই ধ্বনি বিচরিছে শূন্য নভস্তলে
নিদ্রা হতে জাগাইয়া বিহঙ্গ-যুগলে ॥

তবে এখন আমরা উঠি।

(উত্থান)

মাল।—(স্বগত) পিতা আমাকে রাজার নিকট উপহার দেবেন —রাজারাধনাই পিতার নিকট গুরুতর হল—আর মালতী তাঁর কেউ নয়? (সাশ্রুলোচনে) পিতা, তুমিও আমার প্রতি এইরূপ হলে?—এ পৃথিবীতে দেখ্‌ছি ভোগ-তৃষ্ণারই জয়। (আনন্দে) প্রিয় সখী আবার বল্লেন, "তিনি মহাকুলোদ্ভব—মহাসাগর ছাড়া পারিজাতের আর কোথায় উৎপত্তি হতে পারে"—হা! আবার কি তাঁকে দেখ্‌তে পাব?

লব।—অবলোকিতা! এইদিকে এসো—এই সিঁড়ি দিয়ে নাবো।

কাম।—(স্বগত) সাধু! আমি উদাসীনের ভাব দেখিয়ে দূতীর কাজ তো একরকম বেশ সমাধা করলেম—আমার মনের ভারও অনেকটা লাঘব হল।

জন্মেছে বালার দ্বেষ
নন্দনের পরে, আর ঘৃণা নিজ জনকের প্রতি।
পূর্ব্ব-দৃষ্টান্তের ছলে
দেখাইয়া দেছি ওরে ঠারে-ঠোরে কার্য্যের পদ্ধতি।
কুল-শীল—সে বিষয়ে
করিয়াছি বিধিমতে বাছাটির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন।
মিলন বিধির হাতে
দৈবের নির্ব্বন্ধ যাহা এবে তাহা হবে সংঘটন ॥

ইতি ধবল-গৃহ নামক
দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয় অঙ্ক।

দৃশ্য।—কামন্দকীর গৃহ।

বুদ্ধ-রক্ষিতার প্রবেশ।

বুদ্ধ।—(পরিক্রমণ ও আকাশের দিকে লক্ষ্য করিয়া) অবলোকিতা! ভগবতী কোথায় আছেন বল্‌তে পার?

(অবলোকিতার প্রবেশ)

অব।—বুদ্ধরক্ষিতা! এ তুমি কি জান না, আজ-কাল ভগবতী, ভিক্ষার সময় হলেও ভিক্ষা কর্‌তে যান না—সময় অসময় মানেন না, অষ্ট-প্রহর মালতীর সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন?

বুদ্ধ।—হুঁ। ভাল, তুমি কোথায় গিয়েছিলে বল দিকি?

অব।—ভগবতী আমাকে মাধবের কাছে পাঠিয়েছিলেন, আর এই কথা তাঁকে বল্‌তে বলেছিলেন যে, শঙ্কর-মন্দিরের "কুসুমাকর"-উদ্যানে যে কুব্জক গাছের কুঞ্জ আছে তারই শেষ-ভাগে রক্ত-অশোকের বন—সেই বনে গিয়ে তুমি অপেক্ষা কর্‌বে।"

বুদ্ধ।—মাধবকে সেখানে পাঠালেন কেন?

অব।—আজ কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশী; তাই আজ মালতীও ভগবতীর সঙ্গে শঙ্কর-মন্দিরে যাবেন। আর সৌভাগ্য-বৃদ্ধির জন্য মালতী আজ লবঙ্গিকাকে সঙ্গে করে' পূজার ফুল স্বহস্তে তুল্‌বেন, ভগবতীও সেই উপলক্ষে মালতীকে "কুসুমাকর"-উদ্যানে নিয়ে আস্‌বেন। তার পর, এই সুযোগে পরস্পরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হবে। ভাল, তুমি কোথায় যাচ্চ বল দিকি?

বুদ্ধ।—আমার প্রিয়সখী মদয়ন্তিকা শঙ্কর-মন্দিরে গেছেন; আমাকেও

সেখানে যেতে বলেছেন। এখন আমি ভগবতীকে প্রণাম করে' সেই খানেই যাচ্চি।

অব।—ভগবতী তোমাকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করেছেন, তার কি হল?

বুদ্ধ।—আমি ভগবতীর আদেশক্রমে, এ কথা সে কথা পেড়ে, "তিনি এমন, তিনি তেমন" এইরূপ নানা কথা বলে' মকরন্দের প্রতি মদয়ন্তিকার অনুরাগ জন্মে দিয়েছি। তাই, মদয়ন্তিকারও ইচ্ছে, মকরন্দকে আজ দেখেন।

অব।—সাধু বুদ্ধরক্ষিতা সাধু!

বুদ্ধ।—এসো আমরা এখন যাই।

(পরিক্রমণ করিয়া প্রস্থান)

ইতি প্রবেশক।

দৃশ্য।—শঙ্কর-মন্দিরের উদ্যান।

(কামন্দকীর প্রবেশ)

কাম।—

মালতী-বিনয়-নম্র,
নানাবিধ করিয়া উপায়
লভেছি বিশ্বাস তার
সখীসম সেবা-শুশ্রূষায়॥
বিমনা বিরহে মম,
প্রসন্না সে মম সন্নিধানে।
গুপ্ত কথা কহে মোরে,
তোষে কত উপহার-দানে।

সঙ্গে সঙ্গে ফেরে সদা,
গমনের কালে ধরে জড়াইয়া গলে,
আটকি' আটকি' রাখে,
দিব্য দিয়া পুন মোরে আসিবারে বলে ॥

আর একটি ব্যাপারেও বিলক্ষণ আশার সঞ্চার হয় :—

শকুন্তলা প্রভৃতির
ইতিহাস বলিলাম কথার প্রসঙ্গে,
শুনিয়া সে কথা মোর
বসিল অমনি আসি' আমার উৎসঙ্গে।
বসিয়া বসিয়া কোলে হয়ে আন-মনা
চিন্তায় মগনা হল স্তিমিত-নয়না ॥

এর পরে যা কিছু করবার আছে সে-সমস্ত আজ মাধবের সম্মুখে করতে হবে।

(নেপথ্যাভিমুখে) এই দিকে বৎসে—এই দিকে !

(মালতী ও লবঙ্গিকার প্রবেশ)

মাল।—(স্বগত) পিতা আমাকে রাজার হস্তে সমর্পণ করবেন ? রাজারাধনাই পিতার সর্ব্বস্ব হল, আর মালতী তাঁর কেউই নয় ? পিতা ! আমার প্রতি তোমার এইরূপ ব্যবহার ?—তবে দেখ্‌ছি পৃথিবীতে ভোগ-তৃষ্ণারই জয়। প্রিয়সখী আবার বল্লেন, "মহৎ-বংশে তাঁর জন্ম। মহাসাগর ছাড়া পারিজাতের আর কোথায় উৎপত্তি হতে পারে ?"

লব।—সখি !

"কুসুমাকর"-উদ্যান হ'তে হের সুমন্দ অনিল
তোমায় করিছে আলিঙ্গন ; আহা ! মরাল-গমনে
স্খলিত-চরণে চলিয়া তবু ও-চন্দ্র বদনে

দেখা দেছে স্বেদ-বিন্দু ; মন্দানিল চুম্বিয়া তাহায়
করিতেছে চন্দন-শীতল ;—হের সহকার-শাখে
মধুর মঞ্জরী করি' কবলিত, কত কোলিকল
কোকিল-কুল করিছে কোলাহল আকুল হইয়া।
তাহাদের কলরবে অলিকুল হইয়া উড্ডীন
বসে গিয়া চম্পক-শাখায় ;—মৃদু পরশে তাহার
বিকসিত-দল কুসুম-চম্পক সুগন্ধ বিলায়॥

এস সখি, আমরা এই উদ্যানে প্রবেশ করি।

(মাধবের প্রবেশ ও অলক্ষিত ভাবে অবলোকন)

মাধব।—(সহর্ষে) এই যে, ভগবতী কামন্দকী এসেছেন।

তাপ-দগ্ধ শিখীর নয়নে
বর্ষণের পূর্ব্বে যথা অগ্রদূত বিদ্যুৎ-প্রকাশ,
—আইলেন ভগবতী ;
এবে আসিবেন প্রিয়া—চিত্তে হেন হতেছে আশ্বাস।

(দেখিয়া) এই যে! লবঙ্গিকার সঙ্গে মালতীও এসেছেন যে!

কি আশ্চর্য্য! হেরি ওই
অমল মধুর মুখ চন্দ্র-বিনিন্দিত
মুহূর্ত্তের মাঝে মোর
হৃদয় হইল মুগ্ধ জাড়িমা-জড়িত।
চন্দ্রকান্ত মণি যথা
মহীধরে দ্রব করে জ্যোতি-বরিষণে
এ হৃদি পাষাণ মোর
বিগলিত হল আজি হেরি চন্দ্রাননে॥

এখন মালতীকে যেন আরও সুন্দর দেখাচ্চে।

দলিত চম্পক-বাস, ললিত অঙ্গ-বিলাস,
অলস-মাধুরী হেরি' মুগ্ধ মন প্রাণ।
প্রেমানল উঠে জ্বলে', হৃদি মাতাইয়া তোলে,
কৃতার্থ হইল আজি এ মোর নয়ান ॥

মাল।—এসো সখি আমরা এই, কুব্জক-নিকুঞ্জে গিয়ে ফুল তুলিগে।

লব।—আচ্ছা চল। (পুষ্প চয়ন)

মাধব।—

শুনিয়া প্রিয়ার এই প্রথম বচন
প্রতি অঙ্গে হল মোর পুলক স্ফুরণ।
নবমেঘ-বরিষণে কদম্ব-মুকুল
সহসা হয় গো যথা কণ্টক-আকুল ॥

ভগবতীর কি আশ্চর্য্য কৌশল!

মাল।—এসো সখি, ঐ দিকে গিয়ে আরও কতকগুলি ফুল তুলিগে।

কাম।—(মালতীকে আলিঙ্গন করিয়া) বাছা তুমি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, একটু বিশ্রাম কর।

স্খলিত বচন তব,
অঙ্গে অঙ্গ পড়িছে ঢলিয়া।
মুখচন্দ্র উদ্ভাসিত,
স্বেদ-বিন্দু পড়িছে ঝরিয়া।
নেত্র আধো-মুকুলিত,
মনে হয় দেখে তব দশা
—হেরি' যেন প্রিয়জনে,
তাঁর মত তুমিও বিবশা ॥

মালতী।—(লজ্জিতা)

লব।—ভগবতী কথাটি বড় সুন্দর বলেছেন।—"হেরি' যেন প্রিয়জনে, তাঁর মত তুমিও বিবশা"

মাধ।—আহা! পরিহাসটি কি হৃদয়গ্রাহী!

কামং।—আচ্ছা বোসো তবে। একটা ঘটনার কথা তোমাকে বলি।

(সকলের উপবেশন)

কামং।—(মালতীর চিবুক উঠাইয়া) শোন বাছা,সে অতি চমৎকার কথা

মাল।—বল ভগবতি, আমি মন দিয়ে শুন্‌চি।

কামং।—তোমাকে কথায় কথায় এক দিন বলেছিলেম, মাধব বলে' একটি ছেলে আছে, তোমার মত সেও আমার আর একটি স্নেহের সামগ্রী—প্রাণের বন্ধন।

লব।—হাঁ মনে আছে, আপনি বলেছিলেন বটে।

কামং।—তা, সেই মদনোৎসবের দিন থেকে সে ভয়ানক বিষণ্ণ—আর, শরীরের তাপে যেন একেবারে অবশ অবসন্ন।

ইন্দুতে আনন্দ নাহি যদিও তাহার,
প্রণয়িনী-জনের নাহিক ধারে ধার,
সুধীর বিবেকশীল সে যে গো এমন
তবুও তাহাতে ব্যক্ত সন্তাপ বিষম।
শ্যামাঙ্গ প্রিয়ঙ্গু-সম * শীতল-প্রকৃতি,
পাণ্ডুর বরণ-কান্তি, বপু ক্ষীণ অতি,
দারুণ তনুর তাপে তাপিত যদিও,
তবু সে মোহন রূপ অতি রমণীয়॥

লব।—পূর্ব্বে যখন আর একবার অবলোকিতা ভগবতীকে নিয়ে এখানে এসেছিলেন, তখন যাবার তাড়া দিয়ে এক সময় বলেছিলেন বটে যে মাধবের শরীর বড় অসুস্থ।

* প্রিয়ঙ্গু—লতা বিশেষ। শ্যামলতা। পিঁপুল।

কামং।—তার পর, যখন শুনলেম মালতীই তাঁর প্রেমোন্মাদের মূল-কারণ, তখন আমারও মনে তাই দৃঢ় বিশ্বাস হল।

মনে হ'ল হেরি' তার সে চাঁদ-বদন
—দারুণ উৎকণ্ঠা হৃদে জাগে অনুক্ষণ।
মনে হল—মহোদধি ছিল যে স্তিমিত
চন্দ্রের উদয়ে যেন সহসা ক্ষুভিত॥

মাধ।—(স্বগত) বাঃ! ভগবতী ঠিক্ বর্ণনাটি করেচেন—আবার আমার উপর মহত্ত্ব আরোপ করতেও চেষ্টা করচেন। ভগবতীর চেষ্টা নিষ্ফল হবার নয়ঃ—

শাস্ত্রেতে অটল নিষ্ঠা, জ্ঞান স্বাভাবিক,
পাণ্ডিত্য প্রকাশ, আর বাক্য সুরসিক,
কালের প্রতীক্ষা, প্রতিভার নূতনতা,
—এ গুণ-গুলিতে ঘটে কার্য্য-সফলতা॥

কামং।—তা ছাড়া, জীবনের উপর তাঁর এতটা বিরক্তি জন্মেছে যে, হেন দুষ্কর কাজ নেই যা তিনি এখন করচেন না।

কোকিল-কূজন-পূর্ণ
মুকুলিত চূত-বৃক্ষে সদা তাঁর নেত্র পড়ি রহে।
ঢালি' দেন গাত্র তাঁর
—বকুল-সৌরভ-পূর্ণ মন্দানিল যেই পথে বহে।
প্রেম-জ্বালায় কাতর
—সরস নলিনী পত্রে শয্যা রচি' করেন শয়ন,
তাহাতে বিফল হয়ে
মৃত্যু-ইচ্ছা করি' পুন চন্দ্রকর করেন সেবন॥

মাধ।—ভগবতীর এ কথাও খুব ঠিক্।

মালতী।—(স্বগত) বিরহীর পক্ষে এ অতি দুষ্কর কাজ বটে।

কাম।—যে ব্যক্তি স্বভাবত এমন সুকুমার, যে তপস্বীর ক্লেশ কখন সহ্য করেনি, সে কি না এখন মরণ-যন্ত্রণা ভোগ করতেও প্রস্তুত!

মাল।—(জনান্তিকে) সখি! যিনি জগতের অলঙ্কার তিনি আমার জন্য এত কষ্ট পাচ্চেন শুনে আমি অত্যন্ত ভীত হয়েছি। এখন কি করে' এর প্রতিকার হয়?

মাধ।—আমার কি সৌভাগ্য, আমার উপর ভগবতীর একটু দয়ার উদ্রেক হয়েছে।

লব।— ভগবতী বলিলেন এইরূপ; এদিকে আবার
ঠাকুরাণী আমাদের, নিজ-গৃহ-সন্নিকট-পথে
মাধবে দর্শন করি' সে অবধি তিনিও কাতরা।
অঙ্গগুলি রবি-কর-আলিঙ্গিত পদ্ম-কন্দ-সম
পাণ্ডু-বরণ—মদন-বেদনায় অতীব অধীরা;
—তনু তাহে আরো যেন মনোহর;—পরিজন সবে
ব্যথিত হেরি' এ দশা; কেলি-কলা আমোদ-প্রমোদ
কিছু আর তাঁর ভাল নাহি লাগে; এখন কেবল,
কর-কমলে কপোল করি' ন্যস্ত—যাপেন দিবস।
মদন উদ্যান-বাহী মন্দ-মন্দ সুগন্ধ অনিল
বিষবৎ তাঁর কাছে এবে; বিশেষতঃ যেই দিন,
মাধব সুন্দর বেশ-ভূষা করি' মদন-উৎসবে
করিলা গমন; তাঁহারে হেরিয়া, মনে হল যেন,
আপনার-মহোৎসব দরশন-মানসে অনঙ্গ
অঙ্গ পরিগ্রহ করি' কানন করিলা অলঙ্কৃত।
ঠাকুরাণী আমাদের, ছিলেন সেখানে সেই দিন;
—দৈব-বশে উভয়ের চারি চক্ষু হইল মিলন।

অমনি গো প্রিয়সখী প্রকাশিলা বিভ্রম-বিলাস,
রোমাঞ্চ-ঘরম-স্তম্ভে তনুখানি হইল সুন্দর,
—উভয়ের যৌবনের উভে যেন বুঝিলা মাহার্ঘ্য।
হোলো যেই চোখাচোখি, উভয়ের নয়ন-সঙ্কোচে
উভয়ের বাড়িল ঔৎসুক্য—মোরা হনু আনন্দিত।
তদবধি প্রিয়সখী মনস্তাপে অতীব কাতরা,
মুহূর্ত্তের তরে হেরি পূর্ণচন্দ্রে যথা সরোজিনী
—তেমতি মলিনা সখী ; ভেবেছিনু আমরা সবাই
—জলদের বরিষণে ধরা যথা হয় সুশীতল,
মুহূর্ত্তের্ও তরে হেরি' প্রিয়সখী হৃদয়-বল্লভে
হবেন আশ্বস্ত ; কিন্তু বিপরীত দেখি সব এবে।
—মুক্তা-কান্তি-দন্ত-শোভী ওষ্ঠাধর কাঁপে থরথর,
কপোলে রোমাঞ্চ সদা, স্পন্দ-হীন নয়নের তারা,
কভু বা নয়ন ঘুরে চারিধারে আনন্দাশ্রু-ভরে,
—বিকসিত মুকুলিত, কভু বা সে স্নিগ্ধ ছলছল।
নবচন্দ্র-রেখা সম তাঁর সেই সুন্দর ললাটে
স্বেদজল অবিরল বিন্দু বিন্দু উঠিছে ফুটিয়া।
—এই সব নানাভাব হেরি' তাঁর পঙ্কজ-আননে
তাঁর সে কুমারী-ভাবে আমাদের জনমে সংশয়।

অপিচ :—

শশিকর-বিচুম্বিত বিগলিত চন্দ্রমণি-হার
ধারণ করেন সখী নিশাগমে ; সহচরীগণ
সুশীতল কর্পূর চন্দন-রস, কদলীর দল
যোগায় হইয়া ব্যস্ত ; পদ্ম-দল-জলার্দ্র-বসনে
শয়ন রচিয়া দেয়—এইরূপে সখী আমাদের

যাপন করেন নিশি অনিদ্রায় ; নিদ্রা যদি আসে,
স্বপ্নলব্ধ প্রিয়-সমাগমে, পাদ-পল্লব হইতে
স্বেদজল ঝরি'ঝরি' অলক্তক হয় প্রক্ষালিত,
উরু-মূল কাঁপি' থরথর—খসি'পড়ে নীবির বন্ধন,
হৃদয়ের মধ্য হতে দীর্ঘশ্বাস হয় উচ্ছসিত,
রোমাঞ্চিত পয়োধর হয় তাহে সঘনে কম্পিত
—বেষ্টিয়া বাহু-লতায় সখী তাহা রাখেন বাঁধিয়া।
সহসা জাগিয়া উঠি, করেন আকুল দৃষ্টিপাত ;
শয্যাতল হেরি' শূন্য মূর্চ্ছায় মুদিত হয় আঁখি,
—আমরা অমনি সবে কত যত্নে মূর্চ্ছাভঙ্গ করি।
তখন একটি পড়ে দীর্ঘ শ্বাস—মনে হয় যেন
এতক্ষণে প্রাণ এল দেহে ; মোরা হেরিয়া সে দশা
কর্ত্তব্য-বিমূঢ়া হয়ে চাহি গো মরিতে, কখন বা
অদৃষ্টেরে করি শত তিরস্কার ; বলুন এখন
কত দিনে এহেন লাবণ্যময় সুকুমার-দেহে
মদনের এ বিষম শরজ্বালা হবে প্রশমিত ?
যে সময়ে রজনীর সমাগমে মধুর চন্দ্রমা
শুভ্র রজত-ছটায় ঘোচায় তিমির-আবরণ,
কুসুমের পরিমল ছড়াইয়া মলয়-সমীর
দশদিক করে গন্ধে আমোদিত বসন্তের রাতে,
তখন না জানি আহা সজনীর কি দশা হইবে,
মরমে মরিবে সখী, ঘটিবেক বিষম প্রমাদ॥

কামং।—শোনো লবঙ্গিকা !

মাধবের পরে যদি, হয়ে থাকে প্রেমের সঞ্চার
—মালতীর ইথে পাই পরিচয় গুণগ্রাহিতার।

শুনে সুখী হনু বটে, কিন্তু তার যে দারুণ দশা,
বিদরে হৃদয় মম, হারাই-যে সকল ভরসা ॥

মাধ।—এস্থলে ভগবতীর মনে উদ্বেগ হবারই কথা।

কামং।—ওঃ! কি প্রমাদ!

ললিত-কোমল যেগো মালতী-প্রকৃতি
তাহে পুন পঞ্চবাণ নিদারুণ অতি।
মলয়-কম্পিত চূত-পুষ্প সুশোভন,
আর, চারু চন্দ্র এবে কালের ভূষণ।
কেমনে ধৈরজ ধরি' থাকিবে গো বালা,
কেমনে সে নিবারিবে হৃদয়ের জ্বালা ॥

লব।—ভগবতি! আরও একটা কথা নিবেদন করি। এই চিত্র-ফলকটিতে মাধবের যে ছবিটি আছে, আর এই বকুল-মালা-গাছি যা মাধবের স্বহস্তে-গাঁথা বলে' উনি এখন গলায় পরে' আছেন, এই দুইটিই এখন সখীর জীবনের একমাত্র অবলম্বন।

মাধব।—(আগ্রহ সহকারে স্বগত)

তোর্‌ই জয় মালা ওরে! ধন্য বলি তোরে,
হৃদয়-বল্লভ হয়ে বিলম্বিত প্রেয়সীর বুকে।
সুপক্ক-মৃণালসম শুভ্র স্তনপরে
বিলাস-পতাকারূপে আহা কিবা রয়েছিস সুখে ॥

(নেপথ্যে কলরব—সকলের কাণ পাতিয়া শ্রবণ)

পুনর্ব্বার নেপথ্যে।

শঙ্কর-মন্দির-বাসী তোরা সবে হরে সাবধান!
মন্দিরের পোষা বাঘ দুর্বিসহ রোষভবে (যৌবন সুলভ)
লোহার পিঞ্জর ভাঙি', ছিন্ন করি' কঠিন শৃঙ্খল,
উত্তুঙ্গ লাঙ্গুল করি' উত্তোলন বৈজয়ন্তি সম,

ফুলাইয়া দেহ-খানা, মঠ হতে হয়েছে বাহির।
ভীমবজ্রপাত-সম থাবা মারি' নর-অশ্ব যত
প্রাণীগণে করি' বধ ব্যগ্রভাবে করে কবলিত।
অস্থি-দন্ত-প্রতিঘাতে সমুত্থিত কড়মড়-ধ্বনি
সুবিকট ; সুকঠোর নিদারুণ নখর-প্রহারে
বিদারিছে জীবজন্তু—পঙ্কিল করিয়া নিজ পথ
রুধির ধারায়, মাঝে মাঝে সুভীষণ গরজনে
হত-শেষ প্রাণীগণে করিতেছে ভীত বিদ্রাবিত।
কুপিত কৃতান্ত-সম ওই দেখ্ মদয়ন্তিকারে
করে আক্রমণ—বাঁচাইতে তারে তোরা হরে অগ্রসর॥

(বুদ্ধ-রক্ষিতার প্রবেশ)

বুদ্ধ।—রক্ষা কর, রক্ষা কর। আমার প্রিয় সখী নন্দনের ভগিনী মদয়ন্তিকা শঙ্কর-গৃহে ছিলেন, সহসা একটা বাঘ এসে তাঁর লোক-জনের পিছনে তাড়া করে' তাদের বধ করেছে। তার পর এখন সখীকেও ধরেছে।

মাল।—লবঙ্গিকা, কি ভয়ানক বিপদ!

মাধ।—(শশব্যস্তভাবে উঠিয়া অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া) বুদ্ধরক্ষিতা! কোথায় তিনি?

মাল।—(দেখিয়া সহর্ষে ও সভয়ে স্বগত) ওমা! এই যে, ইনিও এইখানে আছেন দেখ্‌ছি।

মাধ।—(স্বগত) আহা! আমি কি পুণ্যবান! প্রিয়া আমাকে এখানে অকস্মাৎ দেখ্‌তে পেয়ে কেমন উল্লাসের দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে দেখ্‌লেন। মনে হল যেন

পদ্মের মালায় বদ্ধ হল এই প্রাণ,
কিম্বা দুগ্ধ-স্রোতে যেন করিলাম স্নান।

বিস্ফারিত নেত্রে তার হনু কবলিত,
অমৃত-বর্ষণে যেন হইনু সিঞ্চিত ॥

বুদ্ধরক্ষিতে! বাঘটা কোথায়?

বুদ্ধ।—উদ্যান হতে বেরোবার যে পথ সেই পথের মুখে।

(মাধব সদর্পে পরিক্রমণ)

কাম।—দেখ বাছা, বিক্রম প্রকাশ করতে গিয়ে অসাবধান হয়ো না।

মাল।—(জনান্তিকে) লবঙ্গিকা, কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত—এ কি ভয়ানক বিপদ!

মাধ।—(যাইতে যাইতে সম্মুখে দেখিয়া) ওহোহো!

পরস্পর-সংলগন
ছিন্ন ভিন্ন অন্ত্রজাল কত ছড়াছড়ি,
সদ্য-ছিন্ন অধোমুখী
রুণ্ড-মুণ্ড থাকি' থাকি' উঠে ধড়ফড়ি।
প্রচণ্ড নখরাঘাতে
আগুল্‌ফ-শোণিত-পঙ্কে পঙ্কিল এ পথ,
ভীষণ হয়েছে স্থান,
জীব-জন্তু-মৃত-দেহ পড়ি আছে কত ॥

ওঃ! কি বিপদ! কুমারীটিকে যেখানে আক্রমণ করেছে, সেখান থেকে আমরা আবার দূরে।

সকলে।—হা! মদয়ন্তিকে!

কামন্দকী ও মাধব—(হর্ষধ্বনি)

ওই দেখ কোথা হতে মকরন্দ আসি',
অন্য লোক-হস্ত হতে কাড়ি চর্ম্ম-অসি,

উভয়ের মধ্যস্থলে সহসা দাঁড়ায়
—এইবার বুঝি বালা প্রাণে রক্ষা পায়॥

অন্যলোকে।—সাবাস্ মহাশয় সাবাস্!

কামন্দকী ও মাধব।—(সভয়ে) উঃ! বাঘটা ভয়ানক থাবা মেরেছে।

অন্যলোক।—উঃ! কি প্রচণ্ড আঘাত!

কামন্দকী ও মাধব।—(সহর্ষে) এই যে! বাঘটাও যে মারা গেছে দেখ্‌চি!

অন্যলোকে।—বাঘটা মরেছে?—বাঘটা মরেছে?—আঃ! বাঁচা গেল!

কাম।—(ভয়ব্যাকুলভাবে) একি! মকরন্দ যে চৈতন্য-রহিত। খর-নখর-প্রহারে শরীর হতে রুধির-ধারা বিগলিত হচ্চে; অসি-লতা ভূতলে পতিত, আর মদয়ন্তিকা ওঁকে ধরে তুল্‌চে।

অন্যলোকে।—আহা, আহা! বাঘের থাবায় মূর্চ্ছা গেছেন।

মাধ।—একি! সখা যে একেবারে চৈতন্য-রহিত। (কামন্দকীর প্রতি) ভগবতি রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।

কাম।—তুমি দেখ্‌চি বাছা অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছ। আচ্ছা চল, দেখি কি করতে পারি।

(পরিক্রমণ করিয়া সকলের প্রস্থান)

ইতি শার্দূল-বিদ্রাবণ নামে তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য----শঙ্কর-মন্দিরের উদ্যান।

মদয়ন্তিকা ও লবঙ্গিকা মূর্চ্ছিত মাধব ও মকরন্দকে লইয়া প্রবেশ। এবং কামন্দকী, মালতী, বুদ্ধরক্ষিতার শশব্যস্ত হইয়া প্রবেশ।

মদ।—ভগবতি! ইনি বিপন্ন-জনের বন্ধু, সম্প্রতি আমার জন্য ওঁর প্রাণ-সংশয় উপস্থিত; ভগবতি! আপনি অনুগ্রহ করে রক্ষা করুন।

অন্যলোক।—হায় হায়! না জানি আমাদের শেষে কি দেখ্‌তে হবে।

কামন্দকী।—(উভয়কেই কমণ্ডলু-জলে সিক্ত করিয়া) তোমাদের বস্ত্রাঞ্চল দিয়ে বাছাদের বাতাস কর।

(মালতী প্রভৃতির তথা করণ)

মক।—(সচেতন হইয়া অবলোকন) সখা! তোমরা কেন এত কাতর হয়েছ?—এই দেখ আমি সুস্থ হয়েছি।

মদ।—(সহর্ষে স্বগত) এই যে! আমার পূর্ণিমার চাঁদ মকরন্দের চেতনা হয়েছে দেখ্‌চি।

মাল।—(মাধবের ললাটে হস্ত দিয়া) সখি লবঙ্গিকা! বাঁচা গেল, তোমার প্রিয়সখা মকরন্দের চৈতন্য হয়েছে।

মাধ।—(চৈতন্য লাভ করিয়া) এসো এসো, আমার সাহসী সখা এসো। (মকরন্দকে আলিঙ্গন)

কাম।—(উভয়ের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া) বাঁচা গেল—আমার বাছাদের প্রাণ রক্ষা হল।

অন্যলোক।—আমরা বড় সুখী হলেম।

(সকলের হর্ষ প্রকাশ)

বুদ্ধ।—(জনান্তিকে) দেখ সখি মদয়ন্তিকা! ইনিই সেই ব্যক্তি।

মদ।—আমি তখনই বুঝেছি ইনি মাধব, আর ইনিই সেই ব্যক্তি।

বুদ্ধ।—কেমন, আমার কথা সত্য কি না?

মদ।—তোমার মত লোক ওরূপ গুণ না দেখ্‌লেই বা অত পক্ষপাতিনী হবে কেন বল? আর, দেখ সখি, এই মহাত্মাকে মালতী ভালবাসেন বলে' যে একটা জনরব আছে, তা সে-ভালবাসা যোগ্য পাত্রেই পড়েছে —আর অতি মধুরও বটে।

(পুনর্ব্বার মকরন্দকে সস্পৃহ ভাবে অবলোকন)

কাম।—(স্বগত) আজ মকরন্দ ও মদয়ন্তিকার মধ্যে এই আকস্মিক দেখা-সাক্ষাৎটা বড় সুন্দররূপে ঘটে গেল (প্রকাশ্যে) বাছা মকরন্দ! তুমি সেই সময় মদয়ন্তিকার প্রাণ বাঁচাবার জন্য দৈবক্রমে কি করে' এসে পড়লে বল দিকি?

মক।—আজ আমি নগরে একটা সংবাদ শুন্‌লেম, তাতে মাধবের বিশেষ ভাবনার কথা বলে' মনে হল। পরে অবলোকিতার কাছে সন্ধান নিয়ে যেমন "কুসুম-আকর"-উদ্যানে আস্‌ছি এমন সময়ে ভদ্রবংশের একজন কুমারীকে একটা বাঘে আক্রমণ করেছে দেখে আমার মনে দয়া উপস্থিত হল, আর আমি অমনি ছুটে গেলেম।

কাম।—(স্বগত) না জানি সংবাদটি কি—বোধ হয় নন্দের হস্তে মালতীকে সম্প্রদান করবার কথা। (প্রকাশ্যে) বাছা মাধব! মালতী তোমার সখার চৈতন্যের সংবাদ দিয়ে তোমাকে সুস্থ করলেন, এখন তাঁকে তোমার কিছু পুরস্কার দেওয়া কর্ত্তব্য।

মাধব

সখারে মূর্চ্ছিত দেখি' ব্যাঘ্রের আঘাতে
আমিও মূর্চ্ছিত হই সুহৃদের সাথে।
উহাঁরই সৌজন্য-বশে হনু গত-ব্যথা,
গ্রহণ করুন উনি হৃদি-কৃতজ্ঞতা।
ভগবতি, অন্য কিবা দিব পুরস্কার
মন প্রাণ ওই পদে দিনু উপহার॥

লব।—এইটি প্রিয় সখীর মনের মত পুরস্কার হয়েছে।

মদ।—(স্বগত) আহা! মহৎ ব্যক্তিরা কেমন সময় বুঝে মিষ্টি কথা বল্‌তে পারেন।

মাল।—(স্বগত) মকরন্দ নাজানি এমন কি কথা শুনেছেন যাতে আমাদের ভাবনা হতে পারে।

মাধ—সখা! ভাবনার কথা কি শুনেছ বল দেখি?

(একজন সংবাদ-বাহক পুরুষের প্রবেশ)

পুরুষ।—বৎসে মদয়ন্তিকে! আজ পদ্মাবতীর রাজা আমাদের বাড়ী এসে, অমাত্য ভূরিবসুর সেই কথায় দৃঢ় বিশ্বাস করে', নন্দনের প্রতি প্রসন্ন হয়ে মালতীকে নন্দনের উদ্দেশে স্বয়ং দান করে গেছেন। এখন তোমার ভ্রাতার এই আদেশ, তোমরা গৃহে এসে বিবাহ-উৎসব-উপলক্ষে আমোদ-প্রমোদ কর।

মক।—সখা! এই সেই সংবাদ।

(মালতী ও মাধবের নৈরাশ্য অভিনয়)

মদ।—(মালতীকে সহর্ষে আলিঙ্গন করিয়া) দেখ সখি! আমাদের এক নগরে বাস, গৃহে ছেলেবেলায় একত্রে খেলাধুলা করেছি, এত দিন

তুমি আমার প্রিয়সখী ও ভগিনীর মত ছিলে, এখন আবার আমাদের গৃহলক্ষ্মী হলে !

কাম।—বাছা মদয়ন্তিকা ! তোমার ভায়ের ভাগ্য ভাল, তিনি দেখ মালতীকে লাভ করলেন।

মদ।—সকলই আপনার আশীর্ব্বাদের ফল। সখি লবঙ্গিকে, এতদিনে তোমাদের পেয়ে আমার মনের বাসনা পূর্ণ হল।

লব।—সখি এর পর আর আমাদের কি বলবার আছে ?

মদ।—সখি বুদ্ধরক্ষিতে ! এসো তবে এখন বিবাহ-উৎসবে যাওয়া যাক্।

বুদ্ধ।—হাঁ সখি, চল। (উত্থান)

লব।—(জনান্তিকে) ভগবতি ; মকরন্দ ও মদয়ন্তিকার পরস্পরের চাহনির ভাব-খানা দেখুন—পদ্মপত্র ঈষৎ দলিত হলে যে রকমটি হয়, এ যেন সেইরকম চোখের ভাব। বোধ হয়, ওরাও মনে মনে আপনাদের প্রণয়-সম্বন্ধ পূর্ব্ব হতেই স্থির করেছে।

কাম।—(ঈষৎ হাসিয়া) ওরা পরস্পরকে দেখে, মনে মনে যে মুহুর্ম্মুহু সুখানুভব করচে তা ওদের ভাব দেখেই বেশ বোঝা যাচ্চে। কেন না—

নয়ন ঈষৎ বাঁকা, অপাঙ্গ কুঞ্চিত,
অনুরাগ-আবির্ভাবে সুন্দর স্তিমিত।
ভ্রূদুটি একটু তোলা, মনে সুখোদয়,
তাহাতে মসৃণ নেত্র—স্থির পক্ষ্মচয়।
বক্র দৃষ্টে দৃষ্টিপাত—এসব লক্ষণ
মনের হরষ ব্যক্ত করে বিলক্ষণ॥

পুরুষ।—এই দিক দিয়ে এই দিক দিয়ে।

মদ।—সখি বুদ্ধরক্ষিতে ! আবার কি আমার সেই জীবন-দাতা প্রাণেশ্বরকে দেখ্‌তে পাব ?

বুদ্ধ।—যদি কখন দৈব আবার অনুকূল হন তবেই দেখ্‌তে পাবে।

(সংবাদ-দাতা পুরুষের সহিত উহাদের প্রস্থান)

মাধ।—(জনান্তিকে কামন্দকীর প্রতি)

মৃণাল-তন্তুর মত
সুভঙ্গুর চির-আশা হউক গো ছিন্ন,
আধি-ব্যাধি নিরবধি
আমার এ দেহ মন করুক বিদীর্ণ।
অধৈর্য্য চঞ্চলতা
করুক সে অধিকার হৃদি-মন-প্রাণ,
বিধাতা সুস্থির হোন্‌,
মদন হউন এবে পূর্ণমনস্কাম॥

অথবা—

দুর্লভ সামগ্রীলাভে মোর মনস্কাম,
তাইতো গো সমুচিত এই পরিণাম।
মালতী শুনিয়া তাঁর নিজ দান-কথা
প্রাতশ্চন্দ্র-সম ম্লান—তাই পাই ব্যথা॥

কাম—(স্বগত) বৎস মাধবকে বিমনা দেখে আমার ভারি কষ্ট হচ্চে, মালতীও অত্যন্ত নিরাশ হয়ে পড়েচে। (প্রকাশ্যে) বাছা, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—তুমি কি মনে করেছ, অমাত্য স্বয়ং মালতীকে তোমার হস্তে সমর্পণ করবেন?

মাধ।—(সলজ্জ) না-না তা নয়।

কাম।—তবে এত ম্লান হলে কেন?

মক।—নন্দনের হাতে মালতীকে অর্পণ করা হল—আমি তাই ভাব্‌চি।

কাম।—এ কথা শুনেছি বটে! আর বৎস, সে তো সবাই জানে।

যখন রাজা নন্দনের নিমিত্ত মালতীকে প্রার্থনা করেন, তখন অমাত্য বলেছিলেন "মহারাজ নিজ কন্যার প্রভু।"

মক।—হাঁ, তা বটে।

কাম।—সেই লোকটিও তো বলে গেল, রাজা স্বয়ং মালতীকে দান করেছেন। দেখ বৎস, দেহীদের মধ্যে হৃদয়ের দৃঢ় অনুরাগই কার্য্যের প্রবর্ত্তক। তবে, বাক্যেতেও পুণ্যাপুণ্যের হেতু বিদ্যমান—সকলই বচনের অধীন। কিন্তু দেখ, সেই ভূরিবসুর বাক্য নিশ্চয়ই অনৃতাত্মক। কেন না, মালতী কিছু আর রাজার নিজ কন্যা নয়। তা ছাড়া, অন্যের কন্যা-দানে রাজার অধিকার আছে, একথাও ধর্ম্মাচার-বিরুদ্ধ। অতএব অমাত্যবাক্যের গূঢ় তাৎপর্য্য কি তা ভেবে দেখ। তুমি কি ভাবছ বাছা, আমি নিতান্ত অনবধান হয়ে বসে' আছি? দেখ

যে পাপ আশঙ্কা করি
শত্রুরও না যেন তাহা ঘটে কদাচন,
যাহাতে মিলন হয়
প্রাণপণে আমি তাহে করিব যতন॥

মক।—ভগবতি যা আজ্ঞা করলেন তা অতি সঙ্গত কথা।

তাছাড়া ঃ—

আরো এক কথা এই—
সন্তান-সদৃশ তব বালক মাধব,
সংসারে-বিরত তুমি
দয়া কিম্বা স্নেহে তবু হিয়া তব দ্রব।
তপস্বীর ব্রত ছাড়ি'
ইথে তুমি ভগবতি সঁপিয়াছ প্রাণ,
এতেও না হলে সিদ্ধি
জানিলাম একমাত্র দৈব বলবান্॥

(নেপথ্য)—ভগবতি কামন্দকি ! মা ঠাকরণ আমাকে আজ্ঞা করলেন —মালতীকে নিয়ে শীঘ্র এখানে এসো।

কাম।—এখন তবে ওঠো বাছা।

(সকলের গাত্রোত্থান)

মাধ।—(স্বগত) ওঃ কি কষ্ট ! মালতীর সঙ্গে একত্রে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করব বলে যে আশা করেছিলেম তার দেখচি এইখানেই শেষ হল।

সুহৃদের ন্যায় বিধি
প্রথমেতে নিরন্তর হন অনুকূল,
পুনঃ দশা-বিপর্য্যয়ে
মনস্তাপে মানবেরে করেন আকুল॥

মাল।—(স্বগত)

প্রাণেশ্বর ! আমার নয়নানন্দ ! এই দেখাই আজ শেষ দেখা।

লব।—হা ধিক্ ! অমাত্য পিতা হয়ে মালতীর কিনা প্রাণ-সংশয় উপস্থিত করলেন।

মাল।—(স্বগত) আমার জীবন-তৃষ্ণার ফল এই হল, নির্দয় পিতার ঘাতুক বৃত্তি চরিতার্থ হল, আর দুষ্ট বিধাতার আরব্ধ কার্য্যেরও সমুচিত শেষ-পরিণাম এই হল। কিন্তু আমি নিজে হতভাগিনী, কারই বা দোষ দেব—আমি অনাথা হয়ে কারই বা শরণাপন্ন হব।

লব।—সখি এই দিক্ দিয়ে, এই দিক্ দিয়ে।

(প্রস্থান)

মাধ।—(স্বগত) আমার বেশ বোধ হচ্চে, ভগবতীর কথা কেবল আশ্বাস মাত্র। আমার প্রতি তাঁর যে স্বাভাবিক স্নেহ আছে, বোধ হয় তারই অনুরোধে তিনি এই সব কথা বল্লেন। (সোদ্বেগে) হায়। আমার জন্মের সফলতা বোধ হয় আর ঘট্‌ল না। এখন তবে কি কর্ত্তব্য ? (চিন্তা করিয়া) মহামাংস বিক্রয়

ভিন্ন আর কোন উপায় দেখ্‌চিনে। (প্রকাশ্যে) কেমন, সখা মকরন্দ! তোমার মনও কি মদয়ন্তিকার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে?

মক।—হাঁ সখা।

আমারে আহত হেরি' কুরঙ্গ-নয়না
বস্ত্র খসি পড়ে তবু না করি' গণনা,
সুধাময় অঙ্গে করিলেন আলিঙ্গন
—সে অবধি অস্থির হয়েছে প্রাণমন॥

মাধ।—দেখ সখা, মদয়ন্তিকা হচ্চে বুদ্ধ-রক্ষিতার প্রিয় সখী—তাই আমার বোধ হয়, তুমি তাঁকে অনায়াসেই পেতে পার্‌বে। বিশেষত:—

মৃত্যু-মুখ হতে যারে করেছ রক্ষণ,
লভিয়াছে যেই তব সুখ-আলিঙ্গন,
মুগ্ধা-স্তিমিত দৃষ্টি যে চারু নয়নে,
তার প্রেম যায় কিগো অন্য কোনো খানে?

মক।—তবে ওঠো সখা। পারা-সিন্ধু-নদীর সঙ্গমে অবগাহন করে' নগরে যাওয়া যাক্।

(গাত্রোত্থান করিয়া পরিক্রমণ)

দৃশ্য—নদী-সঙ্গম।

মাধ।—এই তো সেই দুটি মহানদীর সঙ্গম-স্থান।

স্নান সমাপন করি' কুলবধূগণ
ধীরে ধীরে উঠে তটে মন্থর-গমন।
তাহাদের পরিহিত জল-সিক্ত বাস
অঙ্গের উন্নত-নত করিছে প্রকাশ।
রুচির কনক কুম্ভ শোভে চারু কক্ষে
তুঙ্গ স্তন ঢাকে লাজে হাত দিয়া বক্ষে॥

(সকলের প্রস্থান)

ইতি চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

পঞ্চম অঙ্ক

(বিষ্কম্ভক)

দৃশ্য—আকাশ-পথ।

ভীষণ-উজ্জ্বল বেশে কপালকুণ্ডলার প্রবেশ

কপা।—ষোল নাড়ি চক্র-মাঝে
আত্মা অবস্থিতি করে—যার এই জ্ঞান
সেই জ্ঞানী-জন-হৃদে
সিদ্ধিদাতা রূপে যেগো করে অধিষ্ঠান,
অবিচল মনে যাঁরে
বিশ্বের সাধক সবে করে অন্বেষণ,
শক্তিগণে সুবেষ্টিত
সে শক্তি নাথের জয় করহ ঘোষণ॥

অপিচ

ষড়ঙ্গ-চক্র-নিহিত হৃৎপদ্ম-সমুদিত
শিবরূপী আত্মামাঝে আত্মা করি' লয়
নাড়ির উদয়-ক্রমে, পঞ্চভূত-আকর্ষণে
না পাইয়া কোন বাধা উড়ি ব্যোমময়।
ভেদ করি' নভোমেঘ, অতিক্রমি বায়ু-বেগ
অক্লেশে বিচরি ব্যোমে, নাহি শ্রমোদয়॥

অপিচ।—

গগনে গমন-বেগে
আন্দোলিত স্খলিত কপাল-কণ্ঠমাল,

নৃমুণ্ড-সংঘট্ট-ভরে
অবিরত ধ্বনিত ভীষণ ঘণ্টি-জাল,
পর্য্যাপ্ত আমাতে যত সৌন্দর্য্য করাল।
ঘন-বদ্ধ জটাভার
বায়ুবেগে এলাইয়া ওড়ে চারি ধার,
খট্টাঙ্গ-কিঙ্কিণী-রাজি
আন্দোলনে তীব্রধ্বনি করে বারম্বার।
শব-শির-কুঞ্জ-মাঝে
গুঞ্জি বায়ু উঠাইছে বিলাপের তান,
কাঁপে ঊর্দ্ধে কর-ধৃত ধ্বজের নিশান॥

(পরিক্রমণ, অবলোকন ও গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া)

এই তো এইখানে চিতাধূমের গন্ধ পাচ্চি—পুরাতন নিমের তেলে-ভাজা রসুনের মত গন্ধ—তাহলে সামনেই বোধ হয় মহাশ্মশান—আর করালা-দেবীর মন্দিরও বোধ হয় নিকটেই হবে। মন্ত্র-সিদ্ধ আমার গুরুদেব আঘোর-ঘণ্টার আদেশক্রমে, আজ সেখানে পূজার বিশেষ আয়োজন করতে হবে। আর, গুরুদেব আজ্ঞা করেছেন, দেবীর পরিতোষের জন্য আজ একটি স্ত্রীরত্ন উপহার চাই। তা, এই নগরের চারিদিকে অন্বেষণ করে' দেখা যাক্। (সকৌতুকে সম্মুখে অবলোকন করিয়া)—অতি গম্ভীর মধুর আকৃতি, জটাবদ্ধ-কেশ, তলোয়ার হাতে—শ্মশানের পথে নাব্‌চেন নাজানি ইনি কে ? আহা!

কুবলয়-দল-শ্যাম
তনুখানি ধূষর বরণ,
স্খলিত চরণক্ষেপ,
শশি-সম সুচারু বদন।

বামকরে নরমাংস
—বিগলিত রুধিরের পঙ্ক,
প্রকাশে সাহস ঘোর,
হেরি’ ওরে জনমে আতঙ্ক॥

(নিরীক্ষণ করিয়া) ওহো! এযে কামন্দকীর সখা-পুত্র মাধব—মহা-মাংস বিক্রয় করচে। তা, এঁর এ কাজ কেন? সে যা হোক্—এখন আমার অভীষ্ট সাধনের চেষ্টা দেখা যাক্। ক্রমে সন্ধ্যা-সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্চে।

ঘন ঘোর তমোপুঞ্জ
তালতরু-কুঞ্জসম ছাইল গগন।
বসুমতী-শেষ-প্রান্ত
নব-জল-ধারে যেন হইল মগন।
বাত্যার বেগেতে যেন
ধূমরাশি চতুর্দ্দিক করিল আচ্ছন্ন,
ত্রিযামা আরম্ভ সবে
তবু যেন ঘোরতর হইল অরণ্য॥

(পরিক্রমণ করিয়া প্রস্থান)

ইতি বিষ্কম্ভক।

দৃশ্য—করালাদেবীর মন্দির-সমীপস্থ মহাশ্মসান।

মহামাংস-হস্তে মাধবের প্রবেশ।

মাধ।—(সন্দিগ্ধ চিত্তে)

আমা প্রতি তার সেই
প্রেমার্দ্র প্রণয়-স্পৃহ মুগ্ধ হাব-ভাব,

সুস্নিগ্ধ মধুর দৃষ্টি,
—এ মোর অদৃষ্টে পুন হবে কি গো লাভ ?
ভাবিলেও মনে উহা
বাহ্যজ্ঞান একেবারে হয় তিরোহিত,
প্রগাঢ় আনন্দ-রস
ক্ষণমাত্রে হৃদে আসি' হয় সমুদিত ॥
মুক্তা-বিনা গাঁথা সেই
বকুলের মালাগাছি আমার রচিত,
—প্রিয়া-স্তনে করি' বাস
সুবাসে সুতনু তার করে সুরভিত ।
সে চারু কোমল অঙ্গ
আলিঙ্গন করিতে কি পাইব আবার ?
প্রেয়সীর কর্ণমূলে
নিবেশিয়া মনসুখে আনন আমার ?
কিন্তু সে তো দূরের কথা, এখন আমার শুধু এই মাত্র প্রার্থনা—
যার ধ্যানে হৃদিমাঝে
অতিমাত্র সুখের উদ্ভব,
যার শুভ দরশনে
নয়নের মহা-মহোৎসব,
বালেন্দু-সৌন্দর্য্য-সারে
উৎপাদিত হইয়াছে উপাদান যার,
অনঙ্গ-মন্দির যেই,
সেই মুখচন্দ্র যেন হেরিগো আবার ॥
কিন্তু তাও বলি, তাঁর দর্শন ও অদর্শনে এখন কিছুমাত্র বিশেষ নাই।
কেন না, পূর্ব্ব-দর্শনের সংস্কার এখনও আমার হৃদয়-মাঝে অনবরত

জাগচে ; এমন কি, এ সব বিসদৃশ ব্যাপার দেখেও তা বিলুপ্ত হচ্চে না —প্রিয়তমার স্মৃতিতে আমার হৃদয় একেবারে তন্ময় হয়ে আছে।

প্রিয়ার সে রূপ হৃদে
বিলীন, প্রতিবিম্বিত, লিখিত, খোদিত।
বজ্রের লেপনে লিপ্ত,
পঞ্চবাণে দৃঢ়-বিদ্ধ, নিখাত, প্রোথিত,
সেই দিকে চিন্তা মোর সদা প্রবাহিত,
সেই মোর চিন্তা-তন্তু—চিন্তায় জড়িত॥

(নেপথ্যে।—কলরব)

মাধব।—আহা! এখন শবাহারী জীবজন্তুদের সমাগমে শ্মশানপথ কি ভীষণ হয়ে উঠেছে! এখন এখানে :—

কোথাও বা চিতা-জ্যোতি
মাংসাহুতি পেয়ে করে দিক উদ্ভাসিত,
সমুজ্জ্বল সে প্রভায়
নিকটের ভূমি হয় আঁধারে আবৃত।
কোথাও প্রমোদ-ভরে
চপল ক্রীড়ায় রত নিশাচর দল
কিল-কিল শব্দ করে
—ভয়ঙ্কর উত্তাল করাল কোলাহল॥

আচ্ছা ওদের একবার ডেকে দেখা যাক্। ওগো শ্মশানবাসী প্রেতগণ!

প্রস্তুত পুরুষ-অঙ্গে অস্ত্রাঘাত-বিনে
সুন্দর এ মহামাংস নিয়ে যাও কিনে॥

(পুনর্ব্বার নেপথ্যে কলরব)

মাধ।—কি আশ্চর্য্য! আমি ডাক্‌বামাত্রই বেতাল, ভৈরব, ভূত

প্রেতেরা চারি দিকে বিচরণ কর্‌তে কর্‌তে কি বিকট অব্যক্ত কোলাহলই আরম্ভ করেছে—ওঃ! শ্মশানের পথটা কি ভয়ানক ভাব ধারণ করেছে!

কোথাও বা উল্কামুখী
আকর্ণ-বিদীর্ণ মুখ করিয়া ব্যাদান
বিকট দশন-পাঁতি
বিকাশিয়া ইতঃস্তত হয় ধাবমান।
তাহাদের দীপ্তানলে
উদ্ভাসিত হয়ে উঠে সমস্ত গগন,
কেশ নেত্র ভুরু শ্মশ্রু
বিদ্যুতের ছটা-সম পিঙ্গল বরণ।
বিশুষ্ক সুদীর্ঘ বপু
লক্ষ্য হয়, যবে মুখে অনল উদ্গারে,
নহিলে অলক্ষ্য হয়ে
ভক্ষ্য অন্বেষণে তারা চরে চারি ধারে॥

আবার :-

পূতনা প্রভৃতি দানা ভূত প্রেত সব্
নৃমাংস অধীর হয়ে খায় গবাগব্।
অর্দ্ধ থাকে মুখে—অর্দ্ধ ভূমে পড়ি' যায়,
সে উচ্ছিষ্ট কাঁদি কাঁদি বৃকগণ খায়।
খর্জ্জুর-তরুর মত জংঘার আকার,
—নীরস কর্কশ দীর্ঘ অস্থি-চর্ম্মসার।
অসিত-বরণ চর্ম্মে ব্যাপ্ত স্নায়ুজাল,
গ্রন্থি-ঘন অস্থি-রাশি—সুজীর্ণ কঙ্কাল॥

(চারিদিকে অবলোকন করিয়া হাস্য-সহকারে)

এ আবার আর এক প্রকার পিশাচ ঃ—

বিবর্ণ সুদীর্ঘকায়
মুখগর্ত্ত বিদারিয়া বিস্তারয়ে রসনা বিশাল।
নড়ে যেন অজাগর
দগ্ধ জীর্ণ তরুর কোটরে—অতি ভীষণ করাল ॥

(পরিক্রমণ করিয়া)

আঃ! সন্মুখে আবার এ কি বীভৎস ব্যাপার!

অধম পিশাচ এক
কোটরাক্ষ, দন্ত প্রকটিয়া
ভেদ করে শব-চর্ম্ম,
পরে খায় কাটিয়া কাটিয়া।
পচিয়া উঠেছে ফুলি
মাংস-পিণ্ড কটির পশ্চাৎ,
খেয়ে ক্লান্ত হয়ে ক্ষান্ত
চতুর্দ্দিকে করে দৃষ্টিপাত।
পরে পুন শবটিরে
কোলে তুলি কপাল কুরিয়া
সন্ধিগত মাংসগুলি
খায় সুখে উদর পূরিয়া ॥

আবার

কোথাও পিশাচ সব
ধুম-ব্যাপ্ত শব-দেহ চিতা হতে টানি,

মজ্জা-ধারা করে পান
নির্মাংস করিয়া তুলি জঙ্ঘা-অস্থিখানি।
জলন্ত সে শব-হতে জল বিনিসৃত,
বিগলিত মাংস, অস্থি-সন্ধি বিয়োজিত।
ঝরিয়া পড়িছে বসা—ঝরে মজ্জাধারা,
ব্যগ্র হয়ে মহা সুখে পান করে তারা॥

(হাস্য করিয়া)

আহা! এদিকে আবার পিশাচ-অঙ্গনাদের প্রাদোষিক আমোদ-প্রমোদও চল্‌চে দেখ্‌ছি!

শব-অন্ত্র তাহাদের মঙ্গল-কঙ্কণ;
স্ত্রী-শবের পদ্ম-হস্ত—কর্ণের ভূষণ।
পদ্মের-মালিকা হৃৎপিণ্ড যতেক,
শোণিতের পঙ্করাশি—কুঙ্কুম-প্রলেপ।
নৃ-কপাল-পানপাত্রে কান্তগণ-সনে
মজ্জা-সুরা পান করে আনন্দিত মনে॥

(পরিক্রমণ করিয়া)

(প্রকাশ্যে) প্রস্তুত পুরুষ-অঙ্গে, অস্ত্রাঘাত-বিনে
সুন্দর এ মহামাংস, নিয়ে যারে কিনে॥

এ কি! এই নানা প্রকারের ভীষণ পিশাচগুল হঠাৎ কোথায় পালাল? ওঃ! এরা কি সার-হীন লঘু-প্রকৃতি! (পরিক্রমণ করতঃ নিরাশ ভাবে দর্শন) সমস্ত শ্মশান-পথটাতো ঘুরে দেখ্‌লেম—কৈ, তারা তো আর নাই।

এই তো:—

শ্মশানের পারে নদী;
তটোপরি কুঞ্জমাঝে পেচকের চীৎকার করাল।

কোথাও বা স্থানে স্থানে
কাঁদি কাঁদি ডাকিতেছে ঘোর রবে শৃগালের পাল।
নদীর প্রবাহ-মাঝে
শবের কঙ্কালচূর্ণে স্রোতোগতি হয়ে প্রতিরুদ্ধ
মহাবেগে ধায় নদী
প্রচণ্ড ঘর্ঘর-রবে বাধা ঠেলি হয়ে অতি ক্রুদ্ধ॥

নেপথ্যে।—হা নির্দ্দয় পিতা! যাকে তুমি রাজার পরিতোষের জন্য উপহার দিতে যাচ্ছিলে, দেখ তার আজ মৃত্যু উপস্থিত।

মাধ।—(আগ্রহ-সহকারে শ্রবণ)
ত্রস্তা কুররীর মত
স্নিগধ মধুর চীৎকার,
চিত্তাকর্ষী স্বর এ যে
পরিচিত শ্রবণে আমার।
শুনি হয় মর্ম্মভেদ,
হৃদি ভ্রমে হইয়া চঞ্চল।
শরীর স্তম্ভিত প্রায়,
প্রতি অঙ্গ বিকল বিহ্বল।
স্খলিত হতেছে গতি,
কি ব্যাপার—না জানি কারণ,
করালা-মন্দির হতে
আসে এই করুণ ক্রন্দন।
ওই বটে ভয়ানক অনিষ্টের স্থান,
ওই খানে গিয়া তবে করিগে সন্ধান॥

(পরিক্রমণ)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

করালা দেবীর মন্দির।

(দেবতার্চ্চনার সামগ্রী হস্তে করিয়া কপাল-কুণ্ডলা ও অঘোর-ঘণ্টা এবং বধ্যচিহ্ন ধারণ করিয়া মালতীর প্রবেশ)।

মাল।—হা নির্দ্দয় পিতা! রাজার মনস্তুষ্টির জন্য যাকে তুমি উপহার দিতে যাচ্ছিলে, দেখ তার আজ মৃত্যু উপস্থিত। হা স্নেহময়ী জননী! বিধাতা তোমারও সর্ব্বনাশ করলেন। ভগবতি কামন্দকী, তোমার মালতীগত প্রাণ, মালতীর শুভ-সাধনই তোমার জীবনের একমাত্র কাজ—তাই, সেই স্নেহের উপর নির্ভর করে' চিরদিন কেবল তোমাকেই আমার মনের দুঃখ জানিয়েছি। হা প্রিয়সখি লবঙ্গিকা! এখন তুমি আমাকে কেবল স্বপ্নেতেই দেখ্‌তে পাবে—এখন থেকে আমি তোমার স্বপ্নেরই বিষয় হয়ে রইলেম।

মাধ।—আ! এই যে আমার মালতী।—সেই সুন্দর ঢুলু-ঢুলু চোখ্! এখন আমার সব সন্দেহ দূর হল। তবে, এখন গিয়ে জীবিত দেখ্‌তে পেলে হয়। (সত্বর গমন)

অঘোর ঘণ্টা ও কপালকুণ্ডলা। }—দেবি চামুণ্ডে, নমস্তে নমস্তে!

নিশুম্ভ মর্দ্দনতরে, সদর্প ও-পদভরে
নিষ্পীড়িত বিশ্বভূমণ্ডল।
কূর্ম্মপৃষ্ঠ বিকম্পিত, ব্রহ্ম-অণ্ড বিগলিত,
সপ্তসিন্ধু ধায় রসাতল!
কি তব নৃত্যের শোভা, আনন্দিত শিব-সভা,
বন্দি ও-চরণ-শতদল।

করি-চর্ম্ম-বাসাঞ্চল, নৃত্যভরে সচঞ্চল,
নখাহত ললাটের ইন্দু।
হয়ে হেন বিখণ্ডিত, তাহা হতে নিস্যন্দিত
দর-দর অমৃতের বিন্দু।
অমৃতে সিঞ্চিত হয়ে, মুণ্ডমালা উঠে জিয়ে,
কাঁপায় দিগন্ত অট্টহাসে।
ভূতগণ আগমন, করি' তাদের বেষ্টন,
স্তুতি করে মনের উল্লাসে।
বাহুতে ভুজঙ্গ নানা, শ্বসে' ফুলাইয়া ফণা,
—বিষজ্যোতি করয়ে উদ্গার।
দীর্ঘ বাহু ইতঃস্তত, হইতেছে সঞ্চালিত,
তাহে ঠেকি গিরি চুরমার।
ললাটে ত্রিনেত্র ফুটে, পিঙ্গল অনল ছুটে,
মুণ্ড ঘোরে যেন চক্রাকার।
খট্টাঙ্গ পরশে নভ, বিক্ষিপ্ত তারকা সব,
প্রমোদিত ভূত-প্রেত দল।
তাল বেতালাদি দানা, হয়ে অতি হৃষ্টমনা
উঠাইছে ভীম কোলাহল।
তাহে গৌরী ভয়ত্রাসে, ধরে শিবে বাহুপাশে,
শিব তাহে অতি হরষিত।
এ হেন তাণ্ডব-নৃত্য, পূরাক অভীষ্ট নিত্য,
হৃষ্ট করি' সবাকার চিত॥

মাধব।—হায়! কি দৈব-দুর্ব্বিবাক!
ভূরিবসু-বসু সেই সাধের দুহিতা
পাষণ্ড চণ্ডাল-করে হয়েছে গো ধৃতা!

ভীরু মৃগে ধরে যথা ক্রূর বৃকদলে
—এ ললনা সেইরূপ মৃত্যুর কবলে।
দুষ্ট কাপালিক ওই এখনি বধিবে ওর প্রাণ
—অলক্তক, রক্তবস্ত্র, মাল্য তাই করিয়াছে দান।
কি কষ্ট, কি কষ্ট আহা নিদারুণ বিধি!
কেন গো প্রয়াস তব হরিতে এ নিধি॥

কপাল।— স্মরণ করগো ভদ্রে তব প্রিয়জনে,
এখনি হরিবে তোমা দারুণ শমনে॥

মাল।—হা নাথ! হৃদয়-বল্লভ মাধব! আমি পরলোকে গেলেও তুমি আমাকে স্মরণ কোরো। সে কখন মৃত হয় না মৃত্যুর পরেও যাকে প্রিয়জনে স্মরণ করে।

কপাল।—আহা! এ হতভাগিনী দেখ্‌ছি মাধবে অনুরক্ত।

অঘোর।—(খড়্গ উঠাইয়া) এই বার তবে বধ করি।
মন্ত্রসাধনের পূর্ব্বে
দিয়াছিনু তোমারে বচন
—ভগবতী হে চামুণ্ডে!
সেই বলি করহ গ্রহণ॥

(বধ করিতে উদ্যত)

মাধব।—(সহসা অগ্রসর হইয়া মালতীকে হস্তের দ্বারা অপসারণ) অধম কাপালিক, দূর হ! এ কাজ কখনই তোকে করতে দেব না।

মালতী।—মাধব! আমাকে রক্ষা কর!—রক্ষা কর!

(মাধবকে আলিঙ্গন)

মাধব।—ভয় নাই ভদ্রে ভয় নাই!
মরণ সময়ে ত্যজি মরণের ভয়
সপ্রতাপে যেই দেয় স্নেহ-পরিচয়

সেই তব সখা দেখ তোমার সন্মুখে
ত্যজ ভয় সুন্দরি—সাহস ধর বুকে।
ফলোন্মুখ হইয়াছে পাপ দুরাত্মার
এবে হবে সমুচিত প্রতিফল তার॥

অঘোর।—আঃ! কে এ পাপ এসে আমাদের অন্তরায় হল?

কপা।—জানেন না এ কে?—এ হচ্চে মালতীর প্রণয়-পাত্র, কামন্দকীর সুহৃৎ-পুত্র, মহামাংস-বিক্রেতা, নাম মাধব।

মাধ।—(সাশ্রুলোচনে) ভদ্রে! এ কি ব্যাপার?

মাল।—(কিঞ্চিৎ আশ্বাসিত হইয়া) আমি কিছুই জানি নে। এই-মাত্র জানি, উপরে অলিন্দে ঘুমচ্ছিলেম, এইখানে জেগে উঠ্‌লেম। তুমি কোথা থেকে এখানে উপস্থিত হলে?

মাধ।—(সলজ্জ)

এ তব পাণি-পঙ্কজ করিয়া গ্রহণ
পবিত্র করিব মম এ ছার জনম
—হৃদে এ সঙ্কল্প ধরি এসেছি এখানে
—নৃমাংস-বিক্রয় করি' ভ্রমি গো শ্মশানে।
সহসা শুনিয়া তব ক্রন্দনের ধ্বনি
উপনীত হইয়াছি হেথায় এখনি॥

মাল।—(স্বগত) হায় হায়! উনি নিজের প্রতি বিন্দুমাত্র দৃক্‌পাত না করে' আমার জন্য শ্মশানে শ্মশানে ভ্রমণ করে বেড়াচ্চেন?

মাধ।—শাস্ত্রে যে কাকতালীয় ঘটনার কথা বলে এ দেখ্‌চি তাই।

দৈবযোগে আসি হেথা
রাহুগ্রস্ত শশি-সম মম প্রেয়সীরে
দস্যুর কৃপাণ হতে
ছিনিয়া লইতে ভাগ্যে পেরেছি অচিরে।

আতঙ্কে বিহ্বল এবে,
করুণায় বিগলিত, বিক্ষোভিত অদ্ভুত বিস্ময়ে
ক্রোধানলে প্রজ্জ্বলিত,
পুলকিত দরশনে, একি ভাব এমোর হৃদয়ে ?

অঘো।—ওরে ব্রাহ্মণ-ডিম্ব !
ব্যাঘ্র-ধৃত মৃগীপরে
মৃগ যথা হয়ে কৃপাবিষ্ট
ব্যাঘ্রের কবলে পড়ে
—মোর হাতে পড়িলি পাপিষ্ঠ !
হিংসারুচি আমি ঘোর,
কার্য্য মোর প্রাণী-বলিদান,
খড়্গে ছেদি' মুণ্ড তোর
রুধির করায়ে বহমান,
আগে তোরে দিব বলি
জগদম্বা দেবী-সন্নিধান ॥

মাধ।—দুরাত্মা পাষণ্ড, চণ্ডাল !
ভাবিয়া দেখ্‌রে মনে
করিতেছিস্‌ এবে তুই কিসের উদ্যোগ
সংসার অসার হবে,
ত্রিভুবন রত্ন-শূন্য, নিরালোক লোক,
কন্দর্প অদর্প হবে,
বান্ধব জনের হবে মরণ শরণ,
নেত্রের নির্ম্মাণ ব্যর্থ,
জগৎ হইবে আশু জীর্ণ মহাবন
—করিস্‌ যদিরে তুই উহারে নিধন ॥

রে পাপিষ্ঠ!

প্রণয়িনী সখীদলে, লীলা-পরিহাসচ্ছলে
হানিলে শিরীষ-পুষ্প যার লাগে ব্যথা,
এ হেন তনুর পরে, যদি তোর শস্ত্র পড়ে
এই যমদণ্ড-ভুজে লব তোর মাথা॥

অঘোর।—আরে দুরাত্মা! মার্ দেখি কেমন তোর ক্ষমতা—এই দেখ্ তোকে এখনি যমালয়ে পাঠাই।

মালতী।—নাথ! এ দুঃসাহসিক কার্য্য হতে ক্ষান্ত হও। ঐ হতাশ কাপালিক ভয়ঙ্কর লোক—আমাকে রক্ষা কর—তুমি ফিরে যাও, কি জানি যদি তোমার কোন বিপদ ঘটে।

কপা।—গুরুদেব! সতর্ক হয়ে দুরাত্মাকে বধ কর।

(মাধব মালতীর প্রতি)

মাধব।—ধৈর্য্য ধর হৃদি-মাঝে, দেখ এই কাপালিক
দুর্বৃত্ত পাপাত্মা হবে এখনি নিপাত।
কে কবে গো দেখিয়াছে, করি-কুম্ভ-বিদারক
সিংহ পরাভূত যুদ্ধে হরিণের সাথ॥

(নেপথ্যে কলরব—সকলের কর্ণপাত)

(পুনর্ব্বার নেপথ্যে)।—

ভো ভো মালতী-অন্বেষী সৈন্যগণ!

অমাত্য ভূরিবসুর আশ্বাসদাত্রী, অসাধারণ বুদ্ধিমতী ভগবতী কামন্দকী তোমাদের এই আদেশ করচেন :—

অবরোধ কর শীঘ্র করালার মন্দির-আলয়,
কাপালিক ছাড়া দেখ এই কার্য্য অন্য কারো নয়,
করালার সন্নিধানে বলি তারে দিতেছে নিশ্চয়॥

কপা।—গুরুদেব! আমরা অবরুদ্ধ হয়েছি!

অঘোর।—পৌরুষ প্রকাশের এই তো অবসর।

মাল।—হা পিতা! হা ভগবতি!

মাধ।—আচ্ছা, বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে মালতীকে নিরাপদে রেখে, তারই সমক্ষে এইবার দুরাত্মা পাষণ্ডটাকে বধ করি।

(মালতীকে একদিকে সরাইয়া দিয়া এবং কাপালিককে অন্যদিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া পরিক্রমণ)

মাধব ও অঘোর ঘণ্টা।—(পরস্পরকে উদ্দেশ করিয়া) ওরে পাপিষ্ঠ!

সুকঠোর অস্থি-প্রতিঘাতে অসি করুক ঝঙ্কার
খরস্নায়ু-চ্ছেদকালে ক্ষণেক লাঘবি' বেগ তার।
পিষ্টপিণ্ড মাংস-পঙ্কে নিরাতঙ্কে বিলাসি' কৌতুকে
দেহ করি' খণ্ড-খণ্ড ছিন্ন-অঙ্গ উড়াক্ চৌদিকে॥

(সকলের প্রস্থান)

ইতি পঞ্চমাঙ্ক সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

(বিষ্কম্ভক)

প্রকাশ্য স্থান।

কপাল-কুণ্ডলার প্রবেশ।

কপা।—রে দুরাত্মা! তুই মালতীর নিমিত্ত আমার গুরুদেবকে হত্যা কর্‌লি? হতভাগ্য মাধব! আমিও সেই সময়ে তোকে মার্‌তে উদ্যত হয়েছিলেম, কিন্তু তুই আমাকে স্ত্রীলোক বলে’ অবজ্ঞা করেছিলি। তা যাই হোক্, এই কপালকুণ্ডলার কোপের ফল তোকে এক সময়ে ভোগ করতেই হবে।

সর্পিনীর রোষানল
যত দিন না হয় নির্ব্বাণ,
সর্প-শত্রু গরুড়ের
কোথা শান্তি—কোথায় আরাম?
জাগিয়া থাকে সে বসি’
করিবারে তাহারে দংশন
শানিত সুতীক্ষ্ণ দন্তে
বিষ-রাশি করি’ উদ্‌গীরণ॥

নেপথ্যে।—ভো ভো নৃপগণ!
বৃদ্ধদের কথামত কর আচরণ,
করুন্ ভূদেবগণ
সুখশ্রাব্য বেদ-মন্ত্র মুখে উচ্চারণ।

মঙ্গলাচরণতরে
রচনাদি নানা কর্ম্ম করিয়া বিশেষ
বরযাত্রী সন্নিকট
—সত্বর এখনি তারা করিবে প্রবেশ ॥

"যতক্ষণ না আত্মীয় কুটুম্বেরা আসেন ততক্ষণ বাছা মালতী বিঘ্ন বিনাশের নিমিত্ত নগর-দেবতার মন্দিরে যাক্"—ভগবতীর আদেশ-অনুসারে অমাত্য-পত্নী এই কথা বলে' পাঠিয়েছেন। অতএব মালতীর সঙ্গে যারা যাবে তারা উপযুক্ত বেশ-ভূষায় এইবেলা সজ্জিত হোক্।

কপা।—বিবাহের কাজকর্ম্মে-ব্যস্ত শত শত প্রহরীর দল এখানে উপস্থিত—আম তবে এখান থেকে প্রস্থান করে' মাধবের কিসে অনিষ্ট হয় সেই চিন্তা করি গে। (প্রস্থান)

ইতি বিষ্কম্ভক।

দ্বিতীয় দৃশ্য—মন্দিরের অভ্যন্তরে।

কলহংসের প্রবেশ।

কলহংস।—প্রভু মাধব মকরন্দের সঙ্গে এই নগর-দেবতার মন্দিরে লুকিয়ে আছেন। তিনি আমাকে জান্‌তে বলেছেন, মালতী যাত্রা করেছেন কি না। এখন তবে সেই সংবাদটা তাঁকে দিইগে, তাহলে তিনি খুব খুসি হবেন।

মাধব ও মকরন্দের প্রবেশ।

মাধব।—

হরিণাক্ষি মালতীরে
যেদিন প্রথম আমি মদন-উৎসব-মাঝে করিনু দর্শন
তারপর হতে তাঁর
প্রেম-নিদর্শন হেরি', যারপর নাই চিত্ত হয় উচাটন।

মদন-বেদনা আজি
নিশ্চয় হইবে শাস্ত, মনোরথ হইবে সফল।
ভগবতী-আশীর্ব্বাদে
হইবে কল্যাণ কিম্বা ব্যর্থ তাঁর নীতির কৌশল॥

মক।—সখা, বুদ্ধিমতী ভগবতীর কৌশল কি কখন বিফল হয়?

কল।—(নিকটে আসিয়া) প্রভু,আপনার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন—মালতী এই দেবগৃহে আস্‌বার জন্য গৃহ হতে যাত্রা করেছেন।

মাধব।—সত্যি?

মকরন্দ।—সখা! সন্দিগ্ধের মত জিজ্ঞাসা করচ কেন? যাত্রার কথা দূরে থাক্, ঐ দেখ নিকটে এসে উপস্থিত হয়েছেন।—ঐ শোনো :—

যথা বায়ু-বিকীরিত
জলদের ঘটা করে ঘোরতর গভীর গর্জ্জন,
সহস্র মৃদঙ্গ হতে
সুগম্ভীর বাদ্য-রবে অন্য কিছু না হয় শ্রবণ॥

এসো আমরা গবাক্ষ-দ্বার দিয়ে দেখি। (তথা করণ)

কল।—দেখ প্রভু :—

শ্বেত ছত্র সারি-সারি
ভাসে যেন বৃন্ত-পরে শতদল নভঃ-সরোবরে।
পতাকা-তরঙ্গ-রাজি
আন্দোলিত চামরের মৃদুমন্দ বীজনের ভরে।
কনক-কিঙ্কিণী কত
ঝঙ্কারিছে সুমধুর শত শত করিণীর গায়,
পৃষ্ঠে বসে বারাঙ্গনা
নানারত্নে বিভূষিত, ছটা যার ইন্দ্রধনু প্রায়।

গাল-ভরা পান মুখে
ভরিয়া উঠেছে আরো মনোহর ফুল্ল মুখ-খানি,
উচ্চৈস্বরে গাহে গান,
তাম্বুলে বাধিত কিবা আধো-আধো গীতি-সুধা-বাণী ॥

মাধব মকরন্দ—(সকৌতুকে দেখিতে দেখিতে)

মক।—অমাত্য ভূরিবসুর কি অতুল ঐশ্বর্য্য! দেখনা কেন :—

মণি-সমুত্থিত দীপ্তি
ছড়াইয়া চারিদিকে ব্যাপিল গগন,
ময়ূর-চন্দ্রক-জাত
যেনরে স্বর্ণ-কান্তি স্নিগ্ধ কিরণ।
কিম্বা যথা চাতকের
পক্ষ ধরে নানা বর্ণ উড়িলে আকাশে,
অথবা দিগন্তে যথা
ইন্দ্রধনু নানাবিধ বরণ প্রকাশে,
কিম্বা নভ ছায় যেন
সুচিত্র বিচিত্র চারু চীনাংশুক-বাসে ॥
ওই দেখ, অগণন প্রতিহারী-দল
কনক-রজত-লিপ্ত দীপ্ত বেত্র-লতা
সঞ্চালিয়া চারিদিকে রচিয়াছে রেখা
মণ্ডল-আকার ;—সেই গণ্ডির বাহিরে
পরিজন অবস্থিত ; চক্রের মাঝারে
গজবধূ-আরোহণে চলেছে মালতী।
বহুল-সিন্দুর-বিন্দু-মণ্ডিত-ললাটে
—সন্ধ্যারাগ-সুরঞ্জিত—শোভে সে করিণী।
অঙ্গে তার বিলম্বিত মুক্তা-মালা-জাল

—নক্ষত্রমালিনী যথা তমসা রজনী।
মালতী শোভিছে তাহে—পাণ্ডু-ক্ষীণ-তনু
প্রথম-শশাঙ্ক-লেখা ; সে রূপ-লাবণ্য
নেহারে দর্শকগণ কৌতূহল-ভরে॥

মক।—বয়স্য! দেখ দেখ :—
পাণ্ডু-ক্ষীণ ওই অঙ্গে
অলঙ্কার কিবা সুশোভিত,
অন্তঃশুষ্ক লতিকায়
পুষ্পজাল যেন বিকশিত।
বিবাহের মহোৎসবে
কিবা শোভা ধরে নিরুপমা,
তাহাতে আবার দেখ
মুখে ব্যক্ত মনের বেদনা॥

ঐ দেখ হাতিটি কেমন হাঁটুগেড়ে বোস্‌লো।

মাধ।—(সানন্দে) হাতির পিঠ থেকে নেবে, মালতী ও লবঙ্গিকাকে নিয়ে, ঐ দেখ ভগবতী-কামন্দকী দেব-গৃহে প্রবেশ করলেন।

তৃতীয় দৃশ্য—মন্দিরের প্রাঙ্গন।

(কামন্দকী, মালতী, লবঙ্গিকার প্রবেশ)

কাম।—(সহর্ষে চুপি চুপি)
বাঞ্ছিত বিবাহে এই
বিধাতা করেন যেন মঙ্গল বিধান,
দেবতারা সবে যেন
ঘটাইয়া দেন আজি শুভ পরিণাম,

কৃতকৃত্য হই যেন
প্রিয় দুটি মিত্রের অপত্য-পরিণয়ে,
সফলতা লভি যেন
এই মম কষ্ট-সাধ্য চেষ্টা সমুদয়ে ॥

মাল।—(স্বগত) এখন কি উপায়েই বা মৃত্যু-সুখ সম্ভোগ করে' তাপিত প্রাণকে শীতল করি। হায়! হতভাগ্য জন মৃত্যুকে চায় বলেই মৃত্যু এত দুর্লভ।

লব।—(স্বগত) মাধবের বিরহে প্রিয়সখী নিতান্তই হতাশ হয়ে পড়েছেন দেখ্‌ছি।

(পেটিকা-হস্তে প্রতিহারীর প্রবেশ।)

প্রতিহারী।—ভগবতীকে অমাত্য এই কথা জানাতে বলেছেন, "মহারাজ এই বিবাহ-পরিচ্ছদ পাঠিয়েছেন—দেবতার সম্মুখে মালতী দেবীকে যেন এই সমস্ত পরিয়ে দেওয়া হয়।"

কাম।—অমাত্য ঠিক কথাই বলেছেন, এই পবিত্র মঙ্গল-স্থানেই পরিচ্ছদ পরিধান করা কর্ত্তব্য।—কোথায় সে পরিচ্ছদ, দেখাও দিকি।

প্রতি।—এই ধবল পট্ট-বসন, এই লোহিত উত্তরীয়, এই সর্ব্বাঙ্গের আভরণ, এই মুক্তার হার, আর এই চন্দন ও ফুলের মুকুট।

কাম।—(চুপি চুপি) মদয়ন্তিকা! এই পরিচ্ছদ-আভরণে মকরন্দকে সুন্দর দেখাবে (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, অমাত্যকে বোলো, তাই হবে।

প্রতিহারী।—যে আজ্ঞা।

(প্রস্থান)

কাম।—দেখ বাছা লবঙ্গিকা! মালতীকে নিয়ে তুমি মন্দিরের ভিতরে যাও।

লব।—আর আপনি ভগবতি কোথায় থাকবেন ?

কাম।—আমি ততক্ষণ একান্তে গিয়ে এই রত্ন অলঙ্কারগুলি বিবাহের পক্ষে প্রশস্ত কি না পরীক্ষা করিগে।

(প্রস্থান)

মাল।—(স্বগত) এ কি! আমার কাছে এখন শুধু লবঙ্গিকাই রইল ?

লব।—এই তো দেব-মন্দিরের দ্বার—এখন তবে প্রবেশ করা যাক্।

(প্রবেশ করণ)

চতুর্থ দৃশ্য—মন্দিরের অভ্যন্তর।

মকরন্দ।—সখা! এস আমরা এই থামের আড়ালে লুকিয়ে থাকি। (তথা করণ)

লব।—সখি! এই অঙ্গরাগ, আর এই পুষ্পমালা।

মাল।—তার পর, আর কি ?

লব।—সখি, তোমার মা এই কথা বলে' পাঠিয়েছেন, বিবাহ অনুষ্ঠানের আরম্ভে, কল্যাণ-সম্পদের জন্য যেন দেবতাকে পূজা করা হয়।

মাল।—একে এই দারুণ অদৃষ্টের অত্যাচার, তার উপর আবার মর্ম্ম-ভেদী কথা তুলে কেন হতভাগিনীকে যন্ত্রণা দেও ?

লব।—আচ্ছা, তোমার এখন মনের কথাটা কি বল দিকি ?

মালতী।—দুর্লভ জনে যে হতভাগিনীর অনুরাগ, তার মনের কথা যা হতে পারে তাই।

মক।—সখা! শুনলে ?

মাধ।—শুন্‌লেম—শুনে হৃদয় ক্ষুব্ধ হল।

মাল।—(লবঙ্গিকাকে আলিঙ্গন করিয়া)

প্রিয়সখি লবঙ্গিকে, তুমি আমার ধর্ম্ম-ভগিনী—দেখ, তোমার এই

অনাথা সখী এখন মরণের মুখে ; আজন্ম তুমি আমার উপকার করে’ এসেছ, তুমি আমার অত্যন্ত বিশ্বাসী ও প্রাণের প্রিয়সখী—তোমার গলাটি জড়িয়ে ধরে’ আমি এই প্রার্থনা কর্‌চি ;—আমার মনের সাধ যদি পূর্ণ করতে চাও, তবে আমার মৃত্যুর পর, সেই প্রিয়তমের সৌম্য-সুন্দর পদ্ম-মুখ-খানি তুমি আমার হয়ে নয়ন-ভোরে দেখো। (রোদন)

মাধ।—সখা মকরন্দ!

প্রসন্ন অদৃষ্ট মোর
শুনিয়া প্রিয়ার এই বচন-অমৃত,
বিশুষ্ক জীবন-পুষ্প
সহসা হইল যেন পূর্ণ-বিকসিত।
পরিতৃপ্ত হল পুন
বিমোহিত ইন্দ্রিয়-সকল,
আনন্দে হইল মগ্ন
হৃদয়ের গূঢ় মর্ম্মস্থল॥

মাল।—আর এক প্রার্থনা, আমি পরলোকে গমন করেছি শুনে সেই প্রাণেশ্বরের শরীর যাতে শুষ্ক-শীর্ণ না হয় ; আমার কথা স্মরণ করে’ জীবনে উদাসী হয়ে যাতে তিনি সংসার-ধর্ম্মে শৈথিল্য না করেন, সেইটি তুমি বিশেষ করে’ দেখো ;—অনুগ্রহ করে’ এইটুকু করলেই আমি কৃতার্থ হই।

মক।—হা! মালতীর কি শোচনীয় অবস্থা!

শুনিয়া সে মৃগাক্ষীর
মনোহর করুণ বিলাপ নিরাশার,
উল্লাস, বিষাদ, চিন্তা,
যুগপৎ আবির্ভূত হৃদয়ে আমার॥

লব।—সখি, তোমার দুঃখ এখনি দূর হবে; ওসব কথা বোলো না, আমি আর শুন্‌তে পারি নে।

মাল।—সখি, এখন বুঝলেম, মালতীর জীবনকেই তোমরা বেশি ভাল বাসো, মালতীকে নয়।

লব।—ও কি কথা বল্‌চ সখি?

মাল।—(আপনাকে নির্দ্দেশ করিয়া)

সখি, তুমি ক্রমাগত আশ্বাস দিয়েই আমার এই ঘৃণিত জীবনকে এত দিন বাঁচিয়ে রেখেছ। এখন আমার এই মনের বাসনা, আমার সেই হৃদয়-দেবের অসাক্ষাতে হৃদয়-দেবের গুণকীর্ত্তন করে', নির্দ্দোষ-অন্তঃকরণে এই প্রাণ বিসর্জ্জন করি। প্রিয়সখি, আমার এই সাধে বাধা দিওনা। (লবঙ্গিকার চরণে পতন)

মক।—এইতো প্রণয়ের চূড়ান্ত সীমা!

লব।—(মাধবকে ইঙ্গিত-পূর্ব্বক আহ্বান)

মক।—দেখ সখা! তুমি এইখানে এসে লবঙ্গিকার জায়গায় দাঁড়াও।

মাধ।—সখা! আমার সর্ব্ব-শরীর কাঁপচে—আমি যেন আর আমার বশে নেই।

মক।—আসন্ন মঙ্গলেরই পূর্ব্ব-লক্ষণ!

মাধ।—(মাধব আসিয়া লবঙ্গিকার স্থানে দণ্ডায়মান)

মাল।—সখি! দয়া করে' আমার প্রতি এই অনুগ্রহটি কর।

মাধ।—হতাশ জনের মত মৃত্যু-ইচ্ছা কোরো না সরলে,
কেমনে সহিব আমি তোমার সে বিচ্ছেদ-অনলে॥

মাল।—সখি! মালতী তোমার পায়ে ধরে' এই ভিক্ষাটি চাইলে, এখন তুমি কি করে' তার কথা লঙ্ঘন করবে বল?

মাধ।—(সহর্ষে) কি আর বলিব বল,
দারুণ বিচ্ছেদ-ক্লেশ দিবে যদি মোরে,

কর যাহা ইচ্ছা তব,

আলিঙ্গন দেও এবে মন-প্রাণ ভোরে ॥

মাল।—(সহর্ষে) বড় খুসি হলেম। (উঠিয়া) এই এসো আলিঙ্গন করি। চোখের জলে আমার দৃষ্টি রুদ্ধ, প্রিয় সখীর মুখ দেখ্‌তে পাচ্চিনে (আগ্রহের সহিত আলিঙ্গন) সখি, তোমার এই কঠোর কমলগর্ভ লোমাঞ্চিত অঙ্গের স্পর্শ আজ যেন আর এক প্রকার বলে' মনে হচ্চে—আজ আমার সকল সন্তাপ নির্ব্বাণ হল। (কাঁদিতে কাঁদিতে) সখি, তাঁর চরণে প্রণাম করে' আমার এই নিবেদন জানাবে ঃ—"আমি নিতান্ত হত-ভাগিনী, তাঁর সেই প্রফুল্ল কমলের ন্যায়, পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় মনোহর মুখ-খানি দর্শন করে', আমার নয়নের আর চির-মহোৎসব সম্ভোগ হল না—কেবল অবিরত যাতনাই ভোগ করলেম। দুর্নিবার উদ্বেগে প্রাণের বন্ধন ছিন্ন হলেও, কেবল সুধাময় আশার আশ্বাসেই এত দিন জীবন ধারণ করে' ছিলেম। শরীরের তাপ কতই সয়েচি, প্রিয় সখীদের কতই যন্ত্রণা দিয়েচি—চন্দ্রাতপ, মলয়-মারুত, অতি কষ্টে কোন প্রকারে সহ্য করেছি। এইরূপ কষ্টের পর কষ্ট পেয়ে, পরিশেষে নিরাশ হয়ে এই হতাশ জনের পথ অবলম্বন করেছি।" প্রিয়সখি তুমি সর্ব্বদা আমাকে মনে কোরো। আর, মাধবের স্বহস্তে-গাঁথা এই সুন্দর বকুল মালাটিকে মালতীর জীবন হতে কিছু মাত্র ভিন্ন বোলে মনে কোরো না—সর্ব্বদা কণ্ঠে ধারণ কোরো।

(স্বীয় কণ্ঠ হইতে খুলিয়া মাধবের কণ্ঠে অর্পণ করিয়া, সহসা সরিয়া গিয়া সাধ্বস-বশে কম্পন)

মাধ।—(মুখ ফিরাইয়া অশ্রুত স্বরে) হা!

পীবর কুচ-মুকুলে
তনু মোর বিমর্দ্দিত হইল যখন
মনে হল যেন আহা
কর্পূরের হার, চন্দ্রমণি, সুচন্দন,
শৈবাল, মৃণাল, দ্রব
একত্রে সমস্ত অঙ্গে হতেছে লেপন ॥

মাল।—(স্বগত) ওহো! লবঙ্গিকা দেখচি আমাকে প্রতারণা করেছে।

মাধ।—সুন্দরি, তুমি কেবল আপনার যাতনাই অনুভব করতে পার, পরের যাতনা কিছুমাত্র বোঝো না—এই তোমার দোষ।

মহাজ্বরে দগ্ধ হয়ে
আমিও গো কত দিন করেছি যাপন,
কল্পনা-সঙ্গমে শুধু
মনোব্যথা কোন মতে করি' প্রশমন;
তুমি মোরে ভাল বাসো
এ আশ্বাস-ভরে শুধু রেখেছি জীবন ॥

লব।—সখি! সত্যই তুমি ভৎর্সনার যোগ্য তাই উনি তোমাকে ভৎর্সনা করচেন।

কপা।—এই নায়ক-নায়িকার কলহটি বড়ই রমণীয়।

মক।—দেবি! উনি যা বল্‌ছেন তা ঠিক্।

তুমি ভাল বাসো ওঁরে, এই মনে করি'
এতদিন প্রাণ উনি রেখেছেন ধরি'।
ও কঙ্কণ-পাণি তব
কৃপা করি' কর ওঁরে দান,

বিতর' চির-আনন্দ,
সফল হউক মনস্কাম॥

লব।—মহাশয়! যাঁর মনে মনে এই ইচ্ছা, কোন ব্যক্তি-বিশেষ, কোনও বাধা না মেনে, আপনা-হতে সাহস করে' তাঁর কঙ্কণ-পাণি গ্রহণ করে, তাঁর এখন এ বিষয়ে কি কোন আপত্তি হতে পারে?

মালতী।—(স্বগত) হা! ধিক্! কি লজ্জা! লবঙ্গিকা এ কি প্রস্তাব করচে? এ যে কুমারী-জনের পক্ষে নিতান্ত অযোগ্য।

কামন্দকীর প্রবেশ।

কামন্দকী।—বৎসে! এত কাতর কেন? কি হয়েছে?

মালতী।—(কাঁপিতে কাঁপিতে কামন্দকীকে আলিঙ্গন)

কাম।—(মালতীর চিবুক উঠাইয়া ধরিয়া)

যার জন্য তব বৎসে
প্রথমে নেত্রের প্রীতি, পরে চিত্ত-অনন্য-পরতা,
মনের বিষাদ, পরে,
গ্লানিযুক্ত তনু—তাঁরো সেই দশা, সেই কাতরতা।
এই সে মাধব যুবা;
জড়তারে করি' পরিত্যাগ
বিধি-বাঞ্ছা কর পূর্ণ
—সফল মদন-অনুরাগ॥

লব।—ভগবতি! এই মহাত্মাই কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী রজনীতে শ্মশানে শ্মশানে ভ্রমণ করে' বেড়িয়েচেন, প্রচণ্ড দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে সেই পাষণ্ডকে বধ করে' কি দুঃসাহসেরই পরিচয় দিয়েছেন—বোধ হয় এখন তাই মনে করেই প্রিয়সখী ভয়ে কাঁপচেন।

মক।—(স্বগত) সাধু লবঙ্গিকে সাধু! ঠিক্ অবসর বুঝে গুরুতর অনুরাগ ও উপকারের কথা দুই এক সঙ্গে কেমন সুকৌশলে তুমি শুনিয়ে দিলে!

মাল্লা।—হা তাত!—হা জননি!

কাম।—বৎস মাধব!

মাধব।—আজ্ঞা করুন!

কাম।—

দেখ বৎস মাধব! অমাত্য-ভূরিবসু যিনি সকল সামন্তগণের পূজ্য ও নমস্য, তাঁর এই মালতীই একমাত্র অপত্য-রত্ন। প্রজাপতি ও রতিপতি উভয়েই যোগ্যের সহিত যোগ্যের যোজনায় সুঁরসিক। তাঁরা এবং আমি—আমরা সকলে মিলে এখন সেই রত্নটি তোমার হস্তে সমর্পণ করচি।

(রোদন)

মক।—

ভগবতি! এখন তবে আপনার শ্রীচরণপ্রসাদে আমাদের মনোরথ সফল হল।

মাধ।—ভগবতি, আপনি তবে রোদন কচ্চেন কেন?

কাম।—(বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রু মার্জ্জন করিয়া) কল্যাণাস্পদ! তোমাকে একটি কথা নিবেদন করি।

মাধ।—নিবেদন কি, আজ্ঞা করুন।

কাম।—

জানি, সুজনের প্রেম
যত পরিণত হয়, তত আরো হয় গো সুন্দর,
তবু অনুরোধ করি
(মান্যাস্পদা আমি তব) মালতীরে দেখো নিরন্তর।

মম অসাক্ষাতে বৎস যেন গো তোমার
তিলার্দ্ধ না হয় হ্রাস স্নেহ করুণার॥

(পায়ে পড়িতে উদ্যত)

মাধ।—(নিবারণ করিয়া) ও কি করেন?—ও কি করেন? অতিমাত্র বাৎসল্যে আপনি সম্বন্ধের সীমা লঙ্ঘন করচেন।

সৎকুল-সম্ভবা ইনি, পূর্ণ-প্রণয়িনী,
গুণোজ্জ্বলা, নয়নেয় আনন্দ-দায়িনী।
এক্ একটি গুণ এই
বশীকরণের মুখ্য অমোঘ উপায়,
তাহে আমারি এখন,
এরপর কিবা কাজ অপর কথায়?

কাম।—বৎস মাধব!

মাধ।—আজ্ঞা করুন।

কাম।—বৎসে মালতি!

লব।—আজ্ঞা করুন ভগবতি!

কাম।—

স্ত্রীদিগের পতি, আর
ধর্ম্মপত্নী পুরুষগণের
পরস্পর-প্রিয় মিত্র,
সমষ্টি সকল বান্ধবের,
সকল কামনাধার,
মহানিধি, দ্বিতীয় জীবন,
—এসম্বন্ধ তোমাদের
হৃদে সদা করিও ধারণ॥

মক।—অবশ্য।

লব।—ভগবতি! আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

কাম।—বৎস মকরন্দ! তুমি এখন তবে মালতীর এই বৈবাহিক বেশভূষায় সুসজ্জিত হয়ে নিজ পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন করগে।

(পরিচ্ছদের পেটিকা প্রদান)

মক।—আজ্ঞে হাঁ—ঐ চিত্র-যবনিকার অন্তরালে গিয়ে এখনি বেশভূষা করে' আস্‌চি। (তথা করণ)

মাধ।—ভগবতি! এ কার্য্যে কিন্তু সখার নানাপ্রকার বিপদ ঘট্‌বার সম্ভাবনা।

কাম।—আঃ! তোমার সে চিন্তায় কাজ কি?

মাধ।—ভগবতী কি কচ্চেন ভগবতীই জানেন।

(হাসিতে হাসিতে মকরন্দের প্রবেশ।)

মক।—সখা! এই দেখ, আমি মালতী হয়েছি।

(সকলে সকৌতুকে দর্শন)

মাধ।—(মকরন্দকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক পরিহাস করিয়া) ভগবতি! এমন প্রিয়তমাকে মুহূর্ত্তের জন্যও যদি মনে মনে কামনা করতে পায় তা হলে নন্দনের পরম ভাগ্য বল্‌তে হবে!

কাম।—বৎস মালতীমাধব! এখন তোমরা এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে, ঐ তরু-কাননের মধ্যে দিয়ে, আমার আশ্রম-সন্নিহিত উদ্যানে গমন কর। মাঙ্গলিক কার্য্যের সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রী অবলোকিতা সেখানে প্রস্তুত রেখেছেন।

চৌদিকে সুপারী গাছ ফল-ভরে নত,
ঘিরিয়া রয়েছে তাহে পান-লতা কত
কেরলী-কপোল সম পাণ্ডুর বরণ।
কুল খেয়ে মুগ্ধ হয়ে গাহে পক্ষীগণ।

চৌদিকে নেবুর বেড়া রয়েছে বেষ্টিত,
বায়ু-ভরে মন্দ মন্দ হয় বিচলিত।
দেখিয়া উদ্যান-শোভা প্রীত হবে মন,
তথায় তোমরা এবে করহ গমন॥

আর দেখ, যতক্ষণ না মকরন্দ মদয়ন্তিকা সেখানে যান, ততক্ষণ তোমরা তাঁদের জন্য প্রতীক্ষা করবে।

মাধ।—(সহর্ষে) এ দেখ্‌ছি, কল্যাণের উপর কল্যাণ।

কল।—আমাদের ভাগ্যে কি এরূপ ঘট্‌বে ?

মক।—এতে তোমার সন্দেহ কিসের ?

লব।—শুন্‌লে প্রিয়সখি ?

কাম।—বৎস মকরন্দ! বৎসে লবঙ্গিকে! এসো আমরা এই দিক দিয়ে যাই।

মাল।—সখি, তুমিও যাচ্চতো ?

লব।—(হাসিয়া) বল কি সখি, আমি যাব না ? আমাদের সকলেরই তাড়া আছে।

মাধ।—আহা!

আমূল রোমাঞ্চ যার
মৃণাল-বাহু কোমল,
অনঙ্গের তাপে আর্দ্র
অঙ্গুলী-পঙ্কজ-দল,
ললিত হস্তটি তার
পরশিব মম এই করে,
গ্রীষ্মতাপে করী যথা
ব্যগ্র হয়ে করে পদ্ম ধরে॥

গুপ্ত বিবাহ নামক ষষ্ঠ অঙ্ক সমাপ্ত।

সপ্তম অঙ্ক।



প্রথম দৃশ্য।—নন্দনের প্রাসাদ।

বুদ্ধরক্ষিতার প্রবেশ।

বুদ্ধ।—ভগবতীর পরামর্শক্রমে অমাত্য ভূবিবসুর ভবনে মকরন্দকে কেমন সুকৌশলে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। তারপর, মকরন্দ মালতীর বেশভূষা পোরে' মালতী সেজে নন্দনকে কেমন ঠকিয়েছে—সে মালতী মনে করেই ওর পাণিগ্রহণ করেছে। আজতো আমরা নন্দনের বাড়িতে এসেছি; ভগবতী নন্দনের কাছে থেকে বিদায় নিয়ে নিজ গৃহে গেছেন। আজ নববধূ গৃহে প্রবেশ কর্‌বে বলে' অকালে কৌমুদী উৎসবের আয়োজন হচ্চে, আর সেই উদ্যোগেই গৃহের পরিজনেরা ব্যস্ত। আবার তাতে এখন সন্ধ্যাকাল। আমাদের অভিসন্ধি সিদ্ধ করবার বেশ অনুকূল অবসর হয়েছে। নূতন জামাতা মনের আবেগে অধীর হয়ে, বিলম্ব সইতে না পেরে তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে নিজ স্ত্রীর অনেক সাধ্য সাধনা করে, এমন কি পায়ে পর্য্যন্ত পড়ে, তাতে কোন ফল না হওয়ায় তার পর বল প্রকাশ করে; তাতে ছদ্মবেশী স্ত্রী তাকে বিলক্ষণ প্রহার করে। নন্দন তার এইরূপ বিসদৃশ ব্যবহার দেখে দুঃখিত হয়ে, রোষভরে প্রস্ফুরিত-নয়নে স্খলিত-বচনে এই কথা তাকে বলে; "তুই কৌমার-বন্ধকী—তুই বালক-নায়কে আসক্ত, তোকে আমি চাই নে"—এই বলে' শপথ ও প্রতিজ্ঞা করে' গৃহ হ'তে প্রস্থান করে।

বুদ্ধরক্ষিতার প্রস্থান।

ইতি প্রবেশক।



দ্বিতীয় দৃশ্য—শয়ন-কক্ষ।

মালতীর ছদ্মবেশে মকরন্দ শয্যাগত—পার্শ্বে লবঙ্গিকা।

মক।—লবঙ্গিকে! বুদ্ধরক্ষিতাকে ভগবতী যে কৌশল বলে' দিয়েছেন তা কি খাট্‌বে?

লব।—তাতে আর সন্দেহ আছে? অত কথায় কাজ কি, ঐ শুনুন—নূপুরের শব্দ শোনা যাচ্চে; বোধ হয়, সেই সব কথা বলে' কৌশল' করে বুদ্ধরক্ষিতা মদয়ন্তিকাকে এখানে এনেছে। এখন আপনি চাদরটা মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকুন যেন কতই ঘুমচ্চেন।

(মকরন্দ তথা করণ)

মদয়ন্তিকা ও বুদ্ধরক্ষিতার প্রবেশ।

মদ।—সখি, সত্যই কি মালতী আমার ভাইকে রাগিয়ে দিয়েছেন?

বুদ্ধ।—সত্যি বৈ কি।

মদ।—এসো তবে এই দুর্ব্যবহারের জন্য মালতীকে ভর্ৎসনা করিগে।

(পরিক্রমণ)

বুদ্ধ।—তার গৃহের এই দ্বার।

মদ।—সখি, লবঙ্গিকে! প্রিয়সখী কি ঘুমচ্চেন?

লব।—এসো সখি। মালতী এতক্ষণ অভিমান-ভরে বিমনা হয়ে ছিলেন, এই মাত্র রাগটা পড়ে গিয়ে একটু তন্দ্রা এসেছে। এখন আর জাগিও না, আস্তে আস্তে এই শয্যার পাশে এসে বোসো।

মদ।—(তথা করণ) সখি! নিজে দুর্ব্যবহার করে' আবার উল্টে রাগ করেছেন?

লব।—আহা! তোমার ভাইটি কেমন প্রণয়ী, নববধূকে বশ কর্‌তে কেমন নিপুণ, কেমন সুচতুর মিষ্টভাষী! এমন সুরসিক স্বামীর কাছে এসে প্রিয় সখী বিমনা হবেন তাও কি কখন হ'তে পারে?

মদ।—দেখ বুদ্ধরক্ষিতে, উল্টে যে আমরা তিরস্কৃত হচ্চি!

বুদ্ধ।—উল্টোও বটে, উল্টো নয়ও বটে।

মদ।—কেন বল দিকি?

বুদ্ধ।—যদি মালতী পদানত স্বামীর প্রতি উচিত সম্মান না দেখিয়ে থাকে, তো সে কেবল লজ্জার দরুণ—এই লজ্জা-দোষের জন্য তাকে ভর্ৎসনা করা যেতে পারে না। আর দেখ প্রিয়সখি, নববধূ মালতীর সাহস দেখে তোমার ভাই ক্রোধে অধীর হয়ে মালতীকে যেরূপ মন্দ কথা বলেছেন, তার জন্য তোমরাই তো ভৎর্সনার পাত্র। কেন না, কাম-সূত্র-কারেরা এইরূপ বলেন, "স্ত্রীজাতি কুসুম-সদৃশ, তাদের প্রতি সুকুমার ব্যবহার কর্‌বে, অজাত-বিশ্বাস পুরুষেরা সহসা বল প্রয়োগ করলে তারা সেই সকল পুরুষের সংসর্গ-বিদ্বেষী হয়ে ওঠে"।

লব।—(সাশ্রু লোচনে) ঘরে ঘরেই তো দেখা যায়, পুরুষেরা কুল-কুমারীদের পাণিগ্রহণ কর্‌চে, কিন্তু স্বামীর প্রভুতা আছে বোলেই—কে বল দেখি—লজ্জাশীলা মুগ্ধস্বভাবা নিরীহ কুলবালাকে বাক্য-জ্বালায় অনর্থক দগ্ধ করে? এই সকল বাক্য-শেল হৃদয়ে একবার বিদ্ধ হলে, এমন দুঃসহ হয়ে ওঠে যে আর কখনই ভোলা যায় না; এই নিমিত্তই পতিগৃহে বাস করতে তাদের বিরাগ জন্মে, আর এই জন্যই স্ত্রী-জন্ম আত্মীয়-স্বজনের কাছে এত ঘৃণিত বোলে মনে হয়।

মদ।—বুদ্ধরক্ষিতে, প্রিয়সখী লবঙ্গিকা দেখ্‌ছি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছেন। বোধ হয় আমার ভাই কোন বিশেষ গুরুতর বাক্য-অপরাধে মালতীর কাছে অপরাধী হয়ে থাক্‌বেন।

বুদ্ধ—অপরাধী নয় তো কি। আমিও এই কথাগুল তাকে বল্‌তে শুনেছি; "তোকে আমি চাইনে, তুই কৌমার-বন্ধকী।"

মদ।—(কর্ণে অঙ্গুলী দিয়া) ওঃ কি অত্যাচার—কি জঘন্য কথা!

সখি লবঙ্গিকে! আমি আর তোমার কাছে মুখ দেখাতে পারচিনে। যাই হোক্, আমি তোমার কর্ত্রী-স্থানীয়, তোমাকে একটা কথা বলি শোনো।

লব।—বল, আমি তো তোমার আজ্ঞাধীনা।

মদ।—আমার ভাই যতই মন্দ লোক হোন্ না কেন, তবু তো তিনি মালতীর স্বামী, তাঁর মতে তোমাদের চল্‌তেই হবে। আর আমার ভাই স্ত্রীজাতির নিন্দনীয় যে কথা বলেছেন, তার মূল যে তোমরা একেবারেই জান না তাও তো নয়।

লব।—সখি, মালতীর সঙ্গে এত কথা হয়েছে, কৈ একথা তো কখন শুনি নি।

মদ।—মাধবের প্রতি মালতীর যে চোখের ভালবাসা আছে সে কথা তো সবাই জানে;—তারই এই ফল। যা হোক প্রিয়সখি, এখন যাতে অপরের উপর ভালবাসা মালতীর হৃদয় হতে একেবারে দূর হয় তার চেষ্টা কর, নৈলে বড়ই দোষের হবে। যে কুমারীরা নির্লজ্জ হয়ে নিয়ত পরপুরুষের সহবাস করে, তারা বুঝ্‌তে পারে না, তার দরুণ অনুরক্ত পুরুষদের কি যন্ত্রণা হয়। কিন্তু দেখো সখি, আমি যা বল্লেম এ কথা যেন কারও কাছে প্রকাশ না হয়।

লব।—সখি তুমি বড় অবিবেচক, লোকের উড়ো কথায় সহসা বড় বিশ্বাস কর। যাও, আমি আর তোমার সঙ্গে কথা কইতে চাইনে।

মদ।—সখি থামো থামো, আর ঢাকৃতে হবে না। মালতী মাধবগত-প্রাণ আমরা কি তা সত্য সত্যই জানি না মনে কর? যখন বিরহ-বেদনায় মালতীর শরীর শুষ্ক ও কঠোর কেতকী ফুলের মত ধূষর হয়েছিল, যখন মাধবের স্বহস্তে গাঁথা বকুল মালাই তাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন হয়েছিল; আর, যখন মাধবেরও শরীর প্রাতশ্চন্দ্রের মত মলিন হয়েছিল, তখন তা কে না দেখেছে? আর,

সে দিন কুসুমাকর-উদ্যানের পথে পরস্পরের যখন মিলন হ'ল, তখন উভয়েরই নেত্র বিলাসে উল্লসিত, কৌতুকে উৎফুল্ল হয়ে যেন অনঙ্গের উপদেশে নৃত্য কর্‌ছিল, আমি কি তা লক্ষ্য করি নি? আর, যখন আমার ভাইয়ের সঙ্গে বিবাহ হবে স্থির হয়েছে শুন্‌লেন, তখন দুজনেরই ধৈর্য্য লুপ্ত, শরীর ম্লান এবং হৃদয়ের মূল বন্ধন পর্য্যন্ত যেন ছিন্ন হয়ে গেল, আমরা কি আর তা বুঝ্‌তে পারি নি? হাঁ আরও একটা কথা মনে হচ্চে।

লব।—আবার কি?

মদ।—আমার যিনি প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন সেই মহাত্মার মূর্চ্ছার পর আবার যখন চেতনা হয়, তখন এই প্রিয় সম্বাদটি মালতী মাধবকে দেওয়ায়, বচনকৌশলে ভগবতী, মাধবের মনঃ-প্রাণ পারিতোষিক স্বরূপ মালতীকে গ্রহণ কর্‌তে বলেন; তখন লবঙ্গিকা তুমিই তো বলেছিলে "প্রিয় সখী এই পারিতোষিকই চান"।

লব —সে মহাত্মা কে?—কৈ আমার তো স্মরণ হচ্চে না।

মদ।—সখি স্মরণ করে' দেখ, ভাল করে' স্মরণ করে দেখ। তোমার কি মনে নেই, যে দিন সেই ভয়ানক দুর্দ্দান্ত বাঘটা আমাকে আক্রমণে করে, আমি একেবারে নিরুপায় অসহায় হয়ে পড়ি, তখন একজন অকারণ-বন্ধু এসে আপনার শরীর দিয়ে আমাকে রক্ষা করেন; তীক্ষ্ণ দশন-প্রহারে তাঁর বিশাল মাংসল বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হল, রুধির-ধারায় যেন জবাকুসুমের মালা পরেছেন বলে মনে হতে লাগ্‌ল, কেবল আমার উপর তাঁর দয়ার উদ্রেক হওয়ায় আমার প্রাণ বাঁচাবার জন্যই প্রচণ্ড নখাঘাতে সহ্য করে'ও সেই হিংস্র পশুটাকে তিনি বধ করলেন। আমি তাঁরই কথা বল্‌ছি।

লব।—হাঁ, তিনি মকরন্দ।

মদ।—(সানন্দে) প্রিয়সখি! কি—কি—কি বল্লে?

লব ।—তাঁর নাম মকরন্দ ।

(আগ্রহ-ভরে মদয়ন্তিকার শরীর স্পর্শ পূর্ব্বক)

মাধব-আসক্তি-কথা
আমাদের বলিলে গো যাহা
আচ্ছা, ভাল, সত্য বলি'
তোমা-কাছে মানিলাম তাহা ।
কিন্তু সখি বল দেখি
কুলবালা তুমি যেগো মুগধা বিশুদ্ধ-চিত্ত অতি
নামের প্রসঙ্গে কেন
হইল বিকল তনু—রোমাঞ্চিত কদম্ব যেমতি ?

মদ ।—(সলজ্জে) সখি, আমাকে কেন আর উপহাস কর ? যে ব্যক্তি নিজের শরীরের প্রতি কিছু মাত্র লক্ষ্য না করে', কৃতান্ত-কবল হতে আমার জীবন রক্ষা করেছিলেন, কথা-প্রসঙ্গে সেরূপ মহাত্মার নাম স্মরণ কিম্বা গ্রহণ করলেও শরীর জুড়িয়ে যায়। দেখ প্রিয়সখি, যখন তিনি ভীষণ প্রহারে অচেতন হয়েছিলেন, তাঁর শরীর হতে ঘর্ম্মবারি প্রবাহিত হচ্চিল, ভূতল-লগ্ন অসি-লতার উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, মোহের আবেশে তাঁর কমলনেত্র নিমীলিত হয়েছিল, তখন তুমি তো স্বচক্ষে দেখেছিলে কেবল মদয়ন্তিকার জন্যই তাঁর বহুমূল্য জীবন তিনি বিসর্জ্জন করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন ।

(স্বেদাদি বিকারের অভিনয়)

বুদ্ধ ।—প্রিয়সখীর মনের ভাব শরীরেই ব্যক্ত হচ্চে ।

মদ ।—(সলজ্জে) যাও প্রিয়সখি, তুমি আমার কাছে সর্ব্বদাই থাকো, তাই বিশ্বাস করে' তোমাকে বলেছিলেম, তাই বোলে তুমি—

লব ।—সখি মদয়ন্তিকে, যা জানবার তা আমরাও সমস্ত জানি । ক্ষমা

কর, আর ছলে কাজ নেই। এস এখন মন খুলে পরস্পরের ভালবাসার কথা বোলে সুখে সময়টা কাটানো যাক।

বুদ্ধ।—লবঙ্গিকা বেশ কথা বলেছে।

মদ।—আচ্ছা, প্রিয়সখীর কথাই শিরোধার্য্য।

লব।—তাই যদি হল, আচ্ছা বল দেখি, তোমার সময়টা কাটে কি করে'?

মদ।—তবে শোনো প্রিয়সখি। প্রথমতঃ বুদ্ধরক্ষিতার মুখে তাঁর গুণের প্রশংসা শুনেই তাঁর প্রতি আমার অত্যন্ত অনুরাগ জন্মে—তাই তাঁকে দেখবার জন্য আমার বিষম কৌতূহল ও উৎকণ্ঠা হয়। তারপর, দৈববশে যেদিন তাঁর দর্শন পেলেম—সেই অবধি, দুর্ব্বার মদন-সন্তাপে ও দারুণ মনের উদ্বেগে আমার যেন একেবারে প্রাণ-সংশয় উপস্থিত হল। আমার এই দুঃসহ যাতনা দেখে সখীরাও অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন। শেষে নিরাশ হয়ে মনে করলেম, মৃত্যুতেই আমার সকল যন্ত্রণার শান্তি হবে। কিন্তু বুদ্ধরক্ষিতার আশ্বাস-বাক্যে আমি তা হতে বিরত হলেম, আমার উদ্বেগ ও সংশয় ক্রমে আরো বৃদ্ধি হল। এইরূপে জীবনের কতই পরিবর্ত্তন অনুভব করলেম। বাসনার উত্তেজনায় উন্মত্ত হয়ে, আমার কল্পনা ও স্বপ্নের মধ্যেও আমি এখন কেবল সেই জনকেই দেখ্‌তে পাই। তিনিও যেন তাঁর সেই বিস্ময়-বিস্ফারিত মদ-ঘূর্ণিত কমল নেত্রে আমার দিকে এক দৃষ্টে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকেন। তার পর, কল-হংসের মত ধীর গম্ভীর স্বরে, স্খলিত বচনে আমাকে যেন বলেন "এসো প্রিয়ে মদয়ন্তিকে," এই কথা বলে' বল-পূর্ব্বক আমার উত্তরীয়-অঞ্চল টেনে খুলে দেন, তখন আমার বুক্ ভয়ে থর থর করে কাঁপ্‌তে থাকে। আমি সহসা সেই উত্তরীয় ফেলে পালাতে চেষ্টা করি, আর বাহু দিয়ে বুক্ ঢেকে থাকি। কিন্তু পালাতে গিয়ে লোমাঞ্চ-

জনিত শিথিল মেখলা আমার খুলে খুলে পড়ে, গুরু নিতম্বের ভারে আর পালাতে পারিনে। আমি তখন তাঁকে তিরস্কার করতে থাকি, তিনি আমাকে আট্‌কে রাখতে কত চেষ্টা করেন ; তাতে মুহূর্ত্তের জন্য আমার মনে একটু বিরক্তি বোধ হয়, তখন আমি তাঁকে বারবার নিষেধ করি, কিন্তু নিষেধ করতে করতেও তাঁর দিকেই আবার ফিরে ফিরে চাই। আমার এই অবস্থা দেখে তিনি তখন আমাকে উপহাস করেন। তারপর প্রিয়সখি, তাঁর বাহু-দণ্ড দিয়ে বেষ্টন করে আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করেন। তখন দেখ্‌তে পাই, সেই নিষ্ঠুর বাঘের কঠোর নখাঘাতে তাঁর বক্ষে দুটি যেন লোহিত পত্র অঙ্কিত হয়ে আছে। তারপর, তিনি আমার মুখটি তুলে, চুম্বনের বিবিধ চাতুরী প্রকাশ করে', আমার মুখের সমস্ত অবয়বের উপর তাঁর বদন-কমল যেন ফুটিয়ে তোলেন। আমি সহসা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে যেমন তাঁর হাত ধর্‌তে যাই অমনি তিনি আমার কবরীতে হাতটি নিবিষ্ট করে' তাঁর স্ফুরিত অধর আমার বাম গণ্ডমূলে নিহিত করেন—সেই মনোহর স্পর্শে আমার সমস্ত অঙ্গ কম্পিত ও লোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। তখন কতকটা ভয় ও কতকটা আনন্দে হতবুদ্ধি হয়ে আমি এক পাশেই দাঁড়িয়ে থাকি—তখন তিনি দুর্বিনীত সাহস-ভরে আমার নিকট যা' অপ্রার্থনীয় তাই প্রার্থনা করেন। প্রিয়সখি, এই সমস্ত প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুভব করে', হঠাৎ যখন জেগে উঠি, তখন এই হতভাগিনীর নিকট সমস্ত জীবলোক যেন শূন্য অরণ্যের মত বোধ হয়।

লব।—(হাসিয়া) আচ্ছা সখি মদয়ন্তিকে, পষ্ট কথা বল দিকি, সেই সময়ে, পরিজনের কাছেও যা গোপনীয় এমন কোন-কিছু, শয্যার আচ্ছাদন-বস্ত্রে ঢাক্‌তে যাচ্ছিলে কি না, আর বুদ্ধরক্ষিতা স্নেহ-চক্ষে তাই দেখে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাস্‌ছিলেন ?

মদ।—যাও সখি, তুমি যে কি ঠাট্টা কর তার ঠিক নেই!

বুদ্ধ।—সখি, মদয়ন্তিকে! জান না, মালতীর প্রিয় সখীরাই এই রকম কথা বল্‌তে খুব নিপুণ।

মদ।—তাই বলে' সখি, মালতীকে এই রকম করে' উপহাস কোরো না।

বুদ্ধ।—সখি মদয়ন্তিকে! যদি বিশ্বাসভঙ্গ না কর, তাহলে তোমাকে একটি কথা বলি।

মদ।—সখি! কখনও কি প্রণয়-ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হয়েছি যে তুমি ওকথা বল্‌চ। এখন তুমি আর লবঙ্গিকা আমার দ্বিতীয় হৃদয়।

বুদ্ধ।—আচ্ছা, আবার কখন যদি মকরন্দের সহিত দেখা হয়, তা হলে কি কর বল দিকি?

মদ।—তাহলে তাঁর শরীরের প্রত্যেক অবয়ব একদৃষ্টে স্থির হয়ে দেখে আমার চক্ষু সার্থক করি।

বুদ্ধ—যদি আবার সেই পুরুষোত্তম কাম-জননী রুক্মিণীর মত বল-পূর্ব্বক তোমাকে স্বয়ং গ্রহণ করে' তোমাকে তাঁর সহধর্ম্মিণী করেন, তা হলেই বা কি কর?

মদ।—(নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) কেন আর আমাকে এইরূপ বৃথা আশ্বাস দিচ্চ সখি?

বুদ্ধ।—সখি! আমি যা জিজ্ঞাসা করলেম তার উত্তর দাও।

লব।—এই দীর্ঘ নিঃশ্বাসেই ওঁর মনের ভাব বিলক্ষণ প্রকাশ পাচ্চে, আর জিজ্ঞাসা করে' কি হবে?

মদ।—সখি! যখন তিনি প্রাণপণ করে' সেই দুষ্ট বাঘের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন, তখন আমি আর এ দেহের কে?—এ দেহ তাঁরই।

লব।—একথা কৃতজ্ঞ-জনেরই উপযুক্ত।

বুদ্ধ।—ওঁর ওই কথাটি যেন মনে থাকে।

মদ।—একি! দ্বিতীয় প্রহর হল যে—ঐ শোনো প্রহর-সূচক দুন্দুভি-ধ্বনি হচ্চে। আমি গিয়ে নন্দনকে ভর্ৎসনা করে'ই হোক্, বা তাঁর পায়ে পড়েই হোক্, মালতীর উপর যাতে তাঁর অনুকূল ভাব হয় তার চেষ্টা করি গে। (উঠিয়া গমনোদ্যত)

(মকরন্দ মুখোদ্ঘাটন করিয়া মদয়ন্তিকার হস্ত ধারণ)

মদ।—সখি মালতি! ঘুম ভেঙ্গেচে? (দেখিয়া সহর্ষে ও সভয়ে) ওমা! একি! এযে আর একজন!

মক।—

সম্বর সম্বর ভয়
    সুনিতম্বে সুন্দরি লো, শোনো মোর বাণি,
কম্পিত ও স্তন-ভার
    সহিতে অক্ষম তব ক্ষীণ মাজা-খানি।
প্রণয়ের অনুগ্রহ
    করেছিলে যার প্রতি এইমাত্র করিলে প্রকাশ,
স্বপ্ন-সুখ বাখানিলে
    যার সহবাসে থাকি', এই দেখ আমি সেই দাস।

বুদ্ধ।—(মদয়ন্তিকার চিবুক উন্নত করিয়া)

সহস্র বাসনা-ভরে
    বরিলে যাহারে তুমি—সেই প্রিয়তম।
অমাত্য-ভবনে দেখ
    সুপ্ত বা প্রমত্ত এবে যত পরিজন,
গাঢ় অন্ধকার রাতি,
    কৃতজ্ঞ হইয়া কাজ কর সমুচিত,
ত্যজিয়া মণি-নূপুর
    নিঃশবদে বাহিরিয়া চল গো ত্বরিত॥

মদ।—সখি বুদ্ধরক্ষিতে! কোথায় যেতে হবে বল দেখি?

বুদ্ধ।—মালতী যেখানে আছে।

মদ।—মালতী কি সেই দুঃসাহসিক কাজটা করেছে?

বুদ্ধ।—করেছে বৈ কি। আর, তুমিও তো এইমাত্র বলেছ, "আমি এ দেহের কে"? (মদয়ন্তিকার অশ্রুপাত)

বুদ্ধ।—দেখ মকরন্দ! প্রিয়সখী তোমায় আত্ম-দান করলেন—গ্রহণ কর।

মক।— অর্জ্জন করিনু আজি
দুর্জয় বিজয়, চাহি অন্য কিবা আর,
স্মর-সখা-কৃপাবলে
যৌবন-উৎসব হল সফল আমার॥

এখন তবে চল, এই পার্শ্ব-দ্বার দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যাক্।

(নিস্তব্ধ ভাবে পরিক্রমণ)

মক।—অহো! এই নিশীথ সময়ে রাজমার্গ জনশূন্য হয়ে কি রমণীয় ভাব ধারণ করেছে!

এখন:—

উত্তুঙ্গ প্রাসাদোপরি
উচ্চ বাতায়ন দিয়ে
বায়ু বহি ফিরি আসে
পরিচিত সুরাগন্ধ নিয়ে।
মাল্য-পরিমল তাহে,
ভরপূর কর্পূরের বাস,
নবনধূ-যুবকের
সম্মিলন করিছে প্রকাশ॥

ইতি নন্দন-বঞ্চনা নামক সপ্তম অঙ্ক

অষ্টম অঙ্ক।

দৃশ্য।—কামন্দকীর গৃহ।

অবলোকিতার প্রবেশ।

অব।—নন্দন-ভবন হতে ভগবতী ফিরে এসেছেন, আমি তাঁকে প্রণাম করেছি। এখন মালতী-মাধবের কাছে যাই। গ্রীষ্ম-দিনের অবসানে তাপ-শান্তির জন্য তাঁরা দীর্ঘিকায় স্নান করে ঘাটের শিলা-তলে বসে আছেন।

(প্রস্থান)

ইতি প্রবেশক।

দৃশ্য।—দীর্ঘিকার শিলাতল।

(মালতীমাধব ও অবলোকিতা উপবিষ্ট)

মাধ।—কন্দর্পের প্রিয় সুহৃৎ নিশীথ-কাল এখন কেমন যৌবন-শ্রীতে বিরাজ কর্‌চে! দেখ তাই :—

দলিয়া তিমির-জাল
শুষ্কতালপত্র-পাণ্ডু পূর্ব্বদিকে ইন্দুর প্রকাশ,
মন্দ মন্দ বায়ু-ভরে
কেতকী-পরাগ ঘন আহা যেন ছাইল আকাশ॥

মালতী এখনও দেখ্‌ছি বিমুখ, কি করে' এখন ওঁকে প্রসন্ন করি। আচ্ছা এইরূপ বলা যাক্ (প্রকাশে) প্রিয়ে মালতি! তুমি তো সায়াহ্ন-স্নানে শীতল হয়েছে, এখন তুমি আমার গ্রীষ্ম-তাপের শান্তি

কর। কিন্তু এই কথাটী বল্লেই তুমি আমার অন্য উদ্দেশ্য কেন মনে করে' নেও বল দেখি? সুন্দরি!—

যাবৎ কবরী হতে
কুসুমের রস-বিন্দু না হয় ক্ষরণ,
যাবৎ না স্তন হতে
ঝরি' ঘর্ম্ম মধ্য-দেহে না হয় পতন,
যাবৎ না সারা দেহে
পুলকে পুলকে অঙ্গ উঠে গো শিহরি',
অন্তত একটি বার
গাঢ় আলিঙ্গন দেও প্রসাদ বিতরি'।
যে বাহু-যুগলে তব
সাধ্বসের বশে ঝরে স্বেদবিন্দুধার
—ইন্দুর কিরণ-স্পর্শে
বিগলিত আহা যেন চন্দ্রমণি-হার,
সেই বাহু মোর কণ্ঠে কর গো অর্পণ——
মমূর্ষু দেহেতে পুন আনো গো জীবন॥

অথবা, তাও দূরে থাক্, তুমি যে আমার সঙ্গে একটু বাক্যালাপ করবে, আমি কি তারও যোগ্য নই?

চিরদগ্ধ মম তনু
মলয়-অনিলে, আর ইন্দুর কিরণে,
নহেগো ইচ্ছুক তুমি
নির্ব্বাপিতে সেই জ্বালা গাঢ় আলিঙ্গনে।
প্রমত্ত কোকিল-রবে
ব্যথিত হইয়া আছে এমোর শ্রবণ

অয়িলো কিন্নর-কণ্ঠি!

অন্ততঃ পিয়াও তব মধুর বচন॥

অবলোকিতা।—(নিকটে আসিয়া)

এ তোমার কিরূপ অসঙ্গত ব্যবহার? এই কিছু পুর্ব্বে মুহূর্ত্ত-মাত্র মাধব স্থানান্তরে গেলে, তুমি বিমনা হয়ে আমার কাছে এসে বল্‌তে "তাঁর এত বিলম্ব কেন?—আবার কতক্ষণে তাঁকে দেখ্‌তে পাব, যদি এবার তাঁকে পাই, তবে লজ্জাভয় সমস্ত ত্যাগ করে' অনিমিষ লোচনে তাঁকে দেখি, আর বলি "গাঢ় আলিঙ্গন দিয়ে আমাকে সুখী কর"—তার পরিণাম কি শেষ এই হল?

মালতী।—(সাস্রুলোচনে দৃষ্টিপাত)

মাধ।—(স্বগত) অহো! ভগবতীর প্রধান শিষ্যার কি বাক্-চাতুরী, আর কত কথাই সময় মত ওঁর যোগায় (প্রকাশে) প্রিয়ে! অবলোকিতার কথা কি সত্য?

মালতী।—(তির্য্যক্‌ভাবে মস্তক সঞ্চালন)

মাধ।—আমার দিব্যি, লবঙ্গিকার দিব্যি, অবলোকিতার দিব্যি, যদি তুমি না কথা কও।

মাল।—আমি কিছু জানি নে—(অর্দ্ধোক্তি করিয়া সলজ্জে)

মাধ।—যদিও কথাগুলি শেষ হয় না—ভাল করে' মুখ দিয়েও বেরোল না, তবু কেমন মিষ্টি লাগ্‌ল। (সহসা নিরীক্ষণ করিয়া) অবলোকিতে! এ কি ব্যাপার?

হরিনাক্ষী মালতীর

বিমল কপোলতল অশ্রুজলে সহসা প্লাবিত,

জ্যোৎস্নাপাতে মনে হয়

নল দিয়া কান্তিসুধা পান করে ইন্দু পিপাসিত॥

অব।—সখি! কাঁদ্‌চ কেন বল দেখি?

মাল।—(জনান্তিকে) আর কতকাল প্রিয়সখী লবঙ্গিকার বিরহ-দুঃখ সহ্য করব? আজকাল তাঁর সংবাদ পাওয়াও দুষ্কর।

মাধ।—অবলোকিতে! ব্যাপারটা কি?

অব।—দিব্যি দেবার সময় আপনি লবঙ্গিকার নাম করায় তার কথা মনে পড়ে গেছে—লবঙ্গিকার কোন সংবাদ না পেয়ে সখী বড় কাতর হয়ে পড়েছেন।

মাধ।—আমি এই মাত্র কলহংসকে পাঠিয়েছি, আর বোলে দিয়েছি, গোপনে নন্দন-ভবনে গিয়ে যেন তার সংবাদ নিয়ে আসে (ব্যগ্রভাবে) অবলোকিতে! আহা, মদয়ন্তিকার জন্য বুদ্ধরক্ষিতা যে চেষ্টা-যত্ন করচেন তা সফল হবে তো?

অব।—মহাশয়! তাতে কি আর সন্দেহ আছে? সেই যে সময়ে প্রথমে মালতী আপনাকে মকরন্দের চেতনার সংবাদ দেয়, তখন আপনি খুসি হয়ে মালতীকে আপনার মন-প্রাণ পারিতোষিক দিয়েছিলেন; এখন যদি কেউ, মকরন্দ-মদয়ন্তিকার মিলন-সংবাদ দিয়ে আপনাকে খুসি করে, তা হলে তাকে কি পারিতোষিক দেন বলুন দিকি?

মাধ।—হাঁ এ কথা বল্‌তে পার। (বক্ষদেশ অবলোকন করিয়া স্বগত) মদনোদ্যানের শোভা ও অলঙ্কার যে বকুল-গাছটি, তারই ফুলে এই মালাটি গাঁথা। প্রিয়তমার প্রথম দর্শনে আমার যে মনের ভাব হয়, এটি যেন তারই সাক্ষীস্বরূপ এখনও রয়েছে।

মম হাতে গাঁথা বলি'
আনাইলা এই মালা সখী-হস্ত দিয়া,
রাখিলেন প্রেমভরে
বিশাল সে কুচকুম্ভে যতন করিয়া,

আবার বিবাহ-কালে
প্রণয়ে হতাশ হয়ে, লবঙ্গিকা জ্ঞানে
এই মালা পরাইয়া
তুষিলেন মোরে তাঁর সরবস্বদানে ॥

অব।—সখি মালতি! এই বকুল-মালাটি তোমার অতি প্রিয় সামগ্রী, অতএব সাবধান, এটি যেন সহসা পরহস্তগত না হয়।

মাল।—প্রিয়সখি ঠিক্ বলেছ।

অব।—কার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্চে না?

মাধ।—(নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) এই যে! কলহংস এসেছে।

মাল—একটি সুসংবাদ দি, মকরন্দ মদয়ন্তিকাকে লাভ করেছেন।

মাধ।—(সহর্ষে আলিঙ্গন করিয়া) আমাদের এটি প্রিয় সংবাদ বটে।
(নিজ কণ্ঠ হইতে বকুলমালা খুলিয়া প্রদান)

অব।—ভগবতী যে কাজের ভার দিয়েছিলেন, বুদ্ধরক্ষিতা সে কাজটি সিদ্ধ করেছেন দেখ্‌চি।

মাল।—(সহর্ষে) ওমা! প্রিয়সখী লবঙ্গিকাকেও যে দেখ্‌তে পাচ্চি।

(সকলের গাত্রোত্থান)

ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কলহংস, মদয়ন্তিকা, বুদ্ধরক্ষিতা
ও লবঙ্গিকার প্রবেশ।

লবঙ্গিকা।—মহাশয় রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। আস্‌তে আস্‌তে অর্দ্ধ-পথে নগর-রক্ষী পুরুষেরা মকরন্দকে আক্রমণ করেছে। কলহংসও সেই সময়ে এসে পড়ায়, তাঁর সঙ্গে তিনি আমাদের এখানে পূর্ব্বাহ্লেই পাঠিয়ে দিলেন।

কল।—এই দিকে আসবার সময় একটা ঘোরতর যুদ্ধের কলরব শোনা গেল—বোধ হয়, আর এক দল শত্রু-সৈন্যও জড় হয়ে থাকবে।

মাল।—একি! হর্ষ ও বিষাদ দুই যে এক সময়ে উপস্থিত।

মাধ।—সখি মদয়ন্তিকে! এসো এসো! তোমার পদার্পণে আমার গৃহ ধন্য হল। আর, তিনি তো যে-সে পুরুষ নন, কেন তবে উদ্বিগ্ন হচ্চ? একলা তাঁকে যদি অনেক লোকও আক্রমণ করে তাতেই বা সখার কি হবে? দেখ

গজ-সনে যুদ্ধকালে
অতুল বিক্রমশালী কেশরী যখন,
মদরস-সিক্তানন
গজরাজ শির-অস্থি করে বিদারণ,
তখন বলগো দেখি
সেই সে সিংহের কেবা সহায় সম্বল?
—তখন সহায় এক
প্রচণ্ড-খর-নখর নিজ করতল॥

তোমার ভয় কি, তুমি এ বেশ জেনো, প্রিয়সখা নিজ বল-বিক্রমের অনুরূপই কাজ করবেন, আর দেখ আমিও তাঁর সাহায্যে এখনি চল্লেম।

(উদ্ধত ভাবে পরিক্রমণ করত কলহংসের সহিত প্রস্থান)

অবলোকিতা
লবঙ্গিকা —এঁরা এখন অক্ষত শরীরে ফিরে এলে হয়।
বুদ্ধরক্ষিতা

মাল।—সখী বুদ্ধরক্ষিতে, সখী অবলোকিতে! তোমরা শীঘ্র গিয়ে ভগবতীর নিকট উপস্থিত-বিপদের সংবাদটা দেও, আর প্রিয়সখি লবঙ্গিকে, তুমিও শীঘ্র গিয়ে মাধবকে বল "যদি আমাদের প্রতি তাঁর কিছুমাত্র দয়া থাকে, তবে যেন একটু সাবধান হয়ে যুদ্ধ করেন।"

(অবলোকিতা, লবঙ্গিকা ও বুদ্ধরক্ষিতার প্রস্থান)

মাল।—হায়! এখন কি করে' সময় কাটাই। আচ্ছা আমি লবঙ্গিকার ফেরবার পথে গিয়ে দেখি কতক্ষণে লবঙ্গিকা আসে। (পরিক্রমণ)

(পরে আতঙ্কে) একি! ডান্ চোখ্ নাচ্‌চে যে!

(উপবেশন)

কপাল-কুণ্ডলার প্রবেশ।

কপাল।—আরে পাপীয়সি! দাঁড়া—কোথা যাস্?

মালতী।—(সত্রাসে) হা নাথ মাধব!—(অর্দ্ধোক্তি করিয়া বাক্‌রোধ)

কপা।—(সক্রোধে) হাঁ, তাকে তুই ডাক্—ডাক্।

তপস্বী জনের হন্তা,
কন্যা-চোর, কোথা তোর নাথ, রক্ষা করুক এখন,
হয়েছিস এবে তুই
শ্যেণ-আক্রমণে যথা সচকিত ক্ষুদ্র বিহঙ্গম।
আর কেন বৃথা চেষ্টা,
পলাইয়া কোথা যাবি চলে'?
—অনেক দিনের পর
পড়েচিস্ আমার কবলে॥

এখন একে শ্রীপর্ব্বতে নিয়ে গিয়ে, টুকরো টুকরো করে' কেটে দগ্‌ধে দগ্‌ধে মার্‌তে হবে।

(মালতীকে উঠাইয়া লইয়া প্রস্থান)

মদ।—মালতী যে দিকে গেছে আমিও সেই দিকে যাই। (পরিক্রমণ করিয়া) প্রিয়সখি মালতি!

লবঙ্গিকার প্রবেশ।

লব।—সখি মদয়ন্তিকে! আমি মালতী নই, আমি লবঙ্গিকা।

মদ।—তাঁর দেখা পেয়েছ কি?

লব।—না পাইনি। বল্‌ব কি, তিনি উদ্যান থেকে বেরিয়েই যেই সৈন্যদের কোলাহল শুন্‌লেন, অমনি সগর্ব্বে গিয়ে শত্রু সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করলেন, কজেই এ হতভাগিনীর ফিরে আস্‌তে হল। আমি কেবল, দূর হতে শুন্‌তে পেলেম, "হা মহানুভাব মাধব! হা সাহসিক মকরন্দ!" এই বলে' গুণানুরাগী পৌরজনেরা ঘরে ঘরে বিলাপ করচে। আর লোকের মুখে শুন্‌লেম, মহারাজও নাকি মন্ত্রীকন্যা-দুটির হরণ-বৃত্তান্ত শুনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে, অস্ত্র-শস্ত্র-প্রবীন অনেক পদাতি সৈন্য পাঠিয়েছেন, আর নিজে প্রাসাদের ছাতে উঠে জ্যোস্নার আলোয় সমস্ত কাণ্ড স্বচক্ষে দেখ্‌ছেন।

মদ।—হায়! এ হতভাগিনীর সর্ব্বনাশ হল!

লব।—সখি! মালতী কোথায়?

মদ।—সে প্রথমেই, তুমি যে পথে গিয়েছিলে সেই পথে তোমাকে খুঁজতে গিয়েছিল, তারপর আমিও গিয়েছিলেম, কিন্তু তাকে আর দেখ্‌তে পেলেম না। বোধ হয় উদ্যানের নিবিড় কুঞ্জের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

লব।—সখি! এসো শীঘ্র তাকে আবার খুঁজে দেখি। প্রিয়সখী মাধবের জন্য বড়ই কাতর হয়েছেন, আর বুঝি তাঁর ধৈর্য্য থাকে না। (দ্রুত পরিক্রমণ) সখি মালতি!—বলি, ও মালতি!

(ইতস্ততঃ পরিক্রমণ)

সহর্ষে কালহংসের প্রবেশ।

কল।—আঃ বাঁচা গেল। সেই ভয়ানক যুদ্ধের হাঙ্গাম থেকে আমরা ভালোয় ভালোয় ভাগ্যি বেরিয়ে আস্‌তে পেরেছি। বাবারে! এখনও যেন সমস্ত চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পাচ্চি। যেমন চমৎকার তেমনি ভয়ানক। চারিদিকে অস্ত্রশস্ত্রের আস্ফালন হচ্চে, আর চাঁদের আলো পড়ে তীক্ষ্ণধার উজ্জ্বল তলোয়ারের

পাতগুল চক্‌মক্ করে জ্বলে উঠ্‌ছে। দেখে বোধ হতে লাগ্‌ল, বলদেব যেন মদ-লীলাভরে প্রচণ্ড ভুজদণ্ডে কালিন্দী-স্রোত আলোড়িত কচ্চেন। মকরন্দের বিকট লম্ফ-ঝম্পে শত্রুসৈন্য বিশৃঙ্খল হয়ে পলাতে লাগ্‌ল, তাদের আর্ত্তনাদে গগনতল আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তার পর সে কথাও ভুলব না, আমার প্রভু মাধব সেখানে উপস্থিত হয়ে বিপক্ষের সৈন্যদের হস্ত হতে অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিয়ে, ভীষণ ভুজবজ্র প্রহার করতে লাগলেন—তাঁর বিকট বল-বিক্রম দেখে ক্রমে রাজমার্গ পদাতিশূন্য হল। হতশেষ সৈন্যরা এইরূপ বিষম সমর-সাহস দেখে চারিদিকে পলায়ন করতে লাগল। আহা! মহারাজ কি গুণানুরাগী! তিনি সেই সময়ে প্রতিহারীকে সৌধশিখর হতে নীচে পাঠিয়ে দিয়ে, বিনয়বচনে মাধব মকরন্দকে শান্ত করে', আপনার সম্মুখে আনালেন। তাঁরা উপস্থিত হলে, রাজা তাঁদের মুখচন্দ্রের উপর পুনঃ পুনঃ স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন। তার পর, আমার মুখে তাঁদের বংশ-পরিচয়, আভিজাত্য ও গুণগ্রামের কথা শুনে তাঁদের বিশেষ সম্মান ও সৎকার করলেন। অমাত্য ভূরিবসু.ও নন্দনের মুখ লজ্জায় মসিবর্ণ হয়ে গেল। তখন মহারাজ মধুর বচনে তাদের বল্লেন;—"তোমাদের পরম সৌভাগ্য, কুলে শীলে রূপে গুণে এদুটি সর্ব্বাংশেই সৎপাত্র; এমন জামাতা আর পাবে না" এইরূপ প্রবোধ দিয়ে রাজা অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। এই যে, মাধব ও মকরন্দও এসে পৌঁছেচেন। আমি এখন ভগবতীর কাছে গিয়ে এই সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিগে। (প্রস্থান)

মাধব ও মকরন্দের প্রবেশ।

মক।—অহো! সখার সাহস ও বল বাস্তবিকই অলৌকিক।

বাহুর প্রহারে তব
বিশীর্ণ শত্রুর দল বিচূর্ণ-কঙ্কাল,

উন্মথিয়া আক্রমিয়া

বীরগণে, ভাঙ্গিয়া-চূরিয়া অস্ত্রজাল,

সম্মুখে করিয়া পথ

রক্তময়, চলিলে করিয়া মহা বিক্রম প্রকাশ,

দ্বিবিভক্ত জনার্ণবে

স্তম্ভিত সৈন্যের পংক্তি, নৃমুণ্ডে আকীর্ণ চারি পাশ ॥

মাধ।—কিন্তু এটি কি অত্যন্ত শোচনীয় ব্যাপার নয় ?

অদ্যই যে সব লোক

নিশীথ-উৎসবে পান করিয়াছে সুখে

প্রিয়ায় গণ্ডুষ-শেষ

মধুটুকু—উদ্ভাসিত ইন্দুর ময়ূখে,

লভিয়াছে সেই সঙ্গে

প্রিয়াদত্ত আলিঙ্গন প্রেম-লীলাচ্ছলে,

আজি দেখ তাহারাই

রনস্থলে ভগ্ন-অস্থি তব ভুজ-বলে ॥

আর যাই হোক্ সখা, রাজার সৌজন্য আমরা কখনই ভুলব না। যে দোষী তারও প্রতি তিনি নির্দ্দোষীর ন্যায় ব্যবহার ক'রে কত অনুগ্রহ প্রকাশ কব্‌লেন। এসো এখন মালতীর নিকট যাওয়া যাক্—সেইখানে গিয়ে তাঁর সাম্‌নে বোসে, মদয়ন্তিকা-হরণের বিস্তারিত বৃত্তান্ত তোমার মুখে শুন্‌তে হবে।

তোমার আখ্যান-মাঝে

মালতী মুচকি হাসি', সখী মদয়ন্তিকা পরে

চঞ্চল কটাক্ষপাত করিবেন পরিহাস-ভরে,

অমনিগো সখীটির
বদন-পঙ্কজ কিবা হবে উল্লসিত,
লজ্জায় স্তিমিত দৃষ্টি হইবে নমিত॥
(পরিক্রমণ করিয়া সকলের প্রস্থান)

দৃশ্য—উদ্যান।

মাধব প্রভৃতির প্রবেশ।

মাধ।—এইতো সেই উদ্যান। কিন্তু এ স্থানটি এরূপ শূন্য বলে' মনে হচ্চে কেন?

মক।—সখা, বোধ হয় আমাদের বিপদে ব্যাকুল হয়ে আত্মবিনোদনের জন্য ওঁরা ঐ গহন উদ্যানে ভ্রমণ কচ্চেন—এসো দেখা যাক্।

(উভয়ের পরিক্রমণ)

লব ও মদ।—সখি মালতি! (সহসা দেখিয়া) আ! বাঁচা গেল—ঐ যে মাধব মকরন্দ দুইজনকেই এইখানে দেখ্‌তে পাচ্চি।

মকরন্দ মাধব।—এই যে তোমরা! মালতী কোথায়?

উভয়ে।—কোথায় মালতী? আপনাদের পদশব্দে আমরা মনে কর্‌ছিলেম বুঝি মালতী আস্‌চে।

মাধ।—কি?—কি বল্লে? আমার বুক যে ভেঙ্গে যাচ্চে—স্পষ্ট করে' বল।

পঙ্কজাক্ষি প্রেয়সীর
অনিষ্ট হ'ল বা বুঝি এই ভাবনায়
বিগলিত হৃদি মোর',
অন্তরাত্মা সশঙ্কিত উন্মত্ত-প্রায়।

নাচিতেছে বামচক্ষু,
প্রতিকূল বাক্য তব তারি সাক্ষ্য দ্যায় ॥

মদ।—আপনি এখান থেকে চলে গেলে, মালতী সংবাদ দেবার জন্য বুদ্ধরক্ষিতা ও অবলোকিতাকে ভগবতীর কাছে পাঠালেন, আর সাবধান করবার জন্য লবঙ্গিকাকে আপনার কাছে পাঠালেন। তার পর, লবঙ্গিকার ফিরে আস্‌তে বিলম্ব দেখে ব্যাকুল হয়ে দেখ্‌বার জন্য তিনি নিজেই এগিয়ে গেলেন। আমি তার পর এসে আর তাঁকে দেখতে পেলেম না—সেই অবধি আমরা এ-বনে সে-বনে অন্বেষণ করচি, এমন সময়ে আপনাকে দেখ্‌তে পেলেম।

মাধ।—হা! প্রিয়ে মালতি!

কি জানি কি অমঙ্গল
ঘটিল গো, ভাবি' প্রাণ বিষম আকুল।
ক্ষান্ত হও পরিহাসে
নির্দ্দয়ে! ভাঙ্গায়ে দেও শীঘ্র মোর ভুল।
পরীক্ষা করিতে চাও
দিয়াছি তো সে পরীক্ষা—দেওগো উত্তর,
নির্দ্দয় হয়ো না আর,
বিহ্বল হৃদয় মোর বড়ই কাতর ॥

উভয়ে।—হা প্রিয়সখি! কোথায় গেলে তুমি?

মক।—সখা! বিশেষ না জেনে শুনেই এত কাতর হচ্চ কেন বল দেখি?

মাধ।—সখা! তুমি কি জান না, মাধবের বিরহে কাতর হয়ে প্রিয়তমা কি না করতে পারেন?

মক।—সত্য, কিন্তু ভগবতীর নিকটেও তো তাঁর যাবার সম্ভাবনা আছে—এখন তবে চল, সেইখানে গিয়ে দেখা যাক্‌।

উভে।—খুব সম্ভব তাই।

মাধ।—আচ্ছা তবে সেইখানেই চল।

(সকলের পরিক্রমণ)

মক।—(স্বগত চিন্তা)

হয় তো গিয়েছে সখী
ভগবতীর আশ্রম-সদনে,
অথবা বাঁচিয়া নাই
এই কথা পুন ভাবি মনে।
প্রায়ই তো গো দেখা যায়
বান্ধব-সুহৃৎ-প্রিয়-জনের সঙ্গম,
সংসারের যত সুখ,
চঞ্চল অস্থির-গতি সৌদামিনী-সম

ইতি অষ্টম অঙ্ক সমাপ্ত !

নবম অঙ্ক।

দৃশ্য—পদ্মাবতী নগর।

সৌদামিনীর প্রবেশ।

সৌদা।—আমি সৌদামিনী। শ্রীপর্ব্বত হতে উড়ে এসে পদ্মাবতী নগরের উপরে এসে রয়েছি। এখন মালতীর বিরহে চির-পরিচিত স্থানগুলি মাধবের অসহ্য হওয়ায় মাধব সেই সব স্থান পরিত্যাগ করে' সুহৃদ্‌দের সঙ্গে দ্রোণী-শৈল-কান্তারময় প্রদেশ সকল পরিভ্রমণ করে' বেড়াচ্চেন। এখন তবে আমি তাঁর নিকটে যাই। আমি উড়ে এসে যেখানে রয়েছি, এখান থেকে এই সকল গিরিনগর গ্রাম সরিৎ অরণ্য সমস্ত একেবারেই আমার দৃষ্টিগোচর হচ্চে।

(পশ্চাতে অবলোকন করিয়া) চমৎকার! চমৎকার!

কিবা শোভে পদ্মাবতী,
সুবিশাল দুই নদী "সিন্ধু" আর "পারা"
ঘিরিয়া রয়েছে তারে
কোটিবন্ধ সম—কিবা স্বচ্ছ বারিধারা।
উত্তুঙ্গ প্রাসাদ কত,
দেব-গৃহ, পুরদ্বারী অট্ট অগণন,
হইয়া বিভক্ত তাহে
আকাশ করিছে নিজ মস্তকে ধারণ॥

অপিচ

শোভিছে লবণা নদী
বক্ষে যার উর্ম্মি-মালা সুন্দর শোভন,
বর্ষাগমে যার তট
নব উলু-তৃণরাজি করয়ে ধারণ
—(জনপদ-সুখদায়ী
—গর্ভিনী গাভীর ভক্ষ্য প্রিয় অতিশয়)
নদিটীর উপকণ্ঠে
শোভিতেছে মনোহর বিপিন-নিচয়॥

(অন্য দিকে অবলোকন করিয়া)

এই সেই ভগবতী "সিন্ধুর" প্রপাত; জলের পতন-বেগে ভূতল বিদীর্ণ করে' যেন একটা রসাতলের সৃষ্টি করেছে।

হেথায় তুমুল ধ্বনি
—জলগর্ভ-নবঘন-ঘোরতর-গর্জ্জন-সমান—
সীমান্ত-ভূধর-কুঞ্জে
সমুত্থিত—হেরম্বের কণ্ঠ-ধ্বনি হয় অনুমান॥

এই সকল অরণ্য-গিরিভূমি—চন্দন, অশ্বকর্ণ, সরল, পাটল প্রভৃতি গহন তরুরাজিতে পরিপূর্ণ ও পক্ক বিল্বফলের সৌরভে আমোদিত। এই গুলি দেখে দাক্ষিণাত্যের অরণ্য-পর্ব্বতগুলি মনে পড়ে;—সেই সব স্থান—যেখানে গোদাবরী নদীর প্রচণ্ড প্রবাহ, তরুণ-কদম্ব-জম্বু-বৃক্ষাচ্ছন্ন তমসাবৃত গহন কুঞ্জে প্রবেশ করে, এবং তার ঘোরতর গর্জ্জনে চতুর্দ্দিকস্থ বিশাল মেখলা-ভূমি প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। আর ঐ দেখ, "সুবর্ণবিন্দু" নামে ভগবান ভবানীপতি এইখানে স্বয়ং-প্রতিষ্ঠিত হয়ে, মধুমতী ও সিন্ধুর এই সঙ্গম-প্রদেশ-টিকে পবিত্র করচেন।

(প্রণাম করিয়া)

জয়দেব ভুবন-ভাবন, জয় ভগবন্
নিখিল-নিগম-আশ্রয়।
* জয় রুচির শশি-শেখর, মদন-নাশন্
জগত-আদি-গুরু জয়॥

(অগ্রসর হইয়া)

এই যে উত্তুঙ্গ-সানু
অভিনব-মেঘ-শ্যাম মহাকায় পর্ব্বত হেথায়
মিলিয়া ময়ূরী সাথে
ময়ূর মদ-মুখর, হর্ষভরে কেকা-রবে ছায়,
স্নিগ্ধ-চ্ছায় দেহ-মাঝে
বিচিত্র-বরণ কত পক্ষী-নীড় করয়ে ধারণ,
নিরখিয়া হেন গিরি তিরপিত হয় গো নয়ন

অপিচ :—

গহ্বর-নিবাসী যত
সুভীষণ মদমত্ত ভল্লুক তরুণ,
তাদের থুৎকার-রবে
গরজন-প্রতিধ্বনি বাড়য়ে দ্বিগুণ।
গজভগ্ন শল্লকীর
গ্রন্থিখণ্ড চারিধারে রহে বিকীরিত,
তা' হ'তে ঝরিয়া ক্ষীর
শিশির-কটু-কষায় গন্ধে আমোদিত॥

(উর্দ্ধে অবলোকন করিয়া)

একি ! মধ্যাহ্ন যে ! এখন এখানে :—

ত্যজিয়া "কাশ্মরী"-তরু
"কোবা"-পক্ষী, পল্লবিত-"কৃতমালে" করয়ে গমন,
তীরের "অশ্মন্ত"-শাকে
চুম্বিয়া "পূর্ণিকা"-পক্ষী—জলাশয়ে করয়ে ধাবন।
"তিনিশ"-কোটর-মাঝে
"দাত্যূহ" নিলীন হয়ে করে অবস্থান,
"কলোত" সে গুল্ম-নীড়ে
কাঁদিছে, "কুক্কুভ" নীচে করে যোগ দান॥

আচ্ছা এখন আমি তবে মাধব মকরন্দকে অন্বেষণ করে' যথাসাধ্য তাদের সান্ত্বনা করি গে।

(প্রস্থান)

ইতি বিষ্কম্ভক।

মাধব ও মকরন্দের প্রবেশ

মক।—(সকরুণভাবে নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া)
যে বিষম অবস্থায়
নাহি কোন আশা কিম্বা নৈরাশ্য বিশেষ,
হৃদয় বিক্ষিপ্ত হয়ে
ঘোর মোহ-অন্ধকারে করয়ে প্রবেশ,
না পারি করিতে কিছু
বিধির বিপাকে, বিধি এমনি গো বাম—
অস্থির হইয়া ঘুরি
বিপদের মাঝে মোরা পশুর সমান॥

মাধ।—হা প্রিয়ে মালতি! কোথায় তুমি? কেন সহসা অন্তর্হিত

হলে তার কারণ কিছুই জান্‌তে পারলেম না! হা! নির্দ্দয়ে! এখন আমাকে দেখা দিয়ে আশ্বস্ত কর।

তবে কি নাহিক তব
কিছুমাত্র দয়ামায়া মাধবের পরে?
এখনো তো সেই আমি
যে পরশি' তব কর কঙ্কণ-ভূষিত
(সাক্ষাৎ উৎসব সম)
হয়েছিল সে সময় কত আনন্দিত॥

সখা মকরন্দ! এ জগতে ওরূপ প্রেম পুনর্ব্বার লাভ করা নিতান্তই দুর্লভ ও অসম্ভব!

কোমল-কুসুম-অঙ্গে
সহিল অনঙ্গ-জ্বালা কত দিন ধরি,'
অতি তুচ্ছ তৃণসম
বিসর্জ্জিবে নিজ প্রাণ মনে স্থির করি',
সাহস করিয়া শেষে মম হস্তে দিল নিজ কর,
ইহার অধিক প্রেম কোথা আছে বল অতঃপর?

তা ছাড়া :-

বিবাহ-বিধির আগে
আমায় পাবার আশে হইয়া নিরাশ
করিয়াছিল গো কত
সকাতরে হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ,
প্রিয়া মোর সে সময়
মর্ম্মচ্ছেদী যাতনায় বিকল-ইন্দ্রিয়,
মনের বেদনা-ভরে
অস্থির কাতর-তনু তখন আমিও॥

(আবেগ সহকারে)

অহো ! কি আশ্চর্য্য !
দলিত হৃদয় শোকে,
দ্বিধা তবু ফাটিয়া না যায়,
মোহে বিকলিত দেহ
জ্ঞান তবু নাহিগো হারায়,
অন্তর্দাহে দহে তনু,
তবু তো না হয় ভস্মসাৎ,
মর্ম্মচ্ছেদ করে বিধি,
প্রাণ তবু না হয় নিপাত ॥

মক।—সখা মাধব ! দারুণ দৈবের ন্যায় সূর্য্যদেবও আমাদের এখন অবিরত দগ্ধ করচেন। তোমার শরীরের যেরূপ অবস্থা, এখন চল ঐ পদ্ম-সরোবরের ধারে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য বসি গে। দেখ এখানে—

সনাল কমল নব
উঠিয়াছে মাথা তুলি জলের উপরি,
মৃদুমন্দ মকরন্দ
তাহা হতে আহা কিবা পড়ে ঝরি ঝরি।
সে গন্ধে হইয়া পুষ্ট,
শীতল হইয়া আর তরঙ্গ-শীকরে,
মধুর মলয়-বায়
জুড়াইবে তব অঙ্গ বহি' ধীরে ধীরে ॥

(পরিক্রমণ করিয়া উপবেশন)

দৃশ্য।—সরোবর-তীর।

মক।—((স্বগত) হাঁ, সেই ভাল। এই রকম করে' অন্য দিকে ওঁর চিত্ত বিক্ষেপ করা যাক্। (প্রকাশ্যে) সখা মাধব!

মদকল মরালের
পক্ষ-সঞ্চালনে দেখ দোলে শতদল।
অশ্রুবারি নিবারিয়া
যতক্ষণ নাহি আসে পুন অশ্রু জল,
ততক্ষণ দেখে লও
এইসব সুশোভন মনোহর স্থল॥

(সোদ্বেগে মাধবের গাত্রোত্থান)

মক।—একি! আমার কথায় কর্ণপাত না করেই' শূন্য-মনে অন্য দিকে কোথায় যাচ্চ? সখা! স্থির হও।

দেখ:—

বঞ্জুল-কুসুম-গন্ধে
নিকুঞ্জ তটিনী-বারি কিবা সুরভিত!
যূথিকা-কলিকা-রাশি
তটিনীর-প্রান্ত-দেশ করে আচ্ছাদিত,
পর্ব্বতের সানু-পরে
"কুটজ" কুসুম ফোটে সহাস-আনন,
মেঘ-চন্দ্রাতপ শিরে
—মত্ত ময়ূরের নৃত্য করে উত্তেজন॥

তা ছাড়া:—

শৈলের পর্য্যন্ত-ভূমি
সমাচ্ছন্ন বিকসিত-কদম্ব-কোরকে।

নদীকূল সুশোভিত
উদ্‌ভিন্ন-অঙ্কুর-নব সুচারু কেতকে।
দিগন্ত হয়েছে কিবা জলদ-শ্যামল।
শিলীন্ধ্র-কুসুম-লোধ্রে হাসে বনস্থল॥

মাধ।—সখা! সবই দেখছি; দুর-দৃশ্য অরণ্য-ভূমি রমণীয় বটে—কিন্তু এসব আমার কাছে কি? (সাশ্রু নয়নে) অথবা আরও যদি কিছু থাকে তাতেই বা আমার কি?

আসিয়াছে কাল, যবে
স্নিগ্ধ জলদ-রাজি, পূরবের ঝঞ্ঝানিলে হয়ে সঞ্চালিত
(সালার্জ্জুণ-গন্ধী বায়ু)
বিশ্বলিত ইন্দ্রনীল-খণ্ড যেন, নভস্তল করে আচ্ছাদিত।
আহা কি কালের শোভা!
তাপ-বৃষ্টি ক্রমান্বয়ে করে যাতায়াত, এক যায় অন্য আসে।
জলদের বরিষণে
ধারাসিক্ত বসুন্ধরা আমোদিত আহা কিবা মধুর সুবাসে॥

হা প্রিয়ে মালতি!
কেমনে হেরিব এবে
তরুণ-তমাল-নীল দিগন্তে জলদ-অগণনা
শীত-বায়ু-সঞ্চালিত অভিনব সলিলের কণা।
কেমনে হেরিব বল
সেই সে দিগন্ত-দেশ চারু-ইন্দ্রধনু-সুশোভিত
মদকল-নীলকণ্ঠ-ময়ূর-কলহ-মুখরিত॥

(শোকার্ত্ত ভাবে)

মক।—ওঃ! সখার এ কি দারুণ পরিণাম! (সাশ্রুলোচনে) আশ্চর্য্য! আমার বজ্রময় হৃদয় এখনও প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে

পারচে? (নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আহা মাধবের, বাঁচবার আর কোন আশাই নাই। (সভয়ে অবলোকন করিয়া) একি! মুচ্ছির্ত হয়েছেন নাকি? (আকাশে) সখি মালতি! এখনও কি তোমার দয়ার উদ্রেক হল না?

না মানি' বান্ধব-জনে
প্রেমের আবেগ-ভরে সাহস করিলে প্রদর্শন
তবে কেন বল সখি
নিরদোষী প্রিয়জনে হইলে গো নির্দ্দয় এখন?

একি! এখনও যে নিশ্বাস পড়চে না! হা বিধাত! আমার কি সর্ব্বনাশই করলে! মাগো! মাগো!

দলিত হৃদয় মম,
বিচ্ছিন্ন এ দেহের বন্ধন,
শূন্যময় এজগৎ,
অবিরত অন্তর্‌দহন,
প্রগাঢ় তিমিরে মগ্ন
অন্তরাত্মা বড়ই ব্যাকুল,
সমস্ত স্তম্ভিত মোহে,
এ অভাগা কোথা পায় কূল?

হায়! কি কষ্ট! কি কষ্ট!—আহা!

সখা মোর বন্ধুতার হৃদয়-জোছনা,
মালতীর নয়নের পূর্ণ-চন্দ্রমা
মকরন্দ-পরাণের আনন্দ-দায়ক,
সর্ব্ব-অগ্রগণ্য, জীব-লোকের তিলক।
সেই সে মাধব এবে মোহে হতজ্ঞান
ইহলোক হতে বুঝি করিলা প্রয়ান॥

হা! সখা মাধব!

গাত্রের চন্দন-রস, শারদেন্দু নেত্রে মোর,
হৃদয়-আনন্দ তুমি, তোমাতে ছিলাম ভোর।
সুন্দর সকল হতে, হরিল তোমায় কাল,
একি সর্ব্বনাশ হল! হায়! ভাঙ্গিল কপাল॥
(স্পর্শ করিয়া)
অকরুণ সখা ওহে
স্মিতোজ্জ্বল তব দৃষ্টি কর বিতরণ,
নিদারুণ! কৃপা করি'
একটি করহ দান মুখের বচন।
তোমা পরে অনুরক্ত
চিত্ত যার,—মকরন্দ তব সহচর
করিছ কেন গো তবে তারে হতাদর?
(মাধব সংজ্ঞালাভ করিয়া)

মক।—(নিঃশ্বাস ফেলিয়া) নব-জলধরের জলকণা-বর্ষণে, উজ্জ্বল রাজপট্ট-মণির যে অবস্থা হয়, সেইরূপ আমার সখা আবার বেঁচে উঠেছেন দেখ্‌ছি—আ! বাঁচা গেল, জগৎ যেন আবার প্রাণ পেলে।

মাধ।—আচ্ছা বল দেখি, এই বনের মাঝে কাকে এখন দূত করে' প্রিয়ার নিকট পাঠাই?

(অবলোকন করিয়া) আহা, কি চমৎকার!

নদীতীরে ওই দেখ ফল-ভরে পরিণত
শ্যামল জম্বুর কুঞ্জ হয়ে আছে অবনত।
উর্ম্মিদল মৃদু মৃদু তটে ভাঙ্গি ভাঙ্গি পড়ে।

নদীর উত্তর ভাগে পর্ব্বত শিখর-পরে
নব-জলধর ওই উপচিত-ঘন-পুঞ্জ,
যেনরে প্রবীন-কায় নীলবর্ণ তাল-কুঞ্জ ॥

(সাদরে উত্থান করিয়া ঊর্দ্ধমুখে কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক)

ও গো সৌম্য ! বল দেখি :—

প্রিয়সখী সৌদামিনী করে কিনা তোমা আলিঙ্গন ?
প্রণয়ী চাতক চারু করে কিনা তব আরাধন ?
পূর্ব্ব-বায়ু যত্নে কিগো গাত্র টিপি দেয় গো তোমার ?
ইন্দ্র-ধনু চিত্রি' তনু করে কি গো শোভার বিস্তার ?

(কর্ণপাত করিয়া) এই যে ! মেঘের স্নিগ্ধ-গম্ভীর প্রতিধ্বনিতে গিরি-গুহা সব পরিপূরিত হয়ে উঠ্‌ল। আর ঐ শোনো, ঊর্দ্ধকণ্ঠ আনন্দিত ময়ূরগণ মন্দ্র-হুঙ্কারে আমার কথায় সায় দিচ্চে। আচ্ছা এইবার তবে আমার প্রার্থনা জানাই। ভগবন্ জীমূত !

এজগতে ইচ্ছামত ভ্রমিতে ভ্রমিতে
যদি কভু প্রিয়া পড়ে তোমার দৃষ্টিতে,
প্রথমে আশ্বাস দিয়া বোলো তাঁরে মাধবের দশা,
বলিতে সে কথা কিন্তু দেখো যেন ভেঙ্গো নাকো আশা।
আশাতন্তু হলে ছিন্ন নিশ্চয় মরণ।
সেই তাঁর একমাত্র জীবন-বন্ধন ॥

(সহর্ষে) একি ! মেঘ চলে গেল যে ! তবে এখন আমি অন্যত্র যাই। (পরিক্রমণ)

মক।—(সোদ্বেগে) একি ! রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় মাধব উন্মাদগ্রস্ত হয়েছেন দেখ্‌ছি ! হা তাত ! হা জননি ! ভগবতি ! রক্ষা কর। মাধবের কি অবস্থা হয়েছে দেখ এসে।

মেঘের গর্জ্জন শুনি
প্রত্যুত্তরে আর ওযে করেনা গর্জ্জন,
আসন্ন সরসী হতে
শৈবালের রাশি মুখে করে না গ্রহণ,
মদ নাহি ঝরে গণ্ডে
বিষাদে মধুপ তাই হয়ে আছে মূক্
ম্লান-মুখ গজরাজ
প্রাণ-সমা প্রিয়ার বিরহে পায় দুখ্॥

আর ওকে কষ্ট দিয়ে কি হবে—আমি অন্য দিকে যাই। (অবলোকন করিয়া)

এই যে আর একটি যূথ-পতি মত্ত গজ সরোবরে বিহার করচে। তার মাংসল গণ্ড-নিঃসৃত মদস্রাবে সরোবর আমোদিত। আবার বিকসিত কদম্বের সংস্পর্শে আরও যেন সুরভিত হয়ে উঠেছে। গজরাজ পদ্মের পত্র, কেশর, মৃণাল, কন্দ প্রভৃতি বিদলিত ও বিকীর্ণ করতে করতে নলিণী-বনের মধ্য দিয়ে চলেছে। তার অনবরত কর্ণ-সঞ্চালনে চারিদিকে যেন জলকণার কুয়াশা বিস্তার হয়েছে। গজরাজের কণ্ঠ হতে মধুর গম্ভীর গর্জ্জন-ধ্বনি নিঃসৃত হচ্চে—আর তার সহচরী আনন্দে শ্রবণ করচে। আর ঐ গর্জ্জন শুনে হংস বক চক্রবাক জলপক্ষীগণ ভয়ে পালাচ্চে। আচ্ছা তবে এইবার ওর সঙ্গে ব্যাক্যালাপ করা যাক্। মহাভাগ নাগপতে! তোমারই যৌবন শ্লাঘ্য, প্রিয়ার মনস্তুষ্টি সাধনেও তোমার বিলক্ষণ চাতুর্য্য আছে।

(নিন্দাচ্ছলে)
লীলাচ্ছলে উৎপাটিয়া
মৃণালের দণ্ডগুলি কর-কবলিত।

গণ্ডূষ, পরশে তার
বিকসিত পদ্ম-গন্ধে হয় সুরভিত।
গণ্ডূষের-জল-কণা
শুণ্ডে করি' প্রিয়গাত্রে করিছ সিঞ্চন,
কিন্তু কৈ করিলে না তো
পদ্মপত্র-ছত্র তার মাথায় ধারণ॥

একি! আমার কথা অবজ্ঞা করে' নীরস ভাবে যে চলে গেল! হা! আমি কি নির্ব্বোধ! সখা মকরন্দের সঙ্গে যেরূপ ভাবে কথা কই, এই বনচর পশুর সঙ্গে আমি যে সেইরূপ ভাবেই কথা কচ্চি! হা সখা!

একাকী থাকিনু যদি
ধিক্ তবে দুখের জীবনে,
ধিক্ সে সৌন্দর্য্য, যদি
না ভুঞ্জিনু মিলি তোমা সনে।
যেদিন না কাটে মম
তোমার বা তাঁহার সহিত
সেদিন বিলুপ্ত হয়ে
স্মৃতি হতে হোক্ তিরোহিত।
প্রমোদের আশে চিত্ত
অপরত্র যদি কভু ধায়
কি ফল তাহাতে বল
ধিক্ সেই মৃগ-তৃষ্ণিকায়॥

মক।—আহা! সখা উন্মাদ-মোহে আচ্ছন্ন, তবু আমার প্রতি কেমন সদয়; পূর্ব্ব স্নেহের সেই সহজ-সংস্কারটি কোন সূত্রে বোধ হয় আবার জাগরূক হয়েছে। এখন উনি মনে করছেন, আমি নিকটে

নাই। (সম্মুখে আসিয়া) এই দেখ আমি তোমার সেই হতভাগ্য সহচর মকরন্দ!

মাধব।—প্রিয় সখা! আমার সহিত সাদর-সম্ভাষণ কর, আমাকে আলিঙ্গন কর—মালতীর আশায় নিরাশ হয়ে আমি অবসন্ন হয়ে পড়েছি। (মূর্চ্ছা)

মক।—এই শোনো, তোমাকে আমি সাদর সম্ভাষণ করচি—প্রাণ-সখা! (সকরুণে অবলোকন করিয়া) হা! কি কষ্ট! যে মুহূর্ত্তে উনি আমাকে আলিঙ্গন করবার জন্য উৎসুক সেই মুহূর্ত্তেই আবার অচেতন হয়ে পড়লেন। সব শেষ হয়ে গেছে, আর দেখ্‌চি আমার আশার যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে না। এখন বেশ বোঝা যাচ্চে, আমার সখা আর নাই। হা বয়স্য!

স্নেহেতে ব্যাকুল হয়ে
অকারণে হইতাম কম্পিত-হৃদয়,
বিপদ আশঙ্কা করি'
চিত্ত-মাঝে হ'ত কত ভয়ের উদয়।
সেই সে উদ্বেগ-চিন্তা
মুহূর্ত্তের মধ্যে এবে শান্ত সমুদয়॥

সখা! সেই পূর্ব্বেকার মুহূর্ত্তগুলি কষ্টকর হলেও তবুতো সে ভাল ছিল——তবু তো তখন মনে করতে পারতেন তোমার চৈতন্য আছে, কিন্তু এখন :—

ভার-মাত্র দেহ মোর, প্রাণ বজ্রময়,
শূন্য দশ দিক, ব্যর্থ ইন্দ্রিয়-নিচয়।
দিনপাত কষ্টকর তোমার গমনে,
জীবলোক নিরালোক তোমার বিহনে॥

(চিন্তা করিয়া) তবে কি এখন মাধবের মরণের সাক্ষী হয়েই জীবন ধারণ করব? না, ঐ গিরি-শিখর হতে পাটলবতী নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মাধবের মরণ-পথে অগ্রসর হই। (করুণ-হৃদয়ে ফিরিয়া আসিয়া অবলোকন) ওঃ! কি কষ্ট! কি কষ্ট!

একি সেই নীলোৎপল দেহ-খানি মনোহর অতি,
গাঢ়তর আলিঙ্গন করি' যারে না হ'ত তৃপতি।
মালতী উৎসুক হয়ে যে তনুটি করিত দর্শন
বিস্ময়-উল্লাস-ভরে নব প্রেমে বিভ্রান্ত-লোচন॥

আশ্চর্য্য! এই দেহে এত অল্প বয়সে এত অধিক গুণের সমাবেশ কি করে' হল? সখা মাধব!

নিরমল পূর্ণ ইন্দু, পড়িল গো রাহুর গরাসে,
ঘনীভূত জলধর ছিন্ন-ভিন্ন প্রবল বাতাসে,
ফলপ্রসূ তরুবর, হল আহা দগ্ধ দাবানলে,
ধরা-হৃত চূড়ামণি, তুমি গেলে মৃত্যুর কবলে॥

(চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, যদিও আমার সখা গত হয়েছেন, তবু তাঁকে একবার আলিঙ্গন করি। কিছু পূর্ব্বে উনিই তো এইরূপ প্রার্থনা করেছিলেন। (আলিঙ্গন করিয়া) হা সখা! বিমল বিদ্যার নিধি! সর্ব-গুণের গুরু! মালতীর স্বয়ং-গৃহীত জীবিতেশ্বর! হা স্মর-সুন্দর! কামিনী-জন-চিত্তহারী! তুমি যে বান্ধব-পয়োনিধির শরচ্চন্দ্র! তুমি যে কামন্দকী ও মকরন্দের আনন্দকর চন্দ্রবদন মাধব! এতদিন মকরন্দের এই বাহুবন্ধন এ সংসারে তোমার ইচ্ছা-সুলভ ছিল, এখন তাও আর পাবে না। মকরন্দ এখন তোমা বিনা মুহূর্ত্তকালও জীবিত থাক্‌বে, এ কথা মনেও করো না।

জন্মাবধি দুইজনে এক সঙ্গে করি' অবস্থান
এক মাতৃ-স্তন-দুগ্ধ সমভাবে করিয়াছি পান,

এখন যে বন্ধুদত্ত প্রেতোদক পিইবে একাকী
বল দেখি প্রিয় সখা, তোমার তা' উচিত হয় কি ?

(করুণভাবে ত্যাগ করিয়া পরিক্রমণ)

এই তো নীচে পাটলবতী নদী।

ভগবতি পাটলবতি! যেখানে প্রিয় সুহৃদের জন্ম হবে সেইখানে আমারও যেন জন্ম হয়—আমি যেন আবার তাঁরই সহচর হই! (নদীতে ঝাঁপ দিতে উদ্যত)

সহসা সৌদামিনীর প্রবেশ।

সৌ।—(নিবারণ করিয়া) বৎস! ও দুঃসাহসের কাজ কোরো না কোরো না।

মক।—(দেখিয়া) তুমি কে মা ? কেন তুমি আমাকে নিষেধ কচ্চ ?

সৌ।—তুমি কি বৎস মকরন্দ ?

মক।—আমি হতভাগ্য মকরন্দই বটে—আমাকে ছেড়ে দিন।

সৌ।—বৎস! আমি যোগিনী, মালতীর একটি অভিজ্ঞান-চিহ্ন আমার কাছে আছে।

(বকুল মালা প্রদর্শন)

মক।—(নিঃশ্বাস ফেলিয়া করুণভাবে) আর্য্যে! মালতী কি জীবিত আছেন ?

সৌ।—আছেন বৈকি। বৎস! মাধবের কি কোন অমঙ্গল হয়েছে যে তুমি এই দুঃসাহসের কাজ করতে প্রবৃত্ত হয়েছ ? ভয়ে আমার হৃদয় কাঁপ্‌চে—মাধব কোথায় ?

মক।—আর্য্যে! আমি প্রমুগ্ধ হয়ে বৈরাগ্যের বশে তাঁকে ত্যাগ করে এখানে এসেছি। তবে আসুন, আবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিগে।

(দ্রুত পরিক্রমণ)

মাধ।—(সংজ্ঞা লাভ করিয়া) একি! আমাকে কে জাগিয়ে দিলে ?

(চিন্তা করিয়া) নব-জলধরবাহী এই পবনেরই কার্য্য দেখ্‌ছি—পবন তো আমার অবস্থা জানে না।

মক।—আ! বাঁচা গেল, সখার চৈতন্য হয়েছে।

সৌ।—(অবলোকন করিয়া) মালতী যেরূপ আমাকে বলেছিলেন, এই দুই জনের সেই প্রকার আকৃতিই বটে!

মাধ।—ভগবন্‌ প্রাচ্য-সমীরণ!

জলভরা জলদেরে কর সঞ্চালিত,
বিহঙ্গম চাতকেরে কর প্রমোদিত,
উৎকণ্ঠ শিখীর উঠাও কেকা-রব,
করাও গো কেতকীর কুসুম প্রসব,
বিরহী সে মূর্চ্ছা লভি'
কথঞ্চিৎ ব্যথা করে দূর,
চৈতন্যের আধি-ব্যাধি
কেন তবে আনিলে নিঠুর!

মক।—অখিল জীবের যিনি জীবন, সেই পবন-দেব ভাল কাজই করেছেন।

মাধ।—যাই হোক্‌ পবন-দেব! তোমার নিকট এখন এই প্রার্থনা :—

বিকসিত কদম্ব-কুসুম-রেণু সনে
লয়ে যাও মোরে তুমি প্রিয়ার সদনে,
অথবা থাকয়ে যদি
প্রিয়া-অঙ্গ-সহবাসে সুশীতল দ্রব্য এক-রতি
অর্পণ করগো মোরে,
তুমিই এখন মোর একমাত্র আশ্রয় ও গতি॥

(কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক প্রণাম)

সৌ।—এইবার অভিজ্ঞান-চিহ্ন দেখাবার ঠিক্ সময় হয়েছে।

(মাধবের অঞ্জলীবদ্ধ হস্তে মালা নিঃক্ষেপ)

মাধ।—(বিস্ময় ও হর্ষ সহকারে) এই কি সেই আমার স্বহস্ত-রচিত, প্রিয়া-বক্ষ-স্থিত, মদনোদ্যানের বকুল ফুলের মালা ?
—(নিরীক্ষণ করিয়া সহর্ষে) হাঁ তাই বটে—কোন সন্দেহ নাই। দেখনা কেন—

সেই চারু চন্দ্রানন-
দরশন-কৌতূহল করিতে গোপন
মালার যে ভাগ আমি
গ্রন্থন করিয়াছিনু করিয়া বিষম,
সুবিন্যস্ত না হলেও,
যে ভাগ দেখিয়া তুষ্ট হয় লবঙ্গিকা,
সে ভাগ দেখি যে হেথা,
সন্দেহ নাহিক তবে—সেই সে মালিকা॥

(হর্ষোন্মাদ সহকারে উত্থান)

প্রিয়ে মালতি! এই মালায় যেন তোমাকেই দেখ্‌ছি। (কোপ-সহকারে) আমার কি দশা হয়েছে তুমি কি তা জান্‌চ না ?

প্রাণ বুঝি বাহিরয়, হৃদয় বিদীর্ণ হয়,
দহে সর্ব্ব অঙ্গ, তম চতুর্দ্দিক-ময়।
শীঘ্র হও পরকাশ এ নহে গো পরিহাস,
নেত্রানন্দ দান কর, হোয়ো না নির্দ্দয়॥

(নৈরাশ্য-সহকারে চারিদিক অবলোকন করিয়া) কৈ—মালতী কোথায় ? (বকুল মালাকে উদ্দেশ করিয়া) ও গো প্রিয়া-প্রণয়িণী বকুলমালা! তুমি আমার উপকারী বন্ধু, তোমাকে পেয়ে আমি কৃতার্থ হলেম।

প্রিয় সখি মালিকা গো!
জ্বলিতেন প্রিয়া যবে দুঃসহ মদন-যাতনায়
আলিঙ্গন করি' তোমা
ভাবিতেন আলিঙ্গিলা মোরে তাঁর মুগ্ধ কল্পনায়

(করুণভাবে নিরীক্ষণ)

একবার মোর কণ্ঠে
পুন প্রেয়সীর কণ্ঠে করি' যাতায়াত
জ্বালিলে মদন-জ্বালা
আনন্দ-রস মিশ্রিত করি' তার সাথ।
স্নেহের আকর গাঢ়
অনুরাগ হৃদয়ে করিলে সঞ্চারিত।
স্মরিলে সে সব কথা
ঘোর কষ্ট হৃদে আসি' হয় উপস্থিত॥

(হৃদয়ে স্থাপন করিয়া মূর্চ্ছিত)